প্রথম প্রকাশ। মে, ১৯৬০

প্রচ্ছদ চিত্র। চার্লস হোয়াইট

প্রচ্ছদ লিপি। খালেদ চৌধুরী

প্রকাশক। সুরেন দত্ত। ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ।। কলকাতা-৯

মুদ্রক। এ. এস. প্রিন্টিং কনসার্ন। ২৪৯, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট ।। কলকাতা-১২

প্রথম পরিচ্ছেদ

[মে মাসে রোম থেকে কাপুয়া-গামী মহাসরণী দিয়ে কেইয়াস ক্রাসসাসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত]

নথিপত্রে লেখা আছে, মার্চ মাসের মাঝামাঝি, অমর নগরী রোম থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু রোমের মতোই রমণীয় শহর কাপুয়াতে যাবার রাস্তাটি জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু খুলে দেওয়া মাত্রই যে চলাচল আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে গেল তা বলা চলে না। সাধারণত রোমের রাস্তাগুলিতে মানুষের ও পণ্যদ্রব্যাদির যে-রকম শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধির পরিচায়ক চলাচল আশা করা যায়, গত চার বৎসর সারা সাধারণতন্ত্রে তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। অল্পবিস্তর গোলমাল সর্বত্রই চলত, কিন্তু রোম-কাপুয়া রাস্তাটিতে ছিল অশান্তির পরাকাষ্ঠা। ভারী সুন্দর একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল—'রোমের রাস্তা চলে যেভাবে, রোমও চলে সেভাবে।' অর্থাৎ রোমের রাস্তায় যদি শান্তি সমৃদ্ধির আবহাওয়া থাকে, রোমেও তা থাকবে।

শহরের চতুর্দিকে নোটিস মারা আছে যে শুধু মাত্র ব্যবসা বাণিজ্যের উপলক্ষ্যেই যে কোন স্বাধীন নাগরিক কাপুয়ায় যেতে পারবেন, কিন্তু সেই সুন্দর শহরটিতে নিছক বেড়াতে যাওয়ার উৎসাহ আপাতত দেওয়া যাচ্ছে না।

তারপর যথাসময়ে মধু বসন্তের আসর জমে উঠল সারা রোমে। সব বাধা-নিষেধ উঠিয়ে নেওয়া হল। এবং কাপুয়ার অতি অপূর্ব হর্ম্যরাজি, অপূর্ব এবং পরম রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য আবার হাতছানি দিল রোমানদের।

প্রকৃতির এ আমন্ত্রণ ছাড়াও অন্য আকর্ষণ ছিল। যাঁরা সুগন্ধিবিলাসী অথচ আতর সেন্টের দুর্মূল্যের দরুন সে রসে বঞ্চিত, তাঁরা কাপুয়ায় আসতেন এবং এসে আনন্দ ও লাভ দুইই পেতেন। এ অঞ্চলে সুগন্ধি প্রস্তুতের বিরাট বিরাট কারখানা ছিল—সারা দুনিয়ায় যার জুড়ি মেলা ভার। জাহাজ বোঝাই হয়ে পৃথিবীর সব জায়গা হতে এখানে উপকরণ আসত—দুষ্প্রাপ্য নির্যাস আর তেল, আরো নানারকম অতুলনীয় সব উপাদান। যেমন মিশরী গোলাপের তেল, শিবা নগরের লিলি আর গ্যালিলির পপিফুলের নির্যাস, লেবু ও কমলা লেবুর খোসার তেল, সেজ ও মিন্টের পাতা, গোলাপকাঠ, চন্দনকাঠ—আরো কত কি। কোন সীমা পরিসীমা নাই তার। এখানে সুগন্ধির দাম অর্ধেক। স্ত্রী-পুরুষ দুই মহলেই সুগন্ধির চাহিদা বেড়েই চলেছিল; সুতরাং অন্য উপলক্ষ না

থাকলেও অনেকেই শুধু আতর সেন্ট কেনার জন্য এ জায়গাটা ঘুরে যেতেন এবং এই ঘুরে যাওয়াটা অহেতুক বলে বিবেচিত হত না।

২

রাস্তা খুলল মার্চ মাসে। দু'মাস পরে, মে মাসের মাঝামাঝি কেইয়াস ক্রাসসাস্, বোন হেলেনা, তার বন্ধু ক্লডিয়া মারিয়া ঠিক করল, তিনজনে দল বেঁধে কাপুয়া বেড়াতে যাবে। উদ্দেশ্য আত্মীয় স্বজনদের কাছে দিনকয় কাটিয়ে আসা। সুন্দর এক সকালে তারা বেরিয়ে পড়ল। স্বচ্ছ, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, মনোরম সকালটি বেড়াতে বেরুবার মতোই দিন। বয়সে সকলেই তরুণ—ঝলমলে চোখ, বেড়াবার আনন্দে আর রাস্তার অবশ্যম্ভাবী অ্যাডভেঞ্চারের আশা ও উত্তেজনায় মাতোয়ারা।

কেইয়াস ক্রাস্‌সাস পঁচিশ বছরের নবীন যুবক। তার গভীর কালো চুলের রাশ কোমল বল্লরিকা রচনা ক'রে ক'রে অজস্র সম্ভারে আলুলায়িত। সুষ্ঠু সুঠাম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ওকে দিয়েছে রূপের খ্যাতি আর সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মের পরিচয় ও মর্যাদা। চমৎকার একটা সাদা আরবী ঘোড়া ওর বাহন। এ ঘোড়াটা ওর গত জন্মদিনে ওর বাবার দেওয়া উপহার। মেয়েরা খোলা ডুলিতে। ডুলি বইছে চারজন করে বেহারা, ক্রীতদাস। পথচলার হাড়ভাঙা পরিশ্রম ও কষ্ট সয়ে সয়ে একেবারে পোড়-খাওয়া চেহারা। না জিরিয়ে এক নাগাড়ে ওরা দশ মাইল দৌড়তে পারে অনায়াসে।

ঠিক হয়েছিল রাস্তায় রাস্তায় ওরা দিন পাঁচেক কাটাবে। প্রতি সন্ধ্যায় কোন আত্মীয় বা বন্ধুর পল্লী আবাসে আশ্রয় নেবে এবং রাতটা কাটাবে। ভোরে আবার যাত্রা শুরু। এভাবে ধাপে ধাপে স্বচ্ছন্দে ও আরামে কাপুয়া পৌঁছে যাবে। রওয়ানা হবার আগেই ওরা জানতে পেরেছিল যে পথের দু'ধারে 'শান্তির প্রতীক'গুলো পোঁতা রয়েছে। ভেবেছিল, নিশ্চয়ই তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়, যা দেখে ওদের মনে ধাক্কা লাগতে পারে। আসলে নানা বিবরণ শুনে ওগুলো দেখবার জন্য উদগ্রীব। আর কেইয়াস্ ওর তো এসব দেখতে মজাই লাগে, উল্লাস হয়, পাশবিক উল্লাস। তাছাড়া ওর পাকস্থলীটি ওর গর্বের বস্তু, এবং এসব দৃশ্য ওর ভোজন ব্যাপারে কোন ব্যাঘাত জন্মাতে পারে না, এ নিয়েও ওর দেমাক। ও বোঝায় মেয়েদের :

"বুঝলে, ক্রুশে ঝোলার চাইতে ক্রুশে ঝোলানো দেখতে বেশী মজা।"

হেলেনা বলে, "ওদিকে তাকাবই না, নাকবরাবর তাকিয়ে তাকিয়ে যাব।"

ক্লডিয়ার চেয়ে হেলেনা দেখতে ভাল। ক্লডিয়ার রং ফর্সা, কিন্তু বড় যেন নির্জীব। দেহের ত্বক ফ্যাকাসে, চোখ পাণ্ডুর, সর্বদা ক্লান্ত-ক্লান্ত ভাব। এ ভাব তার সযত্নলালিত বিলাস। ওর দেহ ভরাট—আকর্ষণ করার মতো। কিন্তু কেইয়াসের ওকে বোকা-বোকা লাগে। ওর বোন এ মেয়ের মধ্যে কী যে পেল, আশ্চর্য! রীতিমত হেঁয়ালি। এই যাত্রায় এ হেঁয়ালির সমাধান ওকে করতেই হবে। আগে অনেকবার ও ক্লডিয়ার কাছে ঘেঁষতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ক্লডিয়ার নিষ্প্রাণ ঔদাস্যে ঘা খেয়ে ওর সংকল্প বারে বারে ভেঙে গেছে। শুধু কেইয়াসের সম্বন্ধেই নয়, সবার ও সব কিছুর সম্বন্ধেই ওর এমনি অনীহা। সব কিছুতেই ওর ক্লান্তি আর বিরক্তি। কেইয়াসের দৃঢ় বিশ্বাস, ওর বিরক্ত হওয়ার স্বভাবই ওকে অন্যের কাছে বিরক্তিকর হতে দেয় না। ওর নিজের বোনটি ক্লডিয়ার বিপরীত। তাকে দেখলে কেইয়াসের মনটা অস্বস্তিকর রকমে চঞ্চল হয়ে ওঠে। ওরই মতো সে লম্বা, দুজনের চেহারায় আশ্চর্য মিল; কিন্তু হেলেনা বেশী সুন্দর। ওর শক্ত বলিষ্ঠ চরিত্রের সামনে যে সব পুরুষকে হটে যেতে হয়নি, তাদের চোখেও রীতিমত রূপসী। কেইয়াসের বেশ মনে আছে, এই বেড়ানোর পরিকল্পনা করার সময় একটা আশা ও মনে রেখেছিল যে হেলেনাকে দেখলে ওর মনে যে চাঞ্চল্য হয় তার কারণটা ও এ কয় দিনে বুঝতে পারবে।

হেলেনা আর ক্লডিয়া, অদ্ভুত জুটি। অদ্ভুত হলেও বেশ ভালোই লাগে। কেইয়াসের মনে খুব আশা যে রাস্তায় এমন সব ঘটনা ঘটবে যাতে ওদের এই কষ্ট করে ভ্রমণের পুরস্কার মিলবে।

রোম থেকে কয়েক মাইল এগিয়ে আসতেই শাস্তির প্রতীক ক্রুশগুলি দেখা যেতে লাগল। কয়েক একর জোড়া বালুকাময় পাথুরে এক ঊষর জমির ওপর দিয়ে গেছে ওদের পথ। প্রথম ক্রুশটি এখানেই। এই নিঃস্ব, রিক্ত পটভূমিতে দৃশ্যটা বেশ খুলবে এই ভেবেই হয়তো ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী এই স্থানটি নির্বাচন করেছিল।

ক্রুশটি সদ্য-কাটা কাঁচা কাঠের। তখনও কালো কালো আঠা ঝরছে। ভূমি পেছনের দিকে ঢাল হয়ে নেমে গিয়ে একটা বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে ক্রুশটি—তার তীক্ষ্ণ রুক্ষ ধারগুলো নিয়ে। সেই শূন্যতার পটভূমিতে ক্রুশটা যেন এক বীভৎস রিক্ততা বিরাট, বিশাল, অতিকায়; অভিভূত করে ফেলে। বোধ হয় প্রথম দেখছে বলেই ক্রুশটা ওদের কাছে এত প্রকাণ্ড বড়, এত বীভৎস লাগছে। ক্রুশটাই এত বড় লাগছে যে ঝুলন্ত মানুষটার নগ্ন দেহটা প্রায় চোখেই পড়ছে না, পড়লেও মানুষের মতো মনে হয় না—মনে হয় আধা মানুষ। মাথা-ভারী ক্রুশগুলি হেলে থাকে। এ ক্রুশটাও হেলে আছে

কতকটা। সেই কারণেও আরো ভুতুড়ে, আরও আধা মানুষের মতো মনে হচ্ছে দেহটাকে।

কেইয়াস রাশ টেনে ঘোড়ার গতি মন্থর করে ক্রুশটার দিকে আস্তে আস্তে এগোয়। হেলেনাও তার বেহারাদের ডেকে কেইয়াসের পেছন পেছন যেতে নির্দেশ দেয়। ডুলিটা ক্রুশের কাছে এলে সর্দার-বেহারা আস্তে আস্তে বলে ঃ

"মালকিন, হুকুম হলে একটু জিরিয়ে নি।" লোকটা স্পেনদেশীয়, কথা বলে ভাঙা-ভাঙা লাতিনে।

"নিশ্চয়ই", হেলেনা বলে।

মাত্র তেইশ বছর বয়স হেলেনার। ওদের পরিবারের সব মেয়েদেরই মতামত বেশ দৃঢ়। ওরও তাই। কোন প্রাণীর ওপরই ও অযথা নিষ্ঠুরতা পছন্দ করে না, সে গোলামই হোক, আর গরুভেড়াই হোক।

বেহারারা কৃতজ্ঞ চিত্তে ডুলি নামিয়ে মাটিতে বসে পড়ে।

ক্রুশ থেকে কয়েক গজ দূরে একটা ছেঁড়া তালিমারা ক্যানভাস টাঙানো— তার নীচে একটা খড়ের তৈরী চেয়ারে বসে আছে অমায়িক চেহারার, সম্ভ্রান্ত গোছের এক নাদুসনুদুস ভদ্রলোক। ভদ্রলোককে দেখে বেশ দরিদ্র বলেই মনে হয়। কিন্তু থুতনির প্রতিটি ভাঁজ আর জাঁকালো ভুঁড়িটি ওর কৌলিন্যের পরিচয় দেয়। মানুষটি যে শুধু দরিদ্রই নয়, অলসও তার প্রমাণ ওর ময়লা হতশ্রী বেশবাস, ময়লা নখ ও খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ওর অমায়িকতা পেশাদার রাজনীতিওয়ালাদের মতো একটা মুখোস যা অনায়াসে যখন তখন পরে নেওয়া যায়। এক নজরেই বোঝা যায়, ভদ্রলোক বহুদিন ফোরাম, সেনেট— আর রোমের ওয়ার্ডগুলিতে মুদ্দফরাসি করেছে। আর এখন প্রায় ভিখারী অবস্থা, এক চাটাই মাত্র সম্বল করে বস্তিবাসী। ও কেইয়াসকে বোঝায় যে, যুদ্ধের ফলেই ওর এ অবস্থা। কেউ কেউ সহজে ঠিক দলটি বেছে নেয়। আর ওর এমনি কপাল যে ফিবারেই ঠিক গিয়ে ভুল দলে ভিড়েছে। সব দলই অবশ্য সমান। তা এখন আর সে কথা বলে লাভ কি? সে যাই হোক, ওর এই হাল এ জন্যই। তবে ওর থেকে ভালো লোকেরা যে বেশী ভালো আছে তা নয়।

"আমি উঠতে পারছি না বলে মাপ করবেন মশাই, আর মায়েরা। আমার এই কলজেটা—এই কলজে।" বলে ওর বিশাল ভুঁড়িটিতে হাত বুলোয় লোকটা! "বড্ড ভোরে বেরিয়েছেন দেখছি। তা ভোরে বেরুনই ভালো। কোথায় চললেন? কাপুয়া?"

"হ্যাঁ, কাপুয়াই যাচ্ছি।

"বড় সুন্দর শহর। চমৎকার শহর। শহরের সেরা শহর। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন?"

"ঠিক ধরেছেন," জবাব দেয় কেইয়াস।

মেয়েরা মুখ টিপে হাসে। গোমরামুখো নয় মানুষটা, আস্ত একটা ভাঁড়। তা এই চ্যাংড়াগুলোর সামনে ভাঁড় হয়ে থাকাই ভালো। ওর গাম্ভীর্য খসে পড়ে। কথাবার্তা থেকে কেইয়াস আঁচ করতে পারে এখানে কিছু খরচ খরচা আছে। থাকুক, কেইয়াস ঘাবড়ায় না। ওর টাকাকড়ির অভাব নাই। দরকারের জন্য বা ওড়াবার জন্য টাকার যোগান ঠিক হয়। এ ছাড়াও সুযোগ যখন পাওয়া গেছে ওর সাংসারিক বুদ্ধির দৌড়টা একবার দেখিয়ে দেবে মেয়েগুলোকে। এমন মওকা তো সব সময়ে পাওয়া যায় না।

"দেখছেন তো, একাধারে আমিই সব—ঘুরেফিরে সব দেখানো বলুন, গল্প-কাহিনী শোনানো বলুন, সব এই শর্মা। আবার ছোটখাট দণ্ডমুণ্ডের বিধানও দিতে হয়। জজ সাহেবরা এর চেয়ে বেশী কি আর করেন, অ্যাঁ? তবুও দেখুন ফারাকটা। আমাকে টাকাটা সিকেটা নিতে হয় অগত্যা—লজ্জা করে বৈকি! তবে ভিক্ষে করার চাইতে ঢের ভালো। কি বলেন?"

ঠিক ওদের মাথার ওপরেই ক্রুশে ঝুলছে মানুষটা। ওটার দিকে চেয়েই আছে হেলেনা আর ক্লডিয়া। উলঙ্গ, রোদে পোড়া, পাখিতে ঠোকরানো দেহটার ওপর যেন ওদের চোখ বিঁধে আছে। কাকেরা এসে যখন তখন ঝাঁপিয়ে পড়ছে লাশটার ওপর, মাছি ভন্‌ভন্ করছে। ক্রুশটা হেলে থাকার দরুন দেহ আর ক্রুশে অনেকটা ব্যবধান—সর্বক্ষণ দোল খাচ্ছে দেহটা। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই পড়ে গেল বুঝি। কি বীভৎস দৃশ্য। মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে, মুখটাও সম্ভবত খুবই বীভৎস। তবে রক্ষে যে ধুলোবালি আর জটপাকানো চুলের তলায় ওটা ঢাকা পড়েছে।

কেইয়াস মোটা লোকটির হাতে কিছু মুদ্রা গুঁজে দেয়। ধন্যবাদ আসে দানের মাপেই।

বেহারারা মাটির দিকেই তাকিয়ে চুপচাপ বসেছিল, একবারও ক্রুশের দিকে তাকায়নি। এরা সুশিক্ষিত বেহারা, দৌড়ানোতে পোক্ত।

"এই ক্রুশটা দেখছেন এ তো নমুনা মাত্র। মায়েরা, ওই লাশটাকে মানুষ বলে মনে করো না, সাংঘাতিক কিছু বলেও ভয় পেও না। রোম দেয়, আবার রোমই নেয়। সাজা শাস্তি যা হয় ঠিকই হয় একরকম। এখানে এই একটা ক্রুশ দেখেই বুঝতে পারবেন সামনে আরও কী দেখবেন। এখান থেকে কাপুয়া পর্যন্ত কতগুলি ক্রুশ আছে জানেন?"

ওরা জানে তবু এর মুখ থেকেই হিসেবটা শুনতে চায়।

এই হাসিখুসি নাদুসনুদুস লোকটির নিখুঁত হবার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। যা মুখে আনা কঠিন এই মানুষটিই অতি সহজভাবে সেই প্রসঙ্গ তুলে, ওদের আলোচনার মধ্যে টেনে এনে সহজ করে দিল। সেই তো প্রমাণ যে ব্যাপারটা মুখে আনতে না পারার মতো কিছুই নয়, অতি সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার।

ওর সংখ্যার হিসাব একেবারে নিখুঁত হবে। তত্ত্বে ভুল হলেও তথ্যে ভুল হবে না।

"ছ হাজার চারশ' বাহাত্তর," বলে মোটা লোকটি।

বেহারারা শিউরে ওঠে। লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় ওরা বিশ্রাম মোটেই করছে না, শুধু কাঠ হয়ে বসে আছে। কিন্তু ওদের দিকে নজর আর কেই বা দিচ্ছে।

"ছ হাজার চারশ' বাহাত্তর," আবার বলে সে।

"এত কাঠ?" কেইয়াস্ টিপ্পনী করে। হেলেনা জানে এ কেইয়াসের ইয়ারকি, কিন্তু মোটা লোকটি সমঝদারের মতো মাথা নাড়ে। আলাপ জমে ওঠে। পোশাকের ভাঁজ থেকে একগাছা ছড়ি বের ক'রে ক্রুশটার দিকে দেখিয়ে বলে:

"এই যে এটা দেখছ, এটা স্রেফ একটা নমুনা।"

ক্লডিয়া অপ্রকৃতিস্থভাবে খিলখিল করে হেসে ওঠে।

"লোকটা যেই হোক না, তাকে যে আলাদা করে এখানে ঝোলানো হয়েছে তার পেছনে নিশ্চয়ই যুক্তি আছে। যুক্তি মানেই রোম। রোম কখনও অবিবেচক হয় না।"

"এ কি স্পার্টাকাস?" নির্বোধের মতো জিজ্ঞাসা করে বসে ক্লডিয়া।

বিরক্ত হয় না মোটা লোকটি। তার জিভ চাটার ধরন দেখে মনে হয় ওর আচরণটা শুধু পিতৃ-সুলভই নয়, একটু গদ্‌গদ ভাবও আছে। কেইয়াস মনে মনে গজরায়।

"বদমায়েশ কোথাকার।"

"স্পার্টাকাস্! না গো বাছা, না।"

"স্পার্টাকাসের লাশই তো খুঁজে পাওয়া যায়নি," বিরক্ত ভাবে কেইয়াস বলে।

"একেবারে কচু-কাটা," লোকটি গর্বের সঙ্গে বলে, "একেবারে কচু-কাটা যাকে বলে। তোমাদের কচি মন, আর এসব ভারী বিশ্রী ধ্বংস ব্যাপার। কিন্তু এই হল সত্য ঘটনা।"

ক্লডিয়া শিউরে ওঠে। ওর শিউরে ওঠার ভঙ্গিটি বেশ মনোরম। ওর চোখে কিসের যেন আলো দেখে কেইয়াস, এ আলো তো আগে কখনও চোখে পড়েনি। ওর মনে পড়ে, বাবা একদা বলেছিলেন: 'বাইরের বিচারে কাণ দিও না।' হয়তো নারী-চরিত্র বিচারের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় চিন্তা করেই কথাটা বলেছিলেন তিনি। তবে মেয়েদের ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে।

ক্লডিয়া মোটা লোকটির দিকে তাকায়। সে আগের কথার জের টেনে বলে:

"একেবারে জলের মতো সরল। এখন সবাই বলছে স্পার্টাকাস বলে কেউ ছিল না। হাঃ হাঃ আমি কি আছি? তোমরা আছ? এখান থেকে কাপুয়ার মধ্যেকার পথ ওই এপ্পিয়ান সরণীর দুধারে ক্রুশে ঝুলছে যে ছয় হাজার চার শ'

বাহাত্তরটা লাশ—ওগুলো কি আছে? আছে কি নেই? আলবত আছে। তোমাদের আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বাছারা, এ যদি শাস্তির নমুনাই হবে তবে এতগুলো কেন? ছ হাজার চারশ বাহাত্তরটা কেন? নমুনা হবে নমুনা।"

"যেমন কুকুর, তেমন মুগুর হয়েছে" হেলেনা বলে।

পণ্ডিতি চালে ভ্রূ কুঁচকে মোটা লোকটি বলে: "তাই নাকি?" সাংসারিক মানুষ সে, ওদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়। ওরা ওপরতলার মানুষ হলেও, বয়েস কম, সুতরাং লোকটার কথা ওদের মনকে স্পর্শ করে।

"হবে তাই। হয়তো ওদের ওই শাস্তিই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু খেতেই যদি না পারা যায়, তবে অতগুলোকে জবাই করা কেন? আমি বলছি কেন—এতে দামটা চড়া থাকে, সবকিছুকে থিতু রাখে। সব থেকে বড় কথা হল মালিকানার কতগুলি সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়। এক কথায় বলতে গেলে—এই হল মোদ্দা কথা। এখন এই যে লোকটা," ছড়ি দিয়ে ঝুলন্ত লোকটাকে দেখিয়ে বলে, "দেখো, ভালো করে তাকিয়ে দেখো; এ ছিল স্পার্টাকাসের অন্তরঙ্গ বন্ধু, নাম ফেয়ারট্রাক্স, জাতিতে গল। আমি ওকে মরতে, ঠায় বসে বসে মরতে দেখলাম। চার দিন ধরে একটু একটু করে মরল। ষাঁড়ের মতো জোয়ান। কি জোয়ান না দেখলে বিশ্বাস করবে না। কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। তৃতীয় মহল্লার সেই সেক্সটাস, চেন? তার কাছ থেকেই এ চাকুরিটুকু পেয়েছি। ভারী ভদ্রলোক আমাকে খুব ভালবাসে। বিশ্বাস করবে না, কত যে লোক দেখতে এসেছিল—তা দেখবার মতোই বটে। আমি যে তাদের কাছ থেকে ন্যায্য একটা ফী নিতে না পারতাম তা নয়। তবে আমি কিছু দিলে তো লোকে আমায় দেবে। যেমন দেবে তেমন পাবে। প্রথমে আমায় তো সব জানতে হবে। বহু কষ্ট করতে হয়েছে সব জানার জন্য। শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে স্পার্টাকাসের সম্বন্ধে প্রায় কেউই কিছু জানে না। এখানেই দেখ না, এই মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন—ও লোকটা স্পার্টাকাস কিনা। খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন। আচ্ছা, সত্যি যদি এ স্পার্টাকাস হত তবে এ প্রশ্ন খুব অসঙ্গত হত না? তোমরা ভদ্রলোকেরা তো ঘেরাটোপে বাস কর, নইলে এই মহিলা খবর রাখত যে স্পার্টাকাসকে এমন টুকরো করেই কেটেছিল যে তার একগাছি চুল বা এক টুকরো চামড়াও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু এ লোকটার কথা অন্য। এ ধরা পড়ে বন্দী হয়। একটু-আধটু কাটাছেঁড়া অবশ্যি হয়নি তা নয়—," বেতগাছটা দিয়ে লাশটার পাঁজরের পাশে একটা লম্বা কাটা দাগের দিকে নির্দেশ করে, "এরকম দাগ বহু আছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, দাগগুলো দেখবে সামনে অথবা পাঁজরের পাশে। পিঠে নাই। কি, তোমরা বাজে ব্যাপারের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাতে চাও না? কিন্তু আমি তোমাদের বলছি যে—"

এতক্ষণ পরে বেহারারা চোখ তোলে। ওর দিকে তাকিয়ে ওর কথা শোনে,

ওদের লম্বা জট-পাকিয়ে যাওয়া চুলের ফাঁকে ওদের চোখগুলি চকচক্ করে।

"এদের মত যোদ্ধা ইটালির মাটিতে আর জন্মায়নি। কথাটা ভেবে দেখা দরকার। যাক্ এসব কথা। এখন ওই ঝুলন্ত বন্ধুপ্রবরের কথায় ফিরে যাওয়া যাক। চার-চারটে দিন লাগল লোকটার মরতে, একটা শিরা কেটে রক্ত বার করে দেওয়া হল তাই। নইলে আরো দেরি হত। তোমরা হয়তো জানো না, ক্রুশে চড়াবার আগে শিরা কেটে দিতেই হয়, নয়তো ফুলে ঢোল হয়ে উঠবে লাশ। ঠিক মত রক্ত ফেলে দিলে, লাশ শুকিয়ে ওঠে—মাসখানেক কেন না ঝুলিয়ে রাখো, সামান্য একটু পচা গন্ধ বেরুবে, এই যা। ব্যাপারটা মাংস জারানোর মতই, আর কি। তবে খুব কড়কড়ে রোদ চাই। এই লোকটা ছিল সাংঘাতিক। গোঁয়ারের একশেষ। আর গুমোর কত! কিন্তু শেষ পর্যন্ত জারিজুরি ভাঙলো তো? প্রথম দিন তো ঝুলতে ঝুলতেই—যারা দেখতে এসেছিল, তাদের খুব গালাগালি ঝাড়ল। সাংঘাতিক ব্যাপার! আর কি মুখ! মহিলারা শুনলে কানে আঙুল দিতেন। গোলাম তো গোলামই। আমার কোন রাগ-টাগ হয়নি ওর ওপর। আমি এখানে, আর ও ওই ওখানে। মাঝে মাঝে আমি ওকে বলতাম, তোমার দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু আমার সৌভাগ্য। তুমিও আরামে মরতে পারছ না, আমারও রুজির পথ আরামের নয়। তোমার বুক্নি বন্ধ না হলে আমার ট্যাঁক যে ফাঁক থাকবে। আমার কথা ওর গায়ে লাগল বলে মনে হয় না। তবে দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যের দিকেই ওর কথা বন্ধ হ'য়ে গেল। শেষ কথা কী বলেছিল জানো?

"আবার ফিরে আসব আমি, ফিরব লক্ষগুণ হয়ে," বেশ কাব্যিক কথাগুলো, তাই না?"

কেইয়াস ভাবে, কী বলতে চেয়েছিল লোকটা? ও সতর্ক থাকা সত্ত্বেও, মোটা লোকটি যেন তাকে যাদু করেছে।

"কী বলতে চেয়েছিল হতভাগাটা? কে জানে। আপনিও জানেন না, আমিও জানি না। পরের দিন একটু খোঁচা মারলাম ওকে। কোনো সাড়াশব্দ নাই। চোখ দুটো লাল টক্টক্ করছে, এমনভাবে তাকাল যেন পারলে খুন করে। কিন্তু মারতে টারতে আর হবে না। বুঝলে বাছা!" ক্লডিয়ার দিকে তাকিয়ে ও আবার বলে, "ও স্পার্টাকাস নয়, তার কোন সাকরেদ-টাকরেদ হবে—কঠিন লোক। স্পার্টাকাসের মতো হয়তো, তবে তার মতো অত শক্ত নয়। স্পার্টাকাস! ভারী কঠিন ঠাঁই! এই পথ দিয়ে যেতে যেতে ও লোকটার সামনে যদি পড়ে যাও নিশ্চয়ই তা চাইবে না। আর সামনে পড়বেই বা কোত্থেকে। সে তো মরে পচে ভূত হয়ে গেছে। আর কী জানতে চাও বল!"

"যথেষ্ট হয়েছে, মশাই। আর না," কেইয়াস বলে, "আমরা এখন চলি।"

মুদ্রাটা ওকে দিয়েছে বলে আপশোস হয় কেইয়াসের।

সে-দিনের রোম ছিল হৃৎপিণ্ডের মতো। রোমের অসংখ্য পথগুলি বেয়ে সেই হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত সঞ্চালিত হত পৃথিবীর প্রতিটি কোণে। অন্য কোন জাতি হাজার বছর পরমায়ু পেলেও বড় জোর একটা তৃতীয় শ্রেণীর রাস্তা তৈরী করবে শুধু বড় বড় শহরগুলিকে যুক্ত করার জন্য। কিন্তু রোমের কথা আলাদা। রোমের সেনেট প্রথমেই বলবে—রাস্তা চাই। তাদের নৈপুণ্য ছিল, ইঞ্জিনীয়র ছিল, তারা নকশা তৈরী করল। ঠিকাদারদের কাজ দেওয়া হল, মিস্ত্রীদের হাত লাগল, শ্রমিকের দল কাজে নামল, রাস্তা এগিয়ে চলল তীরের ফলার মতো তাদের লক্ষ্যের দিকে। চলতে চলতে পাহাড় এল তো—ভাঙো পাহাড়, খাদ, নদী-নালা এল, বানাও পুল। রোম বাধা মানে না। বাধা মানে না রোমের রাস্তাও।

এই তরুণ-তরুণীর দল রোম থেকে যে দক্ষিণমুখী রাস্তাটা দিয়ে কাপুয়ায় চলেছে, তার নাম এপ্পিয়ান সরণী। অতি মজবুত করে তৈরী এই সরণী। প্রথমে কয়েকটা স্তরে অগ্ন্যুৎপাতের ভস্ম বিছানো, তারপর কাঁকড় আর খোয়া, তার ওপরে পাথরের স্তর। রোমানরা দু এক বছরের জন্য কোন রাস্তা তৈরী করে না—করে কয়েক শতাব্দীর আয়ু দিয়ে। এপ্পিয়ান সরণীও দীর্ঘ-স্থায়ী হবার মতো করেই তৈরী। মানবজাতির প্রগতি, রোমের উৎপাদন শক্তি ও রোমানদের সংগঠনী শক্তির প্রতীক এই সরণী। মানবজাতি তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে যতরকম নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বিধিব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছে, রোমান পদ্ধতি যে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—এই সরণীই তার স্পষ্ট প্রমাণ। এই রাস্তার সর্বত্র শৃঙ্খলা ও বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন। যারা এই পথ দিয়ে যাতায়াত করত তাদের আর চোখে আঙুল দিয়ে এগুলি দেখিয়ে দিতে হত না, তারা চলতে গিয়েই বুঝত। এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গার দূরত্ব প্রতি মাইল অন্তর পাথরের ফলকে লেখা এবং সেই ফলকেই লেখা পথচারীর যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়। ফলকগুলিই বলে দিত সেখান থেকে রোম ফরমিয়াই বা কাপুয়া কত দূরে। পাঁচ মাইল অন্তর একটি করে সরাই ও আস্তাবল। সেখানে পাওয়া যেত ঘোড়া, খাদ্য, এবং প্রয়োজন হলে রাতের আশ্রয়ও। অনেকগুলি সরাই ছিল চমৎকার—চওড়া চওড়া বারান্দা, সেখানে বসে খাবার ব্যবস্থা। কোন কোনটায় সুন্দর স্নানাগার ছিল—সেখানে স্নান করে স্নিগ্ধ হতেন ভ্রমণকারীরা। অতি চমৎকার আরামদায়ক ব্যবস্থা সম্বলিত শয়ন কক্ষও ছিল কতকগুলিতে। নূতন পান্থশালাগুলি তৈরী হয়েছিল গ্রীক্ মন্দিরের ধাঁচে—যাতে দু'পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য আরও সমৃদ্ধ হয়েছিল।

নীচু, সমতল বা জলা জমির ওপর দিয়ে পথটা গেছে দশ পোনের ফুট উঁচু চাতালের মতো হয়ে; আর বন্ধুর বা পাহাড়ী জমি চলে গেছে তার বুক কেটে বেরিয়ে, গভীর খাদ পেরিয়েছে পাথরের খিলান গেঁথে।

রোম যে চিরকাল থাকবে তারই মূর্ত ঘোষণা এই মহা-সরণী। এই পথ বেয়ে অবিরাম চলাচল করে রোমের স্থিতিশীলতার যাবতীয় উপাদান। মার্চ করে চলে সৈনিকের দল, যারা বিনা-বিশ্রামে দৈনিক ত্রিশ মাইল একটানা চলতে পারে। চলে মালবাহী অজস্র গাড়ী—গম, যব আকরিক লোহা, বড় বড় কাঠের গুঁড়ি, কাপড়, পশম, তেল, পনীর, ধোয়ান মাংস প্রভৃতি রোম প্রজাতন্ত্রেই উৎপন্ন নানারকম জিনিস বোঝাই হয়ে, যাতায়াত করেন নাগরিকেরা তাঁদের বহুবিধ বিধিসম্মত কাজ কর্ম উপলক্ষে, আর ভদ্রলোকেরা যায় তাঁদের পল্লী; নিবাসে,—আনাগোনা করেন ভ্রাম্যমান বাণিজ্য, আর প্রমোদ ভ্রমণকারীর দল; দাস-বাজারে চালান হয় সার-বন্দী ক্রীতদাসের দল, তাদের বাজার থেকে ফেরাও এই পথে। সর্ব দেশের সর্ব জাতির মানুষের আনাগোনা এই সরণীর বুক বেয়ে—সবাই উপলব্ধি করে রোম-তন্ত্রের শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তার অবদান।

৪

বেশ গরম সকালটা। এত গরম হবে কেইয়াস ভাবতে পারেনি। একটু পরেই ক্রুশে-ঝোলানো লাশগুলি থেকে পচা দুর্গন্ধ আসতে লাগল। অস্বস্তিকর হয়ে উঠল আবহাওয়া। মেয়েরা রুমালে সুগন্ধি ঢেলে বার বার নাকে চেপে ধরে কিন্তু দুর্গন্ধ ঠেকানো যায় না। মিষ্টি এবং পীড়াদায়ক গন্ধ ঢেউয়ে ঢেউয়ে এসে যেন আছড়ে পড়তে লাগল। মেয়েরা অসুস্থ বোধ করে; কেইয়াস একটু পিছিয়ে গিয়ে রাস্তার ওধারে বমি করে আসে। অনেকটা হালকা বোধ হয়। সব মিলিয়ে সকালটা একরকম পণ্ডই হয়ে গেল।

যে-পান্থশালায় ওরা মধ্যাহ্নভোজনের জন্য ওঠে সৌভাগ্যক্রমে তার আধ মাইলের মধ্যে কোন ক্রুশ ছিল না। কিন্তু না থাকলে কী হবে, ওদের ক্ষুধা একেবারে মরে গিয়েছিল। বিশ্রামে তবু খানিক সুস্থ হল ওরা। রাস্তার ধারের এই পান্থশালাটি, গ্রীক্ ধরনে তৈরী। ছাড়া ছাড়া ধরনের গঠন-শৈলী। চমৎকার একটি বারান্দা, সেখানে খাবার টেবিল পাতা। বাড়িটি একতলা। বারান্দার নীচ দিয়ে চলে গেছে একটা ছোট নালা। সেই নালা দিয়ে বয়ে চলেছে একটি সংকীর্ণ জলের ধারা। এই নালার দুই দিকে এবং সামনের কৃত্রিম গুহাটিকে ঘিরে রয়েছে শ্যামল সুগন্ধি পাইনগাছের সারি। পাইনের সুগন্ধ আর সোঁদা মিঠে বন সুরভি ছাড়া আর কোন গন্ধ নাই, নাই ভোজনরত পান্থদের মার্জিত আলাপচারীর মৃদু গুঞ্জন। জলধারার স্নিগ্ধ কুলুকুলু ছাড়া আর কোন শব্দ নাই।

"কী চমৎকার জায়গা," ক্লডিয়া বলে ওঠে। কেইয়াস এর আগেও এখানে এসেছে। একটা খালি টেবিল খুঁজে নিয়ে সবাই বসে পড়ে। কেইয়াস কর্তৃত্বের স্বরে খাবারের জন্য হুকুম দেয়। হুকুম পাওয়া মাত্রই সুরা আসে—ঝলমলে, হলদে আমেজের বাদামী রং—ভারী স্নিগ্ধ, শ্রান্তিহরা। ধীরে ধীরে একটু একটু চুমুক দিতে দিতে ওদের ক্ষুধায় শান ধরে। ওরা যেখানে বসেছে সেটা বাড়িটার পেছনদিকের একটা অংশ। সামনের দিকে সাধারণের ভোজনকক্ষ।

সেখানেই বসে খাচ্ছে সৈনিকেরা, *ড্রে-চালক আর বিদেশীরা। কেইয়াসদের ওখান থেকে এ কক্ষটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কেইয়াসদের জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা, ছায়ায় ঘেরা। কোন কড়াকড়ি নিয়ম না থাকলেও জায়গাটা নাইট আর অভিজাতদের জন্যই কী করে চালু হয়ে যায়। কিন্তু নাইটদের মধ্যে অনেকেই কিছু কিছু ব্যবসাবাণিজ্যের সাথে যুক্ত থাকায় জায়গাটাকে গণ্ডী কেটে রাখা সম্ভব হয়নি। ব্যবসায়ী নাইটদের মধ্যে কারো কারো আবার ঘোরাঘুরির কাজ। কেউ কেউ আবার কমিশনে ব্যবসা করেন। কেউ বা দাস-ব্যবসায়ী, কেউ কেউ আবার শিল্পপতি। কিন্তু এটা পান্থশালা—ব্যক্তিগত বাড়ি নয়। সম্প্রতি নাইটরা অভি-জাতদের অনুকরণ করতে আরম্ভ করেছে। তাই এরা এখন আগের মতো অত চেঁচিয়ে কথা বলে না, কম হৈ-হুল্লোড়, আর কম হাঙ্গামা হুজ্জুত করে।

কেইয়াস হুকুম দিল ঠাণ্ডা, শুকনো চাপে শক্ত করা ধোঁয়ায় সেঁকা হাঁসের মাংস আর বরফে ঠাণ্ডা করা কমলালেবু আনতে। ইতিমধ্যে হালের একটা নাটক নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। নাটকটা কয়েক দিনের মধ্যেই রোমে মঞ্চস্থ হবে। বহু নাটকের মত এটিও গ্রীক নাটকের একটি অতি নিকৃষ্ট মানের অনুকরণ।

আখ্যানভাগ হল—একজন ইতরশ্রেণীর স্ত্রীলোক—চেহারা কুৎসিত। দেবতাদের সঙ্গে তার চুক্তি হল একদিনের জন্য সে রূপলাবণ্য পেতে পারে যদি বিনিময়ে স্বামীর হৃৎপিণ্ডটা তাদের উপহার দেয়। যখন এই সব কথাবার্তা চলছে—সেই সময়েই স্ত্রীলোকটির স্বামী কোনও দেবতার একজন অনুগৃহীতার শয্যাসঙ্গী।

উপসংহারে প্রতিহিংসা ইত্যাদি নানারকম জট-পাকানো ঘটনাবলি। সংক্ষেপে শস্তা অতি ওঁচা-মার্কা কাহিনী। অন্তত হেলেনার তাই মত। কিন্তু কেইয়াস বলে, নাটকটির মধ্যে বহু জায়গায় লেখকের মুন্সিয়ানা আছে।

ক্লডিয়া বলে, "আমার বাপু, গপ্পোটা খুব ভালো লেগেছে।"

কেইয়াস বলে, "ওসব কাহিনী-টাহিনী নিয়ে আর কে মাথা ঘামাচ্ছে। মজার কথা, মজার ব্যাপার থাকলে তা দেখে শুনে একটু আনন্দ পাবার জন্যই নাটক দেখতে যাওয়া। জন্মমৃত্যুর নাটক দেখতে চাও—যাও এরিণাতে,

* ভারী মাল বওয়ার জন্য গোরুর গাড়ির মতো একরকম গাড়ি।

ওসব এন্তার দেখতে পারে, গ্লোডিয়েটররা কেমন নিজেদের মধ্যে লড়ছে, মারছে, মরছে। কিন্তু গুরুগম্ভীর পণ্ডিত লোকেরা ওসব মারামারি কাটাকাটি দেখতে বিশেষ যায় না।"

হেলেনা প্রতিবাদ করে, "তুমি খারাপ লেখার ওকালতি করছ।"

কেইয়াস বলে, "নাটক নাটক। লেখার ভালোমন্দ দিয়ে কী হবে। যে দামে ডুলির বেহারা ভাড়া পাওয়া যায়, তার চেয়ে অনেক সস্তায় বিকোয় গ্রীক লেখকেরা। গ্রীকদের যারা মাথায় তুলে নাচে, আমি তাদের দলে নই।"

শেষের কথাগুলি বলতে বলতে কেইয়াসের খেয়াল হয়, কে একজন ওদের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে। কোন ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ী হবে। একটিও টেবিল খালি নেই—হয়তো ভদ্রলোক ভাবছে এদের সঙ্গে এ টেবিলেই বসে পড়া যায় কি না।

"সামান্য কিছু খেয়ে আমি চলে যাব। অনধিকারপ্রবেশ করেছি, কিছু মনে করলেন না তো" আগন্তুক বলে।

দীর্ঘ ঋজু, সুপুষ্ট দেহ, পরনে দামী পোশাক, দেখে সঙ্গতিপন্ন বলেই মনে হয় ভদ্রলোককে। কেইয়াসদের চেহারায় তাদের বংশগত আভিজাত্য ও সামাজিক মর্যাদা সুস্পষ্ট হলেও সম্ভ্রমে গদ্‌গদ হয় না ভদ্রলোক। যতটুকু এদের প্রাপ্য হিসাব করে ঠিক ততটুকু সম্ভ্রমই দেখায় সে। আগের দিনে অভিজাত জমিদারদের প্রতি নাইটদের ব্যবহার এমনতর ছিল না। কালক্রমে নাইটশ্রেণী ধনিক শ্রেণীতে পরিণত হল, কিন্তু তারা দেখল সম্পদ দিয়ে বংশমর্যাদা কেনা যায় না। সুতরাং বংশমর্যাদার দরও বাড়ল। তাই নাইটদের দল একদিকে গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে চীৎকার করেন, আর একদিকে অভিজাত হবার স্বপ্ন দেখেন। নাইটদের এই স্ববিরোধী চরিত্র নিয়ে কেইয়াস ও তার বন্ধু-বান্ধবদের মহলে তীব্র সমালোচনা চলে।

নাইট নিজের পরিচয় দেয়, "আমার নাম গেইয়াস মার্কাস সেনভিয়াস। আপনাদের যদি আপত্তি থাকে তো বলুন, একটুও ইতস্তত করবেন না!"

" না না, সে কী বসুন বসুন।" কেইয়াস নিজের ও মহিলাদের পরিচয় দেয়। ওদের পরিচয় পেয়ে অপর পক্ষের প্রতিক্রিয়ায় কেইয়াস খুসি হল।

"আপনাদের পরিবারের কারো কারো সঙ্গে আমার কাজ কারবার আছে," নাইট বলে।

"কারবার ?"

"আজ্ঞে, এই গোরুভেড়ার। আমি সসেজ তৈরী করি। একটা কারখানা আমার রোমে আছে, একটা আছে তারাসিনায়। সেখান থেকেই আসছি এখন। যদি সসেজ খান আপনারা, তবে আমার কারখানায় তৈরী সসেজই খেয়েছেন।"

মৃদু মৃদু হাসে কেইয়াস। ভাবে—"আমার ব্যক্তিত্বকে ঘৃণা করে লোকটা।

ওর মুখ দেখলেই বোঝা যায়। তবু বেশ বসে আছে এখানে। শূয়র কোথাকার।"

যেন ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই সেনভিয়াস বলে :

"শূয়রের কারবারও করি।"

"আপনার সঙ্গে পরিচয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। এবং আপনি শুভকামনা পাঠিয়েছেন বাবাকে গিয়ে বলব।" কোমল স্বরে বলে হেলেনা, সেনভিয়াসের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসে। সেনভিয়াস এক নূতন দৃষ্টিতে তাকায় হেলেনার দিকে। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কেইয়াসের মনে হয় ও যেন মনে মনে বলছে, "বড় বংশের মেয়ে হও, আর যাই হও, মেয়ে তো। কুত্তী কোথাকার! শোবে আমার সঙ্গে!" পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসে সেনভিয়াস আর হেলেনা। কেইয়াসের সেনভিয়াসকে খুন করতে ইচ্ছা করে। বোনের ওপর রাগ হয় আরো বেশী।

"আপনাদের কথাবার্তায় বাধা দিলাম তো। আপনারা থামলেন কেন। যে আলাপ চলছিল, চলুক না।"

"আলাপ আর কী। এই একটা বাজে নাটক দিয়ে বকবক করছিলাম আর কী।"

খাবার এসে যায়। সবাই খেতে আরম্ভ করে। এক খণ্ড হাঁসের মাংস মুখে পুরতে পুরতে হঠাৎ থেমে গিয়ে ক্লডিয়া বলে :

"প্রতীকগুলো দেখে আপনার ভীষণ অস্বস্তি লাগছে, তাই না?"

"প্রতীক!"

"ক্রুশগুলোর কথা বলছিলাম।"

"অস্বস্তি লাগছে!"

"এত এত তাজা মাংস নষ্ট হয়ে গেল," শান্তভাবে বলে ক্লডিয়া। ওর মুখে ছলচাতুরীর কোন চিহ্ন নাই। ও বলেই মাংসটা খেতে থাকে। কেইয়াসের যেন হাসিতে দম বন্ধ হয়ে আসে। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলায়। সেনভিয়াসের মুখ প্রথমে লাল তারপর সাদা হয়ে গেল। ক্লডিয়া বুঝতেই পারেনি ত্রুটিটা ওর তরফ থেকেই ঘটেছে। সে নিরুদ্বেগে খেতে থাকে। হেলেনার কি রকম মনে হয়, সসেজওয়ালাটা ভেতরে সাংঘাতিক কী যেন একটা পাকাচ্ছে। আতঙ্কে ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ওর ইচ্ছা আঘাতটা ক্লডিয়াকে ফিরিয়ে দিক সেনভিয়াস। তাই দিল সে এবং হেলেনা খুশি হল।

"অস্বস্তি কথাটা ঠিক হল না। তবে কোনরকম অপচয় সত্যি আমি পছন্দ করি না।"

"অপচয়?" হিমে জমানো কমলালেবুটা ছোট ছোট টুকরো করে দু'আঙুলে ধরে আলতো করে ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিতে দিতে ক্লডিয়া বলে, "অপচয় বলছেন?"

কয়েকজন ভদ্রলোকের ক্লডিয়ার ওপর রাগ হয়, আবার কয়েকজনের সহানুভূতি হয়। ভেতরের কথাটা যে কী, সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন।

সেনভিয়াস ব্যাখ্যা করে, "ভারী মজবুত গাঁটাগোট্টা ছিল লোকগুলো। মানে স্পার্টাকাসের লোকগুলোর কথা বলছি। খাওয়াদাওয়া বেশ ভালোই জুটত মনে হয়। ধরুন প্রত্যেকের ওজন গড়ে দেড়শ পাউণ্ড। ছ'হাজারের বেশী লোককে তো ক্রুশে লটকানো হয়েছে। অর্থাৎ কিনা নয় লক্ষ পাউণ্ড তাজা মাংস—মানে ক'দিন আগেই তো তাজা ছিল কিনা।"

কী বলছে লোকটা যা তা—নিশ্চয়ই মনের কথা বলছে না," হেলেনা ভাবে। হঠাৎ কী এক আশায় ওর দেহ রোমাঞ্চিত হয়। ক্লডিয়া যেমন খাচ্ছিল ওর হিমে জমানো কমলালেবু তেমনি খেয়ে চলে। ও জানে সেনভিয়াস তার মনের কথাই বলেছে।

কেইয়াস বলে, "মাংস কেনার একটা প্রস্তাব দিলেন না কেন ?"

"দিয়েছিলাম।"

"ওরা বেচল না ?"

"তা লাখ আড়াই পাউণ্ড কোনমতে বাগিয়েছি।" কেইয়াস অবাক হয়, মতলবটা কী ওর ! নিশ্চয়ই আমাদের চমকে দিতে চায়। কিংবা ক্লডিয়া কী সব বলেছে তার জন্য ওরকম জঘন্যভাবে আমাদের ওপর শোধ তুলতে চায়। কিন্তু হেলেনা আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারে। শেষ পর্যন্ত হেলেনা যে বুঝতে পেরেছে সেজন্য কেইয়াস খুশি হয়।

"মানুষের ?" ক্লডিয়া ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে।

"যন্ত্রপাতির !" হিসেবী জবাব সসেজওয়ালার, "মহাপণ্ডিত আর দার্শনিক তরুণ সিসেরোর কথায়—বাজে সব যন্ত্র। আমি সেগুলো ধোঁয়ায় সেঁকেছি, কুচি কুচি করে কেটে কিমা বানিয়ে শুয়োরের মাংস, নুন আর মশলার সঙ্গে মিশিয়েছি। তার অর্ধেক গেছে গল-এ, অর্ধেক মিশরে। ঠিক ঠিক দামও পেয়ে গেছি।"

কেইয়াস খুব আস্তে আস্তে বলে : "আপনার ঠাট্টা ওরা ভুল বুঝেছে।" সসেজকারের পরিণত বয়সের পরিপক্ক বুদ্ধির দ্বারা শান দেওয়া শ্লেষের মোকাবেলা করা তরুণ কেইয়াসের সাধ্য নয়। ক্লডিয়ার অপমান জীবনে ভুলবে না সসেজকার। এবং তার রাগ এসে পড়বে কেইয়াসের ওপর। ওর অপরাধ ও উপস্থিত ছিল ওখানে।

"ঠাট্টাতামাশা করার চেষ্টা বা বাসনা আমার নাই," কাঠখোট্টাভাবে জবাব দেয় সেনভিয়াস, "মহিলা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাই জানালাম যে সসেজ তৈরী করার জন্য আমি আড়াই লাখ পাউণ্ড গোলামের মাংস কিনেছিলাম।'

"এমন সাংঘাতিক ব্যাপার জন্মে শুনিনি। আপনি এমনিতেই একটা আস্ত পাষণ্ড, এখন যা বলছেন তা স্রেফ বীভৎস।"

নাইট উঠে দাঁড়ায়। এক-এক করে প্রত্যেকের দিকে তাকায়।

তারপর কেইয়াসকে বলে, "মাপ করবেন, আপনার কাকা সিল্লিয়াসকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন না, তার হাত দিয়েই তো লেনদেনটা হল। তাঁরও তো ঘরে দু'পয়সা এসেছে।" তারপর চলে গেল।

ক্লডিয়া তার হিম-জমানো কমলালেবু খেয়েই চলেছে। "কি অসম্ভব লোকরে বাবা!" এই টিপ্পনীটুকু কাটবার জন্য এক লহমার জন্য মাত্র একটু খাওয়া থামাল ক্লডিয়া।

"যাই হোক সে সত্যি কথাই বলেছে।" বলে হেলেনা।

"কি?"

"বলেইছে তো। সত্যিই বলেছে। অত আঁৎকে উঠছ কেন?"

"ডাহা মিথ্যে" কেইয়াস বলে, "স্রেফ আমাদের ভয় দেখাবার জন্যই বানানো।"

"আমাদের মধ্যে তফাত কি জানো ভাই, কেউ সত্য বললে আমি সেটা বুঝতে পারি।"

ক্লডিয়া আরো পাণ্ডুর হয়ে গেল। উঠে মাপ চেয়ে রাজকীয় ভঙ্গিমায় বিশ্রামকক্ষের দিকে চলল। হেলেনা প্রায় নিজের মনেই একটু মুচকি হাসল। কেইয়াস বলল ঃ

"কোন কিছুতেই তোমার মনে ধাক্কা লাগে না। তাই না হেলেনা?"

"তা লাগবে কেন?"

"আর কখনও সসেজ খাচ্ছি না জীবনে।"

"আমি খাইও নি কস্মিনকালে।"

৫

পথে দেখা হল এক অম্বরী-ব্যবসায়ীর সঙ্গে। নাম মুজেল সাবাল। ওর সযত্নকুঞ্চিত তৈলচিক্কণ দাড়ির গোছা থেকে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। ফুলকারী-করা ঝুলদার গাউন সুন্দর সুঠাম সাদা ঘোড়াটির দুই পাশে পতাকার মতো ওড়ে। হাতের আঙুলগুলিতে দামী পাথর বসানো আংটি ঝলমল করে। ওর পেছনে চলেছে জন বারো দাস। কেউ মিশরী, কেউ বেদুইন। প্রত্যেকের মাথায় একটা একটা বোঝা। রোম সাম্রাজ্যের রাস্তাগুলি সব মানুষকে সমান করে নেয়। কখন যেন সংসারী এই ব্যবসায়ী মানুষটির সঙ্গে আলাপ শুরু হয়ে যায়।

আলাপ প্রায় একতরফাই, কারণ তরুণ যাত্রিটি শুধু মাঝে মাঝে মাথা নাড়ে। সাবাল একজন রোমান এর দেখা পেয়ে নিজেকে পরম ধন্য মনে করে। রোমান ভক্ত সে। রোমান হলেই হল। তার ওপর যদি সে কেইয়াস এর মতো অভিজাত পরিবারের হয়—কেইয়াসকে দেখলেই বোঝা যায় সে খানদানী বংশের ছেলে—অথবা উচ্চপদস্থ হয় তাহলে তো কথাই নাই। পূর্বাঞ্চলের কোন কোন মানুষ রোমানদের কোন কোন রীতিনীতি বুঝতে পারে না। রোমান মেয়েদের স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত চলাফেরা তারা বিশেষ ভালো চোখে দেখে না। তবে সাবাল সে-রকম নয়। একজন রোমানকে একটু আঁচড় দিয়ে দেখো। দেখবে ওদের চামড়ার তলায় আছে লোহার তৈরী স্নায়ু নইলে রাস্তার দুপাশে সাজানো অতগুলো ক্রুশ দেখে সহ্য করতে পারত আর কেউ! সাবাল ভারি খুশি, এই ক্রুশগুলোকে দেখে বান্দাগুলোর খুব শিক্ষা হবে।

"শুনলে বিশ্বাসই করতে পারবেন না, মশাই," সুজেল সাবাল তার সাবলীল কিন্তু বিচিত্র উচ্চারণের লাতিন ভাষায় বলে, "আমাদের দেশের কিছুলোক সত্যি ভেবেছিল স্পার্টাকাসের কাছে রোমানরা হেরে যাবে। আমাদের নিজেদের গোলামরাই তো ছোট খাট বিদ্রোহ করে বসল। কড়া হাতে তাদের ঠাণ্ডা করতে হয়েছে। আমি গোলামগুলোকে বললাম—কী বুঝিস তোরা রোমের? আগে যা দেখেছিলি, আর আশেপাশে যা দেখছিস ভাবছিস রোম ওইরকম। আরে বাপু, পৃথিবীর মধ্যে রোম এক নূতন জিনিস। রোমের কথা কী করে বোঝাই ওদের; আমি যদি বলি "গ্রাভিটাস" (Gravitas), ওদের কাছে এর কোন অর্থই নেই। শুধু ওরা কেন? রোমকে যারা প্রত্যক্ষভাবে জানে না, রোমের নাগরিকদের সঙ্গে মেশেনি, তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেনি, তারাও বুঝবে না গ্রাভিটাস বলতে কী বোঝায়। গ্রাভিটাস বলতে বোঝায় যারা আগ্রহশীল, দায়িত্বশীল, যারা লঘু চিত্ত নয়, এবং যারা সংকল্পে দৃঢ়। লেভিটাস (Levitas) কথাটা আমরা খুব বুঝি। ওটাই তো আমাদের অভিশাপ। আমরা সব হেলাফেলা করি। চাই কেবল স্ফূর্তি। কেবল স্ফূর্তি। রোমানরা তা করে না, তারা কিছুই হেলাফেলা করে না। তারা গুণের সাধক। শ্রম, নিয়মানুবর্তিতা, মিতব্যয়িতা, ক্ষমাগুণ—আশ্চর্য কথাগুলো। আমার কাছে এই হচ্ছে রোম। রোম শাসন-তন্ত্র আর রোমের পথেঘাটে যে শান্তি বিরাজ করছে এরই মধ্যে তার রহস্য। আমার তরুণ বন্ধু, এ আমি বোঝাই কী করে। আমার কথা যদি বলেন, আমি সত্যি সত্যি ক্রুশগুলো দেখে খুশি হয়েছি। রোম কোন কিছু তুচ্ছ করে না। অপরাধের যোগ্য শাস্তিই হয়েছে। এই হচ্ছে রোমের ন্যায় বিচার। রোমের যা কিছু শ্রেষ্ঠ অবদান তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল উদ্ধত স্পার্টাকাস। সে নিয়ে এল—লুট-তরাজ, হত্যা, বিশৃঙ্খলা। রোম শৃঙ্খলার প্রতীক তাই স্পার্টাকাস প্রত্যাখ্যাত হল।"

একমনে শোনে কেইয়াস। শুনতে শুনতে তার বিরক্ত লাগে। বিরক্তি কিছুটা যেন

প্রকাশও হয়ে পড়ে। সাবাল বুঝতে পারে। সে অনেক ক্ষমা-টমা চেয়ে, অনেক সেলাম করে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে হেলেনা আর ক্লডিয়াকে এক-একটি অম্বরীর নেকলেস উপহার দিয়ে বিদায় নেয়।

"বাঁচলাম বাবা," কেইয়াস বলে, "ভগবানকে ধন্যবাদ।"

"অমন একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু," মৃদু হেসে হেলেনা বলে।

বিকেলের দিকে ওদের একভাবে চলার একঘেয়েমির মধ্যে একটু বৈচিত্র্য এল। রাতটা একটা পল্লীনিবাসে কাটানোর কথা। এপ্পিয়ান সরণী থেকে মোড় নিয়ে একটা ছোট রাস্তা : সেই রাস্তাটা ধরে সেখানে যেতে হয়।

মোড়ের কাছাকাছি রাস্তার পাশে একটা ছাউনিতে তৃতীয় বাহিনীর একটা টহলদার বাহিনী বিশ্রাম করছিল। সারি-সারি তাঁবু। তার মধ্যে স্তূপ-করা ওদের হাতিয়ারগুলি। লম্বা লম্বা ঢালগুলি হ্রস্বাকার বল্লমের ডগায় ঝোলানো। প্রত্যেকটি স্তূপের ওপরে তিনটি করে শিরস্ত্রাণ রাখা। ওগুলো এদিক ওদিক নড়ছে : একটা ত্রিপলের চাঁদোয়ার নিচে সৈন্যরা একসঙ্গে ভিড় করে, ঠ্যালাঠেলি চ্যাঁচামেচি করছে। বোঝা গেল ওখানে বীয়ার দেওয়া হচ্ছে। সেজন্য ঠেলাঠেলি চ্যাঁচামেচি। আধসেরী কাঠের বাটি করে ওরা বীয়ার খাচ্ছে। একবাটি ফুরোলেই আর-এক বাটির জন্য ওরা ছুটছে। চোয়াড়ে মজবুত চেহারা, পরুষ মুখ, তামাটে রং, ঘামে-ভেজা চামড়ার পাৎলুন ও জামার বোঁটকা গন্ধ সারা গায়। ওরা চীৎকার করে কথা বলে, মুখে খিস্তি লেগে আছে। বড় রাস্তার দুপাশের ক্রুশগুলো যে ওদেরই হাতের তৈরী সে খেয়াল ওদের আছে।

কেইয়াস ও মেয়েরা দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। ইতিমধ্যে ছাউনি থেকে বেরিয়ে এলেন ক্যাপটেইন। এক হাতে মদের পাত্র আর এক হাত নেড়ে অভিবাদন জানাল কেইয়াসকে। তার সঙ্গে দুই সুন্দরী তরুণী। তাই ক্যাপটেইন এর আগ্রহটা বেশী।

কেইয়াসেরই পুরাণো বন্ধু ভদ্রলোক—নাম সেল্লাস কুইনটিয়াস ব্রুটাস; বয়সে তরুণ, পেশায় সৈনিক। এই বৃত্তিতেই সাফল্য লাভ ও ওপরে ওঠার প্রয়াসী। অত্যন্ত করিতকর্মা, অত্যন্ত সুদর্শন। হেলেনাকে জানত আগে থেকেই, ক্লডিয়ার সাথে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত খুশি। পেশাদারী রীতিতে বিনা ভূমিকায় বলে ফেলল সে,

"আমার এই ছোকরাগুলোকে কেমন লাগছে?"

"যেমন নোংরা তেমনি গাঁ গাঁ করে চেঁচায়," কেইয়াস বলে।

"তা ঠিক, কিন্তু এমনিতে ভাল।"

"এরা যদি সঙ্গে থাকতো তবে আমার ভয়-টয় একটুও করতো না। কিন্তু ঠিক এরাই যদি থাকে," ক্লডিয়া বলে।

"তাই হবে। এখন থেকে এরা আপনার দাসানুদাস, বরাবর আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।" পৌরুষে দীপ্ত হয়ে ক্যাপটেইন বলে, "--চললেন কোথায় ?"

কেইয়াস উত্তর দেয়, "রাতটা সালারিয়া ভিলায় থাকব। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই। এখান থেকে প্রায় দুই মাইল রাস্তা।"

"এই দুই মাইল, কিচ্ছু ভয় নেই তোমাদের।" উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলে ব্রুটাস। তারপর হেলেনাকে জিজ্ঞাসা করে,

"আপনি কখনও সৈন্যদের গার্ড-অব অনারের সঙ্গে মার্চ করেছেন ?"

"বাবা অত সম্মান পাবার যোগ্য নইও, ছিলামও না।"

"তা হলেই বুঝুন আমার কাছে আপনি কত বড়।"

ব্রুটাস বলে, "একবার সুযোগ দিন আমায়। দেখুন না আপনার পায়ের তলায় এনে ফেলে দিচ্ছি ওদের। পুরো দলটাই এখন আপনার।"

"ওরে বাস্, ওরা আমার পদতলে ? এমন দুরাশা আমার নেই, প্রতিবাদ করে হেলেনা।

পানীয় শেষ ক'রে পাত্রটা ছুঁড়ে দেয় দরজায় যে দাসটি বসা তার কাছে। তারপর গলায় ঝোলানো রূপোর ছোট হুইস্‌লটিতে ফুঁ দেয়। একটা ভৌতিক হুকুমের তীব্র সুর বেজে ওঠে। চারবার উঁচু লয়ে, চারবার নীচু লয়ে। শোনা মাত্রই সেনারা পাত্রের বীয়ার কোনমতে গিলে, গাল দিতে দিতে ডবল কদমে ছুটে গেল যেখানে বল্লম, ঢাল আর শিরস্ত্রাণ রাখা ছিল। আবার হুইসলে ফুঁ দিল ব্রুটাস্—আবার—আবার—আবার। শব্দগুলি যেন একসঙ্গে গ্রথিত হয়ে তীব্র একটা আদেশের সুর উঠল। মুহূর্তে প্রতিক্রিয়া জাগল সমগ্র বাহিনীতে। বাঁশিটা যেন একেবারে ওদের স্নায়ুতন্ত্রের ওপর সোজা গিয়ে ঘা দিল। ওরা সারিবদ্ধ হল, দলে দলে ভাগ হল, ঘুরে দাঁড়াল, আলাদা হল, তারপর দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে রাস্তার দুইপাশে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলার আশ্চর্য প্রদর্শনী। মেয়েরা প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। কেইয়াস তার বন্ধুর কাণ্ডকারখানা দেখে বিরক্ত হলেও সৈনিকদের নিখুঁত কাজের প্রশংসা না করে থাকতে পারল না।

কেইয়াস জিজ্ঞাসা করে, "ওরা লড়াইও করে ?"

"স্পার্টাকাসকে জিজ্ঞাসা করে দেখ না।" ব্রুটাস বলে। ক্লডিয়া 'সাবাস', বলে চীৎকার করে ওঠে।

ব্রুটাস তাকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে, হেসে ফেটে পড়ে ক্লডিয়া। এরকম উচ্ছ্বাস ক্লডিয়ার পক্ষে অস্বাভাবিক। কিন্তু আজ ক্লডিয়ার ব্যবহারে অনেক

কিছুই অস্বাভাবিক বলে ঠেকছে কেইয়াসের কাছে। গালে উজ্জ্বল লালিমা, সৈন্যদের কুচ-কাওয়াজ দেখে উত্তেজনায় ওর চোখ ঝকমক করছে। দুইটি ডুলির মাঝখানে স্থান নিয়ে কেইয়াসদের দলটাকে পরিচালনা করছে ক্রুটাস। যেভাবে ক্লডিয়া ওর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করে তাতে কেইয়াস অবহেলিত বোধ করে। অবাক হয় তার চেয়ে বেশী।

"ওরা আর কী করতে পারে?" ক্লডিয়া শুধায়।

"কুচ-কাওয়াজ, লড়াই, গালাগালি—"

"মানুষ মারা?"

"মানুষ মারা? তা ওরা তো খুনীই। ওদের দেখে তা মনে হয় না।"

"ওদের হাবভাব আমার কিন্তু বেশ ভালো লাগে।"

নিরাবেগ চিত্তে ক্লডিয়াকে নিরীক্ষণ করে ক্রুটাস। বলে, "তাই নাকি? তা বেশ।"

"আর কী?"

"আর কী চান?" শুনতে চান? গাইতে গাইতে চলো—"হাঁক দেয় ক্রুটাস। মুহূর্তের মধ্যে পা ফেলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে গাইতে গাইতে চলল সৈন্যরা—

আকাশ, মাটি, পথ, পাথর
তরোয়াল কাটে হাড় পাঁজর···

ছন্দ-মাত্রাহীন হাসির গানটি ওদের গলার মধ্যে বিকৃত হয়ে গাঁ গাঁ করতে থাকে। কথাগুলো বুঝতে কষ্ট হয়। হেলেনা জানতে চায়, "এটার অর্থ কী?"

"আসলে মানে-টানে নেই। শুধু একটা মার্চের সুর। শয়ে শয়ে এরকম গান আছে যার সত্যিকারের কোন মানে নেই। আকাশ, মাটি, রাস্তা, পাথর--কোনটারই কোন মানে নেই—তবে এই সব গানের তালে ওরা অনেক ভালো করে মার্চ করে। এই গানটা চালু হল দাসদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় থেকে। কতগুলি গান এমন আছে যে মহিলাদের পক্ষে অশ্রাব্য।"

"আমার ঠিক শ্রাব্য হবে," বলে ক্লডিয়া।

"আপনার কানে কানে শোনাব," হেসে বলে ক্রুটাস এবং চলতে চলতে একটু ঝোঁকে। তারপর সোজা হয়। ক্লডিয়া ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। এবারে আবার ক্রুশগুলি দেখা যায়। ঝুলন্ত দেহগুলি যেন মালার মতো সাজানো পথের দুধারে। ক্রুটাস হাত নাড়ে ওগুলোর দিকে।

আপনি কি এগুলো বেশ মোলায়েম ব্যাপার মনে করেছিলেন? এসব তো ওদেরই কীর্তিকলাপ—আমার কাহিনীর। আটশ লোককে তো ওরাই ক্রুশে ঝুলিয়েছে। ওরা ভালো-মানুষটি নয়। চোঁয়াড়ে, দয়ামায়াহীন, জল্লাদ সব।

"এ জন্যই বুঝি সৈন্য হিসাবে ওরা বেশী ভাল," হেলেনা বলে।

"তাই তো হবার কথা।"

"একজনকে ডাকুন না একটু এখানে।" ক্লডিয়া বলে।

"কেন?"

"আমি চাইছি তাই।"

"বেশ," কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাঁকে, "সেক্স্টাস্, লাইন ছেড়ে এখানে এসো।"

একজন সৈনিক নিজের স্থান ছেড়ে বেরিয়ে এল। ডবল মার্চ করে দুইটি ডুলির মাঝবরাবর এসে ডুলিগুলির মুখোমুখি হয়ে অভিবাদন করে কদম ফেলে ফেলে অফিসারের সামনে এসে দাঁড়াল। ক্লডিয়া সোজা হয়ে বসে দুই বাহু মুড়ে ওকে তীক্ষ্ণভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগল। লোকটা না লম্বা না খাটো, মাঝারি আকারের। বর্ণ কালো, পেশীবহুল দেহ। ওর অনাবৃত প্রকোষ্ঠ, ঘাড় গলা রোদে পুড়ে প্রায় আবলুস কাঠের রং ধরেছে। ওর ঘামে-ভেজা ত্বকে আট করে সাঁটা অবয়বগুলি তীক্ষ্ণভাবে খাড়া খাড়া। মাথায় ধাতুনির্মিত শিরস্ত্রাণ, চার ফুট লম্বা ঢালটি হ্যাভারস্যাক্ এর ওপর দিয়ে পিঠের ওপর ঝুলছে। এক হাতে ওর বল্লম। ছ'ফুট লম্বা শক্ত কাঠের দুই ইঞ্চি ব্যাসের বাঁট; তার ডগায় আঠারো ইঞ্চি মাপের তীক্ষ্ণ-দর্শন লোহার ত্রিকোণ ফলা; কোমরে ভারী স্পেনদেশীয় খঞ্জর, গায়ে চামড়ার জামা পরা। জামাটার বুকে লাগানো তিনটে লোহার পাত, কাঁধে তিনটে করে, আরো তিনটে পাত কোমর থেকে পা পর্যন্ত ঝোলানো। মার্চ করার সময় পায়ে ধাক্কা লেগে ওগুলো দুলতে থাকে। ওর পরনে চামড়ার পাৎলুন এবং পায়ে উঁচু চামড়ার জুতো। ধাতু আর কাঠের এই প্রচণ্ড বোঝা বহন করেও অবলীলায় এবং স্পষ্টত বিনা আয়াসে মার্চ করে লোকটা। ওর বর্মের মতো, ধাতুর অন্যান্য জিনিস গুলিও তেলমাখানো। তেলের, ঘামের, চামড়ার গন্ধ মিশে এক হয়ে এক বিশেষ গন্ধের সৃষ্টি হয়েছে। এই গন্ধটি বলে দেয় গন্ধওয়ালার পেশা কি, ক্ষমতা কতখানি ও তার কাছে কী কী হাতিয়ার আছে।

কেইয়াসের ঘোড়া ছিল ওদের পেছনে। সেখান থেকে ও দেখতে পাচ্ছিল ক্লডিয়ার মুখের একপাশ—ওর ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক—বারে বারে চাটছে, দৃষ্টি সৈন্যটির ওপর যেন গেঁথে আছে।

ক্লডিয়া ফিস্ ফিস্ করে বলে ব্রুটাসকে: "ডুলির একেবারে কাছে আসতে বলুন ওকে।"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হুকুম ছুঁড়ে দেয় ও সৈনিকটির দিকে। সৈনিকটি পিছু হটে কদম ফেলে ক্লডিয়ার ডুলির দিকে এগিয়ে যায় অতি ক্ষীণ একটু হাসির ছোঁওয়ায় ওর ঠোঁট কুঁচকে ওঠে। একবার মাত্র, এক লহমার জন্য ওর দৃষ্টি পড়ল ক্লডিয়ার উপর। তারপরই সোজা সামনের দিকে তাকায়। ক্লডিয়া হাত বাড়িয়ে ওর উরু স্পর্শ করে—আলতো একটু স্পর্শ যেখানটায় চামড়ার পাৎলুনের নীচে পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছিল। তারপর ব্রুটাস্কে বলে:

"ওকে চলে যেতে বলুন।" গা থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। কি নোংরা।

হেলেনার মুখ কঠিন। ক্রটাস্ আর একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে লোকটাকে ফিরে যেতে বলল নিজের স্থানে।

৭

ভিলা সালারিয়া' নামটায় যেন একটা পরিহাসের সুর আছে। নামটা শুনলেই মনে পড়ে সেই সময়কার কথা যখন রোমের দক্ষিণাংশে বহু জায়গা ম্যালেরিয়ায় ভরা নুনের বিল ছিল। কিন্তু বিলের এদিকটা বহুদিন হল পরিষ্কার করে আবাদের যোগ্য করা হয়েছে। যে বে-সরকারী রাস্তাটা এপ্পিয়ান সরণী থেকে বেরিয়ে আবাদের দিকে গেছে সেটা বড় রাস্তার মতোই পাকাপোক্ত করে তৈরী করা। আবাদের মালিক আনতোনিয়াস কেইয়াস। হেলেনাদের সঙ্গে মায়ের দিক থেকে কী যেন সম্পর্ক আছে এই ভদ্রলোকের। শহরের কাছে বলেই আয়তনে খুব বড় নয় জমিদারিটা। আবাদগুলির মধ্যে এটা নাকি দর্শনীয়; এবং সেজন্যই এটার স্থান উঁচুতেই।

এপ্পিয়ান সরণী থেকে এই ছোট রাস্তাটা দিয়ে পাকা চার মাইল পেরিয়ে তবে ভিলায় পৌছুল। তফাতটা তখনি চোখে পড়ে গেল। প্রতিটি ইঞ্চি জমি নিখুঁত পরিপাটি পরিচ্ছন্ন। এর পেছনে কত যে যত্ন তার পরিচয় স্পষ্ট। গাছপালা সুন্দর করে ছাঁটা—ঠিক পার্কের মতো। আবাদের প্রান্তের পাহাড়গুলি ধাপ ধাপ করে কাটা। কতকগুলি ধাপে আঙুরের ক্ষেত। আঙুলের মতো এক-একটা আঙুর। বসন্ত এসেছে। আঙুরলতায় কচি কিশলয় চোখ মেলতে শুরু করেছে। অন্য ধাপগুলোতে বোনা হয়েছে যব। তবে যবের চাষ কমে গেছে। আগের মতো লাভ নেই। কারণ ছোট চাষীদের টুকরো-টুকরো জমিগুলি একসঙ্গে হয়ে বড় আবাদে পরিণত হয়েছে। অন্য জমিগুলিতে রয়েছে অসংখ্য পাইনগাছের সারি। চারদিকে অতি অপূর্ব সযত্ন-রচিত প্রাকৃতিক দৃশ্য। রচয়িতার রুচির পরিচয় দেয়। অসংখ্য দাস-শ্রমিকের নিরন্তর শ্রম ছাড়া এ রচনা সম্ভব নয়। বার বার করে দেখে ওরা শ্যাওলা ছাওয়া, শ্যামল সুশীতল কৃত্রিম গুহা—যার মধ্যে রয়েছে গ্রীক মন্দিরের ছোট ছোট প্রতিরূপ। এ দিকে রয়েছে মর্মর পাথরের আসন, আস্বচ্ছ স্ফটিকের তৈরী ফোয়ারা। অনেকগুলি শ্বেত পাথরের পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে আরণ্য উপত্যকাগুলির দিকে। আবার সেদিক থেকে এদিকে এসেছে কতকগুলি।

বেলা শেষ। অনুচ্চ পাহাড়ের আড়ালে সূর্য প্রায় ডুবে গেছে। চারদিকের

দৃশ্যের ওপর স্বপ্নরাজ্যের মায়া নেমেছে। অভিভূত হয়ে গেল ক্লডিয়া। এর আগে সে এখানে আসেনি কখনও! বারে বারে আনন্দের অভিব্যক্তি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ওর কণ্ঠে। নূতন এই ক্লডিয়ার সঙ্গে বেমানান নয় তার উচ্ছ্বাস। কেইয়াস ভাবে, এই ক্রুশগুলি, যেগুলোকে রুচিবানেরা আখ্যা দেন শান্তির প্রতীক বলে, দেখে কী প্রেরণা পেল এই কোমল, নির্জীব তরুণী মেয়েটি যে অমন করে ফুটে উঠল।

ঘরে ফিরে আসছে গৃহপালিত জন্তুর দল—রাখালের শিঙায় করুণ ঘরফেরানো সুর বেজে চলেছে। চামড়ার নেংটি মাত্র পরা থ্রেসিয়ান, আর্মেনিয়ান ক্রীতদাস ছাগপালের দল পলাতক ছাগলগুলোর পেছনে জঙ্গলের মধ্যে ছুটোছুটি করছে— কেইয়াস ভাবে—বেশী মানবীয় কোনগুলো? ঐ ছাগলগুলো—না ওই দাসের দল? ওর মামার ঐশ্বর্যের কথা আগেও ভেবেছে ও এখন আবার ভাবতে লাগল। আইনতঃ প্রাচীন অভিজাত পরিবারগুলোর ব্যবসা বাণিজ্য করা নিষিদ্ধ। কিন্তু আনতোনিয়াস কেইয়াসের কাছে তার সমকালীন অন্য অনেকের মতো আইনটা বন্ধন না হয়ে হয়েছে বেশ সুবিধাজনক একটা খোলস। শোনা যায় এজেন্টদের মারফত প্রায় এক কোটি রোমান টাকা ওর সুদে খাটছে—এবং সে সুদের হার প্রায় শতকরা একশ টাকা। এও শোনা যায় মিশরীয় বাণিজ্যে নিযুক্ত চৌদ্দটি জাহাজের ওপর ওর ছিল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং স্পেইনের সব চাইতে বড় রূপোর খনির অর্ধেকের সে ছিল মালিক। পিউনিক যুদ্ধের পর যে-সব জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানীর উদ্ভব হয়েছিল নাইট ভিন্ন অন্য কেউ তার পরিচালন মণ্ডলীর সভ্য হতে পারত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আনতোনিয়াসের মতামত অক্ষরে অক্ষরে পালিত হত।

আনতোনিয়াস কেইয়াস ধনী। কিন্তু তাঁর ধনের পরিমাণ যে কত তা আন্দাজ করা অসম্ভব ছিল। আবাদী জমি আর বনভূমিতে মিলিয়ে দশ হাজার একর জমি ছিল ভিলা সালারিয়ার এক্তিয়ারে। কিন্তু এর চাইতে বড় আর সুন্দর আবাদ আরো অনেক ছিল। তাঁর কালের খানদানী পরিবারের হালের রেওয়াজমতো গ্লেডিয়েটরদের লড়াইয়ের প্রদর্শনী করে আর অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং পূর্বদেশীয় প্রথায় খানাপিনার আয়োজন ইত্যাদি করে বড়লোকি দেখাতেন না আনতোনিয়াস। তাঁর টেবিলেও নানারকম সুখাদ্য ও সুপেয়ের আয়োজন থাকত; কিন্তু থাকত না ময়ূরের পাঁজর বা হাসিং পাখির জিভ বা লিবিয়ার ইঁদুরের পুর ভরা অন্ত্র। এ সব বিলাসিতা সবাই পছন্দ করত না। আবার পারিবারিক কুৎসা নিয়েও ঢাক-ঢোল পেটানো হত না। আনতোনিয়াস ছিলেন সাবেকী ধরণের রাশভারী মানুষ। কেইয়াস ওঁকে সম্মান করত, কিন্তু তেমন পছন্দ করত না। মামার সামনে ও সহজ হতে পারত না। এই সহজ না হবার কারণ মামা নিজে। তিনি যে সাংঘাতিক একটা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, তা নয়।

আসলে কেইয়াসের কেবলি মনে হত, মামা ওর সম্বন্ধে কী আশা করেছিলেন এবং ও কী হয়েছে, সব সময় তার তুলনা করেন এবং এই দুই—এর মধ্যে যে পার্থক্য তার হিসাব কষেন। কেইয়াসের ভয় হত মামা বুঝি সেই সাবেকী আদর্শের কোট ধরে বসে আছেন ভাগ্নের জন্য। অর্থাৎ সেকালের যুবকদের মতো একালের যুবকরাও হবে নিষ্ঠাবান, নাগরিক কর্তব্যে আত্মসমর্পিত, এবং কঠোর সংযমী। তারা প্রথমে সাধারণ সৈনিকবৃত্তি নিয়ে জীবন আরম্ভ করবে এবং সে কাজে সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে তারপর ধাপে ধাপে উচ্চতম পদের দিকে এগিয়ে যাবে; বিয়ে করবে কোন সুশীলা রোমান কুমারীকে, এবং গ্রেককাই পরিবারের মতো একটি পরিবার গঠন করবে; রাষ্ট্রকে নিঃস্বার্থ ভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে সেবা করবে; এমনি করে পদ থেকে পদান্তরে যেতে যেতে এক দিন রাষ্ট্রদূতের পদে উন্নীত হবে: সম্মান পাবে যেমন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তেমনি খেতাবধারী আর ধনী সমাজের কাছ থেকে, চিরকাল নীতিবান এবং ন্যায়নিষ্ঠ থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ বস্তু একালে যতখানি বাস্তব সেকালেও তেমনি ছিল। অর্থাৎ এমন মানুষ বাস্তবে সম্ভব নয়। এইরকম সর্বগুণবিভূষিত কোনো যুবকের দেখা কেইয়াস কখনও পায়নি। নিজের আশে পাশে যে-সব তরুণদের ও দেখতে পায় তারা বহু জিনিষে আগ্রহী। কেউ কেউ তরুণীকুল বিজয়ের ব্রত গ্রহণ করেছেতো অনেকে কাঁচা বয়সেই আর্থিক ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং বয়স বিশের কোঠা পার হতে না হতে বহু বে আইনী কারবারে লিপ্ত হয়েছে; কেউ কেউ মহল্লা এলাকায় রাজনৈতিক দালালিগিরির কাজ শিখেছে—এরা মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে ঘুরে ভোট কেনাবেচা, ঘুষ চালাচালি করা, চক্রান্ত করা ইত্যাদি ইত্যাদি দৈনন্দিন কাজগুলি যতই নোংরা হোক নিষ্ঠা এবং গোঁ এর সঙ্গে করে। এসব ওদের বাপ পিতামহের পুরানো পেশা— যে পেশায় তাঁরা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিলেন। এ-সব এরা গোড়া থেকে শিখেছে। কারো কারো আবার খাওয়াটাই পেশা—তারা বিচক্ষণ খাদ্যবিশারদ হয়েছে। খুব কম যুবকই সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করে—সামরিক বৃত্তি ক্রমশই জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে, তরুণসমাজের বৃহত্তম অংশ কিছু না করে স্রেফ স্ফূর্তি লুটে অলস জীবন যাপনে একনিষ্ঠ ব্রতী হয়েছে। কেইয়াস নিজে এই গোষ্ঠিভুক্ত। সে নিজেকে এই মহান সাধারণতন্ত্রের অপরিহার্য না হলেও একজন নিরীহ নাগরিক বলে মনে করে। কাজেই মাতুলের সাধারণত অনুচ্চার কিন্তু প্রায়ই সোচ্চার অভিযোগগুলি শুনে ওর রাগ হয়। ওর একমাত্র পালনযোগ্য নীতি হল নিজে বাঁচ এবং বাঁচতে দাও।'

ভিলার চারদিকে বাগান। সদলে এই বাগানে প্রবেশ করতে করতে এই কথাই ভাবছিল কেইয়াস। বহুদূরবিস্তৃত সুরচিত বাগান, কোমল ছাঁটা ঘাসের লন, বিস্তর শস্যের গোলা, আস্তাবল, পশুশালা, গোলামদের ডেরা। এইগুলো

হচ্ছে আবাদের নানারকম কাজের জায়গা। বাসভবন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করা এই অংশ যাতে ওদিক থেকে কোন কদর্যতা, ঝগড়া-বিবাদের শব্দ এমনকি ওদিককার অস্তিত্বের ইশারাও এ দিকে পৌঁছে অমন সুন্দর পরিবেশের অনাবিল শান্তি নষ্ট করতে না পারে। গোটা ভবনটি একটি বিশাল চতুষ্কোণ ইমারত, অনুচ্চ একটা টিলার ওপর অবস্থিত। মাঝখানে চত্বর ও ছোট একটি দীর্ঘিকা। বাড়িটি ঝকঝকে চুনকাম করা। আবহাওয়া-সহ লাল-টালির ছাদ। দেখতে মন্দ নয়। বাইরেটা কারুকার্যহীন। কোণের আলসের এবং আরো নানা জায়গার রেখাগুলোর রুক্ষতা মোলায়েম হয়েছে বাড়ির চারিদিকে সুরুচি-বিন্যস্ত দীর্ঘ পপ্‌লার ও সিভার সারির শ্যাম-স্নিগ্ধতায়। বাড়ির হাতা ও গোটা আবাদের প্রান্তসীমা নানারকম গাছপালা দিয়ে আইওনিয়ান রীতিতে সাজানো। বিচিত্র আকৃতিতে ছাঁটা নানারকম ফুলের ঝাড় দিয়ে অলংকৃত বাগান। কোমল ঘাসের লন। রঙীন মর্মরে তৈরী গ্রীষ্মাবাস, গ্রীষ্মমণ্ডলের নানারকম মাছে ভরা জলাধার। সমস্ত প্রাঙ্গণ জুড়ে স্থানে স্থানে অসংখ্য মর্মরমূর্তি—কিন্নর, ক্ষেত্রদেবতা, হরিণ, শিশু, দেবদূত প্রভৃতির। নিপুণ ভাস্কর্য ও মর্মরশিল্পের কোন নিদর্শন রোমের বাজারে পেলেই বিনা দ্বিধায় যে-কোন মূল্যে কিনতেন আনতোনিয়াস। শোনা যায়, ভদ্রলোকের নিজের কোন রুচিজ্ঞান ছিল না। এ বিষয়ে তাঁকে চালাতেন তাঁর স্ত্রী জুলিয়া। একথা কেইয়াস বিশ্বাস করে, কারণ ওর নিজের রুচিবোধ ছিল এবং মাতুলের মধ্যে এ বস্তুর পরিচয় ও কখনও পায়নি। ভিলা সালারিয়ার চাইতে আরও অনেক জলুসদার ভিলা ছিল—কোন-কোনটা ছিল প্রাচ্যদেশীয় রাজাদের প্রাসাদের মতো! কিন্তু পরিবেশ ও রুচির দিক থেকে কেইয়াসের চোখে এই ভিলাটির মতো সুন্দর কোন ভিলাই নয়। ক্লডিয়ার চোখেও তাই। গেট পেরিয়ে বাড়ি বরাবর লাল সুরকির রাস্তাটা দিয়ে চলতে চলতে ক্লডিয়া স্তম্ভিত হয়ে গেল। হেলেনাকে বলল:

"এ জিনিস দেখব এ তো স্বপ্নেও ভাবিনি। এ যেন একেবারে সাক্ষাৎ গ্রীক-পুরাণ থেকে উঠে এসেছে।"

"সত্যি, ভারি সুন্দর জায়গা," সায় দেয় হেলেনা।

আনতোনিয়াস কেইয়াসের মেয়ে দুটিই প্রথমে ওদের দেখতে পায়। তারা ছুটে এসে ওদের অভ্যর্থনা করে। তারপরে এলেন ওদের মা জুলিয়া। গম্ভীর সংযতভাব। সুদর্শনা, শ্যামলা রং, ঈষৎ স্থূল গড়ন। আনতোনিয়াস বেরুলেন একটু পরেই—সঙ্গে আরো তিনজন। নিজের ও অন্যের আচরণ সম্বন্ধে আনতোনিয়াস অত্যন্ত সচেতন। ভাগ্নে-ভাগ্নী ও তাদের বান্ধবীকে স্বাগত জানালেন গাম্ভীর্যপূর্ণ সৌজন্যের সঙ্গে এবং তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। দুজনকে কেইয়াস ভালো করেই চেনে। একজন হ'ল সেনতেলাস গেককাস—শহরেরর কৃতী রাজনীতিবিদ আরেকজন লাইসিনিয়াস

ক্রাসসাস—একজন সেনাপতি, দাস-বিদ্রোহে এমন নাম করেছিলেন যে বছর খানেক ধরে নগরের প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে ওঁর নাম। তৃতীয়জনকে কেইয়াস চেনে না। তিনজনের মধ্যে কনিষ্ঠ এবং কেইয়াসের চাইতে কিছু বড় হবে। ওর মুখে এক দিকে অতি সূক্ষ্মভাবে রয়েছে আভিজাত্যসুলভ কুণ্ঠা? আর একদিকে অপেক্ষাকৃত ব্যক্ত রয়েছে রোমান বুদ্ধিজীবীদের দম্ভ—নূতনদের ও নবাগতদের সমীক্ষা করে অত্যন্ত হিসেব করে মোটামুটি দেখতে ভালো, নাম মার্কাস তুল্লিয়াস সিসেরো। কেইয়াস ও মহিলা দুই জনের সঙ্গে পরিচয়ের উত্তরে বিনয়ে একেবারে বিগলিত। কিন্তু নিজের অস্থির কৌতূহলও চাপতে পারে না। তাই কেইয়াসের মতো মানুষও যার মনুষ্য চরিত্র বোঝার ক্ষমতা কম, বুঝতে পারে যে সিসেরো ওদের পরীক্ষা করছে, যাচাই করছে, ওদের বংশ কুল প্রতিষ্ঠার মান খতিয়ে দেখছে, এবং ওদের পারিবারিক ঐশ্বর্য ও প্রতি-পত্তির গড়ের হিসাব কষছে।

ইতিমধ্যে ক্লডিয়া এই বিশাল অট্টালিকা ও অফুরন্ত ভূসম্পত্তির মালিক আনতোনিয়াস কেইয়াসকেই পুরুষদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী পছন্দ করে ফেলল। রাজনীতি ও কমই বোঝে, যুদ্ধ সম্বন্ধে ধারণাও ধোয়াটে, তাই গ্রেককাস ও ক্রাসসাস ওর মনে কোন রেখাপাত করতে পারেনি। আর সিসেরোকে তো ক্লডিয়া চেনেই না। না চিনলেও ক্ষতি ছিল না—কিন্তু সিসেরোকে দেখে ওর একজন অর্থলোলুপ নাইট বলে মনে হয়েছে। এই শ্রেণীর লোকদের ক্লডিয়া ঘৃণা করতেই শিখেছে। মস্ত বড় একটা বিশ্রী বেড়ালের মতো ঘড়ঘড় করতে করতে প্রিয় পাত্র কেইয়াসের গা ঘেঁসে ঘেঁসে আসে জুলিয়া। আনতোনিয়াসকে কেইয়াস এতদিনে যতখানি জেনেছে তার চেয়ে অনেক বেশী বুঝতে পারে ক্লডিয়া। এই বিশালদেহ, বঁড়শির মতো নাক এবং মজবুত পেশীওয়ালা মানুষটিকে মনে হয় অবদমিত কামনা ও অতৃপ্ত ক্ষুধার একটা পিণ্ড। ক্লডিয়া বোঝে গোঁড়ামি আনতোনিয়াসের বাইরের পলেস্তারা। তার তলায় রয়েছে যৌনকামিতার একটা স্তর। ক্লডিয়া শক্তিমান অথচ দুর্বল পুরুষদের পছন্দ করে। এবং আনতোনিয়াস নিশ্চয়ই কখনও অবিবেচক বা বিরক্তিকর হবেন না। ওর আপাতঃ নিষ্প্রাণ হাসি দিয়ে ক্লডিয়া এসব কথা ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দেয়।

দলটা বাড়িতে পৌঁছে যায়। কেইয়াস আগেই ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে। একজন মিশরীয় গৃহ-দাস ওর ঘোড়াটাকে নিয়ে যায়। বহু মাইল এক নাগাড়ে দৌড়ে আসায় ক্লান্ত বেহারারা ঘর্মাক্তকলেবর। ডুলির পাশে বসে তারা সন্ধ্যার হিমে কাঁপছে। ওদের শীর্ণ ক্লান্ত দেহগুলো পশুর দেহের মত দেখায়। ওদের পেশীগুলো শ্রমের যাতনায় পশুর মতো কাঁপে। কেউ ওদের দিকে তাকাল না, লক্ষ্যই করল না কেউ, না এল এগিয়ে এক গণ্ডূষ জল দিতে। পাঁচজন

পুরুষ, মহিলা তুজন ও মেয়ে তুটি বাড়ির ভেতরে চলে গেল। ডুলি-বাহকরা গোঁজ হয়ে ডুলির পাশে ব'সে রইল আশায় আশায়। এদের মধ্যে একজন, বয়স কুড়ির বেশী হবে না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—ক্রমশঃ বাড়তে লাগল সে কান্না এবং অবশেষে বাঁধ ভেঙে ফেটে পড়ল। অন্যেরা তাকায়ও না সে দিকে। মিনিট কুড়ি প্রতীক্ষার পর একজন দাস এসে ওদের দাসদের ডেরায় নিয়ে গেল খাওয়া ও রাতে থাকার জন্য।

৮

লাইসিয়াস ক্রাস্সাস ও কেইয়াস একসঙ্গেই স্নানে ঢুকল। অনেকেই খানদানি পরিবারের আধুনিক তরুণদের দোষত্রুটি নিয়ে কেইয়াসকে গালমন্দ করেন। ক্রাসসাসকে দেখে ওর বিশ্বাস হল ইনি ও দলের নিশ্চয়ই হবেন না। বেশ ভালোই লাগল ভদ্রলোককে। হাসি-খুশি, ভদ্র, মিশুক, ইতর ভদ্র সকলের সঙ্গেই আলাপ করেন, মতামত জিজ্ঞাসা করেন এবং এমনি করে সকলের মন জয় করেন। জলাধারে তুজনেই গা এলিয়ে দেয়। ঈষদুষ্ণ সুবাসিত জল, প্রচুর সুগন্ধি লবণ মেশান; কখনও অলসভাবে জল কেটে কেটে, কখনও ভেসে ভেসে আরাম উপভোগ করে। ক্রাসসাসের দেহটি বেশ সযত্ন-লালিত; প্রৌঢ়ত্বের সাধারণ পরিণাম যে জমকালো ভুঁড়ি সেটি অনুপস্থিত, উদর সমতল, সুদৃঢ় পেশীবদ্ধ। ক্রাসসাস প্রৌঢ় হ'লেও তারুণ্যে ঝলমল করেন এবং সর্বদা সপ্রতিভ। কেইয়াসকে জিজ্ঞাসা করেন সে সোজা রাস্তায় এসেছে কিনা।

"আজ্ঞে, তাই এসেছি। কাল সকালে কাপুয়া যাব।"

"ক্রুশগুলি দেখে খারাপ লাগেনি?"

"ওগুলো দেখতেই তো চাইছিলাম আমরা," উত্তর দেয় কেইয়াস, "সত্যি কথা বলতে কি তেমন একটা খারাপ লাগেনি আমাদের। এখানে ওখানে তু'একটা লাশ ছিল যা পাখিরা খুবলে খুবলে খেয়েছে। পেটের নাড়ি ভুড়ি বেরিয়ে পড়েছে, ওগুলো অবশ্যি খুব খারাপ লাগছিল; বিশেষ করে বাতাস ওদিক থেকে আমাদের দিকে এলে ভারী বিশ্রী লাগত। কি আর করা যাবে। মেয়েগুলো ডুলির পর্দা টেনে ভেতরে বসেছিল। কিন্তু বেহারাগুলো সইতে পারেনি। ওদের কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ল।"

"ওরা চিনতে পেরেছিল বোধ হয়," সেনাপতি মৃত্যু মৃত্যু হাসেন।

'হবে কিন্তু ওসব বোধ ওদের আছে বলে মনে হয়? আমাদের বেহারাগুলো

বেশীর ভাগ আস্তাবলেই জন্মেছে। এতটুকু বয়স থেকে এপ্পিয়াস মুনডেল্লিয়াসের ইস্কুলে চাবুক খেতে খেতে বড় হয়েছে। তারপর বড় হয়ে গায়ের জোর টোর হলে, বাস তখন আর কি—তখন তো ওরা জানোয়ারের সামিল। ওরা চিনবে? আমার মোটেই বিশ্বাস হয়না ওদের সবার মধ্যে এসব আছে। আপনিই ভালো জানেন। সব গোলামরাই কি স্পার্টাকাসকে শ্রদ্ধাভক্তি করে? আপনার কি মনে হয়?"

"আমার তো মনে হয় বেশীর ভাগই করে।"

"সত্যি? তাহলে তো ভাবনার কথা।"

ভাবনার তো বটেই, তা নইলে কি আর আমি ওই ক্রুশ-ট্রুশের ব্যাপারে সখ করে যাই? ক্রাসসাস বলে, "তা ছাড়া ওতো কতগুলো প্রাণ নষ্ট করা। স্রেফ নষ্ট করার জন্যই নষ্ট করা আমি একটুও পছন্দ করি না। আর হত্যার একটা প্রতিক্রিয়া আছে। বেশী হত্যার ফল আমার মনে হয় আমাদের ওপরই আসবে, এবং ভবিষ্যতে আমাদের ক্ষতি হতে পারে।"

"কিন্তু গোলামেরা?" কেইয়াস প্রতিবাদ করে।

সিসেরো বলে, "ওরা হচ্ছে যন্ত্র-সবাক যন্ত্র। আর জানোয়ারেরা আধা-বাক্-যন্ত্র। সাধারণ যন্ত্র জানোয়ারদের থেকে আলাদা—এগুলো বোবা যন্ত্র। সিসেরোর ভারী পছন্দ ওর নিজের এই ব্যাখ্যা। চমৎকার বলেছে। খুব বুদ্ধি খেলিয়ে বার করেছে। ভারী চালাক ছোক্‌রা। কিন্তু সিসেরোকে তো স্পার্টাকাসের সঙ্গে লড়তে হয়নি। লোকটার মতলব কি, তার হদিশ পাবার জন্য ভেবে ভেবে জেগে রাত কাটাতে হয়নি। লড়তে লড়তে হঠাৎ বুঝতে হয়নি। গোলামরা শুধু সবাক্-যন্ত্র মোটেই নয়, তার চাইতে অনেক বেশী।

"আপনি কি ও লোকটাকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন?"

"ও লোকটাকে মানে?"

"মানে স্পার্টাকাসকে।"

সেনাপতির মুখে একটু চিন্তাক্লিষ্ট মৃদু হাসি। চিন্তিতভাবে বলেন, "না ঠিক জানি না। তবে এটা ওটা জুড়ে স্পার্টাকাসের একটা ছবি আমি নিজের মনে খাড়া করেছিলাম। জানিনা, তাকে কেউ কি জানতো? জানবেই বা কী করে। ধরো তোমার পোষা কুকুরটা ক্ষেপে গেল—এবং বেশ বুদ্ধিসুদ্ধি করেই ক্ষেপল—কিন্তু কুকুরই তো রইল সে, তাই না! ভারী মুস্কিল বোঝা। স্পার্টাকাসের ছবি আমার নিজের মনে গড়া—তাই বলে আমি তার সত্যিকারের ছবি তো আঁকতে বসব না। কেউ পারবে বলে আমার মনে হয় না। যারা পারলেও পারত, তারা সব এপ্পিয়ান সরণীর দুই ধারে লম্বা হয়ে ঝুলছে। এবং সে লোকটা তো এখন স্বপ্ন মাত্র। তাকে আমরা আবার ক্রীতদাস করেই সৃষ্টি করব।"

"অর্থাৎ যা সে ছিল?"

"ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ।"

কেইয়াসের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা চালিয়ে যাওয়া কঠিন। যুদ্ধবিগ্রহে তার অভিজ্ঞতা না থাকার জন্য নয়। আসলে যুদ্ধ ব্যাপারে ওর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই, যদিও ওর জাতি, গোষ্ঠী, সামাজিক স্থিতির পক্ষে যুদ্ধবিগ্রহ আবশ্যিক। যাই হোক, ক্রাস্‌সাস কী ভাবছে ওকে? তার এই সৌজন্য। ওর সঙ্গে সাগ্রহ আলাপ, এ কি আন্তরিক? আন্তরিক হোক আর নাই হোক কেইয়াসদের পরিবারকে অগ্রাহ্য বা তুচ্ছ করা যায় না। ক্রাস্‌সাসেরও বন্ধুর প্রয়োজন। রোমের ইতিহাসে ভীষণতম যুদ্ধ যে পরিচালনা করল, রোমের পরাজয় যখন আসন্ন তখন যে দাসদের যুদ্ধে পরাজিত করল, ভাগ্যের পরিহাসে তার ভাগ্যেই গৌরব জুটল সামান্য। অদ্ভুত সামঞ্জস্যহীন সব। কাজেই ক্রাস্‌সাসের এই বিনয় আন্তরিক হতেও পারে। ক্রাস্‌সাসকে নিয়ে ইতিহাস লেখা হবে না, সঙ্গীতও রচিত হবে না। এই সংগ্রামের কথা ভুলবার যতই প্রয়োজন হবে ক্রাস্‌সাসের বিজয় গৌরব ততই তুচ্ছ হতে থাকবে।

জলাধার থেকে উঠে এল দুজনে। অপেক্ষমাণা ক্রীতদাসীরা ওদের গায়ে উষ্ণ তোয়ালে জড়িয়ে দিল। অতিথির প্রয়োজন আগে থেকে বুঝে তা পূরণের এমন নিখুঁত ব্যবস্থা দূরে থাক এর অর্ধেকও এর চাইতে অনেক বেশী বিলাস-বহুল বাড়িতেও থাকে না। পরিচারিকারা ওর গা মুছে দিচ্ছিল আর ঐ কথাই ভাবছিল কেইয়াস। ছোটবেলায় ও জেনেছিল একটা দুনিয়া ছিল যেখানে ছিল খুদে রাজারা, ডিউকরা আর তাদের খুদে খুদে রাজ্য আর জমিদারী। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কমই আনতোনিয়াস কেইয়াসের মতো অমন চমৎকার ভাবে থেকেছে এবং অতিথি আপ্যায়নের অমন এলাহী ব্যবস্থা রাখতে পেরেছে। অথচ আনতোনিয়াস জঁাদরেল জমিদারও নন। রোম সাধারণতন্ত্রের এমন কিছু হোমরাচোমরা নাগরিকও নন।

ক্রাস্‌সাস বলে, "মেয়েরা আমায় জামাকাপড় পরাবে, আমায় নিয়ে নাড়া-চাড়া করবে, আমার মোটেই অভ্যেস নেই এসব। তোমার ভালো লাগে?"

"বিশেষ ভাবিনি কথাটা," কেইয়াস বলে। ওর এ কথাটা সত্যি নয়। কারণ বাঁদীরা ওকে নাওয়াবে, পোশাক পরাবে, এর মধ্যে বেশ আনন্দ ও উত্তেজনা আছে। ওর বাবার এসব নিষেধ ছিল। কোন কোন মহল এসব ব্যাপার একদম পছন্দ করত না। কিন্তু গত পাঁচ-ছ বছরে ক্রীতদাসদের ওপরে মানুষের মনোভাবের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কেইয়াসের বহু বন্ধু বান্ধব গোলাম বাঁদীদের সব রকম মানবীয় উপাদানবর্জিত বলে মনে করে। কেইয়াসের দৃষ্টি ভঙ্গিও তাই। এ একটা অতি সূক্ষ্ম মানসিক অবস্থা। ওর পরিচর্যায় নিযুক্ত এই বাঁদী তিনটি দেখতে কেমন, এই মুহূর্তে ও জানে না। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে ও বলতে পারবে না। সেনাধ্যক্ষের প্রশ্নে ও তাকাল ওদের দিকে। এরা

হয়তো কোন উপজাতির বা স্পেইনের কোন জায়গার, বয়স কম, ছোট ছোট হাড়ের কাঠামো, রং কালো হলেও চেহারায় শ্রী আছে, মুখে কথা নেই। পা খালি, পরণে খাটো সাদামাটা সেমিজ, স্নানের জলের বাষ্পে জামা ভেজা ও তাতে পরিশ্রমের দরুণ ঘামের দাগ। কেইয়াসের নিজের বিবস্ত্র দেহ—তাই সামান্য উত্তেজনা। কিন্তু ক্রাস্সাস একটা মেয়েকে কাছে টেনে এনে বিশ্রীভাবে কচলাতে কচলাতে তার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। মেয়েটি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রইল, কিন্তু কোন বাধা দিল না।

কেইয়াস ভীষণভাবে অপ্রস্তুত বোধ করে। স্নানাগারের একটি পরিচারিকাকে নিয়ে এ রকম কুৎসিত আচরণ করতে পারে যে, সেনাধ্যক্ষ পদাধিকারী সেই মানুষটার ওপর ওর হঠাৎ ঘৃণা হয়। ওদিকে তাকাবার প্রবৃত্তিও ওর হচ্ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটাকে ওর অত্যন্ত নীচ ও নোংরা বলে মনে হল। ক্রাস্সাস এক লহমায় ওর চোখে একেবারে মর্যাদাহীন হ'য়ে গেল। কেইয়াস বুঝল। এর পরে কোনও দিন ক্রাস্সাসের যদি আগের ঘটনা মনে পড়ে তবে কেইয়াস আজ এখানে উপস্থিত ছিল বলে ওকে ক্ষমা করবে না সে।

গাত্রমর্দনের টেবিলে গিয়ে শুয়ে পড়ে কেইয়াস; কিছুক্ষণ পরে ক্রাস্সাসও আসে। বলে, "বেশ মেয়েটা, না?"

কেইয়াস অবাক হয়, মেয়েদের ব্যাপারে লোকটা কি বোকা? কিন্তু ক্রাস্সাস বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। আগের কথার সূত্র ধরে ও আবার আরম্ভ করে:

"আমার তোমার সকলের কাছে স্পার্টাকাস একটা হেঁয়ালী। কখনও দেখিনি তাকে, কিন্তু ও আমাকে তুর্কী নাচন নাচিয়ে ছেড়েছে।"

"কখনও দেখেন নি?"

"না। কিন্তু তাই বলে যে তাকে জানি না তা নয়। তিলে তিলে আমি ওকে রচনা করেছি—যেমন লোকে সংগীত রচনা করে, শিল্প সৃষ্টি করে। স্পার্টাকাসের ছবি আমি রচনা করেছি।"

মর্দনকারিণীর নিপুণ হাত ওর দেহের ওপর মন্নদা ঠাসার মতো আসা-যাওয়া করছে। আরামে আমেজে টান হ'য়ে শুয়ে আছে ও। একটি মেয়ের হাতে সুগন্ধি তেলের পাত্র। সে অতি সাবধানে একটু একটু করে মালিশরত হাতের আঙুলের ফাঁকে তেল ঢেলে দিচ্ছে; এবং ওর পেশীর পর পেশীর আড়ষ্টতা শিথিল হয়ে চলেছে। মুখে লম্বা লম্বা শ্বাস ফেলতে ফেলতে প্রকাণ্ড বড় একটা বেড়ালের মতো আড়ামোড়া ভাঙে ক্রাস্সাস।

কেইয়াস শুধায়, "কেমন লোক ছিল সে? মানে আপনার তৈরী ছবির মানুষটা?"

ক্রাসসাস বলে, "আমি অনেক সময় অবাক হয়ে ভাবি, স্পার্টাকাস আমায় কী ভাবত! শেষের দিকে একবার নাকি সে আমায় ডেকেছিল—অনেকে বলে।

কিন্তু আমি তা শুনেছি বলে মনে হয় না। সে নাকি চীৎকার করেই আমায় গালাগাল দিয়েছে। আমার থেকে মাত্র গজচল্লিশেক দূরে ছিল। জোর করে পথ করে আমার দিকে নাকি ছুটে আসছিল। আশ্চর্য! লোকটা না তেমন লম্বা চওড়া, না জবরদস্ত জোয়ান। অথচ কি প্রচণ্ড...ওই প্রচণ্ড কথাই ঠিক। শুধু হাতে লড়ছিল—যেন একটা মূর্তিমান ঝড়—একটা প্রচণ্ড ক্রোধ! প্রায় অর্ধেক পথ কেটে এগিয়ে এসেছিল। শেষের সেই দুর্বার মত্ত তুফানের মতো আক্রমণের মুখে আমাদের দশ-এগারো জন সৈন্য বোধ হয় মরে। যতক্ষণ না আমরা ওকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলি, কেউ ওকে রুখতে পারেনি।"

"ওর দেহটা পাওয়া যায়নি—একথা কি তাহলে সত্যি?"

"সত্যি। আমরা ওকে এমন টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলাম যে খুঁজে পাবার মতো কিছু আর বাকি রাখিনি। যুদ্ধক্ষেত্র কেমন জানো? কেবল রক্ত আর কাঁচা-কাঁচা মাংস। কার রক্ত, কার মাংস বলবে কে? অতএব যে পথে সে এসেছিল, সে-পথেই চলে গেল। অর্থাৎ শূন্য থেকে শূন্যে। এরিনা থেকে কশাই-খানায়। তলোয়ার নির্ভর করেই আমাদের জীবন। ওতেই আমাদের মরণ ওই মানুষ স্পার্টাকাসও তো তাই। আমি তার কাছে মাথা নত করি।"

ক্রাসসাসের কথা শুনে কেইয়াসের সসেজ-কারের সঙ্গে আলাপের কথা মনে পড়ে যায়। জিভের ডগায় প্রায় এসে গিয়েছিল সে-কথা। কিন্তু সামলে নিয়ে বলে,

"আপনি ওকে ঘৃণা করেন না!"

"কেন? ঘৃণ্য একটা গোলাম হলেও ভাল যোদ্ধা সে। কিই বা হিংসা করব। সে মরে গেছে। আমি বেঁচে রইলাম। ভালোই হয়েছে।"

মালিশ-কারিণীর আঙুলের নীচে আর একবার শরীরটাকে মোচড় দিয়ে সকৃতজ্ঞ ভাবে পাশ ফিরে বলেন ক্রাসসাস: এমন ভাবে বলেন যে ওদের কথাগুলোর সঙ্গে মেয়েটির কোন সম্পর্ক নাই এবং আলাপের বিষয়বস্তু ও মেয়েটির বহু ঊর্ধ্বে, এধরেই নেয়া।

"—কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা আর কতটুকু? তুমি আমার সঙ্গে একমত নও তাই না? কিন্তু তোমার যুগের মানুষেরা সংসারকে অন্য দৃষ্টিতে দেখে। আমি খারাপ মেয়ে মানুষদের কথা বলছি না। বলছি যা শোভন সুন্দর, যেমন এখানে—তার কথা। মানুষ কতদূর যেতে পারে কেইয়াস?"

সেনাধ্যক্ষ কী যে বলতে চাইছেন প্রথমে বুঝতে পারেনি যুবক কেইয়াস। তাই অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায় সে। ক্রাস্সাসের ঘাড়ের পেশীগুলো যৌন আবেগে ফুলে ফুলে উঠছিল। সারা দেহেই যৌন আবেগ থমথম করছে। বিব্রত বোধ করে কেইয়াস। ভয়ও পায়। এ ঘর থেকে কোনমতে বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। কিন্তু ভদ্রতা রক্ষা ক'রে তা করবার উপায় নাই। যা হবে

তার সে ভাবনা ভাবছে না ও। কিন্তু উপস্থিত থেকে সেই ঘটনার সাক্ষী ও হবে আপত্তি এখানেই।

"ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন না।" কেইয়াস বলে।

"ওকে জিজ্ঞাসা করব! ও কুত্তী কি লাতিন জানে?"

"তা একটু-আধটু ওরা জানে বৈকি সবাই।"

"তুমি বলছ সোজাসুজি ওকে জিজ্ঞাসা করব?" নীচু স্বরে বলে।

"করুন না," নীচু স্বরে বলে কেইয়াস। তারপর ক্রাস্সাসের পেটের দিকে চেয়েই চোখ বন্ধ করে।

৯

ক্রাস্সাস ও কেইয়াস তখনও স্নানাগারে। দিনশেষের সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়েছে ক্ষেতে মাঠে, ভিলা সালারিয়ার বাগানে। আনতোনিয়াস কেইয়াস ভাগ্নীর বান্ধবীকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন। বাড়ির হাতা ছাড়িয়ে গেলেন যে—দিকে ওঁর ঘোড়া থাকে। কেইয়াস নিজস্ব ঘোড়দৌড়ের মাঠ, বা এরিণা রেখে লড়াই দেখিয়ে বড় মানুষি দেখাতে ভালোবাসেন না। এ বিষয়ে ওর ব্যক্তিগত মত হচ্ছে ধন দৌলত বজায় রাখার ইচ্ছা থাকলে খুব হিসাব বিবেচনা করে ঠাট-বাট দেখানোই ভালো। রোম সাধারণতন্ত্রের সমাজ-জীবনে এক নূতন শ্রেণী মাথা তুলছে, এরা ব্যবসায়ী শ্রেণী। প্রাধান্য পাবার জন্য এরা ভারী জাঁকজমক দেখায়। এদের সামাজিক নিরাপত্তার যে অভাব আছে, আনতোনিয়াস কেইয়াসের তা নেই। কিন্তু ওঁর অপরাপর বন্ধুদের মতো ইনি অশ্ববিলাসী। অবিশ্বাস্য রকম দাম দিয়ে ভালো জাতের ঘোড়া পেলেই কেনেন এবং অশ্বশালাটি ওঁর গর্বের বস্তু। ইদানীং একটা ঘোড়ার দাম যা তা দিয়ে পাঁচটা গোলাম কেনা যায়। আনতোনিয়াসের যুক্তি হল একটা ঘোড়াকে ভালোভাবে রাখতে হলে পাঁচটা গোলাম একান্ত দরকার।

প্রশস্ত এক লন অশ্বশালার সংলগ্ন। বেড়া দিয়ে ঘেরা, একদিকে আস্তাবল আর অন্যান্য পশুশালা। কিছু দূরে জন পঞ্চাশেক বসার মতো পাথরের গ্যালারি যেখান থেকে ঘোড়াকে দৌড় করাবার পুরো মাঠ এবং বড় পশুশালাটা দেখা যায়।

অশ্বশালার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে কানে এল একটা তীব্র তীক্ষ্ণ হ্রেষার শব্দ। কোনও একটা ঘোড়ার। সেই হ্রেষার ভাষা দাবির, জেদের আর ক্রোধের। শব্দটা মনও নাচায়, ভয়ে বুকও কাঁপায়।

ক্লডিয়া জিজ্ঞাসা করে, "ওটা কিসের শব্দ ?"

"একটা ঘোড়া ক্ষেপেছে। মাত্র দু'সপ্তাহ আগে এটাকে কিনেছি। ওর গায়ে থ্রেশিয়ান রক্ত, হাড্ডিগুলো বিরাট বিরাট। একেবারে বুনো। কিন্তু কী রূপ। দেখবে ?"

"আমি ঘোড়া খুব ভালোবাসি। দেখান না।"

আস্তাবলের কাছে এল ওরা। সর্দারকে ডাকলেন। রোগা শুঁটকো কুঁচকে সিঁটিয়ে যাওয়া এক মিশরীয় ক্রীতদাস। ঘোড়াটাকে প্রদর্শনী খোঁয়াড়ে নিয়ে আসতে বললেন সর্দারকে। গ্যালারির দিকে গেল ওরা। একজন গোলাম একটা ধাপে কুশান সাজিয়ে দিয়ে গেল। ক্লডিয়া লক্ষ্য করে আনতোনিয়াসের খামারের গোলামেরা কী চমৎকার শিক্ষিত এবং চতুর এবং প্রভুর প্রতিটি ইচ্ছা, প্রতিটি চাহনি ওরা আগে থাকতেই বুঝতে পারে। দাসদের মধ্যেই বড় হয়েছে ক্লডিয়া—সে জানে এদের নিয়ে কত হাঙ্গামা। একথা আনতোনিয়াসকে বলতে সে বলল :

"আমি আমার গোলামগুলোকে চাবুক টাবুক মারি না। গোলমাল করলে স্রেফ একটাকে খতম করে দি। তারপরে বাছাধনেরা আর টু শব্দ করেন না। বেশ মন দিয়ে কাজ করে।"

"ভারি চটপটে ওরা, কাজে বেশ উৎসাহ আছে," ক্লডিয়া বলে।

"গোলামের জাতকে চালানো ভারি কঠিন—এই গোলাম আর ঘোড়া। মানুষ চালানো অনেক সোজা।"

ঘোড়াটাকে খোঁয়াড়ে নিয়ে আসা হল। হলদে রঙের বিশাল এক জানোয়ার। চোখ দুটো রক্তের মতো লাল। মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। দমিয়ে রাখার জন্য মাথায় চাবুক মারা হচ্ছে। দুদিক থেকে রাশ টেনে দুটো গোলাম বলতে গেলে ঝুলে আছে, তাও বাগ মানানো যাচ্ছে না। ক্ষণে ক্ষণে চাঁট ছুঁড়ছে আর সামনের পায়ে খাড়া হয়ে উঠছে। খোঁয়াড়ের মধ্যে প্রায় অর্ধেক টেনে নিয়ে এল লোক দুটোকে ঘোড়াটা।

তারপর লাগাম ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষার জন্য ওরা ছুটে পালাতেই ঘোড়া ছুটে এসে ওদের দিকে চাট ছুঁড়তে লাগল। ক্লডিয়া উল্লাসে হাসতে হাসতে হাততালি দিয়ে উঠল।

"চমৎকার! চমৎকার! তবে ওর ওরকম রাগ কেন ?"

"বলতে পার কেন ?"

"মনে হয় এ রাগ নয়, প্রেম।"

"দুটোই। আমরা ওর ইচ্ছায় বাধা দি, তাই আমাদের ওপর রাগ। দেখবে ?"

ক্লডিয়া মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। আনতোনিয়াস একটু দূরে অপেক্ষমান ভৃত্যটিকে কী যেন বললেন। সে দৌড়ে আস্তাবলের দিকে চলে গেল। অল্পক্ষণ পরেই একটা ঘুড়ী নিয়ে ফিরে এল। ঘুড়ীটার রং খয়েরী ; হালকা গড়ন। একটু

ভীরু-ভীরু। দৌড়ে যেই পালাতে যাবে, ঘোড়াটা চকিতে ঘুরে গিয়ে ওর পথ আটকে দাঁড়াল। আনতোনিয়াসের চোখ ঘুড়ীর দিকে নয়, ক্লডিয়ার দিকে। চোখের সামনে যে-দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে নিবিষ্ট চিত্তে তাই দেখছে ক্লডিয়া।

স্নানান্তে দাড়ি কামানো সুগন্ধি মাথা, চুলে সামান্য তেল লাগিয়ে হাল্কাভাবে কোঁকড়ানো, ধোপদুরস্ত পোশাক পরা ইত্যাদি পর্ব শেষ ক'রে রাতের আহারের জন্য তৈরী হল কেইয়াস। তারপর গেল গুল্ম-কক্ষে আহারের পূর্বে এক গ্লাস পানীয়ের আশায়। ভিলা সালারিয়ার এই কক্ষটি তৈরী গোলাপী রঙের ফিনিশীয়ান টালি দিয়ে, ছাদটি অতি হাল্কা কমনীয় পীতাভ কাচের। ছাদটি কাচের হওয়ায় দিনান্তের এই মুহূর্তে বিলীয়মান সূর্যরশ্মির কোমল ম্লানিমা মেখে ভেতরকার গাঢ় সবুজ রঙের গুল্মগুলি ও উষ্ণমণ্ডলীয় ঝাড়গুলির ঘনপত্রজালে যেন এক মায়ালোকের সৃষ্টি হয়েছে। কেইয়াসের আগেই জুলিয়া এসে একটা মার্বেল পাথরের বেঞ্চিতে বসে আছে। দুদিকে তার ছোট্ট মেয়ে দুটি। ম্লানায়মান আলোর রেশ বড় কোমল, বড় সুখদ। দীর্ঘ শুভ্র পরিচ্ছদ, ঘন কালো চুল রুচি-সুন্দর ভাবে মাথার ওপর চূড়া করে বাঁধা, দুটি হাতে দুটি সন্তানকে জড়িয়ে ধরা—রোমান মায়ের এক পূর্ণ প্রতিরূপ—শান্ত, সৌম্য, মর্যাদাপূর্ণ। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এ ওর একটা ছেলেমানুষী ঢং মাত্র, তা নইলে জুলিয়াকে দেখে কেইয়াসের গ্রেকাইদের মায়ের ছবির কথা মনে পড়ে যেত।

ওর মুখে প্রায় এসে গিয়েছিল—বাহবা! জুলিয়া! কিন্তু সামলে গেল। জুলিয়াকে আঘাত দিয়ে নিঃশেষ করে দেওয়া সহজ কারণ ওর ছলনার মধ্যে কারুণ্য আছে, বিদ্রোহ নেই।

কৃত্রিম বিস্ময় এবং অকৃত্রিম আনন্দ চমৎকার ভাবে একসঙ্গে মিশিয়ে মৃদু হাসে জুলিয়া :

"শুভ সন্ধ্যা, কেইয়াস!"

"তুমি এখানে আছ জানতাম না," মার্জনা চেয়ে বলে কেইয়াস।

"তার জন্য কী হয়েছে। বসো। যেও না। আমি নিজ হাতে তোমাকে এক গ্লাস সুরা ঢেলে দি এসো।"

"বেশ।" রাজী হয় কেইয়াস এবং জুলিয়া মেয়েদের ওখান থেকে পাঠিয়ে দিতে গেলে প্রতিবাদ করে, "ওরা থাকতে চাইলে থাক না—"

"ওদের খাবার সময় হয়েছে যে!"

বাচ্চারা চলে গেলে জুলিয়া বলে :

"আমার পাশে এসে বসো। বসো না একটু, কেইয়াস।"

কেইয়াস বসে। জুলিয়া দুজনের জন্যই সুরা ঢালে, এবং নিজের গ্লাস কেইয়াসের গ্লাসে ছুঁইয়ে ওর দিকে তাকিয়ে পান করতে থাকে।

"তোমার চেহারা যা সুন্দর, কেইয়াস, তোমার ভালো ছেলে হয়ে থাকা

কঠিন।" বলে জুলিয়া।

"ভালো ছেলে হয়ে থাকবার আমার কোন বাসনা নেই, জুলিয়া

"তবে তোমার বাসনাটা কী শুনি!"

"ফুর্তি।" অকপট জবাব কেইয়াসের।

"তোমার এই অল্প বয়স। অমনি থাকা ভারী কঠিন, এবং ক্রমশ আরো কঠিন হয়ে উঠবে। তাই না?"

"কিন্তু তার জন্য আমি শোকে মরে যাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে আমায় দেখে?"

"বরঞ্চ বেশ খুশিই তো মনে হচ্ছে।"

"পবিত্র কুমারী হয়ে থাকাও তো ঠিক নয়।"

"তুমি আমার চাইতে অনেক বেশী চালাক, কেইয়াস। আমি অত নিষ্ঠুর হতে পারি না।"

"নিষ্ঠুর হতে চাই না, জুলিয়া।"

"আমায় একটা চুমু খেয়ে তা প্রমাণ করে দাও।"

"এখানেই?"

"আনতোনিয়াস এখন এখানে আসছে না। সে তোমার সঙ্গের ওই কচি সুন্দরীকে জ্ঞান দেবার জন্য নূতন আনা ঘোড়াটাকে প্রেম করাতে মহা ব্যস্ত।"

"মানে, ক্লডিয়ার জন্য? সে কী?" কেইয়াস মনে মনে খুব হেসে নেয়।

"জানোয়ার কোথাকার! আমায় চুমু দেবে কি না?"

হালকাভাবে ওর ওষ্ঠে চুমু খায় কেইয়াস।

"বাস্! কেইয়াস আজ রাতে কি তুমি . . ."

"সত্যি বলছ, জুলিয়া . . ."

"না বোলো না, কেইয়াস," বাধা দিয়ে বলে জুলিয়া, "না লক্ষীটি, না বোলো না। আজ রাতে তো আর তোমার ক্লডিয়াকে পাচ্ছ না। আমার স্বামীকে তুমি জানো।"

"আমার ক্লডিয়া মোটেই নয়। রাতে তাকে আমি চাইও না।"

"তাহলে—"

"ঠিক আছে," কেইয়াস বলে, "ঠিক আছে জুলিয়া। কিন্তু এখন আর এ কথা নয়।"

"তুমি চাও না যে—"

"আমি চাই, কি চাই না সে কথা হচ্ছে না। আমি বলছি যে এখন আর এ আলোচনা নয়।"

কতগুলি পরিবর্তন বিশ্বজনীন নগর রোমের সর্বত্রই এসেছে। কিন্তু ভিলা সালারিয়ায় নৈশ-ভোজনের সময় দেখা গেল, ব্যবস্থার মধ্যে সেই সাবেকী ধরন, কোনও পরিবর্তনের চিহ্নমাত্রও নেই। বেশ বোঝা যায় একটা যেন প্রতিবাদের সুর আছে এর মধ্যে।

কারণটা গৃহকর্তা আনতোনিয়াস কেইয়াসের সনাতনী মনোবৃত্তিই হওয়ার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে ও ছাড়া আরও একটা কারণ আছে। সেই কারণটা হল, যুদ্ধের দৌলতে বোম্বেটেগিরি করে, বা খনির মালিক হয়ে অথবা ব্যবসা বাণিজ্য করে ফেঁপে ওঠা এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী নূতন করে সমাজে মাথা তুলছে; এরা নূতন নূতন করে পাগল। গ্রীক বা মিশরীয় নূতন কিছু দেখলেই এদের জিভ লক্‌লক্ করে। এই উঠতি শ্রেণী থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতে চান আনতোনিয়াস। খাওয়ার ব্যাপারে কৌচের ওপর খাবার জিনিসগুলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে সাজানো থাকলে আনতোনিয়াসের অসুবিধা হয়। হজমে ব্যাঘাত হয়। তখন আসল খাবার জিনিস না খেয়ে খেতে হয় টক মিষ্টি টুকিটাকি মুখরোচক এটা ওটা। এই টুকিটাকি খাওয়াই আজকাল ফ্যাশন। ওর অতিথিরা চেয়ারে বসে টেবিলেই খাচ্ছেন। পরিবেশন করছেন আনতোনিয়াস স্বয়ং—নানা রকম চমৎকার রোস্ট করা মাংস, সুস্বাদু সুদর্শন জমকালো পেসট্রি, উৎকৃষ্ট সুপ, নানারকম রসাল ফল। টেবিলে ছিল না শুধু হালের খানদানী সমাজের টেবিলের শোভা সেই অদ্ভুত পাঁচমিশেলী পানীয়! খাবার সময় নাচ-গানও পছন্দ করেন না আনতোনিয়াস। তাঁর মতে উত্তম খাদ্য-পানীয়ের সঙ্গে থাকবে উত্তম আলাপন। ওঁর পিতা এবং পিতামহ বেশ লেখাপড়া জানতেন। নিজেকেও ইনি শিক্ষিত মনে করেন। পিতামহ দাসদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মাঠে নেমে কাজ করতেন। কিন্তু আনতোনিয়াস তা করেন না। ইনি তাঁর বিরাট জমিদারি শাসন করেন প্রাচোর খুদে রাজ্যের খুদে রাজাদের মতো। শাসক হলেও নিজকে মনে করেন শিক্ষিত শাসক—গ্রীক ইতিহাস, দর্শন ও নাটকে সুপণ্ডিত, চিকিৎসাবিদ্যাও জানা আছে—ঔষধপত্র ভালোই দেন, রাজনীতি নিয়েও নাড়াচাড়া করেন। অতিথিদের রুচির মধ্যে ওঁর নিজের রুচির ছায়া দেখা যায়। আহারের পর সকলে চেয়ারে হেলান দিয়ে আহারান্ত-সুরার গ্লাসে একটু একটু করে চুমুক দেয়। মহিলারা সাময়িকভাবে গুল্মকুঞ্জে চলে যান। কেইয়াস এই অবসরে লক্ষ্য করে রোম গঠনের মূলে যে-সব মহা গুণী ব্যক্তিদের অবদান ছিল তাঁদের সেইসব গুণের অধিকারী এই অতিথিরা এবং গৃহকর্তা স্বয়ং। এইসব গুণ মানবের সেরা গুণ। এবং এই সেরা গুণাবলিতে গুণী মানুষদের হাতে রোমের শাসনভার থাকে বলেই রাষ্ট্রপরিচালনে এমন দক্ষতা ও

রোমের এই স্থায়িত্ব।

কিন্তু গুণের পরিচয় যতটা পেল কেইয়াস ততটা গুণগ্রাহী হতে পারল না। ঐ সব গুণ আয়ত্ত করার কোন উচ্চাশা ওর নেই। এদের মহলে ওর কোন কদরও নেই, গুরুত্বও নেই। এদের কাছে ও একটা খানদানী পরিবারের অপদার্থ ছেলে যার যা কিছু প্রতিভা তা ভোজনে আর ঘোড়ায়। এই দুটো জিনিস গত দুই-এক পুরুষ থেকেই চলে আসছে। কিন্তু কেইয়াসকে লঘু করা যায় না। যেহেতু ওর পারিবারিক বৃত্ত ঈর্ষার বস্তু; পিতার মৃত্যুর পরে ও বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হবে এবং বলা যায় না, কপালগুণে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক তারকাও হয়ে যেতে পারে। সুতরাং ওকে শুধু বরদাস্ত করাই যথেষ্ট নয়, একটু সমীহও করতে হয়। এবং সুগন্ধ-ভুর-ভুর, তেলচকচকে চুলওয়ালা খুবসুরৎ চেহারার মগজহীন ফুলবাবুদের সঙ্গে যে ব্যবহার চলে কেইয়াসের সঙ্গে তার চাইতে আর একটু মার্জিত ব্যবহার করতে হয়।

কেইয়াস এদের ভয় করে। এদের মধ্যে একটা ব্যাধি আছে কিন্তু সে ব্যাধি এদের দুর্বল করে না। এরা এখন চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় ভোজন করে, হেলান দিয়ে বসে আয়েস করে ধীরে ধীরে হালকা সুরায় চুমুক দিচ্ছে। আর ওদিকে এদের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী যারা ছিল তারা এপ্পিয়ান সরণীর দুই দিকে কয়েক মাইল জুড়ে ক্রুশে ঝুলছে। স্পার্টাকাস স্রেফ মাংস—কশাইখানার টেবিলে রাখা মাংসের তাল, ক্রুশে ঝোলাবার মতো তার কীই বা বাকী ছিল। কিন্তু এই আনতোনিয়াস কেইয়াসকে কেউ ক্রুশে ঝোলাবে না। কী শান্ত, কী নিশ্চিন্তভাবে টেবিলের মাথায় বসে আছেন তিনি, আলাপ করছেন ঘোড়া নিয়ে, যুক্তি দিয়ে সকলকে বোঝাচ্ছেন লাঙলে একটা ঘোড়া জোতার চাইতে দুটো গোলাম জোতা কেন বেশী ভালো। ভালো তো হবেই, কেননা গোলামগুলোর ওপর যে আধা-মানবীয় ব্যবহার করা হয়, তা সহ্য করার মতো ঘোড়াও তো কোথাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু তা হলেই বা কী।

সিসেরো শোনে। তার মুখে মৃদু হাসি খেলে যায়। সিসেরোর জন্যই কেইয়াসের আরো বেশী অস্বস্তি লাগছে। সিসেরোকে কারো ভালো লাগে কী করে? একবার সিসেরো ওর দিকে তাকিয়েছিল। দৃষ্টি দিয়ে যেন বলছিল, তোমাকে আমি খুব চিনি—আগা-পাশ-তলা চিনি। কেইয়াস মনে মনে ভাবে, অন্যেরা কি সিসেরোকে ভয় পায়? লোকটার কাছ থেকে দূরে থাকাই ভালো। জাহান্নামে যাক্‌ ব্যাটা।

সৌজন্য-ভরা আগ্রহের সঙ্গে শোনে ক্রাসসাস। ভদ্র ক্রাসসাসকে হতেই হয়। কারণ সে একজন রোমান সামরিক পুরুষ—ঋজু, দীর্ঘ দেহ, মুখের ডৌল চতুষ্কোণ, দৃঢ় গঠন, কঠিন ভাবব্যঞ্জক মুখ, রোদে-পোড়া তামাটে রং, মিহি কালো চুল। কেইয়াসের স্নানাগারের কথা মনে পড়ে। সে ভ্রূ কোঁচকায়।

কী করে পারল ক্রাসসাস্। টেবিলের ওধারে কেইয়াসের উল্টো দিকে রাজনীতিজ্ঞ গ্রেককাস। দশাসই চেহারা, দরাজ গলা—গম্‌গম্‌ করে। গর্দানের জমাট চর্বির ঢিবির আড়ালে মাথাটা প্রায় ঢাকাই পড়েছে। প্রকাণ্ড বড় হাত দুখানা শুধুই চর্বি। প্রায় প্রতিটি আঙুলে আংটি। কারো কথার উত্তর দেন পেশাদার রাজনীতিকদের অভ্যস্ত ধরনে। হাসিটি দরাজ। কোন কিছু সমর্থন করেন প্রবল ভাবে। মতের অমিল হলে গায়ে মাখেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে এমনি ভাব। যা বলেন—হাঁকডাক করে। কিন্তু বোকার মতো কথা বলেন না কখনও।

গ্রেককাস কোন বিষয়ে অবিশ্বাস প্রকাশ করতে সিসেরো বলে উঠল :

"তা লাঙলে গোলাম জুতলে ভালোই করবেন। যে জন্তু চিন্তা করতে পারে না তার চেয়ে চিন্তা-করনেওয়ালা জন্তু বেশী ভালো। এ তো বোঝাই যায়। তাছাড়া ঘোড়াও তো খুব দামী। কোন জাতের ঘোড়াই বরবাদ করা চলে না। নিলামে চড়ালে তো লাখ দেড়েক ঘরে আসবে। আর লাঙলে যদি ঘোড়া জোতেন তো আপনার গোলামরাই তাদের বরবাদ করবে।

"আমার মোটেই তা মনে হয় না," গ্রেককাস বলে।

"বাড়ির কর্তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন না।

"ঠিকই বলেছে,' আনতোনিয়াস সায় দেন, 'গোলামরা ঘোড়া সাবাড় করে ফেলবে। মালিকের কোন জিনিসেরই তো কদর নেই ওদের কাছে।"

আরেক গ্লাস সুরা ঢেলে আবার বলে আনতোনিয়াস,

"কিন্তু আমরা কি আজ শুধু গোলামদের নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডা করে কাটাব ?"

"দোষ কী ?" সিসেরো বলে, "আমাদের সঙ্গেই তো ওদের বসবাস। আর আমরা! আমরা তো ওই গোলাম আর গোলামি প্রথারই পয়দা। কথাটা তলিয়ে দেখুন ; এই যে আমরা নিজেদের রোমান বলতে পারছি সে এই গোলামদের দৌলতে। এই প্রকাণ্ড আবাদ আমাদের গৃহকর্তার—এই আবাদ থেকেই ওঁর সব কিছু। কিন্তু ওই আবাদ ঠেলছে হাজার খানেক গোলাম। আমাদের ক্রাস্‌সাস মশাই এই যে এত নামটাম করলেন, ওই গোলামদের জন্যেই তো। গোলামগুলোর বিদ্রোহ দমন করাতেই তো অত নামযশ! আর গ্রেককাস—গোলাম-বাজার থেকে দুপয়সা ওঁর ঘরে আসে—সে দুপয়সার পরিমাণ যে কত তা আন্দাজ করারও হিম্মত আমার নেই। আর বাজারটা হল যে-মহল্লায় তার সম্পূর্ণ মালিকানাই আমাদের গ্রেককাসের। তারপর নিন এই ছোকরাকে," কেইয়াসের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে হেসে বলে, "ইনি তো গোলামির কারখানায় তৈরী আরও সরেস মাল। দুধ খেয়েছেন বাঁদীর, বড় হলেন গোলাম-বাঁদীর হাতে, খাওয়ানো পরানো বলুন, হাওয়া খাওয়ানো, দরকার হলে মায় ওষুধপত্তর অবদি ওই গোলামেরা।"

লাল হয়ে ওঠে কেইয়াস। গ্রেককাস হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়ে। জিজ্ঞাসা করে :

"আর আপনি নিজে, সিসেরো !"

"আমি ? আমার তো দারুণ সমস্যা। আজকাল রোমে একটু ভালো ভাবে থাকতে গেলেই অন্তত জন দশেক গোলাম বাঁদী চাই। কিন্তু অত গোলাম কেনার, তাদের খাওয়ানো-পরানোর পয়সা কোথায় ? মহা ফ্যাসাদ।"

গ্রেককাসের হাসি আর থামে না। কিন্তু ক্রাসসাস বলে :

"গোলামদের দৌলতেই আমরা রোমান—এ মানতে পারব না।"

গ্রেককাসের গম্‌গম্ করা হাসির রোল তখনও চলছে। সুরার গ্লাসে মস্ত বড় একটা চুমুক দিয়ে গ্রেককাস তার গেল মাসে কেনা বাঁদীটার গল্প ফেঁদে বসে।

একটু যেন নেশা ধরে আসে, মুখটা লাল টকটক করে গ্রেকসাসের, বিশাল ভুঁড়ি কাঁপিয়ে গমকে গমকে হাসি উঠে কথার সূত্র ছিঁড়ে দেয়। সেই বাঁদীটির বিশদ বর্ণনা দেয় গ্রেককাস। কেইয়াসের সব অর্থহীন আর অশ্লীল মনে হয়। আনতোনিয়াস বিজ্ঞের মতো হাসে, আর ক্রাসসাস ওই মোটা লোকটার স্থূল কথাবার্তা শুনে হতভম্ব হয়ে যায়। আর সিসেরো চিন্তাগতভাবে ক্ষীণ হাসে।

একটু জেদের সুরেই গ্রেককাস বলে, "আপনারা যাই বলুন, সিসেরো কী বলে তা শুনতে চাই।"

"আপনি কি অসন্তুষ্ট হলেন ?" সিসেরো জিজ্ঞাসা করে।

"অসন্তুস্ট কেউ হয়নি। তবে আমরা এখানে যারা আছি সবাই সভ্য সমাজের", আনতোনিয়াস বলে।

"না, সন্তোষ-অসন্তোষের কথা নয়। তবে আপনি অবাক করে দিলেন", ক্রাসসাস বলে।

"অদ্ভুত তো," মাথা নেড়ে সিসেরো বলে, "একটা জিনিসের প্রমাণ রয়েছে আমাদের চোখের সামনে। অথচ তার বিভিন্ন অংশের যৌক্তিকতা আমরা অস্বীকার করি। গ্রীকরা অন্য ধাতুর মানুষ। যুক্তির প্রতি তাদের অদম্য ঝোঁক। তারা ফলাফল-নিরপেক্ষ। আর আমরা হচ্ছি একগুঁয়ে। কিন্তু চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখুন—"

পরিচারক খালি সুরাপাত্রগুলি সরিয়ে নিয়ে ভরা পাত্র দিয়ে যায়। আর একজন ফল ও বাদাম পরিবেশন করে।

"—হাঁ, যা বলছিলাম। আমাদের জীবনের সারবস্তুটা কী ? আমরা হেঁজি-পেঁজি নই। আমরা রোমান। এবং রোমান হতে পেরেছি এজন্য যে গোলামদের উপযোগিতা আমরাই প্রথম বুঝতে পারি।"

"এর আগেও তো রোমে গোলাম ছিল," আনতোনিয়াস প্রতিবাদ করে।

"ছিল বৈকি। এখানে ওখানে দু-চার জন। গ্রীকদেরও আবাদ ছিল, কার্থেজেও ছিল। কিন্তু আমাদের আবাদ বাড়াবার জন্য আমরা গ্রীস ও কার্থেজ দুইকেই ধ্বংস করি। আর আবাদ মানেই গোলাম। অন্যদের একটা গোলাম থাকলে, আমাদের

ছিল বিশটা। আর এখন তো গোলামের রাজ্যেই বাস করছি। স্পার্টাকাস হল আমাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। আপনি কী বলেন ক্রাসসাস? আপনার তো স্পার্টাকাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। রোম ছাড়া আর কোন জাতি কি স্পার্টাকাসকে সৃষ্টি করতে পারত?"

"আমরা ক্রাসসাসকে সৃষ্টি করেছি?'' অবাক হন ক্রাস্সাস। একটু বিব্রত দেখা গেল ভদ্রলোককে। আনতোনিয়াস ভাবে, যে কোন অবস্থাতেই হোক, গভীর চিন্তা-ভাবনা করা ক্রাসসাসের ভারী অপছন্দ। সিসেরোর মতো অমন একটা তুখোড় লোকের মোকাবেলা করতে হলে আরো মুশকিল। দুজনের মধ্যে মতের মিল কোথাও নেই।

"আমার তো মনে হয়, স্পার্টাকাস নরকের পয়দা," ক্রাসসাস বলে।

"মনে তো হয় না।''

গ্রেককাস বিচলিত হয় না। সে সহজভাবে হাসতে হাসতে মদের গ্লাসে চুমুক দিতে থাকে। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে সিসেরোকে বলে যে সে ভালো রোমান বটে, তবে ভালো দার্শনিক নয়। সে যাই হোক—রোমও আছে, গোলামেরাও আছে। সিসেরো এ বিষয়ে কী করতে বলেন।

"বিষয়টা বুঝতে বলি,'' সিসেরো বলে।

"কেন?'' কেইয়াস জিজ্ঞাসা করে।

''কারণ, তা নইলে ওদের হাতে আমরা ফতে হয়ে যাব।''

ক্রাসসাস হাসতে থাকে। কেইয়াসের সঙ্গে চোখাচোখি হয়। এই হচ্ছে ওদের মধ্যে সত্যিকারের প্রথম অন্তরঙ্গতার সূত্র। ওর মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে উত্তেজনার শিহরন বয়ে যায়। ক্রাসসাস বেপরোয়াভাবে মদ খাচ্ছিল এতক্ষণ। কিন্তু কেইয়াসের ভাবান্তর দেখে ওর আর মদে কোন স্পৃহা রইল না।

''বড় রাস্তা ধরে এসেছেন নাকি?'' ক্রাসসাস জিজ্ঞাসা করে।

সিসেরো মাথা নাড়ে। একজন সামরিক ব্যক্তিকে আর কী করে বোঝানো যায় যে সব জিনিসের নিষ্পত্তি তলোয়ার দিয়ে হয় না।

''আমি কশাইখানার সরল সিধে রাস্তার কথা বলছি না। একটা পদ্ধতি আছে সব কিছুর। আমাদের গৃহকর্তার খামার—যেখানে এককালে সেখানে তিন হাজার চাষী পরিবার ছিল। পরিবারপিছু যদি পাঁচজনও ধরা যায়, তাহলে ধরুনগে হাজার পনের মানুষ। এই চাষীরা ভালো যোদ্ধা ছিল। তাই না, ক্রাসসাস?''

''তা ঠিক। ও রকম ভালো সৈন্য আরো থাকলে ভালো হত।''

''ভালো যোদ্ধা আবার ভালো চাষীও ছিল ওরা,'' বলে চলে সিসেরো, ''মানে লন-ছাঁটা আর পোশাকী বাগানের মালী নয়। লাঙল-চষা কিষাণ—। ধরুন যবেরই চাষ করত তারা, স্রেফ যব। রোমান সৈন্যরা সেই যবক্ষেতের ওপর দিয়ে মার্চ করে চলে গেল। বলুন তো আনতোনিয়াস, ঐ রকম একটা মেহনতী কিষাণ

এই জমি নিংড়ে যে ফসল ফলাত, এখন আপনার কোন্ জমিতে তার আদ্দেকও ফলে ?

সায় দেয় আনতোনিয়াস, "আদ্দেক কী বলছেন, সিকিও নয়।"

সব কিছু কেইয়াসের কাছে কেমন একঘেয়ে বিরক্তিকর মনে হয়। সে তার মনের গহনে স্বপ্নে ভেসে বেড়াচ্ছে! মুখ গরম আর লাল হয়ে উঠেছে। সর্ব দেহে উত্তেজনার স্রোত। ওর মনে হয় যুদ্ধে যাবার সময় সৈনিকদের বুঝি এমনি উত্তেজনাই হয়। সিসেরোর কথা ওর কানে যায় না। ওর দৃষ্টি ক্রাসসাসের দিকে। ও বোঝে না সিসেরো কেন এই বিশ্রী বিষয়টা নিয়ে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে আছে।

সিসেরো জোরের সঙ্গে জানতে চায়, "কেন ? কেন ? বলুন কেন আপনার গোলামেরা অমনি করে ফসল ফলাতে পারে না ? উত্তর অতি সোজা।"

"ওরা চায় না তাই।" সোজা জবাব দেয় আনতোনিয়াস।

"ঠিক বলেছেন, তারা চায় না। চাইবে কেন ? আপনি যখন আপনার মালিকের জন্য কাজ করেন, আপনার একমাত্র কৃতিত্ব হল কাজ নষ্ট করা। ওদের লাঙলের ফলায় শাণ দিয়ে তো লাভ নেই। দেওয়া মাত্রই তো ভোঁতা করবে। কাস্তে ভাঙে মাড়ানি ভাঙে, নষ্ট করাটাই তাদের নীতি। এই দানব-গুলোকে আমরা আমাদের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছি—আগে দশ হাজার একরে পনের হাজার লোক থাকত, এখন সেখানে থাকে এক হাজার ক্রীতদাস আর আনতোনিয়াসের নিজের পরিবার। আর কৃষকরা আজ রোমের অলিগলিতে বস্তিতে পচছে। এ কথাটা আমাদের বুঝতেই হবে। এই কৃষকরা যখন যুদ্ধ থেকে ফিরে এল—ততদিনে তার জমি ঘাসজঙ্গলে ভরে গেছে, বৌ হয়তো আর কারো শয্যাসঙ্গিনী, বাচ্চারা বাপকে চেনে না; এ তো হবেই—অত্যন্ত সোজা সরল কথা। কী করলেন তখন ? না, তাদের একমুঠো রুপো ধরিয়ে দিলেন, বাস। মরুগ সে বেটারা এখন রাস্তায় পড়ে। ফল কী দাঁড়াল—আমরা এখন ক্রীতদাসদের রাজ্যে বাস করছি। এইই হচ্ছে আমাদের জীবনের বুনিয়াদ আর জীবনের অর্থ, এবং আমাদের স্বাধীনতা, মানুষের স্বাধীনতা, রোম সাধারণতন্ত্র, সভ্যতা সব কিছুর ভবিষ্যৎ নির্ণীত হবে ক্রীতদাসদের প্রতি আমাদের মনোভাব দিয়ে। এরা মনুষ্য-পদবাচ্য নয়, এ আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে, গ্রীক্‌রা যে সাম্য-টাম্যের বড় বড় বুলি ঝাড়ে ও সব বাজে ভাবালুতা—স্রেফ ঝেড়ে ফেলতে হবে। ক্রীতদাসরা হচ্ছে যন্ত্র—কিন্তু বোলনেওয়ালা যন্ত্র। এই রাস্তার দুধারে ওই যন্ত্রগুলিই ঝুলছে। একে অপচয় বলবেন ? এ তো অপচয় নয়। নিতান্ত দরকারী। স্পার্টাকাসের মহত্ত্ব, তার বীরত্বের কথা শুনতে শুনতে আমি অস্থির হয়ে গেছি—হ্যাঁ, তার মহত্ত্বের কথা। আরে যে কুকুর তার মনিবের পা কামড়ায় তার আবার সাহস মহত্ত্ব কিসের।"

সিসোরার কঠিন শীতলতা তেমনিই রইল। ক্রমে একটা ক্রোধের বাষ্প ঘনিয়ে এল; অস্পষ্ট হিম। ওর ভাবান্তরে শ্রোতারা কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল। ওরা স্থির নিশ্চল হয়ে, অর্ধেক মোহগ্রস্তের মতো, অর্ধেক ভয়ে ভয়ে ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বসে রইল। ওরা এখন সিসেরোর ইচ্ছার অধীন।

শুধু পরিচর্যারত গোলামদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তারা যথারীতি বাদাম মিঠাই পরিবেশন করছে, শূন্য মদের পাত্র পূর্ণ করে দিচ্ছে। এই প্রতিক্রিয়াহীনতা কেইয়াসের দৃষ্টি এড়ায় না। ওর অনুভূতির তন্ত্রীগুলো এখন জাগ্রত। ওর দুনিয়ার চেহারা বদলে গেছে। ও এখন শুধু উত্তেজনা, ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়া। ও লক্ষ্য করে গোলামদের মুখে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ওদের মুখভাব কাঠের মতো, চলা-ফেরা নড়াচড়া আলস্যজড়িত। তাহলে সিসেরো যা বলেছে তাই ঠিক। এরা মানুষ নয়। চলছে ফিরছে, নড়ছে ঠিকই, কিন্তু শুধু ওটুকু হলেই তো একটা জীব আর কিছু মনুষ্যপদবাচ্য হয় না। এ কথা মনে হতেই ও যেন কিছুটা সান্ত্বনা পায়। কিন্তু কেন পায় তা বোঝে না।

১২

অন্যান্যদের সুরাপান ও কথাবার্তা তখনও চলছে। কেইয়াস মাফ চেয়ে উঠে পড়ল। ওর পেটে যেন খিঁচুনি হচ্ছে। আরো খানিকক্ষণ যদি এখানে বসে এসব কথা শুনতে হয় ওকে তবে ও ঠিক পাগল হয়ে যাবে। পথের ক্লান্তির অজুহাত দেখিয়ে ও খাবারঘর থেকে বেরিয়েছিল। এসে ওর মনে হল খানিকটা খোলা হাওয়ার ওর বড় দরকার। বাড়ির খিড়কি-দরজা দিয়ে ও ছাদে উঠে গেল। ছাদটা বাড়ির গোটা পেছনের অংশ জুড়ে। পুরো ছাদটা সাদা মর্মর-পাথরের তৈরী—মাঝখানটা ছাড়া। মাঝখানে একটা জলাধার। জলাধারের মধ্যিখানে একটি পরীর প্রতিমূর্তি—কতগুলি সামুদ্রিক সাপের মধ্য দিয়ে উঠেছেন পরী। পরীর হাতে শঙ্খ। সেই শঙ্খ থেকে চাঁদের আলোয় ঝিলিক তুলে, উচ্ছল নাচের ছন্দে ঝরছে জলের ধারা। এলাবাস্তার আর সবুজ আগ্নেয় গিরির পাথরের তৈরী বেঞ্চি ইতস্তত রাখা। কালো লাভার তৈরী বড় বড় টবে লাগানো সাইপ্রাস দিয়ে ঘিরে বেশ কৌশলে আড়াল রচনা করা হয়েছে। ছাদের প্রস্থ গৃহের প্রস্থের সমান এবং তারও ওপরে ফুট পঞ্চাশেক অভিক্ষিপ্ত। মার্বেল পাথরের রেইলিং। মাঝখান দিয়ে প্রশস্ত শুভ্র সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের বাগানে। বাগানটি তেমন পরিপাটি নয়। ঐশ্বর্যের

বল্গাহীন আড়ম্বরকে বাড়ির পেছনে এনে লুকিয়ে রাখা—আনতোনিয়াসেরই উপযুক্ত কাজ হয়েছে। কেইয়াস দামী পাথর, ও পাথরের শিল্পদ্রব্য কিনতে যথেচ্ছ অর্থব্যয় করে থাকে। এ কাজে ও এত অভ্যস্ত যে এসব কারুকার্য সাজসজ্জার দিকে ওর নজরই গেল না। কিন্তু সিসেরোর চোখ এড়াত না, মর্মরশিল্পে লেখা একটা জাতির ইতিহাস; এড়াত না ছাদটিকে সাজানোর মধ্যেকার অসামান্য শিল্পনৈপুণ্য। এই অনবদ্য শিল্পকর্মের মধ্যে ও দেখতে পেত অমরত্বের অঙ্গীকার। কিন্তু কেইয়াস ভিন্ন মানুষ, ওর মনে এসব কোন কথাই উঠল না।

ওঠে না। এমনিতে কোন চিন্তাই ওর মনে ওঠে না যদি না কেউ ধরিয়ে দেয়। উঠলেও যা ওঠে তা শুধু খাওয়া আর যৌন চিন্তা—ওর যে চিন্তা করার ক্ষমতা নেই বা ও বোকা, তা নয়। আসলে যে-ধরনের জীবন ওর তাতে কোন কল্পনা বা মৌলিক চিন্তার প্রয়োজন হয়নি; এবং এই মুহূর্তে ওর একমাত্র সমস্যা হল খাবারঘর হতে যাবার আগে ক্রাসসাস ওর দিকে যে-দৃষ্টিতে তাকিয়ে গেল তার মানে কী। এ ওকে ভালো করে বুঝতে হবে। চন্দ্রালোকিত আবাদ-ভূমির ঢালু বিস্তারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সেই কথাই ভাবছিল কেইয়াস। হঠাৎ একটা শব্দে ওর চিন্তায় ছেদ পড়ল।

"কেইয়াস্?"

আর যেই হোক, এই ছাদে জুলিয়ার সঙ্গে ও একা থাকতে চায় না মোটেই।

"এখানে এসে ভালোই করেছি দেখছি।"

জবাব না দিয়ে কেইয়াস কাঁধ ঝাঁকায় মাত্র। জুলিয়া ওর কাছে এগিয়ে এসে ওর দুই বাহুতে হাত রেখে মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বলে:

"আমার ওপর একটু প্রসন্ন হও, কেইয়াস।'

'ঘ্যান্‌ঘ্যানানি থামায় না কেন মেয়েটা!' মনে মনে বলে কেইয়াস।

"তুমি আমাকে কতটুকুই বা দাও। তার জন্য কিছুই করতে হয় না তোমায়। আর ঐটুকুর জন্য তোমার কাছে হ্যাংলামি করতে আমায় অনেক দাম দিতে হয়। তুমি কি তা বোঝ না?"

"আমি বড় ক্লান্ত, জুলিয়া। আমি শুতে যেতে চাই।" কেইয়াস বলে।

"সম্ভবত এই আমার প্রাপ্য।" মিয়োনো স্বরে বলে জুলিয়া।

"ও ভাবে নিও না জুলিয়া।"

"কিভাবে নেব তাহলে?"

"সত্যি আমি বড় ক্লান্ত, আর কিছু না।"

"আর কিছু না? আমি তোমার দিকে তাকাই আর অবাক হয়ে ভাবি, তুমি কী! নিজের ওপর আমার ঘেন্না হয়। তোমার চেহারা কী সুন্দর। অথচ কী খারাপ মানুষ তুমি।"

বাধা দেয় না কেইয়াস। বলুক যা বলার আছে। দম ফুরোক। তাহলে

তাড়াতাড়ি ছাড়া পাওয়া যাবে ওর কবল থেকে।

জুলিয়া বলতে থাকে, "না, অন্যদের চাইতে বোধ হয় বেশী খারাপ নও তুমি। তোমার কাছে আজ আমি মন খুলছি। খারাপ আমরা সবাই। সবাই অসুস্থ, রোগগ্রস্ত, আমাদের সবখানি পচা। আমরা মরণের প্রেমে পড়ে গেছি। তুমি পড়নি। এ রাস্তা দিয়ে এলে কেন? রাস্তার দুধারে ওই সার দিয়ে সাজানো, কী না বলে? শান্তির প্রতীকগুলো দেখবে বলে? শান্তি! আমরা যা করি তা ভালোবাসি বলেই করি। তুমি যেভাবে কোন কাজ কর তা ভালো-বাসো বলেই কর। তুমি কি জান এইখানে এই চাঁদের আলোয় তোমায় কী সুন্দর দেখাচ্ছে? তরুণ রোমান তুমি, তোমার রূপযৌবনের ভরা জোয়ার, জগতের সেরা তুমি। এই বুড়ীর দিকে চাইবার তোমার সময় কোথায়? আমিও তোমার মত বিশ্রী পচা, কেইয়াস। কিন্তু কেইয়াস, আমি তোমায় যতখানি ভালোবাসি ততখানি ঘৃণা করি। তুমি মরে গেলে না কেন? কেউ যদি তোমায় খুন করত, করে তোমার বুক চিরে তোমার ওই জঘন্য কলজেটাকে বের করে আনত!"

দীর্ঘ নিস্তব্ধতা। তারপর কেইয়াস বলে,

"আর কিছু আছে?"

"আছে আছে—আমি যদি মরে যেতাম, ভালো হত।"

"তোমার দুটো ইচ্ছাই পূরণ করা যায়।" কেইয়াস বলে।

"নীচ, ছোট লোক . . ."

"শুভরাত্রি, জুলিয়া।" তীক্ষ্ণভাবে বলে ছাদ থেকে চলে যায় কেইয়াস। ও ঠিক করেছিল, কিছুতেই বিরক্ত হবে না। কিন্তু সংকল্প রইল না। মানীর অর্থহীন ভাবালুতা ওর সংকল্প ভেঙে দিল। যদি বিন্দুমাত্র মাত্রাজ্ঞান থাকত মহিলার তবে বুঝত এই সস্তা উচ্ছ্বাস আর ঘ্যানঘ্যানানি দিয়ে কতখানি হাস্যাস্পদ করছে নিজেকে। অত বুদ্ধি জুলিয়ার নেই। সুতরাং কেইয়াস যে বিরক্ত হবে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

সোজা কেইয়াস নিজের ঘরে গেল। একটা আলো জ্বলছে। আনতোনিয়াসের প্রিয় সেই মিশরী দাসদুটি পরিচর্যার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। ও তাদের ছেড়ে দিল। জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে ও লাল হয়ে ওঠে, কাঁপতে থাকে। সারা গায়ে ঘসে ঘসে একটা সুগন্ধি মাখে, জায়গায় জায়গায় পাউডার লাগায়। তারপর একটা হাল্কা সুতীর ঢিলে রাত্রিবাস পরে, ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। একফালি চাঁদের আলো খোলা জানালার ফাঁকে ঘরে এসে পড়েছে। অন্ধকার চোখে সয়ে গেলে ও বেশ ভালো করে দেখতে পাচ্ছে। বেশ সুন্দর স্নিগ্ধ ঘরখানি। গন্ধদ্রব্য আর বাগানের বাসন্তীলতাগুল্মের সৌগন্ধে ঘরখানি আমোদিত।

কয়েক মিনিট মাত্র শুয়েছে কেইয়াস। ওর মনে হয় যেন কয়েক ঘণ্টা।

হঠাৎ দরজায় মৃদু আঘাত শোনা যায়।

"আসুন!" কেইয়াস বলে

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে এল ক্রাসসাস। প্রতীক্ষমাণ কেইয়াসের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্রাসসাস, মুখে মৃদু হাসি। অপূর্ব, অভূতপূর্ব পৌরুষসম্পন্ন মূর্তি।

১৩

চাঁদের আলো সরে গেছে। শ্রান্ত, পরিতৃপ্ত কেইয়াস, দেহে জাগ্রত কামনা। হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে একটা বেড়ালের মতো—নিজেকে হাত-পা-ছড়ানো বেড়ালের মতোই মনে হচ্ছে কেইয়াসের। হঠাৎ ও বলে ওঠে, আমি সিসেরোকে ঘৃণা করি।"

ক্রাসসাসের এখন পিতৃসুলভ ভঙ্গি, সে নিজের সম্বন্ধে বেশ খুশী এবং কোমল, জিজ্ঞাসা করে :

"কেন, সিসেরোকে ঘেন্না কর কেন?"

"জানি না, কেন। কিন্তু জানার দরকারই কী? কাউকে ভালোবাসি, কাউকে ঘৃণা করি, বাস্।"

"তুমি জানতে, এই ক্রুশগুলিকে এপ্পিয়ান-সরণীর দুদিকে রাখার ব্যবস্থার পেছনে ওর মাথা—না সবটাই ওর নয়, বেশীর ভাগই ওর। এজন্যই কি ওকে ঘৃণা কর?"

"না।"

"ক্রুশগুলোকে দেখে কেমন লাগছিল তোমার?'

"এক-এক সময় বেশ উত্তেজনা হচ্ছিল। বেশীর ভাগ কিছুই হয় নি। কিন্তু মেয়েরা অনেক বেশী উত্তেজিত ছিল।"

"আচ্ছা?"

কেইয়াস হেসে বলে, "কাল আবার অন্যরকম লাগবে।"

"কেন?"

"কারণ ওগুলো ওখানে রাখার ব্যবস্থা তো আপনার।"

"ঠিক তা নয়, সিসেরো এবং অন্য কয়েকজনও আছে। কোথায় কিভাবে তা নিয়ে আমার তেমন মাথাব্যথা ছিল না।"

"কিন্তু স্পার্টাকাসকে মেরেছেন আপনি।"

"তাতে কী হল ?"

"সেজন্যই তো আপনাকে এত পছন্দ করছি। ও লোকটাকে আমি ঘৃণা করি।"

"স্পার্টাকাস ?"

"হাঁ, স্পার্টাকাস।"

"কিন্তু তুমি তো ওকে জানতে না।"

"তাতে কি। সিসেরোর চাইতেও বেশী ঘৃণা করি ওকে। সিসেরো, চুলোয় যাক সিসেরো। কিন্তু ও লোকটা—ওই গোলামটা—ওকে আমি ঘৃণা করি। ইস্, আমি নিজ হাতে যদি ওকে মারতে পারতাম। আপনি যদি ওকে আমার হাতে দিয়ে বলতেন—এই নাও, কেইয়াস—ওর হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে নাও—আঃ, যদি তা পারতেন।"

"বাচ্চার মতো কথা বলছ যে।" প্রশ্রয়ের সুরে বলেন ক্রাসসাস।

"তাই কি ? কিন্তু কেন বলব না ?" আব্দারের সুরে বলে কেইয়াস, "বাচ্চার মতো বলব নাই বা কেন ? বড় হওয়ায় কী এমন লাভ ?"

"কিন্তু স্পার্টাকাসকে মোটে কখনও দেখলে না, ওকে এত ঘৃণা কেন কর ?"

"হতে পারে আমি তাকে দেখেছি। জানেন, চার বছর আগে আমি কাপুয়ায় গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স মোটে একুশ। খুব ছোট তখন।"

"তুমি তো এখনও ছোট," সেনাপতি বলেন।

"না, এখন ছোট নই, তখন ছিলাম। আমরা পাঁচ-ছয় জন গিয়েছিলাম। মারিয়াস ব্রেকাস আমায় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। খুব ভালোবাসতেন আমায়।" কথাগুলি ও ইচ্ছা করেই বলল, এর কী প্রতিক্রিয়া হয় দেখবার জন্য। "মারিয়াস ব্রেকাস ক্রীতদাসদের যুদ্ধে মারা যান। সুতরাং বর্তমানের কোন ঘটনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ক্রাসসাস জানুন, তিনিই একমাত্র নন, প্রথমও নন।" ক্রাসসাস একটু কঠিন হয়। কিন্তু কিছু বলে না। কেইয়াস বলে চলে :

"মারিয়াস ব্রেকাস, আর একজন ভদ্রলোক ও মহিলা, মারিয়াসেরই বন্ধু, তা ছাড়া আরো দুইজন ছিলেন, নাম কী যেন ভুলে গেছি। মারিয়াসের ব্যবহার ভারী চমৎকার ছিল, সত্যি চমৎকার।"

"ভদ্রলোককে খুব পছন্দ হয়েছিল বুঝি তোমার ?"

তিনি মারা যাওয়ায় আমার খুব কষ্ট হয়েছে," কেইয়াস ঘাড় দুলিয়ে বলে। ক্রাসসাস ভাবে :

"জানোয়ার কোথাকার! জানোয়ার, একেবারে জানোয়ার, বিশ্রী নোংরা জানোয়ার !"

"যাই হোক, কাপুয়ায় তো এলাম। ব্রেকাস কি একটা বিশেষ সার্কাস দেখাবে

বলেছিল। এখনকার চাইতে অনেক বেশী পয়সা লাগত তখন সার্কাস দেখতে। কাপুয়ায় বড়লোক না হলে কেউ ওসব দেখতে পারত না।"

"লেনতুনাস বাতিয়াসের একটা ভালো ইস্কুল ছিল ওখানে, তাই না ?"

"আজ্ঞে ছিল। সারা ইটালির মধ্যে ওরটাই সব চেয়ে ভালো। তা ভালোও যেমন, মন্দও তেমন ছিল। ওখানকার দুটো লোকের লড়াইএর ব্যবস্থা করতে হলে যা খরচ পড়ত, তা দিয়ে একটা হাতি কেনা যায়। শোনা যায়, এই ব্যবসা করে ভদ্রলোক নাকি লাখ লাখ টাকা কামিয়েছিলেন। তা সে যাই হোক, লোকটা নাকি ভারি খচ্চর ছিল। আপনার সঙ্গে চেনা ছিল ?"

"বলো, তুমিই বলো শুনি। শুনতে ভারী ইচ্ছে হচ্ছে। আচ্ছা। এসব তো স্পার্টাকাসের বিদ্রোহের আগের কথা, তাই না ?

"প্রায় দিন আটেক আগের। বাতিয়াতাসের ভারি বদনাম ছিল। বাঁদীদের নিয়ে তার নাকি একটা রীতিমত হারেম ছিল। সবাই তো অমন বেলেল্লাগিরি পছন্দ করে না—বিশেষ করে অমন খোলাখুলিভাবে, দশের চোখের সামনে। ও লোকটা বেপরোয়া, সকলের চোখের সামনেই যা খুশি তাই করত। আর ওর ইস্কুলে যে ছোকরাগুলো লড়াই শিখত তাদের ও ওর হারেমের বাঁদীগুলোর সঙ্গে জুড়ে দিত বাচ্চা পয়দা করবার জন্য—সে যেমন বাচ্চাই হোক। একটা অসভ্য জংলী—ভদ্র ব্যবহার জানতই না। ধাড়ী, মোটা, ষাঁড়ের মতো চেহারা, কালো চুল, কালো দাড়ি, হদ্দ নোংরা, জামা-কাপড়ে রাজ্যের খাবারের দাগ। আমাদের সঙ্গে যখন কথা বলছিল, দেখলাম জামাটার সামনেটায় সদ্য ডিমের দাগ।"

"এত সব মনে আছে তোমার !" সেনাপতি হাসে।

"থাকবে না ! ব্রেকাসের সঙ্গে গিয়েছিলাম বাতিয়াতাসের ওখানে। ব্রেকাসের ফরমায়েস দু' কিস্তি লড়াই সব কটা ফতে না হওয়া অবধি। কিন্তু বাতিয়াতাস রাজী নয়। সে বলে প্রত্যেকটি বড়লোক তাদের একঘেয়েমি ঘোচাবার জন্য এখানে এসে ওই একই ফরমায়েশ করে। তাই যদি হয় তবে কী দরকার ভালো ভালো কায়দা কৌশল শেখাবার। সে রাজী না থাকলে কী হবে ! ব্রেকাসের তো থলিভরা টাকা ছিল ·আর টাকা কথা বলে।"

"তা বলে, তবে ওরকম লোকের সঙ্গেই বলে।" ক্রাসসাস বলে, "লানিস্তাগুলোই পাজী আর বাতিয়াতাস একটা আস্ত শূয়র। তুমি জানো, রোমের সব চাইতে বড় টেনেমেন্টগুলির মধ্যে তিন-তিনটের মালিক ও। আরো একটাও ছিল। গতবছর সেটা ধ্বসে পড়ে যায়। ভাড়াটেদের আদ্দেক চাপা পড়ে মরে। ও ব্যাটা টাকার জন্য সব করতে পারে।"

"আপনি তাকে চেনেন আমি জানতাম না।"

"আমি আলাপ করেছিলাম ওর সঙ্গে। স্পার্টাকাস সম্বন্ধে যত খবর ওর

কাছে। খবরের খনিবিশেষ। বোধ হয় ওই সত্যি সত্যি স্পার্টাকাস সম্বন্ধে জানত।"

"বলুন না," একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে কেইয়াস।

"তুমি না বলছিলে যে বোধ হয় স্পার্টাকাসকে তুমি দেখেছ!"

"বলুন," আব্দার করে কেইয়াস।

"এক এক সময় তুমি ঠিক মেয়েদের মতো হয়ে যাও," হেসে বলে ক্রাসসাস।

"ও কথা বলবেন না। কখনও আমায় ও সব বলবেন না," বেড়ালের মতো রাগে ফুলতে থাকে কেইয়াস।

সেনাপতি ওঠে, শান্ত করতে চেষ্টা করে, "বাস—অমনি রাগ হয়ে গেল! কী বললাম কী আমি? বাতিয়াতাসের কথা শুনতে চাও? ওর বিষয় শোনার মতো কী আছে? আচ্ছা বেশ, বলছি শোনো। এই বছর খানেক আগের কথা। গোলামদের হাতে আমরা নাস্তানাবুদ, তখনই স্পার্টাকাসের সম্বন্ধে খোঁজ নিচ্ছিলাম। একটা লোকের বিষয়ে জানতে পারলে তাকে কাবু করা সহজ।"

শুনতে শুনতে হাসে কেইয়াস। ও ঠিক জানে না স্পার্টাকাসকে কেন অত ঘৃণা করে। এক-এক সময় ভালোবাসার চাইতে ঘৃণা করেই ওর বেশী তৃপ্তি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[সেনাপতি ক্রাসসাসের কাপুয়ায় অবস্থান-কালীন শিবিরে গ্লেডিয়েটর-শিক্ষণ-বিদ্যালয়-পরিচালক লেনতুলাস বাতিয়াতাস এর সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই কাহিনী সেনাপতি বলছেন কেইয়াসকে]

(কেইয়াসের পাশে শুয়ে শুয়ে বলে চলে ক্রাসসাস,—"আমি সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার কিছু দিন পরের কথা। সেনাপতির পদ মহা সম্মানের পদ বটে, কিন্তু জ্যান্তে আর ক'দিন সে-সম্মান কপালে জোটে! ও তো জলদি জলদি কবরে যাবার চাবিকাঠি। আর কবরেই সাথে যাবে। গোলামেরা আমাদের সৈন্য-টৈন্য ততদিন তচনচ করে দিয়েছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, তারাই তখন ইটালির গদিতে বসে। আমার ওপর হুকুম হল ওই গদি উদ্ধার করার। ফতোয়া জারি হল—গোলামদের হারাতে হবে। আমার সব থেকে বড় শত্রুরাও আমায় সম্মান দেখাল। আমি সিজ-আলপাইন বনে এ ছাউনি ফেললাম। তারপর তোমার সেই মোটা বন্ধু লেনতুলাস বাতিয়াতাসকে ডেকে পাঠালাম।)"

লেনতুলাস বাতিয়াতাস ছাউনির কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে। হাল্কা হাল্কা বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে। চার দিক বিশ্রী, নির্জন। গৃহ-পরিবার থেকে দূরে, কাপুয়ার সূর্যের আলো থেকে বহু দূরে···বড় একলা লাগে লেনতুলাসের। ডুলির আরামটুকুও কপালে জোটেনি, একটা অস্থিসার হলদে ঘোড়ায় চড়ে চলতে চলতে ভাবছিল ও, দেশ ফৌজী-তন্ত্রের হাতে গেলে সৎ লোকেদের নাকে দড়ি দিয়ে নাচায়। তোমার জান তখন আর তোমার নিজের নয়। মানুষ আমায় হিংসা করে, কারণ আমার দুপয়সা আছে। নাইট হলে কিছু পয়সা কড়ি থাকে তো খুবই ভালো। খানদানী হবে আর পয়সাও থাকবে সে তো আরো ভালো। এ দুয়ের কোনটাই যদি না হতে পারো, সৎ পথে থাকো, যা হয় কামাও। সাধুপুরুষ হয়ে রইলে—কিন্তু দফাটি সারা। শান্তিতে ঘুমনো আর কপালে জুটবে না। ইনস্‌পেকটরকে যদিবা ঘুষ না দিয়ে পারো তো মহল্লার রাজনৈতিক দাদাদের দালালদের পকেটে তো গুঁজতেই হবে! আর এদের দুজনের হাত থেকে যদি বা কোনো মতে বেঁচে গেলে তোমার ঘুষের ফর্দে ট্রাইবিউন রয়েই গেল। আর ঘুম থেকে জেগে অবাক হবে যে তখনও জ্যান্ত আছ, রাতে কেউ তোমার বুকে ছুরি বসিয়ে যায়নি। এদিকে দেখো, হতভাগা সেনাপতিটা পুরো ইতালির বাস্তব

আমায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল—আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে দিল! কেন রে বাপু? আমায় কি সব নাকি শুত্বেন। লেনতুলাস না হয়ে হত আমার নাম ক্রাসসাস, গ্রেককাস, সাইলেসাস, রাসিনিয়াস, এমনধারা কিছু? তবে? তবে এইসব চলত না। তখন সব একদম ফারাক হয়ে যেত। এরই নাম রোমান ন্যায় আর সাম্য। ঐ নিয়ে খুব তো গলাবাজি করেন রোম-সাধারণতন্ত্রের প্রভুরা!

অনেকক্ষণ ধরে রোমের ন্যায়বিচার আর সেনাপতি-বিশেষের মুণ্ডপাত করতে করতে চলতে থাকে লেনতুলাস। হঠাৎ বাধা পায় ছাউনির সামনে এসে—পথরক্ষীদের কড়া প্রশ্নে। লেনতুলাস বাধ্য ছেলের মতো ঘোড়া থামিয়ে হিমেল বৃষ্টির মধ্যেই মাটিতে বসে পড়ে। দুজন সৈনিক ওকে খানাতল্লাসি করতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাদের কাজের পালা শেষ হতে তখনও দেরি ছিল। সেই পর্যন্ত ওদের দাঁড়িয়ে ভিজতেই হবে। অতএব তাদের তাড়া নেই—লেনতুলাস-এরও দুর্ভোগ আশু শেষ হবার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। তারা খুব গড়িমসি চালে ও ভব্যতা-বহির্ভূত ভাবে খানাতল্লাসির কাজ চালিয়ে যেতে থাকল, এবং ওর পরিচয় জিজ্ঞাসা করল।

"আমার নাম লেনতুলাস বাতিয়াতাস।"

ওরা ছিল মূর্খ চাষী শ্রেণীর লোক। তাই নাম শুনে ওর পরিচয় বুঝতে পারল না। ওরা জানতে চাইল ও কোথায় যেতে চাইছে।

"এই রাস্তাটাই তো ছাউনির দিকে গেছে, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"আমি শিবিরে যাব।"

"কেন?"

"সেনাপতির সঙ্গে দেখা করব।"

"তাই বল। তা কী বেচতে এসেছ?"

"আ মলো যা, বেজন্মা কোথাকার," মনে মনে গাল দেয় লেনতুলাস। কিন্তু বাইরে শান্তভাবে বলে:

"কিছু বেচতে আসিনি ভাই। আমাকে ডেকেছেন, তাই।"

"কে ডেকেছে?"

"সেনাপতি মশায়।" থলি বের করে ক্রাসসাসের হুকুমনামা বের করে দেখাল।

ওরা পড়তে পারে না। এক টুকরো কাগজ সঙ্গে থাকলেই হল। সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকবার অনুমতি। ছাউনিতে যাবার সামরিক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার অনুমতি মিলল। ঘোড়াটাকেও হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তখনকার দিনের অন্যান্য উঠতি ভদ্রলোকদের মতো বাতিয়াতাসও সব কিছু যাচাই করে টাকার অঙ্কে। চলতে চলতে লেনতুলাস ভাবে এই রাস্তাটা তৈরী করতে কে জানে কত ঢেলেছে।

কদিনের জন্যই বা—যে কটা দিন ছাউনি আছে। তাই কত পরিপাটি—নীচে ধুলো-বালি ইঁট পাথরের যত আবর্জনা। তার ওপর খোয়া, খোয়ার ওপর বেলে পাথরের পাটা সাজানো। কাপুয়াতে ওর ইস্কুলে যাবার জন্য যে রাস্তাটা তৈরী করেছে ও, তার চাইতে এটা অনেক ভালো। কিন্তু হতভাগা সেনাপতিগুলো রাস্তা-টাস্তার কথা না ভেবে যদি লড়াই নিয়ে একটু বেশী মাথা ঘামাত তো আমাদের উপকার হত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গর্বে ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—ছিল তো জায়গাটা একটা বিশ্রী নোংরা এঁদো গর্তের মতো--আজ তার কী খোলতাই হয়েছে। এ যে রোমান সভ্যতার দৌলতে—স্বীকার করতেই হবে তা। কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার দরকার নেই—চোখের সামনে এমনি প্রত্যক্ষ সব।

প্রায় পৌঁছে গেছে লেনতুলাস; সৈন্যদের সাময়িক আস্তানা। কিন্তু কী এলাহি কারবার। পুরো একটা শহর বসানো। যেখানেই ছাউনি পড়ে, সে এক রাত্তিরের জন্য হলেও—সেখানেই যেন জাদুতে এক লহমায় একটা সাজানো-গোছানো শহর বসে যায়। যেমন এ ছাউনিটা—বিরাট এলাকা, লম্বায় চওড়ায় আধ মাইল করে হবে। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সব কিছুর অবস্থান একেবারে নিখুঁত—গোটা ছাউনিটা যেন কোন নকশা-নবিশের টেবিলে আঁটা একখানা নকশা। জায়গাটাকে ঘিরে প্রথমে বারো ফুট চওড়া পরিখা। তারপর মোটা-মোটা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী গড়। রাস্তাটা পরিখার ওপর দিয়ে ছাউনির গেট পর্যন্ত গেছে। ও পৌঁছুতেই কাঠের ভারী দরজাটা খুলে গেল। ঘোষক তার বিউগল বাজিয়ে ওর আগমনবার্তা ঘোষণা করল। তারপর ভেতরে আসতেই একটা ক্ষুদ্র সৈন্যদল ওকে প্রদক্ষিণ করে গেল। এ ওকে বিশেষ সম্মান দেখাবার জন্য নয়। এ হচ্ছে একেবারে বাঁধাধরা রেওয়াজী কাজ। নিয়ম আর তার পুরোপুরি পালন। কী শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলার জন্যই শৃঙ্খলা। দুনিয়ার কোথাও এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ, নিয়মানুবর্তী সৈন্যদল নেই। ছিল না। নইলে বাতিয়াতাস হেন ব্যক্তি, রক্ত আর মানুষে মানুষে লড়াই-কাটাকুটি-ছেঁড়াছিঁড়ি দেখা যার নেশা, যুদ্ধ ছাড়া অন্য কাজে নিযুক্ত সৈন্যদের যে সৈন্য বলেই মনে করে না, সেও এখানকার সব-কিছুর একেবারে যন্ত্রের মতো নিখুঁত ব্যবস্থাপনা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল।

শুধু এই রাস্তাটাই নয়, এই প্রায় দুই মাইল লম্বা পরিখা, মজবুত কাঠের তৈরী গড়, ভেতরকার চওড়া সুন্দর সুন্দর রাস্তা, এবং রাস্তাগুলি যেখানে এসে মিশেছে সেই কেন্দ্রস্থলে পাথরের তৈরী প্রশস্ত চত্বর, জল-নিষ্কাষণ ব্যবস্থা, ত্রিশ হাজার সৈনিকের এই ছাউনি-শহরের বহুমুখী জীবনধারা তার গতি ও শৃঙ্খলা দেখেই অভিভূত হয়েছিল, তা নয়। হয়েছিল এটা হৃদয়ঙ্গম করে যে এই বিপুল আয়োজন ও তার আশ্চর্য ব্যবস্থাপনা, এ মানুষেরই বিচারবুদ্ধি ও চেষ্টার ফল এবং মাত্র একটি রাতের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং তাও সেনাবাহিনীর চলতি পথে। আর এত বড় আয়োজনের প্রয়োজনও সাময়িক। লোকে বলে বর্বররা রোমান সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ

করে যত না হারে, তার থেকে বেশী হারে এই সব এলাহি কারবার দেখে ভড়কে গিয়ে।

বাতিয়াতাস ঘোড়া থেকে নেমে ওর থলথলে পাছার যে জায়গাটা এতক্ষণ জিনের ওপর চেপে বসেছিল সেখানটায় হাত বুলোতে থাকে। এমন সময় একজন তরুণ অফিসার এসে ওর নাম-ধাম পরিচয় ও এখানে আসার হেতু জিজ্ঞাসা করে।

"কাপুয়ার লেনতুলাস বাতিয়াতাস।"

"আচ্ছা। আচ্ছা।" টেনে টেনে বলে যুবক।

বছর বিশেক বয়েস হবে, চেহারা ভালো, সুগন্ধিত কেশে বাসে ফিট্‌ফাট্ ছিমছাম। দেখে বোঝা যায় খানদানী পরিবারের ছেলে। এই খানদানী লোকগুলো দু চক্ষের বিষ বাতিয়াতাসের।

"হাঁ হাঁ, আপনি কাপুয়ার লেনতুলাস বাতিয়াতাস।" বলে যুবক। লেনতুলাস কে, তার পেশা কী, কেন ওকে এখানে ডেকে পাঠানো হয়েছে, সব জানে যুবক। মনে মনে বলে বাতিয়াতাস।

"ও, আমায় দেখে নাক সিঁটকানো হচ্ছে রে কুত্তীর বাচ্চা! ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘেন্নায় একেবারে মরে গেলেন। কিন্তু বাপু, এই শর্মার কাছেই তো আবার আসিস, কাকুতি-মিনতি করে ফুর্তি কিনিস। তোদের মতো লোকেরাই আমায় এমনি বানিয়েছে। দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। কাছে এলে আমার গায়ের ময়লা লেগে যাবে, না! ও, কোথাকার কে রে আমার। বেজন্মা কোথাকার।"

এসব কথা ওর মনের চৌহদ্দিতেই থাকে, বাইরে শুধু মাথা নাড়ে, কিছু বলে না।

"আচ্ছা। সেনাপতি মশায় আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। এক্ষুনি আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার হুকুম আছে। আসুন।"

"কিন্তু একটু বিশ্রাম দরকার যে! পেটে কিছু দিতেও হবে!"

"সে ব্যবস্থা সেনাপতি মশাইই করবেন। তিনি খুব বিবেচক।"

যুবকটি মৃদু হাসে। তারপর একজন সৈনিককে রুক্ষ স্বরে হুকুম দেয়, "ঘোড়াটাকে নিয়ে যা, জল ঘাস দে, বিশ্রামের ব্যবস্থা কর্।"

"আমি সেই কোন্ সকালে প্রাতরাশ খেয়েছি। তারপর আর কিছু মুখে দিইনি। আপনার সেনাপতি মশায় এতক্ষণই যখন সবুর করলেন, আর একটু নিশ্চয়ই পারবেন," বাতিয়াতাস বলে।

তরুণের চোখ কুঞ্চিত হয়। সে বলে, "সে তিনিই বলবেন।"

"আপনারা ঘোড়াকেই আগে খাওয়ান দেখছি।"

তরুণ অফিসার হেসে বলে, "চলুন।"

"আমি আপনাদের সেপাই নই।"

"সেপাইদের ছাউনিতে তো আছেন।"

কয়েক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে ওরা। বাতিয়াতাস ভাবে, এই সুঁচ-

কোটানো বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে তর্কবিতর্ক করে লাভ নেই। সুতরাং ক্লোকটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ও অনুসরণ করে অফিসারকে—যাকে ও একটা নোংরা নাকে-পোঁটা-পড়া বনেদী ঘরের অপদার্থ বলে মনে করে। অফিসার হয়ে বসে থাকলে হবে কী, মুখ থেকে ছোঁড়ার মায়ের দুধ এখনও শুকোয়নি। বাতিয়াতাসের সান্ত্বনা যে এক-এক দিনে ও যতখানি রক্ত দেখে, ছোঁড়া যতদিন এই শখের মিলিটারী গিরি করছে, সব মিলিয়েও এত রক্ত দেখেনি। মনে মনে যাই ভাবুক বাতিয়াতাস, কিন্তু নিজেকে কসাইখানার একটা ছোট কসাইএর মতো মনে হয় ওর। নিজেকে ও এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে, যে মহাশক্তির আদেশে এই সেনাবাহিনী এখানে এসেছে ও সেই মহাশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

ছাউনির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে প্রশস্ত পথ—দুই ধারে গাছের সারি। দুই দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে ও পথ চলে—দুধারে নোংরা, কাদার ছোপ-লাগা কাপড়ের তাঁবু—তাঁবু বলতে মাথার ওপরের আচ্ছাদনই আছে—সামনে খোলা, সৈন্যরা কতক ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে গল্প করছে, গান করছে কেউ কেউ খেঁউড় খিস্তি করছে। ওদিকে কেউ বা পাশা খেলছে, কেউ বা অন্য কিছু। এরা বেশীর ভাগ ইতালীয় চাষী, গোঁফ-দাড়ি-চাঁছা রুক্ষ মুখ, রোদে পুড়ে জলপাইয়ের মতো গায়ের রং। কোন কোন তাঁবুতে ছোট ছোট চুল্লি আছে তাঁবু গরম রাখার জন্য—কিন্তু সৈন্যদের হতে হয় শীত-গরমের পোড়সওয়া, তাদের সইতে হয় বিরামহীন ড্রিল আর কুচকাওয়াজের কঠিন মেহনত এবং হৃদয়-বর্জিত নিয়ম শৃঙ্খলার অত্যাচার—যার ফলে দুর্বলরা কিছুদিনের মধ্যেই মরে বাঁচে আর সবলরা আরো শক্ত-পোক্ত হয়—যেন তিমির হাড়ের বাঁটলাগানো ইস্পাতের ছুরি এক-একখানা! গণহত্যার এমন অস্ত্র আর আবিষ্কার হয়নি।

ছাউনির ঠিক মাঝখানে—অর্থাৎ ছাউনি এলাকার কর্ণ দুটি যেখানে পরস্পরকে ছেদ করেছে ঠিক সেখানে সেনাপতির মণ্ডপ, যার নাম প্রিটোরিয়াম। এটি একটি বড় তাঁবু, দুটি কক্ষে ভাগ করা। চারদিকের কানাত ফেলা। প্রবেশপথের দুধারে দুজন সশস্ত্র সান্ত্রী, হাতে ভারী এবং মারাত্মক পাইলামের ((pylum) বদলে লম্বা সরু বর্শা, প্রকাণ্ড বড় ঢাল ও তলোয়ারের বদলে একরকম হাল্কা গোলাকার ঢাল ও থ্রেশীয় নমুনার বাঁকা ছোরা। বৃষ্টিতে ভেজা, সাদা ক্লোক-পরা সান্ত্রীরা দাঁড়িয়ে আছে পাথরের খোদাই করা মূর্তির মতো। ওদের শিরস্ত্রাণ ও হাতিয়ারগুলো থেকে জল ঝরছে। এ দেখে বাতিয়াতাস সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ হল। সাধারণতঃ রক্ত-মাংসের শরীরকে অসম্ভব কিছু করতে দেখলে ও খুশি হয়। তাই এদের এই নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে এমন করে কৃচ্ছ্রসাধন করতে দেখে সে অত্যন্ত খুশি হয়।

ওরা তাঁবুর দরজায় পৌঁছুলে সান্ত্রী স্যালুট করে তাঁবুর পরদা দুদিকে তুলে ধরে। তরুণ অফিসার ও বাতিয়াতাস ভেতরে প্রবেশ করে। তাঁবুর ভেতরে মৃদু আলো। কক্ষটি দৈর্ঘ্যে চল্লিশ ফুট এবং প্রস্থে কুড়ি ফুট মতো হবে। এটাই

প্রিটোরিয়মের সামনের অংশ। আসবাবের মধ্যে একটা লম্বা টেবিল এবং তার চারদিকে গোটা বারো ভাঁজ-করা টুল। টেবিলের এক প্রান্তে প্রধান সেনাপতি মার্কাস লাইসিনিয়াস ক্রাস্সাস—টেবিলে কনুই ভর দিয়ে সামনে রাখা মানচিত্রটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে আছেন।

বাতিয়াতাস এবং অফিসার প্রবেশ করতেই উঠে দাঁড়ান ক্রাসসাস। এবং তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে ওকে অভ্যর্থনা করেন।

"কাপুয়ার লেনতুলাস বাতিয়াতাস, তাই না?" মাথা নেড়ে করমর্দন করে বাতিয়াতাস। সেনাপতি প্রিয়দর্শন, মুখাবয়ব সুঠাম, বলিষ্ঠ এবং পৌরুষব্যঞ্জক। সমস্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোথাও অমর্যাদাসূচক কোন ভঙ্গি নেই। বাতিয়াতাস বলে,

"আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে আমি আনন্দিত।"

"অনেকটা দূর আসতে হয়েছে আপনাকে। অসীম অনুগ্রহ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। বড় কষ্ট হল আপনার। খুবই ক্লান্ত তাই না? ক্ষুধাও নিশ্চয়ই পেয়েছে। ভিজে গেছেন দেখছি।"

সেনাপতির স্বরে উদ্বেগ এবং আশঙ্কা। এই অমায়িকতায় অনেকটা সহজ হতে পারে বাতিয়াতাস। কিন্তু তরুণ অফিসারটির মনোভাব আগের মতোই তাচ্ছিল্য-পূর্ণ। বাতিয়াতাসের বোঝবার আর একটু বেশী ক্ষমতা থাকলে বুঝত, দুজনের আচরণের এই পার্থক্যের হেতু আছে। দুজনের আচরণই সমান অর্থপূর্ণ। এক জনের অর্থাৎ সেনাপতির সামনে রয়েছে কাজ। সেই কাজ হাসিল করতে হবে। আর বাতিয়াতাস হেন ব্যক্তিদের সাথে ভদ্রজনের আচরণের মানই ক্ষুদে অফিসারটি রক্ষা করেছে।

বাতিয়াতাস উত্তর দেয়, "আজ্ঞে ঠিকই বলেছেন। ভিজেছি বৈকি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল, ক্ষিদেতে মরে যাচ্ছি। এই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম একটু কিছু খাবার ব্যবস্থা হয় কি না। ভদ্রলোক ভাবলেন, ভারী একটা অন্যায় আব্দার করছি।"

"দেখুন, অক্ষরে অক্ষরে হুকুম পালন করা আমাদের সকলের মজ্জাগত হয়ে গেছে। আমার হুকুম ছিল, আপনি আসা মাত্র আমার কাছে যেন নিয়ে আসা হয়। তাই নিয়ে এসেছে। এখন অবশ্য আর কোন মুশকিল নেই। আপনার সব ইচ্ছা পালিত হবে। এবং আনন্দের সঙ্গে। জানি তো পথের কী ধকলটাই না আপনাকে সইতে হয়েছে। আচ্ছা! আচ্ছা! এই যে শুকনো কাপড় জামা এখনই দিচ্ছি। স্নান করবেন?" ক্রাসসাস বলে।

"নাঃ, স্নান-টান পরে হবে। আগে এই মাঝখানের এই গর্তটাতে ঠুসি তো কিছু।"

মৃদু হেসে অফিসার ছোকরা চলে গেল।

২

মাছভাজা এবং সেঁকা ডিম শেষ হলে বাতিয়াতাস একটা মুরগী নিয়ে পড়ে। কামড়ে কামড়ে ছিঁড়ে গো-গ্রাসে গিলতে থাকে। হাড়গুলো একটা একটা করে চুষে চেটে একেবারে পরিষ্কার। সঙ্গে সঙ্গে কাঠের বাটিতে রাখা পরিজে চুমুক দেয়, এবং মদের পাত্র থেকে মুখ ভরে মদ নিয়ে তা দিয়ে মুখের খাদ্যগুলোকে নীচে ঠেলে দেয়। মুরগী, মদ, আর পরিজ ওর সারা মুখময় লেগে গেল, এবং মাংস পড়ে ক্রাসসাসের দেওয়া অমন সুন্দর টিউনিকটায় ইতিমধ্যেই দাগ লেগে গেছে। চর্বি লেগে হাত চ্যাট চ্যাট করছে।

কৌতূহলের সঙ্গে ওকে দেখে ক্রাসসাস। ওর সমশ্রেণীর ও সমকালীন অনেক রোমানের মতোই ক্রাসসাসের একটা সামাজিক ঘৃণা আছে এই লানিস্টাদের ওপর অর্থাৎ যারা গ্লেডিয়েটরদের জন্য শিক্ষণ-বিদ্যালয় চালায়, সেখানে ওদের শিক্ষা দেয়, গ্লেডিয়েটর নিয়ে কেনাবেচা করে, এরিনার জন্য ভাড়া দেয়। গত দুই দশকের মধ্যে এরা রোমের একটা শক্তি হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি দুইই। এবং ওর সামনে বসে থাকা এই মোটা লোকটার মতো অনেকেই অমিত ধনের অধিকারী হয়েছে। এক পুরুষ আগেও গ্ল্যাডিয়েটরদের আমৃত্যু লড়াই হত মাঝে মাঝে। কিন্তু সমাজে তেমন একটা চলতি ছিল না। তবে ছিল বরাবরই। সমাজের কোন কোন অংশে খুবই জনপ্রিয় ছিল, আবার কেউ কেউ পছন্দ করত না। তারপর হঠাৎ রোমের মানুষ যেন এরিনা-পাগল হয়ে উঠল। সর্বত্র এরিনা তৈরী হতে লাগল। এমন কি ছোট শহরেও কাঠের এরিনা তৈরী হল। একজোড়া গ্ল্যাডিয়েটরের লড়াই হতে হতে ঠেকল গিয়ে একশ জোড়ায়। এবং প্রায়ই এক সেট খেলা মাসাবধি চলত। এতেও মানুষের আশ মিটল না। আরো পাগল হয়ে ওঠে তারা।

উঁচু ঘরের বর্ষীয়সী মহিলা থেকে আরম্ভ করে রাস্তার হা-ভাতে আর মস্তান অবধি সবাই গ্লেডিয়েটরদের খেলা দেখার জন্য সমান অস্থির। এই খেলা নিয়ে খেলার জগতের নূতন একটা ভাষাই তৈরী হয়ে গেল। সরকারী ডোল আর এই খেলা দেখা ছাড়া, বৃদ্ধ সৈনিকদের আর কোন দিকে লক্ষ্যই ছিল না। হাজার দশেক বেকার, আশ্রয়হীন রোমান নাগরিকের যেন বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যই ওই খেলা দেখা। হঠাৎ গোলাম-বাজার ফেঁপে উঠল, গোলামের আমদানি বেড়ে গেল। গ্লেডিয়েটর শিক্ষণের ইস্কুল গজাতে লাগল। কাপুয়ায় লেনতুলাস বাতিয়া-তাসের ইস্কুলটার এমনিতেই নাম ছিল; ওখানকার গ্লেডিয়েটরের চাহিদা ও সমাদর সব এরিনায়ই বেশী ছিল—যেমন বিশিষ্ট কোন আবাদে-পালা গোরুঘোড়ার চাহিদা সব সময়েই বেশী থাকে। এবারে রাস্তার ছেলে, ওঁচা-মার্কা রাজনৈতিক

দালাল বাতিয়াতাসের কপাল খুলে গেল। সে ফেঁপে উঠল। দক্ষ ট্রেনার হিসাবে ওর নাম ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

মানুষটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ওকে নিরীক্ষণ করে দেখতে দেখতে সেনাপতি ভাবেন "পয়সা হলে কী হবে, আগের মতোই নোংরা ইতর রয়ে গেল লোকটা। তেমনি কুচুটে আর মতলববাজ। একটা জানোয়ার বিশেষ। কী রকম বিশ্রী করে খাচ্ছে, দেখো না।"

ইতর পরিবেশে জন্ম, আচার ব্যবহারে এমন ইতর অভদ্র সব লোকেরা কী করে এত টাকার মালিক হয়, ভেবে পায় না ক্রাসসাস। ওর নিজের বহু বন্ধু বান্ধব আছে। তাদের মধ্যে অনেকেই স্বপ্নেও ভাবতে পারে না কখনও অমন বড় লোক হতে পারবে। এই গাঁওয়াড়, অখদ্যে লানিস্তাটার চাইতে ওদের বুদ্ধি কিছু আর কম নয়। ওর নিজের কথাই ধরা যাক না কেন। সামরিক বিভাগের কর্মী হিসাবে ওর নিজের দাম জানা আছে ওর। রোমানদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য হল—যা করবে নিখুঁত করে করা, আর মনেপ্রাণে করা। দুটো গুণই ওর আছে। সামরিক বুদ্ধি জন্মগত প্রতিভা বলে ও বিশ্বাস করে না। ওটা অভিজ্ঞতালব্ধ। যুদ্ধবিবরণ সম্বন্ধে যত লেখা আছে, সব ও ভাল করে পড়েছে। শ্রেষ্ঠ গ্রীক ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাসগুলো পড়েছে। ওর পূর্বতন সেনাপতিরা স্পার্টাকাসের ঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন নি। ওজনটা কমই ধরেছিলেন। ভুল ঐখানেই হয়েছিল। সে ভুল ও নিজে করেনি। তবু আজ এই গাঁওয়াড় বিশ্রী লোকটার সঙ্গে একই টেবিলে মুখোমুখি বসতে হচ্ছে ওকে। এবং আশ্চর্য! নিজেকে ওই লোকটার চেয়ে ছোটই মনে হচ্ছে।

ক্রাসসাস কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাতিয়াতাসকে বলে, "মনে রাখবেন যে আপনার সম্পর্কেই হোক বা যুদ্ধ সম্পর্কেই হোক, স্পার্টাকাসের ওপর আমার কোন দরদ নেই। আমি নীতিবাগীশ নই। আপনাকে ডেকে পাঠিয়ে এই আলাপের কারণ, স্পার্টাকাস সম্বন্ধে অন্যরা জানে না এমন কিছু তথ্য হয়তো আমায় দিতে পারবেন।"

"কী শুনতে চান বলুন," বাতিয়াতাস বলে।

"আমার শত্রুটি কেমনধারা মানুষ ছিল বলুন তো?"

বাতিয়াতাস আর এক গ্লাস মদ ঢেলে নিয়ে সেনাপতির দিকে আড়চোখে চায়। একজন সান্ত্রী এসে দুটি বাতি জ্বালিয়ে রেখে যায় টেবিলের ওপর।

ল্যাম্পের আলোয় বাতিয়াতাস যেন অন্য আর এক মানুষ। গোধূলির আবছায়া ওর ওপর করুণা করে ওর মুখটা আড়াল করে ছিল। এখন ল্যাম্পের আলো এসে পড়ল মুখে। রুমাল দিয়ে ঘসে ঘসে মুখ মোছার সময় গালের দুদিকের মাংসের থোলোগুলি নাচতে লাগল। তারি ওপর খণ্ড খণ্ড ছায়া ফেলে ফেলে আলো ওর সারা মুখময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। ওর চ্যাপ্টা নাকটা এলোমেলো ভাবে কাঁপতে লাগল। ধীরে ধীরে ও নিজেকে শক্ত করে নেয়। চোখের ঠাণ্ডা দৃষ্টির ঝিলিক

ক্রাসসাসকে জানিয়ে দেয় সে যেন ওকে ভুল বিচার না করে। ওকে যদি সে বোকা সোকা অমায়িক একটা লোক বলে ধরে নেয় তা হলে ভুল করবে। বোকা ও নয়।

"কে আপনার শত্রু কী করে জানব ?"

বাইরে ট্রামপেট বেজে ওঠে। সান্ধ্য কুচকাওয়াজ শেষ। ভারী বুট পরা পাগুলির ডবল মার্চের দাপটে সারা ছাউনি কাঁপতে থাকে।

"শত্রু তো আমার একজনই। স্পার্টাকাস," সতর্কভাবে ক্রাসসাস বলে।

রুমাল দিয়ে নাক ঝাড়ে মোটা লোকটা।

"এবং আপনি স্পার্টাকাসকে জানেন।"

"আমি জানি ? হায় ভগবান।"

"হাঁ, আপনিই, আর কেউ জানে না। যারা তার সঙ্গে লড়েছে তারাও জানে না। তারা তো গেল গোলামদের সঙ্গে লড়তে। ভাবল তুরী ভেরী বাজাবে, পাইলাম ছুঁড়বে, গোলামগুলো পোঁ পোঁ করে পালাবার পথ পাবে না। বারে বারে আমাদের সৈন্যবাহিনী তচনচ হয়ে গেল—তবু ওরা ওই স্বপ্নই দেখেছে। কিন্তু যা হল, তা হলই। তাই রোম এবার শেষ চেষ্টা করবে। এ চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়—রোম গেল—শেষ হয়ে গেল। এ আপনিও জানেন, আমিও জানি।"

মোটা সাহেব হো হো করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। পেট চেপে ধরে। পেছন দিকে হেলে-যাওয়া টুলে-বসা দেহটা হাসিতে উথালপাথাল হতে থাকে।

ক্রাসসাস বলে, "আপনার মজা লাগছে মনে হচ্ছে।"

"সাচ্চা কথা তো সব সময়ই মজাদার।"

ক্রাস্‌সাস নিজেকে এবং তার উদ্যত ক্রোধকে সংবরণ ক'রে ওর হাসি থামার প্রতীক্ষায় থাকে।

"রোম থাকবে না। থাকবে শুধু স্পার্টাকাস।" অট্টহাসি মিলিয়ে যায়। এবার খিলখিল করে হাসি। ক্রাসসাস ভাবে, লোকটা পাগল হল, না মাতাল। দেশের মাটিতে কতরকম চীজই যে পয়দা হয়। এই একটা মানুষ, গ্লেডিয়েটরদের মাস্টার—গোলাম কেনে, ওদের লড়তে শেখায়। তাই নিয়ে কি অবলীলায় হাসছে এখন। ক্রাস্‌সাস নিজেও তো মানুষকে লড়তে শেখায়।

নিজের জন্য আর-এক গ্লাস মদ ঢেলে নিয়ে কৃপাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে বলে, বাতিয়াতাস, "খাওয়ানোর বদলে আমাকে আপনার ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত।"

নিজের প্রয়োজনের দিকে কথার জের টেনে আনার চেষ্টা করে ক্রাস্‌সাস বলে, "একটা স্বপ্ন যদি দেখতাম। রাত্রির দুঃস্বপ্নের মতো কিছু, যে স্বপ্ন বারে বারে দেখে মানুষ—"

বাতিয়াতাস যেন বুঝতে পেরেছে এমনি ভাবে মাথা নাড়ে।

"স্বপ্ন দেখি—আমি চোখ-বাঁধা হয়ে যুদ্ধ করছি। কী ভয়ানক। কিন্তু মিথ্যে নয়। সব স্বপ্নকেই আমি অমঙ্গলের লক্ষণ বলে মনে করি না। কিন্তু কোন কোন

স্বপ্ন আছে যা জাগ্রত অবস্থায় আমরা যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হই তারই প্রতিচ্ছবি। স্পার্টাকাস অজানা। সেই অজানা লোকটার সঙ্গে যখন লড়তে যাই, চোখ বেঁধেই লড়ি বলতে হবে। অন্য কোন অবস্থায়ই তো এমন হয় না। আমি জানি গলরা যুদ্ধ করে কেন; গ্রীকরা, স্পেনের লোকেরা, জার্মানরা কেন লড়ে। কিছু কিছু নিজস্ব বিভিন্নতা বাদ দিয়ে—সবারই একই কারণ, অর্থাৎ যে জন্য আমরা লড়ছি। কিন্তু আমি জানি না, এই ক্রীতদাসগুলো লড়ছে কেন। আমি ধারণাই করতে পারছি না, কী করে লোকটা কতগুলি ইতর অসভ্য মানুষ আর দুনিয়ার যত জঞ্জাল কুড়িয়ে এক সাথে করে পৃথিবীর মধ্যে সেরা সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংসের কাজে লাগাচ্ছে। একটা বাহিনী গড়তে লাগে পাঁচ বছর। ব্যক্তিগত জীবনের যে কোন মূল্য নেই, বাহিনীটাই হচ্ছে একমাত্র লক্ষ্য, যে-কোন আদেশ অবশ্য-পালনীয় এ সব কথা বোঝাতেই লাগে পাঁচ পাঁচটা বছর—প্রতিদিন—একটি দিনও বাদ না দিয়ে দশ ঘণ্টা করে শেখাও—তার পর যদি তাদের পাহাড়ের ওপর নিয়ে গিয়ে একেবারে ধার ঘেষে মার্চ করতে হুকুম দাও, তখন তারা সে হুকুম মানবে। আর এই গোলামগুলো কিনা রাতারাতি তৈরী হয়ে রোমের সেরা বাহিনীকে শেষ করে দিয়ে গেল।

"সেই জন্যই কাপুয়া থেকে আপনাকে এখানে আনিয়েছি—স্পার্টাকাসের কথা শুনব যাতে আমার চোখের বাঁধন ঘোচে।"

বাতিয়াতাস গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে। ওর মন নরম হয়ে আসে—সে কিনা বাঘা সেনাপতিদের বিশ্বাসভাজন এবং পরামর্শদাতা হয়ে উঠল।"

"প্রথমতঃ এই লোকটা—" ক্রাসসাস বলে "আমাকে বলুন ওর কথা—দেখতে কি রকম—কোথায় ওকে পেলেন।"

"একটা মানুষের চেহারা কখনই তার আসল স্বরূপের মতো হয় না।"

"ঠিক, খুবই ঠিক কথা। এ সত্য যখনই আপনি বুঝলেন, তখনই তো আপনি মানুষকেও জানলেন।" এর থেকে ভালো চাটুবাদ কি আর ক্রাস্সাস তাঁর অতিথিকে শোনাতে পারতেন?

"লোকটা অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির ছিল। এত শান্ত যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে থাকত। জাতিতে ও থ্রেশিয়ান। ওর সম্বন্ধে এইটুকুই হ'ল তথ্য।" মদে আঙুল ডুবিয়ে টেবিলে দাগ কেটে যা বলছে তার যেন হিসাব লিখতে লাগল বাতিয়াতাস।

"লোকে বলে ও নাকি একটা আসল দানব ছিল। কিন্তু, না, দানব-টানব তো নয়ই, তেমন লম্বাও ছিল না। এই আপনার মতো হবে। রং কালো, কোঁকড়ানো চুল, গাঢ় বাদামী রঙের চোখ। নাকটা ভাঙা, নইলে বোধ হয়, ওকে সুন্দরই বলা যেত। ভাঙা নাকের দরুন মুখের ভাবটা কেমন যেন ভেড়া-ভেড়া লাগত। মুখের গড়ন চওড়া, ভারী শান্ত। এগুলোই তো মানুষকে বিভ্রান্ত করে। ও যা করেছে অন্য কেউ করলে তাকে আমি স্রেফ খুন করতাম।"

"কী করেছিল ?"

"তা—"

"দেখুন, মন খুলে কথা বলুন। কারণ আমি ওর সত্যিকার ছবি চাই।" ধীরে ধীরে ক্রাসসাস বলে, "জেনে রাখুন যা বলবেন তা সম্পূর্ণ গোপন থাকবে।" বাতিয়াতাস কেন স্পার্টাকাসকে খুন করতো তা জানার জন্য জেদ না করে ক্রাস্‌সাস বলে চলে, "আমি ওর আগের ইতিহাসও জানতে চাই। আপনি ওকে কোথায় কিনেছিলেন ? তখন ও কী করত ?"

"গ্লেডিয়েটর কী ?" হাত দুটি প্রসারিত করে হাসে বাতিয়াতাস।

"ওরা শুধু ক্রীতদাস নয়, বুঝলেন ? অন্ততঃ কাপুয়ার গ্লেডিয়েটররা নয়। ওদের বৈশিষ্ট্য আছে। যদি কুকুর লড়ান তবে নিশ্চয়ই খুকুমনিদের পোষা আদুরে কুকুর কিনবেন না। তেমনি যদি মানুষ লড়াতে চান তো লড়বার মতো মানুষই তো কিনবেন। অর্থাৎ রাগ ঘেন্না আছে, মেজাজ টা বেশ খিট্‌খিটে। তাই দালালদের আমি বলে দি, আমার বাপু মেজাজী লোক চাই। অবশ্যি এদের দিয়ে না হয় ঘরের কাজ, না আবাদের।"

"কেন, আবাদের কাজ হয় না কেন ?"

"আবাদের কাজে পোষ-মানা লোক চাই। ও ব্যাটাদের কি পোষ মানানো যায়। পোষ মানানো না গেলে শেষ পর্যন্ত নিকেশ করে দিতে হয়। কেননা এরা কাজ নষ্ট করে, যারা কাজ করে তাদের নষ্ট করে। রোগের মতো—কাউকে ধরল তো সব জায়গায় ছড়াল।"

"এমন লোক তা'হলে লড়বেই বা কেন ?"

"ওই তো হল আসল প্রশ্ন। এ প্রশ্নের জবাব দিতে না পারলে, গ্লেডিয়েটর চালানো যায় না। আগের কালে যারা এরিনাতে লড়তো তাদের বলা হতো বাস্তুয়ারাই—লড়াই ছিল তাদের নেশা, তাই সেটা ছিল তাদের পেশা। ওদের মাথাই ছিল খারাপ। খুব বেশী পাওয়া যেত না এ ধরনের লোক। এরা ক্রীতদাস ছিল না।"

অর্থপূর্ণভাবে মাথায় হাত দেয় বাতিয়াতাস। বলে :

"এই খানটায় গোলমাল না থাকলে সে লড়ে রক্ত বওয়াতে আসবে কেন ? কারো এসব ভালো লাগে না। গ্লেডিয়েটরদেরও না। ওরা লড়ে এ জন্য যে—হাতে হাতিয়ার পায়, আর পায়ের বেড়ি খুলে দেওয়া হয়। হাতে হাতিয়ার পেলেই ওরা ভাবে যে ওরা স্বাধীন হয়ে গেল। ঐ তো ওরা চায়—মানে হাতে অস্তর থাকবে, আর ভাববে আমরা স্বাধীন হয়ে গেছি। বাস্‌ তখন আপনি আর সে—শেয়ানে শেয়ানে। ওরা শয়তান, আপনাকেও অগত্যা শয়তান হতে হয়।"

"তা এসব লোক পান কোথায় ?" জিজ্ঞাসা করে ক্রাসসাস, খানিক কৌতূহলে আর খানিকটা নিজের ব্যবসা বোঝে এমন একটা লোকের অমন সোজাসুজি উলঙ্গ

ভাষার বর্ণনায় আকৃষ্ট হয়ে।"

"ওদের মানে আমি যে ধরনের লোক চাই তা পাবার একটাই মাত্র জায়গা আছে, মাত্র একটা। সে হচ্ছে খনি এলাকা। খনি থেকেই আসে ব্যাটারা। মানে এমন জায়গা থেকে ওদের আনতে হয় যার তুলনায় সেপাই বাহিনী বলুন আর আবাদ বলুন [সব স্বর্গ। এমন কি ফাঁসিকাঠও একেবারে করুণার প্রতিমূর্তি। আমার দালালরা ওই খনি অঞ্চল থেকেই ওদের জোগাড় করে আনে। স্পার্টাকাসও সেখানকারই মাল। ও ছিল কোরুউ। কথাটার মানে জানেন? ওটা হচ্ছে মিশরী ভাষার একটা কথা।"

ক্রাস্সাস নেতিসূচক মাথা নাড়ে।

"মানে তিন পুরুষের কেনা গোলাম। অর্থাৎ কেনা গোলামের নাতি। মিশরী ভাষায় ওর আর একটা মানে হল এক জাতের অতি কুৎসিৎ বিশ্রী জানোয়ার। গুঁড়ি মেরে হাঁটে। জানোয়ার সমাজে ওরা অছুৎ। হ্যাঁ। জানোয়ার সমাজেই। এখন প্রশ্ন হল—এ কথাটার জন্ম মিশরে কেন হল। বলছি শুনুন। গ্লেডিয়েটরদের মাস্টার হওয়ার চাইতে আরো খারাপ জিনিস আছে। আমি যখন আপনার ছাউনিতে এলাম আপনার লোকজনেরা আমাকে সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। কেন? আমরা সবাই তো কসাই—কাটা মাংসের কারবার করি। তাহলে কেন?"

মাতাল হয়েছে মানুষটা। ওর করুণা হয় নিজের ওপর—ওই হোঁৎকা মোটা গ্লেডিয়েটরদের মাস্টারটা, কাপুয়াতে যার ইস্কুল আছে—ওর আত্মা আজ জেগেছে। নোংরা হোঁৎকা একটা শুয়োর যার নোলার কাছে বালি ও রক্তের সসেজে ভরবার পুরের মতো লাগে, তারও দেখছি আত্মা আছে।

স্পার্টাকাস তাহলে কোরুউ? কোমলভাবে বলে ক্রাস্সাস, "স্পার্টাকাস ও কি মিশর থেকেই এসেছে?"

মাথা নেড়ে সায় দেয় বাতিয়াতাস, "ও থ্রেশিয়ান বটে, কিন্তু এসেছে মিশর থেকে। মিশরী সোনার খনিওয়ালারা এথেনস থেকেই গোলাম কিনে থাকে। পারলে কোরুউই কেনে। থ্রেশীয়দের কদর বেশী।"

"কেন?"

"লোকে বলে, ওরা নাকি মাটির তলাকার কাজ খুব ভালো করে।"

"আচ্ছা। তবে কেন বলা হয় যে স্পার্টাকাসকে গ্রীসে কেনা হয়েছে?"

"যত সব কথার জঞ্জাল—কে কেন বলে, আমি তার কী জানি? তবে স্পার্টাকাসকে কোত্থেকে কেনা হয় তা আমি ঠিক জানি, কারণ আমিই ওকে কিনেছি—থিবিস থেকে। আপনি আমার কথায় সন্দেহ করছেন? আমি কি মিথ্যাবাদী? আমি একটা হোঁৎকা লানিস্তা, এই ঘ্যানঘেনে বৃষ্টির মধ্যে জুল দেশে বসে আছি একলা। কেন, কেন আমি একলা কাটাব? কেন আমায় ঘেন্না করবেন—কী অধিকার আছে আপনার? আপনার জান-মান আপনার,

আমারটা আমার।"

"আপনি আমার সম্মানিত অতিথি। আপনাকে কি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারি?" বলে ক্রাসসাস।

"বাতিয়াতাস মৃদু হেসে, ক্রাসসাসের দিকে একটু ঝুঁকে বসে। বলে:

"জানেন আমি কী চাই? আমার কী দরকার? আমরা দু'জনেই তো পুরুষ। সাংসারিক মানুষ। আমার দরকার একটি মেয়ে মানুষ। আজ রাতে।" ওর স্বর চাপা, কোমল, অনুনয়ে বিগলিত, "কেন চাই, জানেন? দেহের ক্ষুধা মেটাবার জন্য নয়। আমি বড় একলা, বড় একলা—। চাই আমার ঘা গুলি শুকুবার জন্য। আপনাদের তো অনেক আছে মেয়েমানুষ। পুরুষরা তো মেয়েদের সঙ্গ বর্জন করে না।"

"আগে আমায় স্পার্টাকাস ও মিশর সম্বন্ধে বলুন। তারপর মেয়েমানুষের কথা হবে।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বই এবং ধর্মীয় উপদেশাবলিতে বর্ণিত খ্রীষ্টীয় নরকের আগে এবং সম্ভবতঃ পরেও এই পৃথিবীর বুকেই আরও নরককুণ্ড ছিল, যা মানুষ চাক্ষুষ দেখেছে এবং যার দিকে তারা তাকিয়ে থেকেছে এবং যা তাদের জ্ঞানের গোচর ছিল! ছিল এজন্য বলি যে মানুষের স্বভাবই হল যে সে তার নিজের হাতের প্রথম সৃষ্ট নরকের কথাই লিখতে পারে।

জুলাই মাসে যখন চারদিক শুকিয়ে খাঁ খাঁ করে, এক ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখন যাও দেখি নীল নদী ধরে, প্রথম জলপ্রপাত পর্যন্ত—দেখবে স্বয়ং শয়তানের রাজ্য। নদীর দুধারের সবুজ পাড়টুকু শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে এতটুকু ক্ষীণ হয়ে গেছে। মরুভূমির পাহাড় ও বালিয়াড়িগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বালুকণার স্তূপে পরিণত হয়েছে। শুধু ধোঁয়া আর ধুলোর একটা হালকা জাল সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। বাতাসের স্পর্শ লাগলেই সেখানে যেন বিস্ফোরণ ঘটে—ধোঁয়া আর ধুলো অসংখ্য শুঁড়ের মতো হয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে তীরবেগে ছড়িয়ে পড়ে দূরদূরান্তরে। খরার দিনে ক্ষীণস্রোতা নদীগুলির ওপরেও একটা সাদা চূর্ণের আস্তরণ। আকাশে ধুলো বাতাসে ধুলো। আর গরমে চারদিক তেতে ওঠা।

কিন্তু তবু বাতাস আছে এখানে। প্রথম প্রপাত পেরিয়ে চলে যাও দক্ষিণে ও পূবে পরিব্যাপ্ত নিউবিয়ান মরুভূমিতে। যেতেই হবে ওখানে। মরুভূমির ভেতরে চলে যাও বেশ অনেকটা দূর পর্যন্ত। দেখবে নদীর ওপর সামান্য যেটুকু বাতাস অবশিষ্ট ছিল, সেটুকুও ফুরিয়ে গেছে। এগিয়ে যাও, চলতে থাক, কিন্তু খুব বেশী দূর যেও না। লোহিত সাগরের এতটুকু হাওয়াও যেন গায়ে না লাগে। এবারে যাও দক্ষিণে।

হঠাৎ দেখবে বাতাস একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। পৃথিবী যেন মরে গেছে। শুধু বেঁচে আছে বায়ুমণ্ডল—দারুণ দাবদাহে তা কাঁচের মতো জ্বলছে, কাঁপছে

থিরথির করে। মানুষেব সমস্ত ইন্দ্রিয় বিকল, তাদের ক্রিয়া আর নির্ভরযোগ্য নেই। কারণ কোন কিছুরই খাঁটি চেহারা ইন্দ্রিয়গোচর হচ্ছে না। সব যেন দারুণ উত্তাপে বেঁকেচুরে দুমড়ে মুচড়ে গেছে। অনেকের ধারণা, মরুভূমি সর্বত্রই এক রকম। কিন্তু এ ধারণা ভুল। মরুভূমি মানেই জলহীনতা। এই জলাভাবের তারতম্য স্থান হিসেবে সাংঘাতিক। যে অঞ্চলে মরুভূমি অবস্থিত, সেখানকার ভূমির প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অনুসারে মরুভূমির প্রকৃতিও আলাদা। যথা শিলাময় মরুভূমি আছে, পার্বত্য মরুভূমি, বালুকাময় মরুভূমি, সাদা লবণময় মরুভূমি, লাভা মরুভূমি—আর আছে ভয়াল প্রকৃতির চলমান সাদা-চূর্ণময় মরুভূমি—যেখানে মৃত্যুই একমাত্র চূড়ান্ত স্বাক্ষরিত সত্য।

এসব জায়গায় জন্মায় না কিছুই—শিলাময় মরুভূমির রসহীন, দড়ি-পাকানো সর্বংসহ ঝোপঝাড়ও নয়, বালুকাময় মরুভূমির সঙ্গিহীন আগাছাও নয়—কিছুই না। কিছুই জন্মায় না।

এখন চলো যাই মরুভূমির অভ্যন্তরে সাদা চুনের স্তর ভেঙে ভেঙে। ভয়ংকর উত্তাপ ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে কিভাবে তোমার পিঠের ওপর আছড়ে পড়বে তা দেখবে। তাপাঙ্ক চরম সীমায় উঠবে। কিন্তু তাতেও মানুষ মরবে না। এই তো এখানকার কথা। এখন চলো দাবদগ্ধ ভয়াল মরুভূমির ওপর দিয়ে। স্থান এবং কাল দুইই অন্তহীন এবং ভয়ংকর মনে হবে। তুমি শুধু চল আর চল। নরক কাকে বলে? যখনই মানুষের স্বাভাবিক ও অত্যাবশ্যক ক্রিয়াকর্মগুলি অসহ্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়—তখনই শুরু হয় নরক। যুগে যুগে যাঁরাই এই পৃথিবীর বুকে মনুষ্যসৃষ্ট নরকের স্বাদ পেয়েছেন তাঁরা সবাই এ কথা জানেন। এখনই তো হাঁটা, নিশ্বাস নেওয়া, দেখা এমন কি চিন্তা করা সবই ভীষণ অবস্থায়।

এ অবস্থাও স্থায়ী নয়। এর সীমা শেষ হয়ে যাবে হঠাৎ। এবার শুরু হবে নরকের আর এক রূপ। সামনে মাথা তুলে আছে নিকষ কালো শিলাশ্রেণী—অদ্ভুত দুঃস্বপ্নের মতো কালো কালো শৈলশিরা। এইগুলিই হচ্ছে কালো পাথরের পাহাড়। কাছে যাও দেখবে ওগুলোর এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত শিরার মতো বিসর্পিত হয়ে চলে গেছে উজ্জ্বল শ্বেত মর্মরের রেখা। কী উজ্জ্বল, কী যে দীপ্তি ঠিকরে বেরুচ্ছে ওই মর্মররেখা থেকে—কী তার স্বর্গীয় বিভা। স্বর্গের রাস্তা তো সোনা দিয়ে বাঁধানো। এবং এই মর্মর পাথরের মর্মে মর্মে সোনা ঠাসা। এর জন্যই মানুষ আসে এখানে, তুমিও তাই এসেছ। যেহেতু এখানকার মর্মরের মর্ম সোনায় ঠাসা।

আরো কাছে যাও, ভালো করে দেখো। সে অনেক কাল আগে। মিশরের ফারাওরাই প্রথম এই কালো পাথরের পাহাড় আবিষ্কার করে। কিন্তু সেকালে তাদের শুধু তামা আর ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতি ছিল। তাই এরা ওই পাহাড়ের ওপরটাতেই শুধু আঁচড় কাটতে পেরেছিল। তার বেশী কিছু পারেনি। কয়েক

পুরুষ ধরে ক্রমাগত চাঁছতে চাঁছতে একদিন সোনার দেখা মিলল। এখন চাই ওই পাহাড়ের বুক ভেঙে ওই সোনার ভাণ্ডারে পৌঁছানো। এও সম্ভব হল, কেননা ততদিনে তাম্রযুগ শেষ হয়ে লৌহযুগ এসে গেছে। মানুষ তখন লোহার যন্ত্রপাতি আর আঠারো পাউণ্ড ওজনের হাতুড়ি দিয়ে কাজ করতে পারে।

কিন্তু আর-এক নূতন ধরনের মানুষেরও প্রয়োজন হল। এখানকার উত্তাপ, ধুলো এবং এইসব শৈলশ্রেণীর ভেতরে গাঁথা অাঁকাবাঁকা, পাকানো, মোচড়ানো অসংখ্য স্বর্ণবাহী ধমনীগুলির অলিগলিতে পৌঁছুতে হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যেভাবে বিকৃত করে নিতে হয় তার জন্য ইথিওপিয়া বা মিশরের চাষী-শ্রেণীর লোক নিযুক্ত করা সম্ভব হয় না; সাধারণ গোলামের দাম অত্যন্ত চড়া। তাছাড়া তারা ঝটপট মরেও যায়। এজন্য নিয়ে আসা হত যুদ্ধবন্দী বহু যুদ্ধের পোড-খাওয়া সৈন্যদেব, আর কোরুউ বাচ্চাদের—যাদের বাপ-ঠাকুরর্দার জন্মও এমন পরিবেশে যাতে শুধু লোহার মতো শক্ত আর সর্বংসহ মানুষই বেঁচে থাকতে পারে। আর বাচ্চাদের তো দরকারই। কারণ ক্রমে ওই স্বর্ণবাহী ধমণীগুলো সংকীর্ণ হয়ে আসে, এবং ক্রমশই কালো শিলাস্তরের আরো বেশী গভীরে যেতে হয়। যেখানে বাচ্চারাই শুধু কাজ করতে পারে।

ফারাওদের এককালের ক্ষমতা আব ঐশ্বর্য শেষ হয়ে গেল, মিশরের গ্রীক শাসকদের টাকার থলিও চুপসে গেল। বোমানদের থাবা চেপে বসল তাদের ওপর। খনি পরিচালনার ভার এল রোমের দাস-ব্যবসায়ীদের হাতে। সে যাই হোক, দাসদের কী করে খাটাতে হয়, একমাত্র রোমানরাই জানে।

সুতরাং এবারে দেখো স্পার্টাকাস কিভাবে এল ঐ খনি অঞ্চলে। একশত বাইশ জন থ্রেশীয় ক্রীতদাস—গলায় গলায় শেকলে বাঁধা হয়ে সেই প্রথম প্রপাত থেকে গোটা মরুভূমির পথ ভেঙে চলেছে আগুনের মতো উত্তপ্ত ওই ভারী শেকলগুলো টানতে টানতে। প্রথম থেকে এগারো জনের পরে ছিল স্পার্টাকাস। পরনে প্রায় কিছুই নেই—সবারই তাই। কদিন পরে একেবারেই উলঙ্গ হয়ে যাবে সবাই। স্পার্টাকাসেব পরনে সামান্য একটু নেংটি, লম্বা চুল, লম্বা দাড়ি। অন্য সকলেরই তাই। পায়ের চটিটা প্রায় শেষ। যেটুকু বাকা আছে সেটুকুই কোনক্রমে পায়ে রেখেছে, পা দুটোকে যেটুকু বাঁচানো যায়। ওর পায়ের তলার চামড়া প্রায় সিকি ইঞ্চি পুরু আর চামড়ার মতো শক্ত হলেও মরুভূমির জ্বলন্ত বালুর পক্ষে কিছুই নয়।

এই স্পার্টাকাস লোকটা কেমন? ঐ তো মরুভূমির ওপর দিয়ে লোকটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে—বয়স ওর তেইশ বছর—চেহারায় বুঝবেন না তা। ওদের বয়স বোঝা যায় না। এদের মুখে শুধু কালহীন, সীমাহীন, শ্রান্তির লেখা, বয়স লেখা নেই। ওদের শৈশব নেই, যৌবন নেই, বয়স হয়ে বুড়ো হওয়া নেই—আছে শুধু শ্রান্তি—যার কোন বয়স নেই। ওদের মাথা থেকে পা অবধি, চুল-দাড়ি সব সাদা সাদা বালুকাচূর্ণে ঢাকা—কিন্তু সেই বালুকাচূর্ণের নীচে আছে পুড়ে কালো

হয়ে যাওয়া চামড়া, ওর তীক্ষ্ণ কালো চোখ দুটোরই মত। ওর কদাকার মুখটার মধ্যে চোখ দুটো জ্বলন্ত দুই কয়লার ঢেলার মত বিশ্রীভাবে জ্বলছে। ওর মতো মানুষদের আজীবনের সঙ্গী ওই পোড়া চামড়া। উত্তরাঞ্চলের সাদা-চামড়া হলদে চুলওয়ালা ক্রীতদাসগুলো খনির কাজ করতে পারে না। খনির কাজ করতে এলে ওরা রোদে পুড়ে ভাজা হয়ে অসহ্য কষ্ট পেয়ে দুদিনেই টেঁসে যায়।

শেকলবাঁধা এই মানুষগুলো লম্বা কি বেঁটে বলা যায় না, কারণ ওরা সোজা হয়ে হাঁটে না। ওদের দেহের মাংস চাবুকের দড়ির মতো শক্ত আর পাকানো, রোদে ভাজা, সিঁটানো। দেহে মাংস আছে, নেই তাতে জলের লেশ। থ্রেস-এর পাথুরে পাহাড়ী ভূমিতে জীবনটাকে টিকিয়ে রাখাই দায়। তাই বহু পুরুষ ধরে প্রকৃতির হাতে ঝাড়াইবাছাই হয়ে ঝরতিপড়তি যে কজন থাকে তারা হয় অত্যন্ত মজবুত; জীবন তাদের শক্ত মুঠোয় ধরা। সামান্য যে একমুঠো গম তাদের দৈনিক খাদ্য, আর চ্যাপ্টা শক্ত খান কয় যবের রুটি—কোনটার মধ্যেই সামান্যতম পুষ্টির উপাদান থাকে না—শেষ কণা অবধি শুকিয়ে খাক হয়ে যায়। তবু ওরা বাঁচে; তারুণ্যধর্মে বাঁচে। ওদের ঘাড় পুরু, পেশল—কিন্তু যেখানে গলার বেড়িটা থাকে সেখানে দগদগে ঘা—সে ঘা কখনও শুকয় না। কাঁধে পেশীর বেশ পুরু স্তর; দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এত সুষম যে আকৃতির তুলনায় মানুষটাকে ছোট দেখায়। মুখটা চওড়া; এবং একদা কোন ঠিকাদারের লাঠির ঘায়ে নাকটা ভেঙে যাওয়ায় মুখটা আরও চ্যাপ্টা দেখায়। ওর কালো চোখ দুটি দীর্ঘায়ত হওয়ার দরুন মুখের ভাব মেষের মতো শান্ত। দাড়ি আর ধুলোয় ঢাকা ওষ্ঠ দুটি ভরাট, অনেকখানি বিস্ফারিত, আবেগময় ও স্পর্শকাতর। কোনও কারণে ঠোঁট ফাঁক হলে দেখা যায় একপাটি সাদা, সমান দাঁতের সারি। হাতের পাতা দুখানি বড়, চৌক, সুন্দর। গোটা মানুষটার মধ্যে একমাত্র সুন্দর বলতে ওই হাত।

এই হল স্পার্টাকাস—থ্রেশীয় গোলাম, যার বাপ গোলাম এবং তার বাপও গোলাম। আপন ভাগ্যে কী আছে কেউ জানে না, ভাবী কালের পুঁথি পড়া যায় না। আর অতীত! সে শুধু খাটুনি আর খাটুনি, আর কিছু না। তাও বহু-বেদনার নিকষ কালো তমিস্রার গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এই হল স্পার্টাকাস—যে তার ভবিষ্যৎ জানে না—অতীতের কথা যার মনে নেই, মনে রাখার হেতুও নেই; ও জানে ওরা শুধু খেটে মরে, ওই খেটেই তাদের মরতে হবে চিরকাল। এমন দিন কখনও আসতে পারে যখন মানুষকে আর পিঠে চাবুক খেতে খেতে খাটতে হবে না—এমন কথা ওর ধারণায়ও নেই।

তপ্ত বালুর সমুদ্র পাড়ি দিতে দিতে কী ভাবে স্পার্টাকাস? জেনে রাখো যে-মানুষকে শিকল বইতে হয়, সে কিছুই ভাবে না—কিছুই না। আবার কখন খাবার খাবে, জল খাবে, ঘুমবে, বেশীর ভাগ সময় এ ছাড়া আর বিশেষ কিছু না ভাবাই ভালো। সুতরাং স্পার্টাকাস বা তার থ্রেসীয় সঙ্গীরা যারা

ওরই সঙ্গে শেকল ব'য়ে চলেছে—তাদের মনে কোনো জটিল চিন্তা নেই। তোমরা মানুষদের পশু বানাও, তাই আর তারা দেবদূতের কথা ভাবে না।

তারপর দিন শেষ হয়ে আসে, দৃশ্যপট বদলায়। এদের মতো মানুষেরা সামান্যতম উত্তেজনার বস্তু বা এতটুকু পরিবর্তন পেলেও আঁকড়ে ধরে। স্পার্টাকাস চোখ তুলে তাকায়—সামনে কালো ফিতের মতো কালো শিলাশ্রেণীর বিস্তার। ক্রীতদাসদের নিজস্ব ভূগোল আছে। তারা সমুদ্রের চেহারা, পর্বতের উচ্চতা বা নদীর গতির কথা জানে না; কিন্তু ভালো করেই জানে স্পেন দেশের রুপোর খনির কথা, জানে আরবদেশের সোনার খনি, উত্তর আফ্রিকার লোহার খনি, ককেসাসের তামার খনি আর ফরাসী দেশের টিনের খনির কথা। ভয়াবহতা বোঝাবার ওদের নিজস্ব অভিধান আছে। ওরা যেখানে আছে তার চেয়েও খারাপ কোন জায়গা আছে জানতে পারলে ওরা খানিক সান্ত্বনা পায়। কিন্তু নিউবিয়ার নিকষ কালো ওই পাষাণপ্রাচীরের চাইতে ভয়াবহ স্থান পৃথিবীতে আর নেই।

স্পার্টাকাস তাকায় ওই দিকে—অন্যরাও তাকায়—গোটা লাইনটা থেমে যায়—আসে তাদের মর্মন্তুদ যন্ত্রণার পথ চলা; গম আর জলের বোঝা পিঠে উটের সারিও থেমে যায়—থামে চাবুক ও বর্শা হাতে ঠিকাদাররাও। প্রত্যেকেই তাকায় নরকের ওই দীর্ঘবিসারী ফিতের মতো কালো ছায়াটার দিকে। তারপর আবার শুরু হয় চলা।

ওরা যখন পৌঁছুল কালো শৈলশ্রেণীর পেছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কালো পাহাড়ের শ্রেণী আরও কালো, আরও হিংস্র, আরও শঙ্কাজনক হয়ে উঠছে। দিনের কাজও শেষ হয়! ক্রীতদাসের দল বেরিয়ে আসে পাহাড়ের সুরঙ্গগুলো থেকে।

স্পার্টাকাস ভাবে, "এগুলো কী? কী এগুলো?"

ওর পিছনের লোকটি ফিসফিস করে বলে, "ভগবান আমায় রক্ষে করুন।"

কিন্তু এখানে ভগবান ওকে রক্ষা করবেন না। ভগবান এখানে নেই। থাকলেই বা কী করবেন ভগবান? এতক্ষণে স্পার্টাকাস বোঝে—পাহাড়ের সুরঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসা বস্তুগুলি মরুভূমির কোন বিচিত্র জীব নয়-ওরই মতো মানুষ, আর ও একদিন যেরকম শিশু ছিল, তেমনি একদল শিশু। হ্যাঁ শিশুই ওরা, কিন্তু কী তফাত! এই পার্থক্য ধীরে ধীরে এসেছে ওদের ভেতর বার দুদিক থেকেই! যে-শক্তির জুলুমে ওরা অমানুষ হয়েছে, তার সহায় হয়েছে ওদের মন। মানুষ থাকার ইচ্ছা বা প্রয়োজনবোধ ওদের মন থেকে মুছে গেছে ধীরে ধীরে। একবার তাকাও, ভালো করে তাকিয়ে দেখো ওদের দিকে। স্পার্টাকাসদের হৃদয় যা বহু বছরের নিষ্পেষণে পাথর হয়ে গেছে, তাও আজ ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে। ও ভেবেছিল ওর ভেতরকার করুণার প্রস্রবণগুলি শুকিয়ে গেছে।

কিন্তু আজ যে তাতে আবার জলের ধারা জাগছে। ওর শুকনো জলহীন দেহ এখনও যেন অশ্রুবর্ষণ করতে পারে! ও তাকিয়ে থাকে ঐ দিকে—পিঠের ওপর কড়া চাবুকের ভাষায় চলবার হুকুম আসে। কিন্তু তবু দাঁড়িয়ে থাকে—সামনের দিকে চেয়ে।

যারা খনির ভেতরে ছিল, হামাগুড়ি দিয়েই কাজ করতে হয়েছে তাদের। বাইরে এসেও তারা জন্তুর মতোই হামাগুড়ি দিয়ে চলছে। এখানে আসার পর থেকে ওরা স্নান করেনি; বোধ হয় জীবনে আর কখনও করবে না। চামড়ার ওপর কালো ধুলো আর খয়েরি রঙের ময়লার ছোপ-ছোপ দাগ। চুলগুলি লম্বা, জটপাকানো; শিশু ছাড়া সকলেরই মুখে লম্বা-লম্বা দাড়ি। এদের মধ্যে জাতিতে শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় দুরকম লোকই আছে; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে কোন পার্থক্যই নেই। ওদের কনুই আর হাঁটুতে পুরু কড়া, সকলেই উলঙ্গ—সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আর উলঙ্গ থাকবে নাই বা কেন? বস্ত্র কি ওদের বেশীদিন বাঁচিয়ে রাখবে! খনি-গুলোর উদ্দেশ্য তো মুনাফালুট—,রোমের পুঁজিপতিদের পেট ভরানো। ছেঁড়া ন্যাকড়া কিনতে গেলেও পয়সা খরচ হবে।

কিন্তু একটা কিছু আছে ওদের সঙ্গে—সে হচ্ছে ওদের গলায় ব্রোঞ্জ বা লোহার বেড়ি। ওই কালো পাহাড়ের ভেতর থেকে গুঁড়ি মেরে ওরা বেরিয়ে এলেই ঠিকাদার ওদের একটা লম্বা শিকল পরায়—পর পর বিশ জনকে একসঙ্গে। ঐভাবেই তারা ডেরায় ফেরে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কেউ কখনও পালায়নি ন্যুবিয়ার খনি থেকে—ওখান থেকে পালানো যায় না। এখানে বছর খানেক কাজ করার পর ওরা আর মনুষ্যজগতের কেউ না। শেকলটা প্রয়োজনের বস্তু হলেও আসলে ওটা প্রতীক।

স্পার্টাকাস ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে—খোঁজে ওর মতো যারা। ওর সগোত্র ক্রীতদাস সবারই জাতি গোত্র এক। ও নিজেকে বলে, "কথা বলো ওদের সঙ্গে।" কিন্তু ওরা কথা কয় না—মৃত্যুর মতো স্তব্ধ। ও কাকুতি মিনতি করে, "একটু হাসো" কিন্তু কেউ হাসে না।

ওরা নিজের নিজের যন্ত্রপাতি বয়ে নিয়ে চলেছে—শাবল, বাটালি আর গাঁইতি। কারো কারো মাথায় বাঁধা যেমন তেমন ভাবে তৈরী এক-একটা বাতি। শিশুরা অস্থিচর্মসার, মাকড়শার মতো দেখতে, খুঁড়িয়ে হাঁটে—হাঁটতে গেলেই ওদের পায়ের শিরায় টান পড়ে। আলোয় কেবল চোখ মিটমিট করে। ওরা বড় হতে পায় না—খনিতে আসার পর মাত্র বছর দুই ওরা টিকে থাকে। কিন্তু উপায় কী। স্বর্ণবাহী শিরাগুলো যখন বেশী ভেতরে থাকে এবং এঁকেবেঁকে পেঁচিয়ে পাক খেয়ে ক্রমশঃ সরু হয়ে আসে তখন ওই শিশুরা ছাড়া অন্যের পক্ষে সেখানে প্রবেশ সম্ভব নয়। থ্রেশিয়ানরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশ দিয়ে ওরা শেকল বয়ে চলে। নূতন আমদানী লোকদের দিকে তাকায় না, ওদের

কোন কৌতূহল নেই। ওদের কিছু আসে যায় না কে এল আর কে গেল।

এবং স্পার্টাকাস জানে। মনে মনে বলে: কদিনের মধ্যে আমিও অমনি নির্বিকার হয়ে যাব। কোন কৌতূহল থাকবে না। ওই তো ভয়ের।

দাসেরা খেতে যায়। থ্রেশীয়ানদেরও তাদের সঙ্গে নিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, কালো পাহাড়গুলির গায়েই ওদের ডেরা—পাথরে তৈরী সামান্য একটু আশ্রয়। বহুকাল আগে এটা তৈরী হয়েছিল—সে কতকাল কারো স্মরণ নেই। এবড়ো-খেবড়ো আঁকাবাঁকা কালো পাথরের বিরাট বিরাট চাঙড় দিয়ে তৈরী এই ব্যারাকগুলি। ভেতরে আলোর লেশমাত্র নেই—হাওয়া চলাচলের জন্য দুমাথায় দুটি ঘুলঘুলি মাত্র। মেঝেতে কত শতাব্দীর আবর্জনা পচে জমে শক্ত হয়ে আছে। ঠিকাদারেরা এখানে ভুলেও ঢোকে না। ভেতরে যদি কোন গোলমাল হয় তবে খানাপানি বন্ধ। কয়েকদিন খাদ্য পানীয় পেটে না পড়লেই ওরা পোষ মানে। তখন জন্তুর মতো গুঁড়ি মেরে ডেরা থেকে বেরিয়ে আসে। ভেতরে কেউ মরলে গোলামরাই তার দেহটাকে বাইরে আনে। কখনও কোন বাচ্চা হয়তো সুদীর্ঘ ব্যারাকের কোন এক প্রান্তে মরে পড়ে থাকে। কারো খেয়ালই হয় না—একটা মানুষ যে নেই। ওরা টের পায় যখন পচে দুর্গন্ধ বের হয়। এই হল এদের ব্যারাক।

শেকল খুলে রেখে ওরা ভেতরে যায়। দরজার মুখেই ওদের শেকল খুলে নেওয়া হয়। এবং একটা কাঠের বাটিতে করে খাবার ও চামড়ার থলিতে করে জল দেওয়া হয়। সেরটাক জল দিনে দুবার—এই হচ্ছে ওদের বরাদ্দ। এখানকার উত্তাপ যে-পরিমাণ রস শুষে নেয় ওদের দেহ থেকে তার পূরণ হয় না, এই সের দুই জলে। তাই ক্রমাগত দেহের জলীয় অংশ শুকিয়ে যেতে থাকে। এবং অন্য কিছুতে যদি ওরা নাও মরে ক্রমবর্ধমান জলশূন্যতার দরুন ওদের মূত্রাশয় বিকল হয়ে যায়। ব্যথা বেদনা খুব বেশী হয়ে যখন ওরা কাজে অক্ষম হয় তখন ওদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় মরুভূমির বুকে শেষ শয্যা পাতবার জন্য।

এসব জানে স্পার্টাকাস। গোলামদের জ্ঞাতব্য সব কিছুই ওর জানা। গোলাম গোষ্ঠীই ওর আপন জন। এই গোষ্ঠীতেই ওর জন্ম, এদের মধ্যেই ও বড় হয়েছে এবং ওর মন পরিণতি লাভ করেছে। ও জানে ওদের নিগূঢ় মর্মকথা। সে হচ্ছে একটি কামনা—সে কামনা ভোগের নয়, আরামের নয়, আহার-বিহারের নয়—গান, হাসি, প্রেম, নারী, সুরা—কিছুরই নয়। সে শুধু থাকা, কোনোমতে টিকে থাকার কামনা।

কিন্তু কেন যে এই কামনা তা জানে না স্পার্টাকাস। এই কামনার হেতু বা যুক্তি কিছুই খুঁজে পায় না ও। এ ওদের সহজাত প্রবৃত্তি। এ আর জ্ঞান এক জিনিস নয়। জ্ঞান আর-কিছুটা বেশী। সে যাই হোক, এভাবে কোন জীব বেঁচে থাকতে পারে না। উদ্বর্তনের রকমটা সহজও নয়, সরলও নয়। বেঁচে

থাকার সমস্যা যাদের আদৌ নেই, তাদের আর সব সমস্যার চাইতে অনেক বেশী জটিল, কঠিন ও ভাবনাসাপেক্ষ এই কোনমতে টিকে থাকার সমস্যা, কিন্তু কেন এরকম সে কারণটুকুই স্পার্টাকাস জানে না।

এবারে ও থাকবে বেঁচে। ও মানিয়ে নিচ্ছে, নিজকে বেঁকেচুরে ভেঙে ফেলছে, এখানকার আবহাওয়া সয়ে নিচ্ছে, ও তো একটা যন্ত্রমাত্র—যা ভীষণভাবে তারল্য-ধর্মী ও নমনীয়। শৃঙ্খল থেকে মুক্ত অবস্থায় ওর দেহ শক্তিসঞ্চয় করে। কতকাল ধরে ও আর ওর সঙ্গীরা বহন করে চলেছে ওই শৃঙ্খল, এই নিয়ে সাগর পেরিয়েছে, নীল নদীর ধার দিয়ে, মরুভূমির বুকের ওপর দিয়ে চলেছে সপ্তাহের পর সপ্তাহ। এখন ওর শৃঙ্খল খুলে গেছে। ও পালকের মতো হালকা বোধ করছে। যেটুকু শক্তিসংগ্রহ হলো তার অপচয় ও করবে না। ও জল খায়—অনেক জল। এত জল ও বহুদিন দেখেওনি। ঢকঢক্ করে জলটুকু গিলে ফেলে পেচ্ছাব করে জলটাকে নষ্ট করবে না। খুব যত্ন করে সাবধানে রাখবে—তারপর অনেক ঘণ্টা ধরে একটু একটু করে খাবে—যাতে প্রতিটি বিন্দু দেহের অণুতে পরমাণুতে প্রবেশ করে। এবারও খাবার খাবে গম ও যবের মণ্ড শুকনো পঙ্গপাল দিয়ে রান্না করা। শুকনো পঙ্গপালের মধ্যে আছে শক্তি এবং জীবনের রসায়ন। আর গম-যব—ওই উপাদানই তো রয়েছে ওর দেহের মাংসে। এর চেয়ে অনেক খারাপ খাদ্যও খেয়েছে ও। যেমন খাদ্যই হোক তাকে শ্রদ্ধা করা উচিত। যে খাদ্যকে শ্রদ্ধা করে না সে খাদ্যের শত্রু। সে বেশীদিন বাঁচে না।

অন্ধকার ব্যারাকে প্রবেশ করে ও। ঝলকে ঝলকে পচা পূতি গন্ধ ওর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ওপর যেন নখর বসায়। কিন্তু দুর্গন্ধে কেউ মরে না। শুধু বোকা আর স্বাধীন মানুষেরা বমি করার বিলাস করে। ওর পেটে যে খাদ্য গেছে তার এক কণিকাও ও ঐভাবে নষ্ট করবে না। ও এই গন্ধের সঙ্গে লড়াই করবে না। এসব জিনিসের সঙ্গে তো লড়াই করা যায় না। বরঞ্চ ও আলিঙ্গন করবে এই গন্ধকে, স্বাগত করবে; ধীরে ধীরে একটু একটু করে এ গন্ধ ওর সত্তায় প্রবেশ করুক, তা হলে আর ভয় দেখাতে পারবে না।

অন্ধকারে চলে ও—ওর পা দুখানি ওকে পথ দেখায়। ওর পা ই ওর চোখের কাজ করে। হোঁচট খাবে না ও—খেলে চলবে না; পড়বে না; কারণ একহাতে রয়েছে খাদ্য, আর একহাতে জল। ঠাহর ক'রে ক'রে ও পাথরের দেয়ালের কাছে পৌঁছায়—দেয়ালে পিঠ ঠেসান দিয়ে বসে পড়ে। তত খারাপ তো নয় জায়গাটা। বেশ ঠাণ্ডা পাথর—পিঠটারও একটা অবলম্বন পাওয়া গেল। ও খাবার খায়, জল খায়। ওর চারদিকে মানুষ আর মানবকদের চিবানোর ও শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। ওর মতো তারাও খাচ্ছে। ওর দেহের যন্ত্রপাতিগুলো অত্যন্ত নিপুণ। নিপুণভাবেই তারা ঐ সামান্য খাদ্য থেকে যা প্রয়োজন তা আহরণ করে নিচ্ছে। বাটি থেকে খাদ্যের শেষ কণাটিও খুঁটে খায় ও। জল যেটুকু অবশিষ্ট

ছিল নিঃশেষে পান করে। তারপর কাঠের বাটিটা ব'সে ব'সে চাটে। ক্ষু
এখনও ওর ধাতস্থ হয়নি। খাদ্য অর্থই হচ্ছে টিকে থাকা। খাদ্যের প্রতিটি কণ
পাত্রে সামান্যতম দাগও টিকে থাকার রসদ আছে।

খাওয়া শেষ। কেউ কেউ পরিতৃপ্ত, কেউ হতাশ। হতাশা এখনও সম্পূ
নিঃশেষ হয়নি এখান থেকে। আশা যায়। কিন্তু নৈরাশ্য দৃঢ়ভাবে আঁকে
থাকে। তাই এখানে এখনও আছে আর্তি, আছে অশ্রু, আছে দীর্ঘশ্বাস। কো
থেকে যেন থেমে থেমে চীৎকারও শোনা যাচ্ছে; কথা শোনা যাচ্ছে। ভা
ভাঙা গলায় কে যে যেন ডাকে :

"স্পার্টাকাস, কোথায় তুমি?"

"এই যে আমি এখানে," ও জবাব দেয়।

"এইখানে একজন থ্রেশিয়ান আছে।" আর-একটা স্বর বলে। থ্রেশিয়া
ওরই আপনার লোক—ওকে ঘিরে ঘন হয়ে আসে। তাদের হাতের স্পর্শ পায়
বোধহয় অন্যেরা শুনছে—ওরা একেবারে স্তব্ধ হয়ে আছে। কথা বলার পালা তে
নূতন যারা এল তাদের। যারা আগে এসেছে তাদের মনে পড়ে সেইসব ঘটনা—
যা মনে করতেও আজ ভয় হয়। কেউ কেউ গ্রীক ভাষা বোঝে, অন্যেরা বো
না। কারো কারো মনের গহনে হয়তো লুকিয়ে আছে, থ্রেস-এর তুষারমৌ
পর্বতের স্মৃতি—সেখানকার মধুময় শীতল স্নিগ্ধতা, পাইনবনের ভিতর দিয়ে বয়ে
যাওয়া ছোট্ট নদী আর পাহাড়ের গায়ে গায়ে নেচে-বেড়ানো কালো কালো
ছাগলছানার স্মৃতি। কে জানে নিকষ-কালো পর্বতশ্রেণীর ওই হতভাগ্য মানুষ
গুলির বুকে কিসের স্মৃতি এখনও জেগে আছে!

ওরা ডাকে, "থ্রেশিয় বন্ধু!"

স্পার্টাকাস বোঝে, ওরা ওর চারদিকে ঘিরে আছে। হাত বাড়ায়, একজনে
মুখে লাগে—চোখের জলে ভেজা। চোখের জল! ও তো অপচয়।

"আমরা কোথায়, স্পার্টাকাস? আমরা কোথায়? "একজন চাপা স্বরে শুধায়

"আমরা হারিয়ে যাইনি। কিভাবে এখানে এসেছি, মনে আছে আমাদের।"

"কে মনে রাখবে আমাদের?"

"আমরা হারিয়ে যাই নি।" স্পার্টাকাস আবার বলে।

"কিন্তু আমাদের মনে রাখবে কে?"

এ ভাবে কথা বলা যায় না। ও ওদের কাছে পিতার মতো। ওর দ্বিগুণ বয়
যাদের তাদের কাছেও—আদিম সমাজের গোষ্ঠীপিতার মতো। ওরা সবাই থ্রেশী
কিন্তু আসল থ্রেশীয় হল স্পার্টাকাস। পিতা যেমন তার সন্তানদের গল্প বলে
তেমনি করে কোমল স্বরে ও গায় ঃ

সাগরতল উথাল পাতাল,
উতল সাগরজল,

পশ্চিম পবন ঐ হেঁকে যায়
জাগিয়ে কলকল।
কাতার বেঁধে ঢেউগুলি সব
উঠছে ফুলে ফুলে,
ঢেউ-সওয়ারী শুভ্র ফেনা
ছড়ায় কত দূর
সমরে যায় বুক ফুলিয়ে
দানান মহা-শূর
কাতার-বাঁধা ঢেউয়ের মতো
সেনার কাতার চলে,
ওই দেখো ওই সমরে যায়
দামাল দামাল ছেলে।

ও ওদের মন কেড়ে নেয়—ওদের দুঃখ বেদনা আপন হাতে তুলে নেয়। মনে মনে বলে : "পুরানো গান, কিন্তু কী অসীম জাদু তার।" ও যেন এই ভয়াল অন্ধকার থেকে ওদের বের করে নিয়ে আসে--ওরা এসে দাঁড়ায় ট্রয়ের মুক্তাশুভ্র সমুদ্র-উপকূলে। ওই যে দেখা যায় ট্রয় নগরীর শ্বেতশুভ্র হর্ম্যচূড়া—ওই যে সোনা আর ব্রোঞ্জের তৈরী বর্মপরিহিত যোদ্ধবাহিনী। কোমল সুরের ওঠানামা চলে—খুলতে খুলতে যায় ওদের ভয় আর উদ্বেগের গ্রন্থি। অন্ধকারের মধ্যে শোনা যায় নড়াচড়ার শব্দ। ক্রীতদাসদের গ্রীক্‌ভাষা জানার প্রয়োজন হয় না। স্পার্টাকাসের থ্রেশীয় ভাষায় গ্রীক্ ভাষার সাথে মিল সামান্যই আছে। তবু ওরা এই গাথাটিকে ওরা চেনে, জানে ওরা, এই গাথার মধ্যে একটা প্রাচীন জাতির গৌরবের ঐশ্বর্য সঞ্চিত আছে দুঃখের দিনের সান্ত্বনার জন্য।

তারপর শুয়ে পড়ে স্পার্টাকাস। হ্যাঁ, ঘুমোবে স্পার্টাকাস। বয়সে ও তরুণ; বহুদিন আগেই অনিদ্রারূপী ভীষণ শত্রুকে ও জয় করেছে। নিজেকে শান্ত সংহত করে ও শৈশবের স্মৃতি হাতড়ায়। ও ভালোবাসত শীতল স্বচ্ছ নীল আকাশ, ভালোবাসত সূর্যের আলো আর বাতাসের কোমল স্পর্শ। পাইনবনে শুয়ে শুয়ে দেখত—ছাগলরা ঘাস খাচ্ছে; অতিবৃদ্ধ একজন ব'সে আছে ওর পাশে। পড়তে শেখাচ্ছেন। একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে দাগ দিয়ে দিয়ে অক্ষরপরিচয় করাচ্ছেন আর বলছেন, "পড়ো বাবা, শিখে নাও। আমাদের গোলামদের ঐ তো অস্ত্র। ঐটি না থাকলে আমরা তো জানোয়ারের সামিল। যে দেবতা মানুষকে আগুন দিয়েছেন, তিনিই তাদের মনের কথা লিখে রাখার ক্ষমতা দিয়েছেন—যাতে বহুদিন আগের স্বর্ণযুগে দেবতারা কী ভাবতেন তা তারা মনে রাখতে পারে। তখন মানুষ দেবতাদের কাছাকাছি থাকত, যখন খুশি কথা বলত তাদের সঙ্গে। গোলাম-টোলাম ছিল না সে-সময়। আবার ফিরে আসবে

সে-যুগ।"

সব মনে পড়ে . . . স্মৃতিগুলো সব স্বপ্ন হয়ে যায় . . . এক সহমায় ঘুমিয়ে পড়ে স্পার্টাকাস . . .

ভোরবেলা ভেরীর শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। ভেরী বাজানো হয় ব্যারাকের ঠিক প্রবেশমুখে। সেই কর্কশ শব্দ সমস্ত ব্যারাকটার পাথুরে গহ্বরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে। ও ওঠে। ওর আশেপাশে সবাই ওঠে। আলকাতরার মতো কালো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দরজার দিকে অগ্রসর হয়। স্পার্টাকাস তার জলের পাত্র আর কাঠের বাটিটা সঙ্গে নেয়। ও দুটো ভুলে গেলে—সারা দিনের জন্য খাদ্য-পানীয় বন্ধ। গোলামির রীতিনীতি ওর রপ্ত আছে। এবং যেখানেই হোক এমন কিছু নূতন নিশ্চয়ই থাকবে না যা ও আগে থেকে আঁচ করতে পারবে না। চলতে চলতে ওর এ পাশে ওপাশে কতকগুলি দেহের চাপ অনুভব করে। ও সকলের সঙ্গে ব্যারাকের অপর প্রান্তে দরজার দিকে এগিয়ে যায় কর্কশ শব্দে ভেরীনিনাদ হতেই থাকে।

সবে প্রত্যূষ--মরুভূমি ঠাণ্ডা। এমন ঠাণ্ডা কোনো সময়ে হয় না। ঠিক এই সময়টুকুই মরুভূমি পরম মিত্র। স্নিগ্ধ মলয় বাতাসে কালো পাহাড়টা শীতল হয়ে ওঠে। বিলীয়মান নীল-কালোয় আকাশটা অপরূপ। জ্বলজ্বলে তারাগুলি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই আনন্দহীন, আশাহীন পুরুষের জগতে ওরাই একমাত্র নারী-সত্তা। এই ন্যুবিয়ার স্বর্ণখনিতেও যেখান থেকে কোন দিন কেউ ফেরে না— গোলামদের একটু অবকাশ প্রয়োজন। অবকাশ ওদের মেলে রাত্রিশেষের এই সময়টুকুতে যখন ওদের হৃদয় ভরে ওঠে তীব্র এক তিক্ত মধুরে যা আবার আশা জাগিয়ে তোলে।

ঠিকেদাররা এক দিকে দাঁড়িয়ে জোট জোট হয়ে রুটি চিবোয়, জল খায় একটু একটু করে। আর চার ঘণ্টার মধ্যে গোলামদের খাদ্য-পানীয় দেওয়া হবে না। ক্রীতদাস হওয়া এক কথা আর ঠিকেদার হওয়া আর-এক কথা। ওদের গায়ে পশমী পোশাক, হাতে চাবুক, ভারী ডাণ্ডা আর একটা বড় ছুরি। এই ঠিকেদাররা কারা? কেন এসেছে ওরা এই নারীবিবর্জিত দেশে?

ওরা আলেকজান্দ্রিয়ার লোক। রুক্ষ, নির্মম। ওরা এখানে আসে কারণ মাইনে বেশী, তাছাড়া খনি থেকে যত সোনা বেরুবে তার শতকরা একটা হারে পাবে। ওরা আসে সম্পদ ও অবসরের স্বপ্ন নিয়ে—ওরা আসে এই কোম্পানিতে পাঁচ বছর কাজ করলে পর রোমের নাগরিকত্ব পাবে, সেই আশায়। ওরা বাঁচে ভবিষ্যৎ নিয়ে—রোমে ফিরে গিয়ে কোনও বড় ভাড়ার বাড়ির একটা কামরা ভাড়া করবে; দাসী ও সঙ্গিনী হবার জন্য প্রত্যেকে তিনটে, চারটে, পাঁচটা বাঁদী কিনবে; সারাদিন খেলায় মত্ত থাকবে বা স্নানাগারে কাটাবে আর রাত্রিবেলা নেশায় বুঁদ হয়ে থাকবে। ওদের বিশ্বাস ন্যুবিয়ার এই নরকে

এলে ওদের ভাবী পার্থিব স্বর্গের পথ প্রশস্ত হবে। কিন্তু আসল সত্য হল—জেল-প্রহরীদের মতো এই হতভাগা মানুষগুলোর ওপর ছোট-খাট বাদশাগিরি করা ওদের কাছে নারী, সুরা, সুগন্ধির চাইতেও বেশী লোভনীয়।

অদ্ভুত মানুষ এরা, আলেকজান্দ্রিয়ার বস্তি-অঞ্চলের বিশিষ্ট পয়দা, এরা গ্রীক ও আরমাইক মিশিয়ে এক দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে। গ্রীকরা মিশর জয় করার দুই শতাব্দী পরেও ওরা রয়ে গেল—না মিশরের না গ্রীসের লোক। ওরা স্রেফ আলেকজান্দ্রিয়ার মানুষ। যার মানে হল ওরা দুষ্কর্মে পোক্ত, মানুষবিদ্বেষী, এবং ঈশ্বর-দেবতায় অবিশ্বাসী। ওদের কামনা বিকৃত কিন্তু অসাধারণ নয়। পুরুষ এদের শয্যা-সঙ্গী। খাট (khat) পাতার রস খেয়ে নেশায় চুর হ'য়ে ওরা ঘুমায়। লোহিত সাগরের উপকূলে প্রচুর পরিমাণে জন্মায় এই পাতা।

প্রদেশের সেই শান্ত প্রহরে দাসের দল বিরাট পাথরের ব্যারাকটা থেকে বেরিয়ে আসে, শেকল কাঁধে তুলে নেয়—তারপর যায় মিশকালো পর্বত-শ্রেণীটার দিকে—স্পার্টাকাস নিরীক্ষণ ক'রে দেখে ঠিকেদারদের। এরাই হবে ওর প্রভু, ওর জীবন আর মৃত্যুর মালিকানা ওদের হাতে। তাই ও ভালো করে দেখে ওদের মধ্যেকার ছোটখাট পার্থক্য, ওদের স্বভাব, ব্যবহার, এবং অন্যান্য যা বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ। খনির ঠিকেদারেরা মনিব ভালো নয়। কেউ কেউ একটু কম নির্দয়, কেউ বেশী, অত্যাচার করে কারো বা বেশী উল্লাস হয়, কারো বা কম। ও ওদের অভিনিবেশের সঙ্গে দেখে—ওরা আলাদা আলাদা হয়ে ক্রীতদাসদের এক একটা দলকে খনির দিকে নিয়ে যায়। এখনও বড় অন্ধকার। ঠিকেদারদের মুখ ও মুখাবয়বের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলো ধরা যায় না। কিন্তু ওর অভ্যস্ত চোখ মানুষের চলা ও নড়াচড়ার ভঙ্গি থেকেই তার পরিচয় পায়।

এখনও ঠাণ্ডা। ক্রীতদাসেরা সম্পূর্ণ নিরাবরণ। ওদের ওই নিরর্থক রোদে পোড়া জননেন্দ্রিয়গুলোকে ঢাকবার মতো নেংটিটুকুও নেই। ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে, দুই বাহু দিয়ে দেহটাকে শক্ত ক'রে জড়ায়। গোলামের জীবনে রাগ নিষ্ফল। তাই ধীরে, অতি ধীরে স্পার্টাকাসের রাগ হয়—ও ভাবে "আমরা এ ছাড়া সব সইতে পারি। আমাদের লিঙ্গগুলোকে ঢাকবার মতো একফালি ন্যাকড়াও যখন জোটে না, তখন আমরা জানোয়ার ছাড়া আর কী?" মনে মনে সংশোধন করে ভাবনাটাকে। "না, আমরা জানোয়ারও নই, তারও অধম। রোমানরা যখন এ দেশ অধিকার করল আমরা এখানে ক্রীতদাসই ছিলাম। যে আবাদে আমরা কাজ করতাম—সেখানে গোরুমোষগুলোকে রেখে দিল—বেছে বেছে আমাদের পাঠিয়ে দিল খনিতে।"

ভেরীর শব্দ থেমে যায়। ঠিকেদারেরা তাদের চাবুকগুলো নিয়ে গুটিয়ে রাখা ষাঁড়ের চামড়ার দড়িগুলো খোলে। দড়িগুলোর শক্ত ভাব দূর করার জন্য শূন্যে চাবুক চালায়, যাতে প্রভাতী আকাশ চাবুকের মর্মভেদী শপাং শপাং

শব্দের সংগীতে ভরে ওঠে। বাতাসে চাবুক চালায় কারণ এত সকালে মানুষের মাংসের ওপর চাবুক চালানো যায় না। সারবন্দী গোলামের দল চলে। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে—স্পার্টাকাস কম্পমান অস্থিচর্মসার শিশুগুলোকে পরিষ্কার দেখতে পায়। এরাই বুকে হেঁটে হেঁটে পৃথিবীর জঠরে প্রবেশ করবে—সাদা পাথরের অঙ্গ খিমচে খিমচে সোনা বার করবে। অন্য থ্রেশীয়রাও দেখে কারণ তারা স্পার্টাকাসের কাছ ঘেঁসে ঘেঁসে চলেছে। কেউ কেউ চাপা স্বরে বলেও .

"বাপ-বাপ—এ কেমনধারা নরক ?"

স্পার্টাকাস বলে: "সব ঠিক হয়ে যাবে।" যারা বয়সে ওর পিতার বয়সী তারা যখন ওকে পিতা বলে সম্বোধন করছে তখন এ ছাড়া আর কী বলতে পারে ও ?

থ্রেশীয়দের জটলাটা ছাড়া আর সবাই এসে পৌঁছায় পাহাড়ের কাছে।

দলেরই একজনের নেতৃত্বে জন ছয়েক ঠিকেদার বালিতে চাবুক দিয়ে লাইন টানতে টানতে এগিয়ে চলে নূতন আসা মানুষগুলোর দিকে। একজন হেঁড়ে গলায় তার দুর্বোধ্য ভাষায় হাঁক দেয়:

"এই থ্রেশীরা। তোদের সর্দার কে ?"

কোন প্রত্যুত্তর নেই।

"বড্ড সকাল এখনও তাই চাবুক চালাচ্ছি না রে ব্যাটা।"

এবার স্পার্টাকাস বলে, "ওরা আমাকে বাপ বলে।"

ঠিকেদার ওর আপাদমস্তক দৃষ্টি দিয়ে জরিপ করে। তারপর বলে:

"তুই তো একদম চ্যাংড়া রে। বাবা বলে কী ?"

"আমাদের দেশে অমনিই চলে।"

"তা বাপ। আমাদের দেশের নিয়ম আবার আলাদা। ব্যাটার কসুর হলে, বাপকে চাবুক খেতে হয়। শুন্‌ছিস ?"

"শুনছি।" স্পার্টাকাস বলে।

"তোরা সব্বাই শোন, থ্রেশের পোরা। এ জায়গাটা বড় খারাপ। কিন্তু আরো খারাপ হতে পারে। যত দিন বেঁচে থাকবি, আমরা চাইব কাজ, আর চাইব—সবাই বাধ্য হয়ে চলবি। মরে গেলি তো আর কিছু চাইব না। অন্য সব জায়গায় মরার চাইতে বেঁচে থাকাটা বেশি আরামের। আমরা এখানে বাঁচার চাইতে মরাটাকে আরও বেশি আরামের করে দিতে পারি। বুঝেছিস ?"

সূর্য উঠছে। ওদের শেকল বেঁধে দেওয়া হয়। শেকলগুলো বয়ে নিয়ে ওরা এগোয় পাহাড়ের দিকে। শেকল খুলে নেওয়া হয় এবারে। ওদের হাতিয়ার দেওয়া হয়—লোহার শাবল, হাতুড়ি আর লোহার গোঁজ। পাহাড়ের নীচের দিকে কালো পাথরের গায়ে একটা শাদার রেখা দেখিয়ে দেওয়া হয়। ঐটে

শিরার মুখও হতে পারে, আবার কিছুই না হতে পারে। যা'ই হোক না কেন—কালো পাথর কেটে যে পাথরে সোনা আছে সেই পাথর বের করতে হবে।

সূর্য আকাশে উঠে যায়। দিনের প্রচণ্ড তাপ শুরু হয়। শুধু শাবল, আর হাতুড়ি আর গোঁজ। স্পার্টাকাস হাতুড়ি চালায়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওটার ওজন যেন বাড়ে। ওর দেহ মজবুত। মেহনতও করেছে। কিন্তু এ ধরনের কাজ ও কখনও করেনি। কিছুক্ষণের মধ্যে দেহের পেশীগুলোতে যেন টান ধরে। টনটন করতে থাকে। হাতুড়িটার ওজন আঠারো পাউণ্ড—ও বলাতেই সহজ। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওই হাতুড়ি চালানো সে যে কী ভীষণ যাতনা—তা বর্ণনা করার ভাষা নেই। এ জায়গায় জল দুর্ঘট—কিন্তু স্পার্টাকাসের ঘাম হতে আরম্ভ করে। লোমকূপ ভেদ করে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঘাম বেরবে। কপালের ঘাম চোখের ওপর দিয়ে বেয়ে বেয়ে পড়ে। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে ঘাম বন্ধ করতে চেষ্টা করে স্পার্টাকাস। এখানে ঘাম হওয়া মানেই মৃত্যু। কিন্তু ঘাম থামে না। ওর বুকের মধ্যে পিপাসা একটা বুনো, যন্ত্রণাদায়ক ভয়াল জন্তুর মতো হয়ে ওঠে।

কিন্তু চার ঘণ্টা—যে যেন চিরকাল—সীমাহীন, অনন্ত। দাসদের চাইতে দেহের চাহিদার টুঁটি চেপে রাখতে আর কে ভালো জানে। কিন্তু চারটে ঘণ্টা—সে অনন্তকাল। অবশেষে জলের থলিগুলো যখন হাতে হাতে দেওয়া হয়—স্পার্টাকাসের মনে হয় ও যেন তৃষ্ণায় মরে যাবে। থ্রেশীয়রা সবাই চামড়ার থলি নিঃশেষ ক'রে আশীর্বাদের মতো সেই সবুজ তরল পদার্থের ধারা পান করে। পরক্ষণেই বুঝতে পারে কী নির্বোধের মতো কাজ করেছে ঐভাবে জল গিলে।

এই হল ন্যুবিয়ার সোনার খনি। দুপুর নাগাদ ওদের শক্তি ও কাজ করার সামর্থ্য প্রায় নিঃশেষ। তখন পড়ে চাবুক। ঠিকেদারদের নিপুণ হাতের চাবুক শরীরের যে কোনও অংশ স্পর্শ করতে পারে, আল্‌তোভাবে, হাল্‌কাভাবে, কখনও ভয় দেখাবার জন্য কখনও বা সাবধান করে দেবার জন্য। পড়তে পারে কুঁচকির ওপর, মুখে, পিঠে, ভ্রূর ওপর। সমস্ত দেহটাকে ঝন্‌ ঝন্‌ করে বাজিয়ে দিতে পারে যন্ত্রের মতো। পিপাসা দশগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু জল নেই—মিলবেও না দিনের কাজ শেষ হওয়ার আগে। কিন্তু এরকম দিন যে অনন্তকাল।

তবু শেষ হয় দিন। সবই শেষ হয়। শুরুরও সময় আছে, সারারও আছে। আর একবার ভেরী বাজে—দিনের কাজ সমাপ্ত। স্পার্টাকাস হাতুড়ি রেখে, রক্তঝরা হাত দুটোর দিকে তাকায়। থ্রেশিয়ানদের কেউ কেউ বসে পড়ে। একজন বছর আঠারোর ছেলে কাত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তীব্র যন্ত্রণায় পা দুটো গুটিয়ে যায়। স্পার্টাকাস যায় ওর কাছে :

"বাপ বাপ! তুমি এসেছ?"

"এই যে আমি।" বলে ওর ভ্রূর ওপরে চুম্বন এঁকে দেয় স্পার্টাকাস।

ছেলেটা বলে, "আমার ঠোঁটের ওপর একটা চুমু খাও। আমি তো মরছি। আমার আত্মার যেটুকু অবশিষ্ট থাকে—তোমায় দিয়ে যেতে চাই।"

স্পার্টাকাস ওকে চুমো খায়। কাঁদতে পারে না ও, কারণ সমস্ত শুকিয়ে গেছে ওর, পোড়া-চামড়ার মতো ঝল্‌সে গেছে।

৪

কী করে স্পার্টাকাস এবং অন্যান্য থ্রেশিয়রা নিউবিয়ার সোনার খনিতে গেল, কিভাবে ওরা সেই কালো পর্বতশ্রেণীতে একেবারে বিবস্ত্র হ'য়ে কাজ করত, সে কাহিনী শেষ করে বাতিয়াতাস। অনেকটা সময় লাগল বলতে। ততক্ষণে বৃষ্টি ধরে গেছে; সীসার মতো ধূসর আকাশের নীচে চতুর্দিক জমাট-বাঁধা অন্ধকারে ডুবে গেছে। থরো থরো কম্পমান আলোর বলয়ের মধ্যে মুখোমুখি বসে আছে দুই জন—একজন গ্লেডিয়েটরদের শিক্ষাগুরু, আর একজন ভাগ্যশীলা অভিজাত সৈনিক—ভাবীকালে যিনি হয়তো নিজের জগতে ধনীতম ব'লে খ্যাত হবেন। প্রচুর সুরা পান করেছে বাতিয়াতাস। ওর মুখের ঢিলে পেশীগুলো আরও ঢিলে হয়েছে। ও হচ্ছে সেই-জাতীয় আবেগী মানুষ যার মধ্যে একই সঙ্গে রয়েছে ধর্মকাম ও আত্ম-দরদ এবং পরপীড়নে আত্ম-পীড়ন অনুভব করার বিচিত্র ক্ষমতা। তাই খনির কাহিনী ও বলল জোরালোভাবে রং দিয়ে, আবেগ আর মমতা দিয়ে। তাই ক্রাসসাস চেষ্টা সত্ত্বেও অভিভূত না হয়ে পারেনি।

ক্রাসসাস অজ্ঞও নয়, অনুভূতিহীনও নয়। ও পড়েছে এসকাইলাসের মহাকাব্য যার নায়ক প্রমিথিউস। স্পার্টাকাসের মতো একটা মানুষের পক্ষে অমন হীন অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে এমন উঁচুতে পৌঁছে গেছে যে রোম তার সমস্ত শক্তি একসঙ্গে করেও লোকটার গোলামবাহিনীর মোকাবেলা করতে পারল না, এ যে কী করে সম্ভব হয় তা ক্রাসসাস বোঝে।

ওর অত্যন্ত প্রয়োজন একটা পাগল-করা তাগিদ স্পার্টাকাসকে বোঝার, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ওকে দেখার, যতই কঠিন হোক—গুঁড়ি মেরেও অন্ততঃ একটুখানি ওর ভেতরে প্রবেশ করার, যাতে ওর সমগোত্রীয় যারা অর্থাৎ দাসত্বের শেকলে-বাঁধা মানুষগুলি কী করে যে তারার দিকে হাত বাড়ায়। সেই চিরন্তন রহস্যটার একটুখানি অন্তত কিনারা করতে পারে। ও বাতিয়াতাসের দিকে আড়চোখে চায়। অনেক ঋণে ও ঋণী এই লোকটার কাছে। তাই ভাবতে বসে ছাউনির

কোন বরাঙ্গনাকে ওর শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার জন্য পাঠানো যায়। এমন নির্বিচার কামাসক্ত ও বুঝতে পারে না। ওর রুচি ভিন্ন। সে যাই হোক, যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন ব্যক্তিগত ঋণ-সম্বন্ধে সেনাধ্যক্ষের ভুল হয় না কখনও।

সেনাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করেন :

"স্পার্টাকাস ওখান থেকে পালাল কী করে ?"

"পালায়নি। ওখান থেকে পালাতে কেউ পারে না। জায়গাটা এমনি যে ওখানে থাকলে মানুষের জগতে ফিরে আস র ইচ্ছেটাই মরে যায়। আমি ওকে কিনে এনেছিলাম।"

"ওখান থেকে ? কেন ? কী করে জানলেন ও ওখানে আছে। ও কে ? কেমন লোক ?"

"আমি জানতাম না। আপনি ভাবেন আমার অত নাম—সে মিথ্যে শুধু গপ্পো। আমি একটা বাজে অকেজো মোটা পিপেবিশেষ। আমি কিছুই জানি-টানি না। কিন্তু জেনে রাখুন আমার ব্যাবসাটাও একটা শিল্প। সত্যিই তাই—।"

"বিশ্বাস করি," মাথা নেড়ে বলেন ক্রাসসাস, "এখন বলুন স্পার্টাকাসকে কিনলেন কী ক'রে।"

"আপনাদের সৈন্যদের কি মদ খাওয়া বারণ ?' শূন্য মদের বোতলটা তুলে ধরে বাতিয়াতাস বলে, "না কি, আপনার ভয় হচ্ছে যে এমনিতে তো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেনই, আরো মদ দিলে তার সঙ্গে মাতাল নামটাও যোগ হবে। তবে জানেন তো লোকে বলে, বোকারা জিভে কুলুপ সাঁটে, মদ সেটা খোলে।"

"দিচ্ছি দিচ্ছি," বলে পর্দা তুলে নিজের শোবার কক্ষে যায়। এবং আর একট বোতল নিয়ে ফিরে আসে।

বাতিয়াতাস এখন ওর সাথীর মতো। ছিপি খোলার চাবির জন্য অপেক্ষা না করে টেবিলের পায়ায় বাড়ি দিয়ে বোতলের গলাটা ভেঙে ফেলে। তারপর গ্লাসে মদ ঢালে যতক্ষণ না উপচে পড়ে।

"রক্ত এবং সুরা," হেসে বলে ও, "আমার জন্ম যদি অন্যরকম হতো! আমিও যদি সৈন্য পরিচালনা করতে পারতাম। আপনারও হয়তো গ্লেডিয়েটরদের লড়াই দেখতে ভালো লাগে। দেখতে দেখতে আমার চোখ পচে গেছে।"

"যথেষ্ট লড়াই দেখি আমি।"

"তা দেখেন বৈকি। কিন্তু এরিনার লড়াইতে একটা বিশেষ কায়দা আছে, একটা আলাদা সাহস লাগে যার কাছেও পৌঁছুতে পারবে না—আপনাদের ওই গণ-জবাই। স্পার্টাকাস রোমের সেপাই-সৈন্যের চার ভাগের তিন ভাগ খতম করার পর আপনাকে পাঠিয়েছে তার হারানো ইজ্জত ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু ইটালিকে ধরে রাখতে পেরেছেন কি ? সাচ্চা কথা হল ইটালি স্পার্টাকাসের দখলে। হ্যাঁ, তাকে হারাবেন ঠিকই। রোমের বিরুদ্ধে কোন শত্রু দাঁড়াতে পারে না।

কিন্তু এখন তো সে আপনার ওপরে টেক্কা মেরেছে তাই না ?"

"তা ঠিক।" ক্রাসসাস বলে।

স্পার্টাকাসের এলেমটা কার দৌলতে ? এই শর্মার। কিন্তু ওর সব চাইতে ভালো লড়াই রোমে হয়নি। রোম চায় কষাইখানা। আসল বড় লড়াই হয়েছে কাপুয়া আর সিসিলিতে। আমি বলছি আপনাকে, আপনার ওই সৈন্যটৈন্যরা লড়তে স্রেফ জানে না। মায়ের পেটে বাচ্চা যেমন চারদিক থেকে ঢাকা থাকে, তেমনি করে নানা বর্ম, সাজসাজোয়ায় ও সর্বাঙ্গ ঢেকে আর আপনার ওই লাঠির খোঁচা মেরে কি লড়াই করা যায় ? এরিনাতে ন্যাংটো হয়ে যান দেখি একবার। হাতে থাকবে খালি একখানা তলোয়ার—বাস্। বালি রক্তে ভেজা, হাঁটতে গেলেই গন্ধ নাকে আসে। চারদিকে তুরী বাজছে, ভেরী পেটানো হচ্ছে, সূর্যের আগুন ঝরে পড়ছে, মহিলারা লেসের রুমাল নাড়ছেন, ন্যাংটো দেহগুলো থেকে ঝুলন্ত বিশেষ অঙ্গগুলি থেকে চোখ ফেরাতে পারছেন না তারা। বিকেল পেরুবার আগেই উল্লাসে সব নাচবে—আপনার আসল ফুর্তিটি হবে যখন আপনার পেটটি এ মাথা ও মাথা ফাঁক হয়ে যাবে, আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চ্যাচাবেন, আর আপনার নাড়ীভুড়ি সব খসে খসে মাটিতে পড়বে। এই হল লড়াই, মশাই। যেমন তেমন লোক দিয়ে এ কম্ম হয় না। এ সব লোকের জাতই আলাদা। কিন্তু পাবেন কোথায় ওদের ? আমি টাকা ছাড়ব বৈকি। যদি টাকায় টাকা আনে। আমার দরকারমতো মাল খরিদের জন্য আমি চারদিকে দালাল পাঠাই। আমি সেইসব জায়গায় দালাল পাঠাই যেখানে কমজোর লোকগুলো জলদি জলদি মরে যায়। আর ভীরুগুলো আত্মঘাতী হয়। বছরে দুবার আমি ন্যুবিয়ার খনি এলাকায় লোক পাঠাই। একবার আমি নিজেই গিয়েছিলাম। ওই একবারই যথেষ্ট হয়েছে। একটা খনি চালাতে হলে গোলামগুলোকে চুটিয়ে খাটাতে হয়। বেশির ভাগ বড় জোড় বছর দুই কাজের মতো থাকে। কিছু আবার মাস ছয়েকেই কাবার। খনি চালিয়ে লাভ করতে চাও তো গোলামদের খাটিয়ে ছোবড়া বানিয়ে ছুড়ে ফেলে দাও আর নূতন নূতন কেনো। ও ব্যাটারা জানে এ কথা। তাইতেই ভয়, ওরা মরিয়া হয়ে না ওঠে। খনির ঐ তো হল সবচেয়ে বড় শত্রু—গোলামদের মরিয়া হয়ে ওঠা। ভারী ছোঁয়াচে রোগ। কাজেই যখন দেখবেন কোন ব্যাটাকে ওই রোগে ধরেছে—আর ব্যাটা জোয়ান মর্দ, চাবুক টাবুক ভয় পায় না, পাণ্ডা-গিরি করে, বাস, কোন কথা নেই—নিকেশ করে দিন। তারপর লাশটাকে বাইরে নিয়ে শূলে চড়িয়ে রেখে দিন—মাছি বেচারারা খেয়ে বাঁচবে, আর গোলাম বাবাজীরা বুঝবেন শিং নাড়ার মজাটা কেমন। কিন্তু ও রকম করে মারা মানে নষ্ট করা—ওতে কারো পকেটে দুপয়সা আসে না। তাই আমি ঠিকেদারদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করেছি। ব্যবস্থাটা হল—ঐ রকম লোক ওরা আমার জন্য রেখে দেয়, আর ন্যায্য দামেই ছেড়ে দেয়। টাকা ওদের

পকেটেই যায়। কারো কোন লোকসান নেই। এরা ভালো গ্লেডিয়েটর হয়।"

"ও, তাহলে এভাবেই স্পার্টাকাসকে কিনেছেন?"

"ঠিক ধরেছেন। স্পার্টাকাস আর গান্নিকাস বলে আর একজনকেও কিনেছি। থ্রেশিয়ান। আপনি জানেন ও সময়ে থ্রেশীয়দের খুব কদর—ছোরা খেলায় ওরা ওস্তাদ কিনা। কোন বছর চাহিদা ছোরা খেলার, কোন বছর তলোয়ারের, কখনও বা ফুসিনার। কোন থ্রেশীয় তো জীবনে ছোরা ছুরি ছোঁয়নি। কিন্তু মহিলারা থ্রেশীয় ছাড়া অন্য কারো হাতে ছোরা দেখতেই রাজী নন। এমন একটা কথা চলে আসছে।"

"আপনি নিজেই ওকে কিনেছেন?"

"আজ্ঞে না। দালাল মারফত। তারা শেকল বেঁধে ওই দুজনকে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে চালান করে। নেপলস বন্দরে আমার দালাল আছে। সেখান থেকে শহরে আনা হয় ডুলিতে করে।"

"তাহলে আপনার ব্যাবসাটি নেহাত ছোট নয়।" ক্রাসসাস বলে। কোথায় একটু লাভজনকভাবে কিছু পয়সা কড়ি খাটানো যায়, সেই দিকে ভদ্রলোকের সজাগ দৃষ্টি।

আপনি তারিফ করছেন দেখছি। "বাতিয়াতাস মাথা নাড়ে। গদগদ হয়ে মুখ-ব্যাদান করতে গিয়ে বিশাল চওড়া ঠোঁটের কষ বেয়ে মদ পড়ে। "খুব কম লোকেই তারিফ করে। আপনি জানেন কাপুয়াতে কত টাকা লগ্নী করেছি?"

নেতিসূচক মাথা নাড়ে ক্রাসসাস। "আমরা গ্লেডিয়েটরদের খেলাই দেখি—ভাবি না তো কখনও, এরিনাতে ঢোকার আগে ওদের পেছনে কত টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু ও তো হয়েই থাকে। লোকে সৈন্যবাহিনী দেখে—বলে, ও তো সব সময়েই আছে। থাকবে।"

চমৎকার তোষামুদি। বাতিয়াতাস গ্লাস নামিয়ে ক্রাসসাসের দিকে চায়। তারপর চ্যাপ্টা নাকটাকে একটা আঙুল দিয়ে ঘসতে থাকে।

"আন্দাজ করুন।"

"লাখ দশ!"

"পঞ্চাশ লাখ দিনারাই" ধীরে ধীরে জোর দিয়ে বলে বাতিয়াতাস। "পঞ্চাশ লাখ। ভাবুন একবার। পাঁচ-পাঁচটা দেশে আমার কারবার আছে। নেপলস বন্দরে দালাল আছে। খুব ভালো খাওয়াই—খাঁটি গম, যব, গোরুর মাংস, ছাগলের দুধের পনীর। ছোট খাট খেলা দেখাবার জন্য আমার নিজের এরিনা আছে। ওটার এম্ফিথিয়েটরে পাথরে বাঁধানো বসবার আসন বানিয়ে দিয়েছি, যার খরচ পড়েছে দশটি লাখ।" এ ছাড়া শহরের একটা ফৌজকে আমার খাদ্য জোগাতে হয়। ওদের ঘুষ দিতেও খরচ আছে—মাপ করবেন। তা সব ফৌজী সাহেবরা তো আপনার মতো শরীফ নয়। তার পর আছে ট্রিবিউন আর মহল্লা

মোড়লরা। ছোকরাগুলোর খেলা যদি রোমে দেখাতে যান তবে ওই প্রভুদের জন্য সালানা বরাদ্দ কড়কড়ে পঞ্চাশটি হাজার। মেয়েমানুষের কথা তো বাদই।"

"মেয়েমানুষ?" অবাক হয় ক্রাসসাস।

গ্ল্যাডিয়েটর বা তো আর আবাদের হাল চাষী নয়। তার মেজাজ ঠিক রাখতে হ'লে বিছানার মালের জোগান দিতে হয়। তবে সে তার খিদে চাঙ্গা হবে, লড়বে চাঙ্গা হয়ে। মেয়েদের জন্য আমার একটা আলাদা বাড়িই আছে। বাছাই-করা মেয়ে কিনি মশাই। খানকী-টানকী বাদ। পুরানো বস্তার মতো লঝ্বর শুটকী বুড়ী-টুড়ীর ধারেও যাই না। বেশ শক্ত পোক্ত, বাহাল-তবিয়ৎ আর আনকোরা ডবকা ছুঁড়ী কিনি। হ্যাঁ আনকোরা কিনা, সে যাচাই করেই নি।"

গ্লাসটা নিঃশেষ করে ঠোঁট চাটে বাতিয়াতাস। ওকে দেখে মনে হয়, কী যেন ও ভাবছে, বড় যেন নিঃসঙ্গ। তারপর ধীরে ধীরে মদ ঢালতে ঢালতে বলে: "আমার মেয়ে-মানুষ চাই। অনেকের দরকার হয় না—কিন্তু আমি চাই।"

"আর ওই স্ত্রীলোকটি যাকে লোকে স্পার্টাকাসের স্ত্রী বলে।"

"ভেরিনিয়া," বাতিয়াতাস বলে। ও যেন নিজের মধ্যে ডুবে যায়। ওর চোখে বিশ্বের যত ঘৃণা, ক্রোধ আর কামনা। —"ভেরিনিয়া" আবার বলে।

"ওর কথা বলুন।"

নিস্তব্ধতা। ওর এর পরের কথায় যত না বলা হল, তার অনেক বেশি বলা হয়ে গেল ওর ক্ষণিকের স্তব্ধতায়।

"যখন কিনেছিলাম, বয়েস ছিল ওর বছর উনিশ। জার্মানির এক কুত্তী। ও, কী নোংরা! আস্ত একটা জানোয়ার। খুনই করে ফেলতাম, কিন্তু রক্ষে তা করতে হয়নি। স্পার্টাকাসকে গছালাম। বেশ একটা মশকরা হল। ও ব্যাটা মাগী চায়নি, ও মাগীও মদ্দ চায়নি। মজাই হল।"

"ভেরিনিয়ার কথা বলুন।"

"বললাম তো," দাঁত খিঁচোয় বাতিয়াতাস। ও ওঠে। বেরুতে গিয়ে পরদায় পা জড়িয়ে যায়। ক্রাসসাস বসে বসে শোনে বাইরে ওর প্রস্রাব করার শব্দ। সেনাধ্যক্ষের একটা বিশেষ গুণ একবার যা করবেন বলে ঠিক করেন তা করবেনই। এ ব্যাপারে তিনি নিরলস ও অনন্যমনা। বাতিয়াতাস টলতে-টলতে এসে টেবিলে বসে। তাতে বিন্দুমাত্র বিব্রত হন না ক্রাসসাস। সে তো ওই লোকটাকে ভদ্রলোক বানাতে বসেনি।

"বলুন ওর কথা।" পীড়াপীড়ি করে ক্রাসসাস।

বাতিয়াতাস চিন্তান্বিতভাবে মাথা নাড়ে।

"আমি মাতাল হলে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন?" যেন মর্যাদা আহত হয়েছে ওর।

ও নিয়ে আর কে মাথা ঘামাচ্ছে। যান না আপনার যত ইচ্ছে। কিন্তু বললেন না স্পার্টাকাস আর গান্নিকাসকে ডুলিতে করে শহরে আনা হল; শেকল বেঁধে

নিশ্চয়ই . . . !"

মাথা নাড়ে বাতিয়াতাস।

"আগে তো আর স্পার্টাকাসকে দেখেননি, তবে ?"

"না দেখিনি। তার আমি যা দেখলাম তা আপনার নজরেই আসত না, কিন্তু মানুষকে বিচার করি আমি অন্যভাবে। দু'জনেরই মুখ দাড়িতে ঢাকা ; বেহদ্দ নোংরা, সারা গায়ে ফোড়া পাঁচড়া আর দগদগে ঘা। মাথা থেকে পা পর্যন্ত চাবুকের দাগ। গায়ে এত দুর্গন্ধ যে কাছে ঘেঁসা যাওয়া যায় না—পেটের ভাত উল্টে আসে। নিজেদের বিষ্ঠা সারা গায়ে লেপ্টে শুকিয়ে আছে। আপনি ওদের দিয়ে পায়খানাও পরিষ্কার করাবেন না। খেটে খেটে ওরা ঝাঁঝরা, ধুঁকছে। কিন্তু চোখে ওদের মরীয়া হবার আগুন। আমি তাকালাম ওদের দিকে—দেখতে পেলাম কিছু—ওই দেখতে পাওয়াটা আমার নিজস্ব কলা। আমি ওদের স্নান করালাম, দাড়ি কামিয়ে, চুল ছেঁটে, সর্বাঙ্গে তেল মেখে দিলাম। পেট ভরে খাওয়ালাম। সবকিছু করলাম—"

"এবারে ভেরিনিয়ার কথা বলুন !"

"জাহান্নামে যাও !"

বাতিয়াতাস মদের গ্লাস তুলতে যায়। হাত কেঁপে গ্লাসটা উল্টে যায়। টেবিলের ওপর মাথা এলিয়ে দিয়ে তাকিয়ে থাকে মদের লাল দাগটার দিকে। কে জানে দাগটার মধ্যে ও কী দেখতে পায়। বোধ হয় দেখতে পায় ওর অতীত। আর ভবিষ্যতেরও কিছুটা। ভবিষ্যৎ বলার কলা সবখানিই বুজরুকি নয়। কারণ জানোয়ার নয়, মানুষই পারে তার নিজের কর্মফলের বিচার করতে। বাতিয়াতাস হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে স্পার্টাকাস-এর শিক্ষাদাতা। এমন এক ভবিষ্যতের সঙ্গে সে গাঁথা হয়ে গেছে যার কোন শেষ নেই। হয়তো সবার ক্ষেত্রেই তাই হয়। কিন্তু অজ্ঞাত অনাগত ভাবীকালে মানুষ ওকে মনে রাখবে। স্পার্টাকাসের শিক্ষাগুরু-দেরও গুরু, স্পার্টাকাসকে যারা ধ্বংস করবে তাদের নেতার মুখোমুখি বসে আছে। কিন্তু এক জায়গায় এদের মিল আছে। ভবিতব্যের ইঙ্গিত—স্পার্টাকাসকে কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। এই অসংজ্ঞেয়, অস্বস্তিকর ইঙ্গিত বুঝি দুজনেই স্বীকার করে। পুরোপুরি না হলেও—এই ইঙ্গিতের সামান্যতম অংশেরও স্বীকৃতির যদি শরিক হয়ে থাকে ওরা—তবে দুজনে একই দুর্ভাগ্যের শিকার।

["তোমার এই মোটা বন্ধু," সেনাপতি ক্রাসসাস বলে, কিন্তু পাশে শুয়ে থাকা কেইয়াস-এর চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু। কাহিনীটার মাত্র টুকরো টুকরো শুনেছে সে। কিন্তু ক্রাসসাস তো গল্প শোনাচ্ছেন না। শোনাচ্ছেন—যা রয়েছে ওর মর্মে, স্মৃতিতে, ওর শঙ্কায়, আশায়। দাসদের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ। স্পার্টাকাসও শেষ। ভিলা সালারিয়া সমৃদ্ধির প্রতীক, শান্তির প্রতীক—সেই রোমান শান্তি, যা সারা বিশ্বের পক্ষে শুভদ। আর ও স্বয়ং—একটি বালক ওর শয্যা-সঙ্গী। হবে নাই

যাঁ কেন ? বহু মহা মহাজন যা করে গেছেন, একি তার চেয়েও খারাপ ?]

(কেইয়াস আধাঘুমে। সে ভাবছিল রোম-কাপুয়া রাস্তাটার দুধারের ক্রুসগুলির কথা। এতবড় একজন সেনাপতির শয্যা-ভাগী হয়ে ওর কোন অস্বস্তি হচ্ছে না। স্বজাতিকামিতাকে যুক্তির ঠেকা দিয়ে নিজের অপরাধ লঘু করার প্রয়োজন বোধ করে না এই যুগ। এতো স্বাভাবিক ব্যাপার। ক্রুশবিদ্ধ এই ছয় হাজার ক্রীতদাসের যন্ত্রণাও ওর কাছে স্বাভাবিক। মহান সেনাপতি ক্রাসসাসের চেয়ে ও অনেক সুখী। সেনাপতি শয়তানদের দ্বারা পর্যুদস্ত। কিন্তু কেইয়াস্ এক অভিজাত তরুণ; সেনাপতির সঙ্গে হয়তো কিছু একটা সম্পর্ক আছে, হয়ত নেই। কেইয়াস্ ক্রাসসাসের বর্তমানে রোমের বৃহত্তম গোষ্ঠী। ওকে এখনও কোনো শয়তানের সঙ্গে লড়তে হয়নি।

(মৃত স্পার্টাকাস যেন সশরীরে ওর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে। মৃত ক্রীতদাসদের ও ঘৃণা করে। কিন্তু চোখ খুলে ও যখন ক্রাসসাসের আবছা মুখটা দেখতে পায় ও ওর ঘৃণার কোন হেতু খুঁজে পায় না।

(ক্রাসসাস বলে, "তুমি তো মোটেই ঘুমোও নি দেখছি। আমার কথাগুলি যদি শুনে থাক অর্থাৎ এইমাত্র যা বললাম, তবে জেনে রাখ, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু স্পার্টাকাস তো মরে গেছে। চিরদিনের জন্য চলে গেছে সে। তাকে কেন ঘৃণা কর ?

[এই স্মৃতির গভীরে হারিয়ে যায় কেইয়াস। মনে পড়ে চার বৎসর আগেকার কথা। তখন ওর বন্ধু ব্রেকাস। ব্রেকাসের সঙ্গে এপ্পিয়ান সরণী দিয়ে ও কাপুয়ায় যায়। ওকে খুশি করার জন্য কী ব্যস্ততা তার। অকৃপণ হাতে খরচ করে স্ফূর্তির এক দরাজ ব্যবস্থা করে ফেলল। এরিনার সুখাসনে প্রিয়জনের সঙ্গে বসে মল্লদের আমৃত্যু লড়াই দেখা, এর চাইতে বড় স্ফূর্তির জিনিস আর কি আছে ! এখন থেকে চার বছর আগে—ভিনা সালারিয়ায় আজের এই বিচিত্র সন্ধ্যার চার বছর আগে সে ব্রেকাসের সঙ্গে এক ডুলিতে বসে কাপুয়া যাচ্ছিল। নানা মিঠে মিঠে কথার মাঝে ব্রেকাস বলেছিল—কাপুয়ায় গিয়ে সেখানকার সবচেয়ে ভালো লড়াই দেখাবে। পয়সা যা লাগার লাগবে। বালি রক্তে ভেসে যাবে—সুরা পাত্রে চুমুক দিতে দিতে ওরা দেখবে।

তারপরই ওরা যায় লেনতুলাস বাতিয়াতাসের কাছে। ঐ ইস্কুলটাতেই ইটালির সেরা গ্লেডিয়েটার তৈরী হত।

(এসব চার বছর আগেকার স্মৃতি। তখনও গোলামদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়নি। স্পার্টাকাসের নামও কেউ শোনেনি। আজ ব্রেকাস নাই, স্পার্টাকাস নেই। শুধু আছে কেইয়াস—মহান সেনাপতি ক্রাসসাসের শয্যার অংশীদার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[ভিলা সালারিয়ায় সেদিনের সন্ধ্যার চার বছর আগের কথা। ব্রেকাস ও কেইয়াস ক্রাসসাসের প্রথম কাপুয়া ভ্রমণ এবং দুই জোড়া গ্লেডিয়েটরের লড়াই দেখার কাহিনী]

সুন্দর একটি বাসন্তী দিন। অফিসে বসে লানিস্তা লেনতুলাস বাতিয়াতাস। সামনে বিপুলায়োজন প্রাতরাশ। ভুঁড়িটির আয়তন ক্রমবর্ধমান এবং বাতিয়াতাস খেতে খেতে মাঝে মাঝে তৃপ্তির উদ্গার তুলছিলেন। এমন সময় তার গ্রীক হিসাবনবীশ খবর নিয়ে এল দুজন তরুণ রোমান বাইরে অপেক্ষা করছে। তারা কয়েক জোড়ায় লড়াই দেখবে—কর্তার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

হিসাবনবীশ ছেলেটি একজন শিক্ষিত আইওনিয়ান ক্রীতদাস। অফিস এবং এই কর্মীটি—দুইই বাতিয়াতাসের ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির পরিচয় দেয়। প্রথম জীবনে বাতিয়াতাস মহল্লা-রাজনীতিতে শিক্ষানবিশি করেছে, রাস্তায় হাঙ্গামা-হুজ্জত, গুণ্ডাবাজি করার জন্য করিতকর্মা দল গড়েছে এবং এ কাজে হাত পাকিয়েছে। একের পর এক প্রভাবশালী পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠতার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেছে। ওর অদ্ভুত সংগঠন-ক্ষমতার দৌলতে ও গড়ে তুলেছিল রোমের সব চাইতে বড় ও সব চাইতে দুর্ধর্ষ গুণ্ডার দল। এসব করে মাশুল ভালোই পেত। তারপর সযত্নসঞ্চিত লাভের অর্থ দিয়ে গ্লেডিয়েটর তৈরির ছোট একটা ইস্কুল খুলে ফেলল। কাজটা বুদ্ধিরই হল। ওর নিজের ভাষায় ও নাকি হামেশা ভবিষ্যতের ঢেউয়ে চড়ে বেড়ায়। কিন্তু একজন গুণ্ডাবাজ আর কতদূর যেতে পারে। খানিক দূর, তার পরে আর নয়। তাছাড়া কোন্ দল জিতবে তা আঁচ করে নিতে গুণ্ডার দল সব সময় পারে না। কত সময় প্রতিদ্বন্দ্বীর অপ্রত্যাশিত বিজয়ে ও নব-নিযুক্ত কনসালের নৃশংস অত্যাচারে ওর দলের চাইতেও জবরদস্ত কত গুণ্ডার দল রোমের দৃশ্যপট থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

আর এক দিকে টাকা খাটানো এবং মুনাফা কামানোর নূতন পথ হিসাবে মাথা তুলছে জুড়ির লড়াই (ঐ নামই চলছে তখন) এবং বিধিসঙ্গত ব্যাবসা হিসাবে সমাজে স্বীকৃত হচ্ছে। কালের সংকেত যারা বুঝতে পারে তারা জানতো এ ব্যবসার তখন সবে শৈশব। আজ যে অনুষ্ঠান কালেভদ্রে হচ্ছে একদিন তা হবে গোটা সমাজজীবনের সর্বগ্রাসী নেশা। রাজনীতিকরা বুঝতে আরম্ভ করেছেন—লড়াই-টড়াই যদি তেমন আর নাই হয়—বিদেশের ভূমি চড়াও

করে যুদ্ধে জিতে গৌরব অর্জনের পথ যদি নাই থাকে, তবে দেশের মাটিতেই রণাঙ্গনের ছোটখাট সংস্করণ তৈরি করে প্রায় সমান কৃতিত্ব দেখাতে পারে মানুষ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এমনকি কয়েক মাস ধরে একশত জুড়ির লড়াই বেশ চালু হয়েছে ইতিমধ্যে। শিক্ষিত গ্লেডিয়েটরের চাহিদা এমনিতেই কোনদিন মেটানো যেত না। সুতরাং এখন মাশুলও বাড়তে লাগল হু হু করে। প্রতি শহরে পাথরের এরিনা তৈরি হতে লাগল। তারপর কাপুয়াতে অত্যন্ত সুন্দর জাঁকালো একটি এরিনা তৈরি হল, গোটা ইতালিতে যার জুড়ি ছিল না। তখন বাতিয়াতাস ঠিক করল, সে কাপুয়াতে গ্লেডিয়েটরদের জন্য একটা ইস্কুল খুলবে।

খুব ছোট করেই আরম্ভ করল—ছোট্ট একটি চালা, যেমন তেমন একটা ঘেরা জায়গা লড়বার জন্য—মাত্র এক জোড়াকেই শেখানো যায় ওইটুকু জায়গায়! কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যবসা ফেঁপে উঠল। পাঁচ বছরের মধ্যেই ইস্কুলটা একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়াল। একশ' জোড়া গ্লেডিয়েটরকে ওখানে রেখে শিক্ষা দেওয়া হত। ওখানে গ্লেডিয়েটরদের থাকার জন্য পাথরের সেল ছিল, ব্যায়ামাগার, স্নানাগার ছিল; শিক্ষাক্রমও নিজস্ব। ঘরোয়া খেলা দেখবার জন্য নিজস্ব একটা এরিনাও ছিল। অবশ্য তখনকার পাবলিক এরিনার তুলনায় এটা কিছুই নয়। মাত্র জন পঞ্চাশ দর্শক বসার জায়গা এবং বড় জোর তিন জোড়ার খেলা একসঙ্গে দেখানো যেতে পারে। স্থানীয় সামরিক বিভাগের সঙ্গে দহরম মহরম করে এবং যথাস্থানে দরবার, যোগাযোগ করে এবং যথাযোগ্য ঘুষ দিয়ে ইস্কুলটাতে সৈন্য দিয়ে রাতদিনের পাহারার পাকা বন্দোবস্ত করে নিল বাতিয়াতাস। এতে ওর নিজস্ব একটা রক্ষীবাহিনী রাখা ও পোষার খরচ বেঁচে গেল। প্রতিষ্ঠানের রান্নাঘরে যত লোকের খাওয়ার বরাদ্দ ছিল, তাদের সংখ্যা বলতে গেলে একটা ছোটখাট সৈন্যবাহিনীর মতো। গ্লেডিয়েটররা আর তাদের সঙ্গিনীরা, মাস্টার, চাকর-বাকর, বেহারা ইত্যাদি সব মিলিয়ে লেনতুলাসের গৃহস্থালীতে কোন্ না শ' চারেক লোক ছিল। অতএব লেনতুলাস বাতিয়াতাসের আত্মপ্রসাদের যথেষ্ট কারণ ছিল।

সেদিনের রৌদ্রোজ্জ্বল বসন্ত প্রভাতে যে অফিসটিতে বাতিয়াতাস বসে ছিল সেটি ওর হালের সম্পত্তি। ওর ব্যবসায়ী জীবনের শুরুতে ও সবরকম বাহ্যাড়ম্বর পরিহার করেই চলেছে। ও অভিজাত ছিল না এবং অভিজাত বলে নিজেকে জাহির করার চেষ্টাও করত না। কিন্তু ওর লাভের অঙ্ক যখন বাড়তে লাগল, ওর খেয়াল হল যে এবারে আর্থিক স্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলাই সঙ্গত। ও গ্রীক ক্রীতদাস কিনতে আরম্ভ করল। ক্রীতদাসদের মধ্যে একজন স্থপতি এবং একজন হিসেবনবীশও কিনল। স্থপতিটি ওকে গ্রীকরীতিতে একটা অফিস ঘর তৈরি করাতে রাজী করাল। অর্থাৎ ইমারতটি হবে বহু-স্তম্ভ-যুক্ত,

ছাদটি হবে সমতল, দেয়াল থাকবে তিনদিকে, একদিক হবে খোলা এবং সে-দিক দিয়ে দেখা যাবে অতি মনোরম বহির্দৃশ্য—অবশ্য ওর সঙ্গতিতে যতখানি মনোরম অবস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে সেই হিসেবে। পরদা ওঠানো থাকলে একদিক দিয়ে আসবে নির্মল হাওয়া আর সূর্যের আলো। মেঝে মর্মর পাথরের। ওর কাজ করার শ্বেত টেবিলটি রুচির পরিচয় দেয়। খোলা দিকটা ওর পেছনে। ও বসে দরজার দিকে মুখ করে। ওধারে কেরানীদের ঘর আর প্রতীক্ষা-কক্ষ। কোথায় আজকের এই জাঁকজমক আর কোথায় রোমের অলিতে গলিতে ঘুরে সেদিনের সেই গুণ্ডামির জীবন।

"দুজনকেই তো বেশ কাপ্তেন গোছের মনে হচ্ছে। গায়ে আতরের গন্ধ ভুর্‌ভুর্‌ করছে, গালে রং, হাতে দামী আংটি, দামী পোশাক। মনে হচ্ছে—টাকা পয়সা আছে। তবে জ্বালাবে দেখবেন! একজন তো খোকা—বছর একুশ বয়স হবে। আর একজন তার তাঁবেদারি করছে।"

"নিয়ে এসো এখানে," বাতিয়াতাস বলে।

একটু পরেই যুবক দুটি প্রবেশ করল। সৌজন্যে গদ্‌গদ হয়ে উঠে দাঁড়াল বাতিয়াতাস। টেবিলের সামনে দুটি আসন দেখিয়ে তাদের বসতে বলল।

তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে একবার ওদের দেখে নেয় সে। চলায় বলায় এদের বড়লোকী চাল। কিন্তু ততটুকুই--ওরা যে ধনী সে কথা জাহির করার দরকার নেই, এ বোঝাবার জন্য যতটুকু দরকার। দুজনেই ভালো ঘরের ছেলে, কিন্তু কোন ঐতিহ্যসম্পন্ন পরিবারের যে নয়, তা ওদের দেখেই বোঝা যায়। এ ধরনের ছেলেদের কোন কড়া-প্রকৃতির নগর প্রধানই বরদাস্ত করবেন না। দুজনের মধ্যে ছোট কেইয়াস ক্রাসসাস। ওর চেহারাটি সুন্দর—যেন একটি কিশোরী। ব্রেকাস বয়সে বড়, অপেক্ষাকৃত কঠিন প্রকৃতির। কঠিন হিম নীল চোখ, বালি রঙের চুল, পাতলা ঠোঁট, মুখের ভাব যেন সবার ওপর, সব কিছুর ওপর অবিশ্বাস। প্রধান ভূমিকা ওরই। কথাবার্তা ওই বলছে। কেইয়াস শুধু শোনে আর মাঝে মাঝে বন্ধুর দিকে তাকায় সশ্রদ্ধ ও সপ্রশংস দৃষ্টিতে। যেন বহু গ্লেডিয়েটরদের লড়াই দেখেছে—এবং এ বিষয়ে তার যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে—এমনি একটা ভাব নিয়ে কথা বলছিল ব্রেকাস।

বাতিয়াতাস নিজের পরিচয় দেয়:

"আমি লানিস্তা লেনতুয়াস বাতিয়াতাস" ঘৃণ্য উপাধিটি ইচ্ছে করেই নিজের নামের সঙ্গে যোগ করল। মনে মনে বলল, "সন্ধ্যে হবার আগেই বাছাধনদের পাঁচটি হাজার দিনারই খসাতে হবে।"

ব্রেকাস নিজেদের পরিচয় দিয়ে আসল কথা পাড়ল:

"শুধু আমাদের দুজনের জন্য একটু খেলার ব্যবস্থা করুন--দুটি জুড়ির লড়াই—বাস।"

"শুধু আপনারা দুজন ?"

"আমরা আর আমাদের জন দুই বন্ধু।

মোটা মোটা হাত দুটো যুক্ত করে এমন ভাবে রাখে যাতে আংটির হীরে দুখানি, আর চুনি-পান্নাগুলো বেশ ভালো করে নজরে পড়ে। গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বলে, "বেশ, করা যাবে ব্যবস্থা।"

"যতক্ষণ না মরে, ততক্ষণ লড়তে হবে কিন্তু।"

"কী বলছেন ?"

"শুনেছেন তো। বলেছি দুই জোড়া লাগবে। থ্রেশীয়ান—যতক্ষণ না মরে লড়বে।"

"কেন ?" জানতে চায় বাতিয়াতাস, "রোম থেকে যখনই আপনারা আসেন ওই এক ফরমায়েস সবার—যতক্ষণ না মরে লড়তে হবে। রক্ত দেখতে চান ? মরা পর্যন্ত লড়লে যতখানি রক্ত পড়ত, তাই পাবেন। ভালো খেলাই তাও পাবেন। সব পাবেন—হার জিতের খেলায়—তবে মরা পর্যন্ত লড়তে হবে কেন ?"

"আমরা চাইছি, তাই।"

"এটা কি একটা জবাব হল ? দেখুন, তাকিয়ে দেখুন," হাত দুটো প্রসারিত করে বলে বাতিয়াতাস।

এই খেলা যাঁরা জানেন বোঝেন তাঁরা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুবিচার করবেন, এই আশায়ই যেন বোঝায় ওদের।

"আপনারা থ্রেশীয় চাইছেন, পৃথিবীর সব থেকে ভালো লড়িয়ে থ্রেশীয়ান আমার আছে। কিন্তু যদি না-মরা পর্যন্ত খেলা দেখতে চান তবে তো ভালো খেলা দেখতে পাবেন না। ভালো ছোরার কাজও দেখতে পাবেন না। আপনারা এ কথা ভালো করেই জানেন। ভালো করে ভেবে দেখুন। আপনারা পয়সা দেবেন, বাস্, মামলা খতম। এমন আলিশান খেলা দেখিয়ে দেব, রোমে তেমন খেলা দেখেননি। থিয়েটারে যান, তো রোমের যে কোন থিয়েটার থেকে ভালো জিনিস এখানে পাবেন। তবে আমার কাছে যদি ঘরোয়া ভাবে একান্তে বসে ফুর্তি করতে চান, তো আমায় দেখতেই হবে আমার সুনামটি যেন বজায় থাকে। আমি কশাই নই—সে হিসেবে আমার সুনাম নয়। আমি আপনাদের ভালো খেলা দেখাব—টাকা দিয়ে যা পাওয়া যায়, তার মধ্যে সেরা মাল দেব।"

"ভালো খেলাই চাই আমরা," মৃদু হেসে ব্রেকাস বলে, 'কিন্তু ওই যা বলেছি না-মরা পর্যন্ত।"

"দুটো তো একদম উল্টো হল।"

"আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে," ব্রেকাস ধীরে বলে, "আপনি আমাদের টাকা আর আপনার গ্লেডিয়েটরদের, দুকূলই বজায় রাখতে চান। আমি যখন কিছুর দাম দি, সেই জিনিসটা আমি কিনে নি। আমরা আপনার দুই জোড়া

গ্লেডিয়েটর কিনছি। তারা না মরা পর্যন্ত লড়বে। আমরা যা চাই তার ব্যবস্থা যদি আপনি করতে না পারেন, তবে বলুন আমরা অন্য জায়গায় যাই।"

"আমি আপনাদের সেবক, পারব না বলিনি তো। যা ভাবছেন তার চেয়ে ভাল জিনিস দেব দেখবেন। যদি চান দুই জোড়া দেব যারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রাউণ্ডের পর রাউণ্ড খেলবে, দিনে আট ঘণ্টা। এবং কারো কোন অঙ্গ-হানি হলে তক্ষুনি বদলে অন্য লোক দেব। যত রক্ত দেখতে চান, যত উত্তেজনা চান আপনারা আর আপনাদের সঙ্গের মহিলারা—সব পাবেন, তার জন্য কি আর আপনাদের কাছে বেশী পয়সা নেব? হাজার আটেক দিনারাই দিলেই হবে। ঐ টাকার মধ্যেই আপনাদের খাবার, মদ, ঝি, চাকর যা দরকার পাবেন।"

"আমরা কী চাইছি তা তো জানেন। বেশী দরাদরি করতে ভালো লাগে না।"

"বেশ, তাই হবে। পঁচিশ হাজার দিনারাই লাগবে"

কেইয়াস মুগ্ধ হয়, ভয় ও পায় টাকার ওই বিরাট অঙ্ক শুনে। ব্রেকাশ শুধু কাঁধ ঝাঁকায়।

"বেশ, কিন্তু উলঙ্গ হয়ে লড়বে।"

"উলঙ্গ?"

"যা বলেছি, শুনলেন তো, মশাই?"

"বেশ।"

"কোন ফাঁকিবাজি চলবে না। মিথ্যেমিথ্যি যে দুজনে মরার ভান করে বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়বে তা হবে না। যদি দুটোই পড়ে তবে আপনার মাস্টারদের একজনকে গিয়ে ওদের গর্দান ফেটে ফেলতে হবে। এ কথা যেন ওরা ভালো করে বুঝে নেয়।"

বাতিয়াতাস মাথা নাড়ে।

"দশ হাজার আগাম দিচ্ছি। বাকী খেলা শেষ হলে দেব।"

"আমার হিসাবনবীশকে দিন। সেই আপনাদের রসিদ দেবে। আর শর্তনামা তৈরি করবে। যাবার আগে লড়িয়েদের একবার দেখবেন নাকি?"

"এরিনাটা কি আমরা সকালে পেতে পারি?"

"সকালে? তা আচ্ছা। কিন্তু আপনাকে একটু জানিয়ে দিচ্ছি এ সব লড়াই খুব শিগগির শেষ হয়ে যেতে পারে।"

"আমাকে জানাবার দরকার নেই।" তারপর কেইয়াসের দিকে ফিরে বলে, "তুমি ওদের দেখতে চাও নাকি খোকাবাবু?"

কেইয়াস সলজ্জ ভাবে হেসে মাথা নাড়ে। দুজনে বেরিয়ে যায়। ব্রেকাস টাকা দিয়ে শর্তনামায় সই করে। তারপর দুজনে ঝুঁকে ভুলিতে ঢোকে। ভুলি ওদের নিয়ে যায় অনুশীলনের জায়গায়। কেইয়াস ব্রেকাস এর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না। এমন অদ্ভুত কল্লিতকর্মা মানুষ ও আর দেখেনি। পঁচিশটি

হাজার টাকা। ওর নিজের মাসিক ভাতা এক হাজার দিনারাই। তাই লোকের চোখ টাটায়। আর এ মানুষটা পঁচিশ হাজার দিনারাই এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিল—যেন খোলাম-কুচি। মানুষের জীবন নিয়ে খেলতে নামছে তাই বা কী সহজ ভাব, যেন কিছুই না। নেহাত তুচ্ছ ব্যাপার। যেন কথার পিঠে কথা বলা। এমনি সংশয়-ভরা অবজ্ঞা। চরিত্রের এই গুণ কেইয়াসও তো চায়। এ হচ্ছে চরম উপায়—বিশ্ব-মানবিক গুণ। আর ক্রেকাসের তো এর সঙ্গে আরও রয়েছে—এক আবেগ-হীন অতিমার্জিত আর হিসেবী চরিত্র। গ্লেডিয়েটররা উলঙ্গ হয়ে লড়বে এমন দাবি করার বুকের পাটা ওর নিজের হাজার বছরেও হত না। এই জন্যই রোমের এরিনায় না গিয়ে এখানে আসা। শুধু একান্তে বসে নিজেরা ফূর্তি করা।

অনুশীলন-ভূমিতে পৌঁছে বাহকরা ডুলি নামাল। লোহার শিক দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা—দেড়শ ফুট লম্বা, চল্লিশ ফুট চওড়া। তিনদিকে লোহার খুপড়ি, অন্যদিকে গ্লেডিয়েটরদের থাকার সার-বাঁধা খুপড়ি। কেইয়াস বুঝতে পারে, বন্য জন্তুদের পোষ মানানো ও শেখানোর চাইতে অনেক বেশী বিপজ্জনক এবং উচ্চাঙ্গের কলার অনুশীলন হয় এখানে। গ্লেডিয়েটররা শুধু বিপজ্জনক জীবই নয়, তারা চিন্তাও করতে পারে। অনুশীলনের এই আবেষ্টনীর মধ্যে গ্লেডি-য়েটরদের দেখে ওর সারা সত্তার মধ্যে একটা ভয় আর উত্তেজনার শিহরন বয়ে গেল। প্রায় একশত গ্লেডিয়েটর শুধুমাত্র কৌপীন-পরা. দাঁড়ি-গোফ কামানো, চুল কদম-ছাঁট করা। কাঠের তৈরি নকল অস্ত্র নিয়ে ওরা অনুশীলন করছে। দুজন শিক্ষক এদের মধ্যে মধ্যে ক্ষিপ্র গতিতে, সন্তর্পণে ঘুরছে। এরা সকলেই প্রবীণ সামরিক বিভাগের লোক। এদের হাতে এক-একটা স্পেন-দেশীয় কৃপাণ আর কাঁটা-তোলা পেতলের একরকম হাতিয়ার যা হাতের উল্টোদিকে পরে আঘাত করা হয়। এদের চোখের দৃষ্টি চকিত, অস্বস্তি-চঞ্চল। একটা সৈন্য-বাহিনী দলে দলে ভাগ হয়ে সমস্ত জায়গাটা ঘিরে পাহারা দিচ্ছে। তাদের হাতে মারাত্মক অস্ত্র পাইলা। এই পাইলা দিয়ে এখানকার নিখুঁত শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়।

অপূর্ব গ্লেডিয়েটরদের দেহের পেশী, ধাবমান চিতার কমনীয় ছন্দ ওদের অঙ্গ-সঞ্চালনে। ওরা ভাগ করা তিনটি শ্রেণীতে—যে তিনটি শ্রেণীর মল্ল ঐ সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল। একটা দল থ্রেশীয়ানদের—এই দলে বহু ইহুদী ও গ্রীক ছিল। এদের চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশী। এই কারণেই এ দলটা শুধু জাতি হিসাবে হয়নি, হয়েছে পেশা হিসাবে। এরা সবাই থ্রেশ ও জুডিয়াতে চলতি সাইকা (sica) নামে একরকম খাটো ও ঈষৎ বাঁকা ছোরা নিয়ে লড়ত। এই দলের বেশীর ভাগ মল্লই এই দুটো দেশ থেকে আনা।

রিতারাই (retarii)-দের জনপ্রিয়তার যুগ সবে শুরু। এরা লড়ত দুই

অদ্ভুত হাতিয়ার নিয়ে—মাছ ধরা জাল, ট্রাইডেন (triden) নামে আর-একটা তে-ফলা মাছমারা কোঁচ। এই দলে ছিল আফ্রিকান মল্লরা। আফ্রিকানদের মধ্যেও ইথিওপিয়ার দীর্ঘদেহ, দীর্ঘ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সম্বলিত কালো মানুষগুলোকে বেশী পছন্দ করত এবং এদের বিপরীতে রাখত 'সারমিলোন' নামে একজাতীয় মল্লদের—যাদের হাতিয়ার ছিল হয় শুধু তলোয়ার নয় ঢাল তলোয়ার দুইই। অত্যন্ত ঢিলেঢালা দল—প্রধানত জারমানি বা গলের লোক এরা—তবে সব সময় নয়।

কালো মল্লগুলির দিকে দেখিয়ে ব্রেকাস বলে, "ভালো করে দেখো এদের। কী চমৎকার! খেলায় পাকা ওস্তাদ। কিন্তু এদের খেলা দেখতে দেখতে একঘেয়ে লাগতে পারে শেষটায়। কিন্তু খেলা দেখতে হয় তো ওই থ্রেশিয়ানদের। ঠিক না?" বাতিয়াতাসকে জিজ্ঞাসা করে ব্রেকাস্। কাঁধ ঝাঁকায় বাতিয়াতাস। বলে:

"সকলেরই কিছু না কিছু গুণ আছে।"

"আমাদের কিন্তু চাই থ্রেশীয়ের জুড়ি একটা কালো মল্ল।"

মাথা নেড়ে বাতিয়াতাস বলে:

"সে কী? এ তো জুড়িই হল না। থ্রেশীয়দের তো শুধু ছোরা থাকে।"

"সে হোক, আমি তাই চাই," ব্রেকাস্ বলে।

বাতিয়াতাস ঘাড় বাঁকায়। ইশারায় একজন শিক্ষককে ডাকে।

কেইয়াস মুগ্ধ হয়ে দেখে—গ্লেডিয়েটররা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে নিজের নিজের কাজ অনুশীলন করে যাচ্ছে—নাচের ছন্দে পর্যায়ে পর্যায়ে। থ্রেশীয় আর ইহুদীদের হাতে সাইকার বদলে কাঠের ছোরা; কালো লোকগুলো অনুশীলন করছে জাল আর কোঁচের বদলে কাঠের ডাণ্ডা নিয়ে; বিশাল-দেহ গৌরবর্ণ জার্মান আর গলদেশীয় মল্লদের হাতে কাঠের তলোয়ার।

এ ধরনের মানুষ কেইয়াস জীবনে দেখেনি—এমন নিয়ন্ত্রিত, এমন ক্ষিপ্র গতি, এমন সুষম সুন্দর দেহ, এমন পরিশ্রম-সহ—অনবরত নেচে নেচে পরিক্রমার পর পরিক্রমা অনুশীলন করে চলেছে, কিন্তু কোন ক্লান্তির চিহ্ন নেই মুখে। ওর থেকে দূরে ওই লৌহদণ্ডগুলির ওধারে রৌদ্রস্নাত মল্লের দলকে দেখে ওর দীন, বিকৃত, বিকল, প্যাঁচাল বিবেকেও যেন করুণা জাগল—এমন সুন্দর মানুষ-গুলো বলি হবে কশাইবৃত্তির কাছে? কিন্তু এ ভাবান্তর আর কতক্ষণের? ক্ষণিকের মাত্র। ভাবী চমকপ্রদ কিছুর সম্ভাবনায় এমন উত্তেজনা, এমন রোমাঞ্চ আর কখনও অনুভব করেনি কেইয়াস।

ব্যাখ্যা করে বোঝায় শিক্ষক:

"ছোরাটার শুধু একদিকে ধার। একবার যদি কোনরকমে ওটা জালে আটকে গেল তো থ্রেশীয়ানের দফা শেষ। কিন্তু অসমান দুজনকে লড়িয়ে

মিছামিছি রক্তপাত ইস্কুলের নিয়মে অন্যায়।"

বাভিয়াতাস হুকুম দেয় :

"এখানে নিয়ে এসো ওদের।"

"আচ্ছা, জার্মান হলে কেমন হয় ?"

"আমরা টাকা দিয়েছি থ্রেশীয়ানের জন্য। তর্ক শুনতে চাই না," কঠিন জবাব ব্রেকাসের।

"শুনলে তো ?" লানিস্তা বলে।

শিক্ষকের গলায় ঝোলানো হুইস্‌লটা তীক্ষ্ণ সুরে তিনবার বাজে। গ্লেডিয়েটররা থেমে যায়।

"ড্রাবা ! ড্রাবা !" চীৎকার করে ডাকে শিক্ষক।

কৃষ্ণকায়দের একজন এদিকে ফেরে, তারপর এগিয়ে আসে তার জাল আর ডাণ্ডা টানতে টানতে। দৈত্যের মতো চেহারা, নিকষ কালো ঘামে চক্‌মক্‌ করছে।

"ডেভিড।"

"ডেভিড !" হাঁক দেয় শিক্ষক। দোহারা গড়ন, মুখটা বাজপাখির মতো। পাতলা বিরক্তি-জর্জর দুই ওষ্ঠ, গোঁফ-দাড়ি কামানো, রোদে-পোড়া মাথা মুখ। আঙুলে ঝোলানো কাঠের ছোরাখানা কখনও শক্ত করে ধরছে, কখনও মুঠো আল্‌গা করে দিচ্ছে। চোখ অতিথিদের দিকে, কিন্তু দেখছে না তাদের।

"ইহুদী," ব্রেকাস কেইয়াসকে বলে, "ইহুদী দেখেছ কখনও ?"

নেতিসূচক মাথা নাড়ে কেইয়াস।

"দারুণ হবে। ইহুদীদের সাইকার হাত সাংঘাতিক ! লড়াই-এর এইটেই জানে ওরা। কিন্তু খেলে ভালো।"

"পলেমাস !" ডাকে শিক্ষক। নেহাত কম বয়সের একটি থ্রেশীয় ছোক্‌রা এসে দাঁড়ায়—রূপবান, ছন্দময় দেহ।

"স্পার্টাকাস !"

আগের তিনজনের সঙ্গে এসে দাঁড়ায় স্পার্টাকাস।

দাঁড়িয়ে আছে চারজন। এধারে রোমান যুবক দুজন, লানিস্তা, শিক্ষক আর বেহারারা—মাঝখানে ব্যবধান রচনা করে খাড়া হয়ে আছে অনুশীলন-প্রাঙ্গনের কঠিন লোহার বেড়া। ওই চারজনের দিকে তাকিয়ে কেইয়াস বোঝে—এরা সাধারণ নয়—একেবারে নূতন, একেবারে আলাদা অদ্ভুত কোন জীব, ওর নিজের ভাষায় ভয়ানক। এরা পুরুষ—দারুণভাবে পুরুষ, যদিও বিষাদে কঠিন, চিন্তা-জর্জর—কিন্তু এ-পুরুষত্ব মেলেনি, মেলে না কেইয়াসের পরিচিতের বৃত্তে। তবু প্রশ্নটা ওদের ওই বলিষ্ঠ পুরুষত্বের নয়—প্রশ্ন হচ্ছে যেভাবে কেইয়াসের কাছ থেকে ওদের একেবারে আলাদা করে রাখা হয়েছে, তার। এরা শিক্ষা পাচ্ছে লড়ার, মারার—কিন্তু সে সৈনিকের লড়াই নয়, নয় হিংস্র জন্তুদের

লড়াইও। এ গ্লেডিয়েটরদের লড়াই—সম্পূর্ণ আলাদা এক লড়াই। সামনের ওই চারটে মুখ—মুখ নয় মুখোশ, দেখলে ভয় করে। তাকিয়ে থাকে কেইয়াস ওই চারটে মুখোশের দিকে।

"কী রকম মনে হচ্ছে?" ব্রেকাস জিজ্ঞাসা করে।

জবাব ফোটে না কেইয়াসের মুখে। কিছুতেই মুখ খুলতে পারে না। কিন্তু ব্রেকাস নির্বিকারভাবে বলে চলে :

"তিনটে ঠিক আছে। কিন্তু ওই নাকভাঙা লোকটা—মনে তো হচ্ছে না লড়তে-টড়তে পারে বলে।"

বাতিয়াতাস ওদের স্মরণ করায়,

"চেহারা সব সময় সত্য কথা বলে না।"

"ও হল স্পার্টাকাস। খুব ভালো। দারুণ জোর গায়ে আর ভারী চটপটে। ওকে বেছেছি ও অত চটপটে বলেই "

"ওর জুড়ি কাকে দেবেন?"

"কালোটাকে।" বাতিয়াতাস বলে।

"বেশ, আশাকরি যেমন পয়সা ফেলেছি তেমনি চীজ হবে।" বলে ব্রেকাস।

এ হল ঐ সময় যেমন করে কেইয়াস দেখছিল স্পার্টাকাসকে তার কথা। এ চার বৎসরে গ্লেডিয়েটারদের নাম ও ভুলে গেছে। মনে আছে শুধু সেদিনের রোদ, জায়গাটার গন্ধ ও অনুভূতি, ঘর্মাক্ত মানুষগুলোর গায়ের গন্ধ।

২

এই হল ভেরিনিয়া। অন্ধকারে জেগে শুয়ে আছে। এক মুহূর্তের জন্য ওর চোখ বন্ধ হয়নি। কিন্তু স্পার্টাকাস ঘুমোচ্ছে ওর পাশে শুয়ে। কী প্রগাঢ়, পরিপূর্ণ ঘুম। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কোমল প্রবাহ—বায়ু গ্রহণ ও নিষ্কাষণ—যে বায়ু ওর ভেতরকার আগুনের ইন্ধন—সহস্র প্রাণময় জগতের কালানুগ জোয়ার আর ভাটার মতোই নিয়মিত এবং সুষম। এই কথাই ভাবে ভেরিনিয়া এবং জানে জীবনের সঙ্গে যত সন্ধি আর যত সংগ্রাম—সব কিছুর মধ্যেই একই নিয়মিতত্তা —তা সে জোয়ার ভাটা হোক, ঋতুর যাওয়া আসা হোক, বা নারীগর্ভে ভ্রূণের ক্রম-পরিণতিই হোক।

কিন্তু যে-মানুষ জানে জেগে উঠলেই কিসের মুখোমুখি হতে হবে সে কী করে এমন করে ঘুমোয়? মৃত্যুকে শিয়রে নিয়ে অমন গাঢ় ঘুম কোথা থেকে আসে? অমন প্রশান্তি কোথায় পায় এ মানুষটা? আলতোভাবে, ছোঁয়া কি না-ছোঁয়ার

মতো করে অন্ধকারে ঘুমন্ত মানুষটার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে, ত্বকে মাংসে হাত বুলোয় ভেরিনিয়া। ত্বক নমনীয়, তাজা, সজীব পেশীগুলি শিথিল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এলিয়ে পড়া—বিশ্রাম করছে তারা। মহার্ঘ্য নিদ্রা। ওর কাছে ঘুমই জীবন।

(ঘুমাও, ঘুমাও, ঘুমাও আমার প্রিয়, আমার শান্ত, ঘুমাও আমার ভালো, আমার ভয়ংকর ; ঘুমিয়ে তুমি শক্তি আহরণ করো। ঘুমাও ওগো আমার একান্ত আমার . . .

ধীরে, অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে সমস্ত নড়াচড়াকে ফিসফিসানির মতো কোমল করে ভেরিনিয়া স্বামীর কাছে সরে আসে তার দেহে ওর নিজের দেহের সংস্পর্শকে নিবিড়তর করে। ওর দীর্ঘ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দয়িতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গভীরতর নিবিড়তায়, ভরাস্তন দুটি স্বামীর অঙ্গে নিষ্পেষিত করে, গালে গালে, মুখে মুখে এক হয়ে, ওর সোনালী চুলের রাশ তার মাথায় মুকুট রচনা করে। ওর সমস্ত ভয় দূর হয়ে যায় স্মৃতিতে, প্রেমে। ভয় আর ভালোবাসা সহজে একসঙ্গে থাকে না।

(একবার ভেরিনিয়া ওকে বলেছিল—আমার ইচ্ছা তুমি একটা জিনিস কর। আমাদের জাতের মধ্যে ওসব করে বিশ্বাস করি বলেই করি। স্পার্টাকাস হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমাদের জাতের লোকেরা কী বিশ্বাস করে? ভেরিনিয়া বলেছিল, শুনলে হাসবে। ও বলেছিল, কখনও হাসি আমি? হেসেছি কখনও? ভেরিনিয়া বলেছিল, আমাদের জাতের মধ্যে বিশ্বাস করে—প্রত্যেকবার নিশ্বাস নেবার সময় নাকি মুখ দিয়ে, আত্মা শরীরের মধ্যে ঢোকে। ওই তো তুমি হাসছ। ও উত্তর দেয়, তোমার কথায় হাসি না। হাসি মানুষ কি অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসে বিশ্বাস করে তাই দেখে। চেঁচিয়ে উঠেছিল ভেরিনিয়া, তুমি গ্রীক কিনা। গ্রীকরা কিছুই বিশ্বাস করে না। সে ওকে বলে, আমি তো গ্রীক না, আমি থ্রেশের লোক। আর গ্রীকরা যে কিছুই বিশ্বাস করে না, সে-কথাও ঠিক নয়। গ্রীকরা সেরা জিনিসে বিশ্বাস করে, সব চেয়ে ভালো জিনিসে। তাতে ভেরিনিয়া জবাব দিয়েছিল, গ্রীকরা কি বিশ্বাস করে না, করে তা চুলোয় যাক। তবে ওদের নিজেদের জাতে যা নিয়ম তা স্পার্টাকাস করবে কিনা। ওর নিজের মুখে তার মুখ লাগিয়ে—তার নিশ্বাস দিয়ে ও নিশ্বাস নেবে এবং সেই সঙ্গে তার আত্মা ওর ভেতরে ঢুকবে। এর পর সেও তাই করবে। তাহলে চিরকাল দুজনের মধ্যে দুজনের আত্মা মেশামিশি হয়ে থাকবে। এবং দুই দেহে একপ্রাণ হয়ে থাকবে। তুমি কি ভয় পেলে? স্পার্টাকাস উত্তর দিয়েছিল, আমি কিসে ভয় পাই তা কি তুমি জানো না?)

পাথরের কুঠরির মধ্যে মাটিতে খড়ের বিছানায় শোয় ওরা। ওই কুঠরিই ওদের ঘর, ওদের দুর্গ। পাঁচ ফুট চওড়া আর সাত ফুট লম্বা এই কুঠরিতেই ওদের মিলিত জীবন। কুঠরির মধ্যে আছে শুধু একটা খড়ের বিছানা, আর একটা মল-

মূত্র ত্যাগ করার পাত্র। এও ওদের নিজের নয়। কিছুই ওদের নিজের নয়। এমন কি ওরা কেউ কারো নয়। শুয়ে থাকে ভেরিনিয়া ওর মুখে মুখ লাগিয়ে, অঙ্গে অঙ্গ মিলিয়ে। শুয়ে শুয়ে অস্ফুট স্বরে কাঁদে। দিনের আলোয় কেউ কাঁদতে দেখে না ওকে।

(আমি মেয়েগুলোকে দিয়ে দিই না, ধার দি। এ কথাই বলতে ভালোবাসে বাতিয়াতাস। গ্লেডিয়েটরদের ধার দি। ও ব্যাটাদের অঙ্গুলি যদি শুকিয়ে সিঁটিয়ে যায়, এরিনাতে ওদের দিয়ে কোনো কম্ম হয় না। গ্লেডিয়েটর তো আর ভুলির বেয়ারা নয়। ওরা পুরুষ। ওরা যদি পুরুষের মতো না হয়, কোন ব্যাটা দশ দিনারাইও ঠেকাবে না। মদ্দদের মেয়েমানুষ চাইই। আমি দজ্জাল দজ্জাল মেয়েগুলোকে কিনি। ওরা সস্তা। আমি যদি না পারি আমার ছোঁড়াগুলোই বেটিদের পোষ মানাবে)

রাত শেষ হয়ে আসে। ভোরের প্রথম ধূসরতা উঁকি দেয় ওদের কুঠরির মধ্যে। ভেরিনিয়া যদি সোজা হয়ে দাঁড়ায় ওর দীর্ঘ ছন্দ কমনীয় দেহটাকে পুরোপুরি সোজা করে, মাথা গিয়ে ঠেকবে কুঠরির একটিমাত্র যে জানালা আছে তাতে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় লোহার শিকের ঘেরা দেওয়া অনুশীলন-ক্ষেত্র, তার ওদিকে ঘুমে ঢুলে-পড়া সৈন্যদের যারা দিনরাত পাহারা দেয়। সব জানে ভেরিনিয়া। ভালো করে জানে স্পার্টাকাসের মতো কুঠরি আর শেকল-সর্বস্ব জীবন নয় ওর।

এই মেয়েটির ওপরেই বাতিয়াতাসের বিশেষ নজর ছিল। ওকে দেখলে ও খুশিতে ভরে উঠত। ওর দালাল মেয়েটাকে রোম থেকে খুব সস্তায় কিনেছিল মাত্র পঁচিশ দিনারাই দিয়ে। অত সস্তার মেয়ে যে ধোয়া তুলসীপাতা নয় তা বাতিয়াতাস জানে। কিন্তু তবু ওকে দেখলেই লানিস্তার মনটা খুশি হয়ে ওঠে। জার্মানির উপজাতির মেয়েদের মতো এ মেয়েটাও লম্বা আর ওর দেহের গড়ন চমৎকার। এ রকম মেয়ে বাতিয়াতাসের ভারী পছন্দ। দ্বিতীয় কারণ হল— মেয়েটার বয়স কম—বিশ-বাইশ বছরের বেশী হবে না। কম-বয়সী মেয়ে হলে ফুর্তিটা ভালো জমে। এছাড়াও আর একটা কারণ ছিল, তা হল— মেয়েটি রূপসী, একমাথা চমৎকার সোনালী চুল। সুরূপা এবং সেই সঙ্গে সুকেশী মেয়ে ভারী পছন্দ লানিস্তার। অতএব বুঝতে কষ্ট হয় না—কেন তার এ মেয়ের ওপর অত টান আর খুশি।

কিন্তু ও মেয়ের গুণটি ও টের পেল প্রথম দিন বিছানায় নিয়ে গিয়েই। বুনো বেড়ালের মতো হয়ে উঠল মেয়ে—আঁচড়ে, কামড়ে, লাথি মেরে, থুথু ছিটিয়ে নাজেহাল করে দিল বাতিয়াতাসকে। এমন মার মারল বাতিয়াতাস যে অজ্ঞান হয়ে গেল মেয়েটা। কিন্তু মেয়েটা যেমন জোয়ান, তেমন ওর দশাসই চেহারা। বেশ বেগ পেতে হয়েছে ওকে। ঝটাপটিতে ঘরখানায় যত

দামী দামী জিনিস ছিল সব ভেঙে চুরমার। এসবের মধ্যে একটা গ্রীক ফুলদানী ছিল। ঐটে দিয়েই ওর মাথায় মারে বাতিয়াতাস। তবে গিয়ে মেয়ে থামে। রাগে হতাশায় ও ভাবছিল মেয়েটাকে মেরেই ফেলবে কিন্তু যখন ভাঙা ফুলদানি, ঝাড়-লণ্ঠন, মূর্তি প্রভৃতির দামের সঙ্গে মেয়েটার দাম যোগ করে লোকসানের পরিমাণটা খতিয়ে দেখল—বুঝল টাকার অঙ্কটা এত বেশী যে মাথা গরম করে যা তা করা পোষাবে না। আর মেয়েটাকে বিক্রি করতে গেলেও ওর চেহারা-মাফিক দাম পাওয়া যাবে না। বাতিয়াতাস রোমের অলিগলিতে গুণ্ডাবাজি করে জীবন আরম্ভ করেছিল বলেই ব্যবসায়ে সততার দিকে একটু বেশী নজর। ও গর্ব করত যে মিথ্যে কথার চটক দিয়ে গ্রাহক ঠকিয়ে ও জিনিস বেচে না। তার চেয়ে থাক, ও ছোকরারাই পোষ মানাক বেটিকে। কেন ও জানে না ওই চুপচাপ অদ্ভুত থ্রেশীয়টাকে একদম পছন্দ হয় না বাতিয়াতাসের। বাইরেটা ওর ভেড়ার মতো সিওন। কিন্তু ভেতরে ওর আগুন। ওর ইস্কুলের প্রতিটি গ্লেডিয়েটার শ্রদ্ধা করে ওই আগুনকে। স্পার্টাকাসের সঙ্গেই ও গেঁথে দেবে মেয়েটাকে।

(বেশ মজাই লাগল ওর মেয়েটাকে স্পার্টাকাসের হাতে গছিয়ে দিয়ে। বলে দিল—বাচ্চা হোক না হোক, সে তোমার ইচ্ছা। কিন্তু পোষ মানাতে হবে। কিন্তু দেখো বাপু, হাড়গোড় ভেঙে দেহটাকে বেঁকেচুরে দিও না যেন। স্থির নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল স্পার্টাকাস। নিরীক্ষণ করছিল জার্মান মেয়েটাকে। এই মুহূর্তে কোনো রূপের জলুষ ছিল না ভেরিনিয়ার চেহারায়। মুখের ওপর লম্বা হাঁ-করা দুটো কাটা দাগ, একটা চোখ ফুলে বন্ধ, তার ওপর হলদে কালোর দাগড়া দাগড়া; কপালে হাতে ঘাড়ে সবুজ বেগুনী ঘা।

(বাতিয়াতাস বলে, কী পাচ্ছিস দেখে নে। যে ছেঁড়া পোশাকটা ভেরিনিয়াকে দিয়েছিল বাতিয়াতাস তা একটানে ছিঁড়ে ফেলল। স্পার্টাকাসের চোখের সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ভেরিনিয়া। সেই মুহূর্তেই ওকে ভালোবেসে ফেলল স্পার্টাকাস। ওর নগ্নতায় আকৃষ্ট হয়ে নয়, কারণ বস্ত্রহীনতা বিবস্ত্র করতে পারেনি ওকে। আড়ষ্ট হয়নি, সংকুচিত হয়নি, হাত দিয়ে নিজেকে আড়াল করতে চেষ্টা করেনি ও। দাঁড়িয়ে রইল একটি পূর্ণ সরলতা গর্বোন্নত শিরে, মুখে ব্যথা বেদনার কোন চিহ্ন প্রকট হতে না দিয়ে। ওর দৃষ্টি নেই স্পার্টাকাসের দিকে, নেই বাতিয়াতাসের দিকে। সম্পূর্ণ আত্মস্থ ও সংহত দৃষ্টি। সংহত আত্মা, সংহত ওর স্বপ্ন। সব কিছু সংহত। কারণ জীবনটাকে সমর্পণ করে দেওয়াই ও স্থির করেছে, যেহেতু ওর জীবনের কোন দামই আর রইল না। স্পার্টাকাসের হৃদয়ও সমর্পিত হয়ে গেল ওর কাছে।

[রাত্রিতে কুঠুরির একপ্রান্তে গুটিয়ে পড়ে রইল ভেরিনিয়া। স্পার্টাকাস এগুল না ওর কাছে। ঠাণ্ডা বেড়ে উঠলে জিজ্ঞাসা করল, তুমি লাতিন জান?

আমি জার্মান ভাষা জানি না। লাতিন ভাষায় কথা বলব তোমার সঙ্গে। উত্তর নেই। স্পার্টাকাস বলে, ঠাণ্ডা বড় বাড়ছে, বিছানায় এসে শোও। তবু জবাব নেই। স্পার্টাকাস বিছানাটা ওর দিকে ঠেলে দিল। দুজনের মাঝখানে পড়ে রইল ওটা। ভোরবেলায় বিছানাটা যেখানে ছিল সেখানেই আছে—দুদিকে দুজন ভূমিশয্যায়। দেড় বছর আগে জার্মানির এক জঙ্গল থেকে ওকে যখন ধরে আনা হয়, তখন থেকে এই প্রথম ও পেল সুবিবেচনা ও সহানুভূতি।)

সেই হিমরাত্রি রূপান্তরিত হল প্রভাতে। প্রথম রাত্রির স্মৃতি ভেসে উঠল ভেরিনিয়ার স্মৃতির পটে। সঙ্গে সঙ্গে অপার ভালোবাসার এক প্রচণ্ড ঢেউ ওর হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়ে আছড়ে পড়ল ওই ঘুমন্ত মানুষটার হৃদয়ের তটে। পাষাণে গঠিত হলে স্পার্টাকাসের অনুভূমিতে সাড়া জাগত না। একটু নড়ে ও। প্রদোষের আধো আলোয় ভেরিনিয়াকে দেখে আবছা, অস্পষ্ট। কিন্তু ওর আধা-ঘুম-আধা-জাগরণের ক্ষণে ওর অন্তরের নয়ন দেখে ভেরিনিয়ার পূর্ণ প্রতিভাত রূপ। ওকে নিবিড় আলিঙ্গনে টেনে নিয়ে আদরে আদরে ভরে দেয় স্পার্টাকাস।

"প্রিয়! আমার প্রিয়!" বলে ভেরিনিয়া।

"আমায় দাও আদর করতে।"

"আজ তাহলে জোর কোথায় পাবে, প্রিয় আমার।"

"পাব, অনেক জোর আছে আমার। আদর করে নি তোমায়।"

ওর শক্ত বাহুর বাঁধনে নিজেকে এলিয়ে দেয় ভেরিনিয়া। দুই গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা নামে।

আজ জুড়ির লড়াইয়ের দিন। ওখানকার হাওয়ায় এ খবর। বাসিন্দা দুইশ গ্লেডিয়েটর। তাদের প্রত্যেকের কাছে বিদ্যুৎ-গতিতে খবর পৌঁছে গেছে। আজ এরিনার বালি রক্তে রাঙা হবে যে-হেতু অনেক টাকা আর অনেক ফুর্তির বিলাস নিয়ে রোম থেকে এসেছে দুই তরুণ। লড়বে দুজন থ্রেশীয়, একজন ইহুদী আর একজন আফ্রিকান। আফ্রিকান শুধু জাল আর কোঁচ নিয়ে লড়তে শিখেছে, অতএব ফল যা হবে তা জানা। বহু লানিস্তাই এমন অসমান লড়াই মঞ্জুর করত না। কেউ পোষা কুকুরকে সিংহের পেছনে লেলিয়ে দেয় না। কিন্তু বাতিয়াতাস টাকার জন্য সব পারে।

দ্রাবা নামে সেই লোকটি ভোরে চোখ খুলে নিজের ভাষায় বলে :

"এসো আমার মৃত্যুর প্রভাত। তোমায় আমি স্বাগত জানাই। সে খড়ের বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার জীবনের কথা ভাবে। ভাবে জীবনের বিচিত্র বাস্তবের কথা। সব চেয়ে যে দুর্ভাগা—সেও হাতড়ে বেড়ায় একটুখানি কোন সুখের স্মৃতির জন্য—একটু প্রেম, একটু ভালোবাসা, একটু চুম্বন, নাচ-গান খেলা হাসি আহ্লাদের একছিটে একটু স্মৃতি। প্রতিটি মানুষ যে ভয় পায় মরতে। তারা

আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় জীবনকে—জীবনের সব অর্থ যখন ফুরিয়ে যায় তখনও। গৃহ-পরিবার হতে বহুদূরে, একেবারে নিঃসঙ্গ একলায়, ঘরে-ফেরার সর্ব-আশাহত যে হতভাগা সেও, লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত, অপমান-অত্যাচার জর্জরিত, বিলাসীর পোষা জন্তুর মতো খাইয়ে দাইয়ে লালন করে যাদের গ্লেডিয়েটর বানানো হয় রক্ত বইয়ে জান দিয়ে অপরের ফুর্তি জোগাবার জন্য বাঁচতে চায় সেও।

ও নিজে ছিল একজন সাধারণ সৎ গৃহস্থ যার গৃহ ছিল, স্ত্রী ছিল, সন্তান ছিল। শান্তির সময়ে যার কথা সবাই শুনত যুদ্ধের সময় যাকে মান দিত—তাকে কিনা আজ পাঠানো হচ্ছে হাতে মাছ ধরা জাল আর একটা কোঁচ দিয়ে মারণ-খেলা খেলতে আর দর্শকদের হাসি-বিদ্রূপ স্ফূর্তির খোরাক জোগাতে। তারা দেখবে, হাসবে, হাততালি দেবে এই জন্য।

ও নিজের মনে আওড়ায় ওরই মতো যারা তাদের জীবনদর্শন—শূন্যগর্ভদর্শন; হেসে নাও দুদিন বই তো নয়।

কিন্তু এ ফাঁকা, একেবারে ফাঁকা, কোন সান্ত্বনা নেই এর মধ্যে। দিনের কাজ আরম্ভ করতে হবে, দেহ মনকে জোর করে প্রস্তুত করতে হবে স্পার্টাকাসকে মারবার জন্য—যে স্পার্টাকাসকে ও ভালোবাসে, ওখানকার যত সাদা মানুষ আছে সবার চাইতে যে ওর কাছে বড়—সেই স্পার্টাকাসকে। উঠে দাঁড়ায়—ওর সমস্ত হাড় মাংসপেশী যেন ব্যথায় ককিয়ে ওঠে। এ নীতিবাক্য কি শোননি দ্রাবা—'হে গ্লেডিয়েটর, কোন গ্লেডিয়েটর যেন বন্ধু না হয় কখনও।"

ওদের চারজন প্রথমে গেল স্নান করতে—কারো মুখে কোন কথা নেই। কীই বা বলবে, বলেই বা কী হবে। কতক্ষণই বা ওরা একসঙ্গে আছে! এরিনাতে ঢোকা পর্যন্ত। কথা বললে আরো খারাপ হবে অবস্থা।

স্নানাগারে জল এরই মধ্যে গরম হয়ে বাষ্প উঠছে! ওরা তাড়াতাড়ি সেই ঘোলা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল—যেন কোন কিছু করবার জন্য ওদের কোন ভাবনা-চিন্তার দরকার নাই। লম্বা, কুড়ি ফুট চওড়া স্নানাগারটি অন্ধকার। দরজাটা বন্ধ করলেই শুধু সামান্য একটু আলো আসে ওপরের অভ্রঢাকা একটা ঘুলঘুলি দিয়ে। ওই দিকে আলোয় জলটাকে দেখাচ্ছে হাল্কা ধোঁয়াটে রং—উত্তপ্ত বড় বড় পাথরের চাঁই ফেলে গরম করা জল থেকে ওঠা একটা ঘন বাষ্পের জাল। সমস্ত স্নানাগারটার হাওয়া ধোঁয়ার ঠাস-বুনোনি। এই বাষ্প স্পার্টাকাসের প্রতি

রোমকূপে প্রবেশ করে—ওর আড়ষ্ট পেশীগুলোর জড়তা ভেঙে যায়—আরাম ও আয়েসের একটা অদ্ভুত নিরাসক্ত ভাবে ওর অনুভূতি ভরে যায়। এই গরম জল ওর কাছে এক বিস্ময়ের বস্তু। এ বিস্ময়ের শেষ নেই। ন্যুবিয়ার সেই বিনা জলে শুকিয়ে শুকিয়ে মরার স্মৃতি—তারও শেষ নেই। মরবার জন্য যাদের জন্ম, মারবার জন্য যাদের শিক্ষা—কী যত্নই না তাদের দেহগুলোর জন্য—যখনই ও স্নানাগারে যায় এ কথাই ওর মনকে ছেয়ে থাকে। ও যখন জীবনের ধন—ফসল ফলিয়েছে—যব, গম, সোনা তুলত তখন ওর দেহ ছিল নোংরা, ছিল অর্থহীন আর লজ্জার বস্তু, একতাল আবর্জনা, যার জন্য বরাদ্দ ছিল শুধু কিল, চড়, লাথি, চাবুক আর উপোস। আর এখন যখন ও মৃত্যুরই অনুচর—এখন ওর দেহের মূল্য সোনার মানে—যে সোনা ওরা নিউবিয়ার খনি আঁচড়ে খিমচে বার করত।

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে শুধু এখনই ওর মনে ঘৃণার ভাব এসেছে। এর আগে এ সবের জন্য কোন সময়ই ছিল না। ঘৃণা একটা বিলাস বিশেষ। ঘৃণা করতে হলে তার রসদ যোগাতে হয়, শক্তি যোগাতে হয়। তার জন্য চিন্তা ভাবনাও করতে হয় এবং সময়ও দিতে হয়। এখন ওর সময়-টময় সবই আছে। লেনতুলাসের মতো ঘৃণা করবার জলজ্যান্ত একটা পাত্রও আছে। বাতিয়াতাসই রোম আর রোমই বাতিয়াতাস। ও রোমকে ঘৃণা করে, রোমের সব কিছুকে ঘৃণা করে। ওর জন্ম-কর্মই ছিল জমি চাষ, গরু-মোষের খবরদারী করা আর খনি খুঁড়ে ধাতু তোলা—রোমে এসেই ও দেখতে পেল যে আপোষে হানাহানি খুনোখুনি করে বালির ওপর রক্ত-গঙ্গা বইয়ে বড় ঘরের বড় লোকদের স্ফূর্তি আর মজার রসদ যোগাবার জন্যই মানুষের জন্ম, আর তাঁকে শেখানো হয় সেই কাজই।

স্নানাগার থেকে তারা গেল দলাই মলাই-এর ঘরে। দেহে সুগন্ধি জলপাই তেল ঢালা হল। মালিশকারীর দক্ষ, সাবলীল আঙুলগুলির নীচে দেহের পেশী এক-একটি করে শিথিল হয়ে আসে, রোজকার মতো আজও আরামে চোখ বুজে আসে স্পার্টাকাসের। ওর প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা মনে পড়ে। মালিশ আরম্ভ হতেই ওর মনে হল ও যেন জালে পড়া একটা জন্তু—কি ভয় কি আতঙ্ক ওর মনে হচ্ছিল যে ওর সমস্ত স্বাধীনতা—অর্থাৎ যেটুকু আছে বা ছিল, ওর দেহ, মাংস সবকিছুর ওপর যেন ওই সন্ধানী চলন্ত আঙুলগুলি চড়াও হয়েছে। এতদিনে অবশ্য ও সহজ হতে পেরেছে, মালিশকারীর সেবা থেকে যেটুকু পাওয়া যায় তা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারছে। বারেবার এইভাবে এসে ওকে শুতে হয়েছে, বারেবার ওকে লড়তে হয়েছে—আটবার কাপুয়ার প্রধান অ্যামফিথিয়েটারে—সে কী উল্লাস, কি রক্ত-মাতাল উন্মত্ততায় বার বার দর্শকরা ওকে উৎসাহিত করছিল। চারবার লড়েছে বাতিয়াতাসের এই ঘরোয়া এরিনায়

কতগুলি ধনী হত্যা-বিলাসীদের মনোরঞ্জনের জন্য। এরা শহরে এমন সব বিশাল ও বিলাসবহুল প্রাসাদে বাস করে তা কল্পনাও করা যায় না। এরা প্রণয়িনী অথবা পুরুষ-প্রণয়ীদের সঙ্গে শহর থেকে আসে একটা দিন মানুষের লড়াই দেখে স্ফূর্তি করে কাটাতে।

রোজকার মতো আজও মালিশের টেবিলে শুয়ে শুয়ে ও স্মৃতিচারণ করে। সব যেন ওর মনে পাকা গাঁথুনিতে গাঁথা হয়ে আছে? বালি-ঠাসা এরিনাতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কী সাংঘাতিক ভয়, ওকে চেপে ধরত যার তুলনায় খনির গোলামি বা ক্ষেত গোলামির ভয় কিছুই নয়। এ ভয়ের বাড়া কোন ভয় নেই। খুনী তৈরী হবার জন্য নির্বাচিত হওয়া—এর বাড়া অপমান আর হয় না।

সুতরাং ও জেনেছে মানুষের যত রকম জীবন আছে, গ্লেডিয়েটরের মতো হেয় জীবন আর নেই। গ্লেডিয়েটর আর জানোয়ার প্রায় সমান বলেই গণ্য। তাই একটা ভালো ঘোড়া যে যত্ন-পরিচর্যা, চিন্তা-ভাবনা পায় এরাও সে দাক্ষিণ্য পেয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে একটা ভালো ঘোড়া এরিনাতে মরবে লেনতুলাস বাতিয়াতাস—শুধু সেই কেন, কোন রোমানই তা বরদাস্ত করবে না। স্পার্টাকাসের সারা সত্তায় পরিচ্ছদের মতো হয়ে জড়িয়ে আছে লজ্জা আর ভয়। ও-দিকে মালিশ-রত আঙ্গুলগুলি ওর দেহের প্রতিটি ক্ষতের টিসুগুলির তানা আর পোরেনের ওপর ধীরে ধীরে ঘুরে ফিরে চলছে।

ওর ভাগ্য ভালো আজ পর্যন্ত কখনও ওর শিরা ছিঁড়ে যায়নি, হাড় ভাঙেনি, ছুরির খোঁচায় কান ফুটো হয়নি, ঘাড়ে ছোরার কোপ পড়েনি; বা ওর সঙ্গী সাথীরা যেসব আঘাতের কথা ভেবে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে রাতের বেলা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে গলগল করে ঘামতে থাকে, সে রকম কোন সাংঘাতিক জখম ও কখনও হয়নি। এমনকি হাঁটুর পেছনের দিকের কন্তরাও ছেঁড়েনি কখনও বা অন্ত্রও ফুটো হয়নি। ও যত আঘাত পেয়েছে সবই সাধারণ—যাকে ওখানকার ভাষায় বলা হয়—স্মৃতি চিহ্ন। ওর দক্ষতা আছে বলেই ও বেঁচে যাচ্ছে এমন কথা ও বলে না, বলতে চায়ও না। দক্ষতা কিসের। কষাই-গিরির? শোনা যায় ক্রীতদাসরা নাকি সৈনিক হতে পারে না। কিন্তু ও নিজে বেড়ালের মতো ক্ষিপ্র—ওই সবুজ-চোখো। মূর্তিমান ঘৃণা আর স্তব্ধতা ওই ইহুদীটার মতো যে ওই মালিশের টেবিলে ওরই পাশে শুয়ে আছে। অত্যন্ত জোয়ান লোকটা, আর চিন্তাশীল। ঐটেই তো শক্ত—চিন্তা করা আর রাগ না করা। "ক্রোধে মৃত্যু", এরিনায় গিয়ে যারা রেগে যায় তারা মরবেই। ভয় হতে পারে, সে অন্য জিনিস। কিন্তু রাগ কখনও করতে নেই। রাগ দমন করতে স্পার্টাকাসের নিজের তেমন বেগ পেতে হয় না। আর চিন্তা! সারা জীবন ওই চিন্তাই তো হল ওর বেঁচে থাকার হাতিয়ার।

খুব কম মানুষই জানে এ তথ্য। 'গোলামরা কিছুই চিন্তা করে না।' "গ্লেডিয়েটররা জানোয়ার…এসব আপাতঃদৃষ্টিতে হয়ত ঠিক, কিন্তু ভেতরের কথা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বাধীন মানুষকে কদাচিৎ কখনও বাঁচবার জন্য ভাবতে হয়। কিন্তু ক্রীতদাসকে দিনের পর দিন ভাবতে হয় কোনমতে টিকে থাকার জন্য। হয়ত এ ভাবনা অন্যরকম। কিন্তু ভাবনা তো বটে। ভাবনা দার্শনিকের সঙ্গী কিন্তু গোলামের দুশমন। ভোরবেলা যখন উঠে এসেছে স্পার্টাকাস ভেরিনিয়াকে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলেই এসেছে। ওর পক্ষে ভেরিনিয়া নেই এটাই ধরে নিতে হবে। নইলে চলবে না। ও বাঁচলে ভেরিনিয়াও বাঁচবে। এখন যে অবস্থায় আছে তা বাঁচাও নয় মরাও নয়।

মালিশ-কারীদের কাজ শেষ। ওরা চারজন টেবিল থেকে লাফিয়ে নেমে গায়ে জড়িয়ে নেয় লম্বা পশমী ক্লোক, যাকে ওরা বলে কাফন। তারপর খাবার ঘরের দিকে যায়। অন্যান্য গ্লেডিয়েটররা এসে গেছে। মাটিতে আসন-পিঁড়ি হয়ে সবাই বসেছে—সামনে একটা ছোট জল-চৌকি মতো। তার ওপর খাবার রাখা—এক বাটি ছাগলের দুধের ঘোল, আর চর্বিওয়ালা শুয়রের মাংস দিয়ে রান্না এক বাটি গমের মণ্ড (Porridge)। লানিস্তা খাওয়ায় ভালো। ক্রুশে চড়বার আগে আসামী যেমন পেট ভরে খায়, এমনি লানিস্তার স্কুলে এসেই অনেকে জীবনে প্রথম পেট ভরে খেতে পায়। যারা আজ লড়বে শুধু সেই চারজনের জন্যই বাড়তি বরাদ্দ—সামান্য একটু করে মদ আর কয়েক টুকরো মুরগীর ঠাণ্ডা মাংস। ভর পেটে ভালো লড়া যায় না।

যাইহোক, স্পার্টাকাসের খিদে ছিল না। অন্যদেরও খাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। ওরা চারজন অন্যদের থেকে একটু দূরে বসেছে। সামান্য দু'এক টুকরো মাংস ওরা তুলে মুখে দেয়—আর পরস্পরের মুখের দিকে চায়। কারো মুখে কথা নেই। অন্যরা সবাই কথা বলছে। তাদের কথা গল্পে গুলজার হলটার মধ্যে ওদের চারজনের জায়গাটুকু যেন একটা নীরবতার দ্বীপ। অন্য গ্লেডিয়েটররা ওদের দিকে বিশেষ তাকাচ্ছে না, বিশেষ মনোযোগও দিচ্ছে না। শেষ প্রাত-রাশের এইই রীতি এখানকার।

আজের জুটি কার সঙ্গে কার, সবাই জানে তা। সবাই জানে স্পার্টাকাস লড়বে কালো লোকটার সঙ্গে—জাল আর কোঁচের বিপরীতে ছোরা। সবাই এও জানে থ্রেশীয় ছোকরা লড়বে ইহুদীটার সঙ্গে। স্পার্টাকাসও মরবে, থ্রেশীয় ছোকরাও মরবে। দোষ স্পার্টাকাসেরই। ভেরিনিয়া শুধু ওর শয্যা-সঙ্গিনী নয়। ও তাকে স্ত্রী বলে। স্ত্রী ছাড়া আর কিছু বলে না। ও সকলের ভালোবাসা আদায় করে নিয়েছে। হলে বসা গ্লেডিয়েটরদের কেউ ঠিক বোঝাতে পারবে না কেন তারা স্পার্টাকাসকে ভালোবাসে। কি করেই বা বাসল।

প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ধরন আছে, অজস্র ছোটখাট ভঙ্গি আছে, নানা

রকম কাজকর্ম আছে। স্প্যার্টাকাসের কথা সকলে মাথা পেতে মেনে নেয়। তাদের শংকা-ভয়, ঝগড়া-বিবাদ নিয়ে ওর কাছে ছুটে আসে, আসে সান্ত্বনার জন্য, আসে সমস্যা সমাধানের জন্য। কিন্তু ওর কোমল ভদ্র ব্যবহার, মেষের মতো নিরীহ পুরু ঠোঁট আর ভাঙ্গা নাকওয়ালা মুখ দেখে বোঝাই যায় না ওর মধ্যে অতবড় শক্তি আছে। তবুও যখন একটা সিদ্ধান্ত নেয় সে সবাই তা মেনে নেয়। যখন ও ওর স্বভাব-সুলভ কোমল ভঙ্গিতে বিচিত্র উচ্চারণের ল্যাতিন-ভাষায় কিছু বলে—তারা তা গ্রহণ করে। ও ওদের সঙ্গে কথা বলে—ওরা তাতে সান্ত্বনা পায়। ওকে দেখে মনে হয় ও খুব সুখী। ওর মাথা উঁচু—ক্রীতদাসদের মধ্যে যা দেখা যায় না। ওর মাথা কখনও নীচু হয় না। গলার স্বর কখনও ওঠে না। কখনও ওর রাগ হয় না। ওর আভ্যন্তরীণ তৃপ্তিতে ও বিশেষ, সবার থেকে আলাদা। কতগুলি তালিম-দেওয়া খুনী আর বরবাদ-হয়ে-যাওয়া মানুষের অস্বাস্থ্যকর সঙ্গে ওই বৈশিষ্ট্য নিয়েই ও আছে।

বাতিয়াতাস প্রায়ই বলে, গ্লেডিয়েটররা জানোয়ার ছাড়া আর কি? যারা ওদের মানুষ বলে তাদের দৃষ্টি-বিভ্রম হয়েছে বলতে হবে। কিন্তু আসল কথা স্পার্টাকাস জানোয়ার হতে রাজি নয়। তাই ও বিপজ্জনক। ও একজন ওস্তাদ খেলোয়াড়, ওকে দিয়ে বহু টাকা আসে; তবু বাতিয়াতাস ওর মরণ চায়। ও মরলেই ভালো।

প্রাতরাশ শেষ হয়। ওরা চারজন হল ওখানকার অপভাষার পরিহাসে "বিশেষ সুবিধা-ভোগী মানুষ।" ওরা আপন মনে চলে যায়। ওরা নিষিদ্ধ ব্যক্তি আজ। ওদের সঙ্গে কথা বলা, ওদের ছোঁওয়া নিষেধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও গান্নিকাস ছুটে এসে স্পার্টাকাসকে আলিঙ্গন করে, তার ওষ্ঠে চুমু খায়। আশ্চর্য কাণ্ড! এমন ব্যাপার কেউ দেখেনি। এরজন্য গান্নিকাসকে সাংঘাতিক দাম দিতে হবে—ত্রিশ কোরা। কিন্তু সবাই গান্নিকাসের ওই ব্যবহারের কারণ বুঝল। খুব কমই ছিল যারা বোঝেনি।

এরপর বহু বছর পর্যন্ত বহুবার লেনতুলাস বাতিয়াতাসের মনে পড়েছে সেদিনের সেই প্রভাতটি। এবং ওই প্রভাতটিই পরবর্তী দুনিয়া-কাঁপানো ঘটনাবলীর মুখ্য কারণ কিনা তা বিচার করে বার বার ও বুঝতে চেষ্টা করেছে। কি করে হতে পারে কারণ? কি করে ও মানতে পারে যে দুটো

ফচকে রোমান ছোকরা নিজেরা বসে দুজন গ্লেডিয়েটরের আমরণ লড়াই দেখতে চেয়েছিল শুধু—তাতেই অত বড় কাণ্ডটা ঘটে গেল? প্রতি সপ্তাহেই তো অমনি লড়াই হয়—কোন সপ্তাহই প্রায় বাদ যায় না। কখনও এক জোড়া, কখনও দু জোড়া, কখনও তিন জোড়ায় পর্যন্ত লড়াই হয়। সেদিনের লড়াই অন্যদিনের চাইতে কি এমন তফাৎ ছিল, ও বুঝতেই পারে না। কিন্তু যে ব্যাপারটা ঘটে গেল—তাতে রোমে ওর কয়েকখানা সস্তা ভাড়ার কুঠরীওয়ালা বাড়ি আছে তার জন্য ওকে ভাবিয়ে তুলেছে। বাড়িগুলোতে টাকা খাটানো খুব ভালো একটা ব্যবসা—ভালো টাকা আসে। ব্যবসা জগতে যত উঠতি পড়তিই হোক না, এ ব্যবসার ধারে কাছে তা আসে না। এ ব্যবসায়ের আয় নিয়মিত, অবশ্য নিশ্চিত—এবং অনেকক্ষেত্রে ক্রম-বর্ধনশীল। আয় বাড়ানো যায়, তাতে অবশ্য বিপদও আছে। প্রথমে বাতিয়াতাস দুটি বাড়ি কিনেছিল। একটি চারতলা, একটি পাঁচতলা—প্রত্যেক তলায় বারোটা করে ছোট ছোট ফ্ল্যাট ছিল—প্রত্যেকটির ভাড়া ছিল বছরে নয়শ' সেসটারসিস।

বাড়িওয়ালারা কেন যে তলার ওপর তলা বাড়িয়ে যেত একথা বুঝতে বাতিয়াতাসের দেরি হল না। ব্যবসাবিমুখ মুদ্দফরাস-জাতীয় মানুষদের থাকে নিচু একতলা বাড়ি। কিন্তু বড়লোকদের থাকে আকাশচুম্বী অট্টালিকা। লানিস্তা চটপট পাঁচতলা বাড়িটাকে সাততলা করে ফেলল। কিন্তু চারতলা বাড়ির ওপর আর-একটা তলা চাপাতেই সেটা ধ্বসে পড়ল। লোকসান হল বিপুল। চাপা পড়ে ভাড়াটে মরল কুড়িজন। এবং টাকা খসল আরো। প্রায় কুবেরের ভাণ্ডার উজাড় করে দিতে হল ঘুষ দিয়ে ব্যাপারটাকে চাপা দিতে। এটা হল সংখ্যাগত বৃদ্ধি ও তার গুণগত অপকর্মের ব্যাপার। এ অবস্থা গ্লেডিয়েটরদের ব্যাপারেও ছিল। কিন্তু তবু অন্যান্য বহু লানিস্তার চাইতে বাতিয়াতাসের অবস্থা ভালোই ছিল। বাতিস্তা ভালোভাবেই জানত তা।

সেদিনের সকালবেলাটা যেন কেমন হয়ে গেল। এক নম্বর হল গান্নিকাসকে বেত মারা। গ্লেডিয়েটরদের বেত মারা উচিত নয়। কিন্তু একটা শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, তার শৃঙ্খলা হবে আদর্শস্থানীয়। কাজেই শৃঙ্খলাভঙ্গ হলে, সে সামান্যই হোক আর যাই হোক, অপরাধীকে কঠোর হাতে শাস্তি দিতেই হবে গ্লেডিয়েটর হলেও, এবং সেই মুহূর্তেই।

দ্বিতীয় নম্বর হল, জাল আর কোচের বিপরীতে ছোরার জুড়ি দেওয়া। ব্যাপারটা নিয়ে গ্লেডিয়েটরদের মধ্যে হল অসন্তোষ। আর সেদিনকার লড়াইয়ের গোটা ব্যাপারটাই হল তিন নম্বর।

বাতিয়াতাস অতিথিদের জন্য এরিনাতে অপেক্ষা করছিল। এমনিতে এই, রোমান দুটোকে ওর যত বিশ্রীই লাগুক না কেন, অর্থের সম্মান তো দেখাতে হবে। এ বিষয়ে ওর টনটনে জ্ঞান। কোটিপতি মানে শুধু কোটির মালিক নয়।

কোটি ওড়াবার মতো কলজেও থাকা চাই। এরকম লোকদের মক্কেল পেলে অভিভূত হয়ে পড়ে বাতিয়াতাস ; এদের কাছে নিজকে মনে হয় এঁদো ডোবার ক্ষুদে ব্যাঙ। ও যখন শহরে, শহরতলীতে গুণ্ডাসর্দার হয়ে গুণ্ডাবাজি করে বেড়াত, তখন ওর স্বপ্ন ছিল চার লাখ সেসটারসেস জমাবে। তাহলে নাইট খেতাব পেতে পারবে। নাইট হল। এবারে ও বুঝতে পারল ধনদৌলতের অর্থ কী। নিজের বুদ্ধির জোরে অনেক দূর উঠে গেল, কিন্তু আরো ওপরে ওঠার অসংখ্য ধাপ তখনও বাকী। যথাস্থানে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতেই হবে। তাই ও কেইয়াস, ব্রেকাস প্রভৃতি আজের অতিথিদের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। এবং সে জন্যই গান্নিকাসকে ত্রিশ বেত মারার কথা ও জানতে পারেনি। যাই হোক, অতিথিরা এলে তাদের ও স্বাগত করে আসরে নিয়ে গেল। আসনগুলি অত্যন্ত উঁচু হওয়ার দরুন ঘাড় না বাঁকিয়ে বা না বাড়িয়ে এরিনার প্রতিটি কোণ দেখা যায়। বাতিয়াতাস নিজের হাতে আসনের কুশানগুলি ঠিকঠাক করে দিল, যাতে অতিথিদের আরামের ব্যাঘাত না হয়। বেশ আয়েস করে বসে তারা লড়াই দেখতে পারে। শীতল সুরা পরিবেশিত হল ; পাত্রে পাত্রে এল নানা রকম মিষ্টান্ন, মধুপক্ক কচি পায়রার মাংস ইত্যাদি ; যাতে ক্ষুধার খাদ্য ও তৃষ্ণার পানীয় চাইবার অবকাশ না হয় অতিথিদের। প্রভাতের রোদ আড়াল করার জন্য খাটানো আছে ডোরাকাটা কাপড়ের চাঁদোয়া। পাশে দাঁড়িয়ে আছে পালকের পাখা হাতে নিয়ে দুজন বান্দা। খানিক পরেই তো হাওয়া গুমট গরম হয়ে উঠবে। এসব ব্যবস্থা পরিদর্শন করতে করতে গর্ববোধ করছিল বাতিয়াতাস। রুচি যার যত সূক্ষ্মই হোক না কেন এখানে পাবে না এমন জিনিস নেই। লড়াই আরম্ভ হবার আগের খালি সময়টা যাতে অতিথিদের একঘেয়ে না লাগে তার জন্য মঞ্চে চলছে একজন নর্তকীর নাচ ; সঙ্গে আছে দুজন সঙ্গতকার।

কিন্তু অতিথিদের মন এ সবে নেই। তাদের আলাপ আরো উচ্চ গ্রামে বাঁধা। ব্রেকাসের বিবাহিত বন্ধু কর্নেলিয়াস লুসিয়াস বকে চলেছে, আজকাল রোমে একটু ভদ্রভাবে থাকতে হলে কী কী লাগে। বাতিয়াতাস তার চলাফেরা একটু মন্থর করে উৎকর্ণ হয়ে শোনে : এ খবর তারও দরকার। সে নিজেও ভদ্রভাবে থাকতে চায়। তাই এসব কথা শোনার ওর এত আগ্রহ। কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেল শুনে যে লুসিয়াস পাঁচ হাজার দিনারাই দিয়ে শুধু পেস্ট্রি বানাবার একটা লোক কিনেছে। পাঁচহাজার! বাপ্‌স! এতো নবাবী ব্যাপার।

লুসিয়াস বলে চলে, "শূয়রের খোঁয়াড়ে তো আর কেউ থাকতে পারে না। আমার বাবা যেমনভাবে থেকেছেন সেভাবেও থাকা যায় না। ওরই মধ্যে একটু ভালোভাবে থাকতে হলে রান্নার জন্য নিদেনপক্ষে চারজন লোক তো লাগবেই। পেস্ট্রির জন্য একজন এল। আরও তো নানারকম খাবার করতে হয়। তার জন্য জন-তিনেক চাই। আর নয়তো পাঠাও বাজারে। খাবার কিনে আনো। বাস,

ঢুকে গেল। ওসব বাবুর্চি-ফাবুর্চির হাঙ্গাম আর করতে হবে না। ওর বৌ বলে :

"ওসব না হলেই বা চলে কী করে। নিজের জন্য প্রতিমাসে একটি করে নূতন নাপিত আসছে। কারো কামানোই তোমার পছন্দ হয় না। স্বয়ং ভগবান এলেও তোমায় খুশি করতে পারবে না। আর আমি যদি চুল বেঁধে দেবার বা মালিশ করার জন্য একটা লোক চাই . . ."

ব্রেকাস নম্রভাবে মহিলাকে বোঝায় .

"শ'খানেক চাকর দাসী হলেই তো হল না। তাদের শেখানো পড়ানো—সে এক কাজ। আর শিখিয়ে পড়িয়ে নিলেই বা কোন্ লাভ। এই তো আমারই আছেন এক শ্রীমান—আমার খাস খানসামা। তার কাজটি হল শুধু আমার জামা কাপড়গুলোর হেফাজতি করা। বাস্, আর কিছু না। সাইপ্রাসের লোক—সে বান্দা বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোমায় হোমার আউড়ে শোনাতে পারে। কিন্তু কাজে অষ্টরম্ভা। কাপড়চোপড় কিছু ধোয়টোয় না। বেশ তা না ধুলি ওগুলো অন্ততঃ গুছিয়ে তো রাখবি একটু। আমার ক্লোক রাখার একটা আলাদা আলমারি আছে। আমি চাই যখন কাপড় ছাড়ব ক্লোকটা ক্লোকের আলমারিতে, টিউনিক টিউনিকের আলমারিতে, যেখানকার যা একটু ঠিক করে তুলে রাখবে। এই তো। কুকুরটাকে শেখালে সে শেখে। কিন্তু ও শিখবে না। কুকুরটাকে যদি বলি, "যা তো রেক্সিভিস্, আমার ক্লোকটা নিয়ে আয়," ঠিক নিয়ে আসবে। কিন্তু তিনি পারবেন না। ওকে শেখাতে যে সময় লাগে তার চেয়ে নিজের হাতে কাজ করা অনেক ভালো।

কেইয়াস প্রতিবাদ তোলে :

"তুমি কেন নিজের হাতে করতে যাবে?"

"আরে না না! করবার কথা কে বলছে। আচ্ছা, খোকাবাবু, একটু দেখোতো লানিস্তা কেমন মদ আনল।"

"সিজালপাইন", জগটা ওদের সামনে রেখে গর্বের সঙ্গে বলে বাতিয়াতাস। ব্রেকাস একটা আঙুল নাকের কাছে ধরে থুথু ফেলে। তারপর বলে :

"আমি যদি কৃশনের কথা না বলতাম, আপনার খেয়াল হত? আচ্ছা আপনার জুডিয়ান মদ আছে?"

"খুব ভালো জুডিয়ান মদ আছে। হাল্কা গোলাপী রং।" তারপর হাঁক দিয়ে একজন ভৃত্যকে বলে :

"যা. জুডিয়ান মদ বের করে নিয়ে আয়।"

লুসিয়াসের স্ত্রী স্বামীর কানে কানে কিছু বলছিল। লুসিয়াস বলল :

"ওকে বলো না।"

"না," মহিলা বলে।

ব্রেকাস বলে, "সখি, আমায় বলতে পারেন না এমন কী কথা আছে?"

"আমি কানে কানে বলব।"

ব্রেকাসের কানে কানে কিছু বলে মহিলা।

"আরে নিশ্চয়, নিশ্চয়, এক্ষুনি," বলে ব্রেকাস বাতিয়াতাসকে ডেকে বলে, "লড়াই শুরু হবার আগে ইহুদীটাকে একবার এখানে নিয়ে আসুন না।

এইসব বড় ঘরের মানুষগুলির বিভিন্ন আচরণের মধ্যে কোন সংগতি খুঁজে পায় না বাতিয়াতাস। সংগতি আছে তা ও জানে। কিন্তু সবদিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে এর কোন সংজ্ঞা দিতে পারে না ও। সকলের আচরণের মধ্যে মোটামুটি একটা সাধারণ ছক খোঁজে, যাতে জন্মসূত্রে যে প্রকৃতির উত্তরাধিকার ও পেয়েছে তার স্বাভাবিক আচরণের দ্বারা ব্যাহত না হয় (নিজের) এমন একটা আচরণবিধি ও ঠিক করে নিতে পারে। শত যুক্তি দিয়েও কোন সাধারণ ছকের হদিস ও পায় না। নানা জনে ঘরোয়া খেলা দেখার জন্য ওর এরিনা ভাড়া নেয়। সবার ব্যবহার আলাদা; তাহলে বোঝা যায় কী করে?

বাতিয়াতাস ইহুদীকে আনতে পাঠায়।

দুজন শিক্ষক তাদের মাঝখানে করে ইহুদীকে নিয়ে আসে। ইহুদী দর্শকদের সামনে এসে দাঁড়ায়। ওর গায়ে তখনও পশমের মোটা ক্লোকটা জড়ানো। ওর পাণ্ডুর সবুজ চোখ দুটি যেন হিমশিলা। ওই চোখ দিয়ে ও দেখছে না কিছুই। শুধু দাঁড়িয়ে আছে।

মহিলাটি একটু যেন লজ্জিতভাবে হাসতে লাগল। কেইয়াস ভয় পেয়ে গেল। এই প্রথম ও একজন গ্লেডিয়েটরের এত কাছে এসেছে। মাঝখানে কোন প্রাচীর বা বেড়ার বাঁধাটুকুও নেই। দুজন শিক্ষক সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও ওর ভয় গেল না। ওই সবুজ চোখ, পাতলা ওষ্ঠ, বঁড়শীর মতো বাঁকানো একটা নাক, যা দেখলে ভয় করে। কদম-ছাঁট চুলের ইহুদীটা যেন মানুষ নয়।

ব্রেকাস বলে: "ওকে ক্লোকটা খুলে ফেলতে বলুন, লানিস্তা।"

বাতিয়াতাস ওকে চুপি চুপি বলে:

"জামাটা খুলে ফেলো।"

ইহুদী এক মুহূর্ত কী যেন ভাবে। তারপর এক ঝটকায় ক্লোকটা খুলে ফেলে নিরাবরণ দেহে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর দোহারা পেশল দেহটা একেবারে স্থির— যেন ব্রঞ্জে খোদাই-করা মূর্তি।

কেইয়াস মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। লুসিয়াস যেন বিরক্ত হয়। কিন্তু মহিলাটি নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে রইল—ওষ্ঠ ঈষৎ ভিন্ন, নিশ্বাস দ্রুত এবং জোরে জোরে।

ব্রেকাস ক্লান্তভাবে বলে :
"লোমহীন একটা দু'পেয়ে জানোয়ার।"
ইহুদী আবার ক্লোকটা পরে ফিরে চলল। শিক্ষক দুজন চলল সঙ্গে সঙ্গে।
ব্রেকাস বলে, "এই লোকটাই প্রথমে লড়ুক।"

থ্রেশীয় বা ইহুদীদের চলতি ছোরা অথবা 'সাইকা' নামে আরও উন্নত ধরনের ঈষৎ-বাঁকানো ছোরা নিয়ে এরিনাতে লড়াই করার সময় আত্মরক্ষার জন্য গ্লেডিয়েটরদের কাঠের ঢাল দেবার আইন তখনও হয়নি। যখন আইন হল, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা লঙ্ঘিত হতে লাগল। প্রচলিত পেতলের পদচ্ছদ (Greaves) ও হেলমেট নিয়ে খেললে যা হয় ঢাল নিয়ে খেললেও তাই। শুধু ছোরা নিয়ে খেলার আসল নাটকটিই মাঠে মারা যায়। অর্থাৎ গ্লেডিয়েটর ছোরা খেলার সময় যে অবিশ্বাস্য রকম গতি ও ক্ষিপ্রতার পরিচয় দেয় তা আর থাকে না। বছর চল্লিশেক আগে জুড়ির লড়াই খুব কম হত। সাধারণ এরিনার খেলাকে বলা হত সেমনাইট। প্রতিদ্বন্দ্বীরা তখন লড়ত ভারী বর্ম পরে আর সৈন্যদের ব্যবহার্য 'স্কুটাম' নামে প্রকাণ্ড বড় ঢাল আর 'স্পাটা' নামে স্পেনদেশীয় তলোয়ার নিয়ে। এতে না ছিল তেমন উত্তেজনা, না তেমন রক্তপাত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঢালে তলোয়ারে টক্কর চলত। কেউ তেমন জখম হত না। তখনকার দিনেও লানিস্তাদের মেয়েধরা আড়কাটির মতো হেয় দৃষ্টিতে দেখা হত। সাধারণতঃ ছোটখাট গুণ্ডার সর্দাররাই কাজের বার হয়ে যাওয়া কতগুলি গোলাম কিনে তাদের দিয়ে লড়াত। যতক্ষণ না অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়ে বা অতিরিক্ত ক্লান্তিতে ওরা মরে যায় ততক্ষণ লড়তে হত ওদের। বেশীর ভাগ লানিস্তারা ছিল বেশ্যার দালাল। এক হাতে তারা গ্লেডিয়েটর নিয়ে কারবার করত আর এক হাতে বেশ্যাবৃত্তির।

দুটো নূতন ঘটনা ঘটল—যার ফলে জুড়ির লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটল। এবং সেই সাদামাটা উত্তেজনাহীন খেলা হয়ে দাঁড়াল গোটা রোমের নেশা। আর লানিস্তারাও সাঁ সাঁ করে ওপরে উঠে গেল। তারা সেনেটে আসন পেতে লাগল; পল্লীনিবাস তৈরি করতে লাগল, আর দেখতে না দেখতে কোটিপতি হয়ে উঠল। প্রথম ঘটনাটি হল আফ্রিকার ভূমিতে রোমান সামরিক

এবং অর্থনৈতিক শক্তির অনুপ্রবেশ। আগে কালো গোলাম কদাচিৎ দেখা যেত। কিন্তু ঐ ঘটনার পর প্রচুর নিগ্রো গোলাম আমদানি হতে লাগল। এরা যেমন লম্বা তেমনি জোয়ান। লানিস্তাদের মাথায় ঢুকল ওদের হাতে মাছধরা জাল, কোঁচ আর ত্রিফলা বর্শা দিয়ে ঢাল-তলোয়ারের বিপরীতে নামালে কেমন হয়। বাজার মাত হয়ে গেল। রোমানদের নেশা ধরে গেল। এবং এরিনার খেলা আর 'কখনও-সখনও'র পর্যায়ে রইল না।

এই পরিবর্তন সম্পূর্ণ হল দ্বিতীয় ঘটনার দ্বারা। অর্থাৎ থ্রেশ আর জুডিয়াতে অনুপ্রবেশ এবং দুইটি অত্যন্ত কর্মঠ, স্বাধীন পার্বত্য কৃষিজীবী গোষ্ঠীর আবিষ্কার। এরা যুদ্ধবিগ্রহে একরকম খাটো ক্ষুরধার বাঁকা ছুরি ব্যবহার করত। জাল-ধারী রিতিয়াইদের চেয়েও বেশি পরিবর্তন আনল এরা। সামনাইটের ঢাল-তলোয়ারের ঠোকাঠুকির শব্দ আর ঢিলে তেতালার লড়াইয়ের বদলে এল বিদ্যুৎ চমকের মতো ছোরার লড়াই, বীভৎস কাটা ঘা, রক্ত, পেট চিরে নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে আসা, দক্ষতা, যন্ত্রণা আর তড়িৎগতি।

ব্রেকাস তার তরুণ সঙ্গী-সঙ্গীনীদের বলে :

"থ্রেশীয়দের একবার দেখলে আর কিছু দেখতে ইচ্ছে করবে না, বুঝলে! সব জোলো, বাজে মনে হবে। ভালো থ্রেশীয়ানদের খেলা সেরা চীজ—একেবারে মাতিয়ে দেবে তোমায়।"

খেলা শুরু হবার সময় হয়। বাদ্যকররা এবং নর্তকী মঞ্চ থেকে চলে যায়। ক্ষুদ্র এরিনাটি এখন শূন্য। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। সমস্ত স্থানটা জুড়ে একটা বেদনাময় স্তব্ধতা থির থির করে কাঁপছে। রোমান চারজন, মহিলাটি এবং তিনজন ভদ্রলোক কুশানে গা এলিয়ে ধীরে ধীরে হাল্কা গোলাপী রঙের জুডিয়ান মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে প্রতীক্ষা করছে খেলা আরম্ভ হবার।

এরিনার দিকে খোলা স্বল্পপরিসর প্রতীক্ষাকক্ষে ইহুদীটির ফিরে আসার প্রতীক্ষা করছে থ্রেশীয় দুজন আর আফ্রিকানটি।

ওদের মনে কোন আনন্দ নেই। ওখানকার ভাষায় ওরা হচ্ছে বলির পাঁঠা। ওদের সঙ্গী এখন শুধু লজ্জা; না গৌরব, না ভালোবাসা, না সম্মান। কালো লোকটি অবশেষে বলে নিস্তব্ধতা ভেঙে :

"ভগবান যাকে ভালবাসে সে ছোটবেলায়ই মরে যায়।"

"না", স্পার্টাকাস বলে।

"তুমি কি দেবতা-টেবতায় বিশ্বাস কর?"

"না।"

"তবে কী বিশ্বাস কর স্পার্টাকাস?" আফ্রিকানটি জিজ্ঞাসা করে।

"আমি বিশ্বাস করি তোমাকে আমাকে।"

"আমাকে? তোমাকে?" তরুণ থ্রেশীয়ান পলেমাস বলে:

"আমরা তো লানিস্তার মাংস কাটার টেবিলের কতগুলি মাংসের তাল।"

"তুমি আর কী বিশ্বাস কর, স্পার্টাকাস?" আফ্রিকানটি আবার শুধায়।

"আর কী? আর কী হতে পারে? মানুষ কিসের স্বপ্ন দেখে? যে মানুষ মরতে চলেছে—সে কি স্বপ্ন দেখতে পারে?"

"আগে যা বলেছি, তাই বলছি।" ধীরে ধীরে আফ্রিকান বলে, স্বর গাঢ়, ভরাট, বুকের মধ্যে বেদনা যেন উথলে উথলে উঠছে।

"আমি বড় একা . . . গৃহ পরিবার ছেড়ে . . . । আমার সেই তাদের জন্য বুক আমার ভেঙে যায়। আমি আর বাঁচতে চাই না। আমি তোমায় মারব না বন্ধু।"

"এটা কি দয়ামায়া দেখাবার জায়গা?"

"না, এটা শুধু ক্লান্তির জায়গা, আমি বড় ক্লান্ত।"

"আমার বাবা ছিলেন ক্রীতদাস," স্পার্টাকাস বলে, "একমাত্র যে ধর্ম তাই তিনি আমায় শিখিয়েছেন। ক্রীতদাসের একমাত্র ধর্ম হল বাঁচা।"

"কিন্তু আমরা দুজনেই তো বাঁচতে পারব না।"

"ক্রীতদাসের জন্য জীবনের এইটুকুই মাত্র করুণা আছে যে অন্ধদের মতো তারাও জানতে পারে না তারা কখন মরবে।"

প্রহরীরা ওদের কথা শুনতে পেয়েছে। প্রতীক্ষাশালার দেয়ালে তারা বল্লম ঠুকে ওদের চুপ করার ইঙ্গিত জানায়। ইহুদীটি ফিরে এসেছে। কথা বলতে তার ইচ্ছা নেই, কথা সে বলে না। সে দরজার ভেতরে এসে দাঁড়ায়। গায়ে ক্লোক জড়ানো, দুঃখে লজ্জায় মাথাটা নত। একটা তুরী বেজে ওঠে। তরুণ থ্রেশীয়টি উঠে দাঁড়ায়। আবেগে তার ঠোঁট দুটি কাঁপছে। ও আর ইহুদী ক্লোক খুলে ফেলে। দরজা খুলে যায়। পাশাপাশি দুই নগ্ন মূর্তি মঞ্চে প্রবেশ করে।

কালো মানুষটির কোন আগ্রহ নেই। সে নিরাসক্ত। মৃত্যুর সাথে তার গাঁটছড়া বাঁধা। বাহান্নবার সে জাল-বল্লম নিয়ে লড়াই করেছে। প্রতিবার সে জীবিত ফিরে এসেছে। জীবনের সাথে যে-সূত্রে সে বাঁধা ছিল সে তো ছিঁড়ে গেছে। এখন ও স্মৃতির মধ্যে ডুবে বেঞ্চিতে বসে আছে। দুই হাতের মধ্যে মাথা গোঁজা। স্পার্টাকাস লাফিয়ে উঠে দরজার কাছে যায়—দরজার একটা ফাঁকে চোখ রাখে।

ও দেখতে চায় জানতে চায় ওখানে কী হয়। ও কারো পক্ষ নেয় না। থ্রেশীয় ছেলেটি ওরই জাতির, ওরই জ্ঞাতিভাই সে। কিন্তু ইহুদী! আশ্চর্যভাবে ওর হৃদয়কে সে ছিঁড়ে ফালিফালি করে দিচ্ছে। আমৃত্যু লড়াই মানে জুড়ির একজন মরবে। জীবন যতক্ষণ আছে, জীবনই হল সার বস্তু। স্পার্টাকাসের সত্তার সার হল জীবন। মানুষ তার পরিচয় পেয়েছে। জীবনকে যদি টিকিয়ে রাখা যায় তবে তা উত্তীর্ণ করা যায় নক্ষত্রলোকের উচ্চতায়। এখন ও দরজার ফাটলে চোখ রাখে। এরিনার মাঝখান অবধি দেখতে পায়।

প্রথমে জুড়ি দুজন ওর দৃষ্টি আড়াল করে ছিল। কিন্তু ওরা মাঝখানে সরে যেতে মনে হল যেন আকারে ছোট হয়ে গেল ওরা। যারা ওর রক্তমাংস কিনেছে তাদের মুখোমুখি দাঁড়ায় ওরা। ওদের ছায়াগুলো ওদের পেছনে দোলে। ওদের দেহগুলি কালো তেলচকচকে। ওরা দশ পা ফাঁক হয়ে দাঁড়াল পরস্পরের কাছ থেকে। ওর দৃষ্টির প্রান্তে ওরা যেন একটা ছবি। মাঝখানে রোদ আর বালি। ওর দৃষ্টি চলে যায় যেখানে দর্শকরা বসে আছে। ওই ওর দৃষ্টির সীমান্ত। ও দেখতে পাচ্ছে প্রশস্ত একটা বর্ণোজ্জ্বল মঞ্চ, লাল হলদে আর বেগুনীতে ডোরা কাটা কাপড়ের চাঁদোয়া, ক্রীতদাসদের হাতের মন্থর আন্দোলিত পালকের পাখা। ওই সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন বসে আছে—যারা জীবন আর মরণকে পণ্যের মতো কিনে নিয়েছে। মহাপ্রতাপশালী ওরা। যুগে যুগে যেসব কথা মাত্র এক আধজন ভেবেছে সেইসব কথা স্পার্টাকাসের চিন্তার জগৎকে ওতপ্রোত করে দিতে লাগল . . .।

যে শিক্ষকের ওপর মঞ্চের ভার সে এসে প্রবেশ করল। তার হাতে পালিশ করা কাঠের ট্রের ওপর দুখানি ধারালো ছোরা। আজকের খেলার মাশুল যারা দিয়েছে তাদের সামনে ধরল ট্রেটা সে। এটা প্রতীকী। ট্রেটা কাৎ করতেই কালো বাঁট লাগানো, সুগঠন ক্ষুরধার বারো ইঞ্চি লম্বা ছোরা দুটির ওপর সূর্যের আলো ঝলমল করে উঠল। ছোরা দুখানা ইষৎ বাঁকানো। এবং এত ধার যে পালকের মতো মৃদু স্পর্শেও চামড়া কেটে দুফাঁক হয়ে যায়।

ব্রেকাস মাথা নাড়ে। ওই ছোরার ধারের মতো তীক্ষ্ণ ধার এক ঘৃণায় স্পার্টাকাসের আপাদমস্তক জ্বলে গেল। পরক্ষণেই নিজকে সংযত করে ও, নিরাবেগভাবে দেখতে লাগল—মল্লরা অস্ত্র বেছে নিয়ে দূরে সরে যায় স্পার্টাকাসের দৃষ্টিসীমার বাইরে। দেখতে পাচ্ছে না স্পার্টাকাস। কিন্তু বোঝে এবারে ওরা কী করবে। ও ওদের প্রতিটি নড়াচড়া চেনে, প্রতিটি নড়াচড়া ওর জানা। চরম-শাস্তি পাওয়া আসামীর মতো সাবধানী এবং ভীত দৃষ্টিতে ওরা পরস্পরের দিকে চায়, তারপর দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মাঝখানে যে বিশ পা জমি থাকার কথা নিয়মানুসারে তা মাপে। তারপর নত হয়ে ছোরার বাঁটে এবং হাতের তেলোয় বালি মাখায়। এরপর এরা দেহটাকে যুদ্ধের ভঙ্গিতে বাঁকিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ায়। প্রতিটি পেশী কড়া স্প্রিঙের মতো কাঁপতে থাকে, এবং ওদের হৃদ্‌পিণ্ড ওঠা পড়া করে মেশিনের

দপদপানির মতো।

শিক্ষক বাঁশি বাজায়। গ্লেডিয়েটর দুজন আবার ওর দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসে। বিবস্ত্র দুই গ্লেডিয়েটর এগিয়ে আসে—ওদের ডান হাতের দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টিতে ঝলমলে ছোরা; ওরা যেন আর মানুষ নয়। দুটো জানোয়ার। তপ্ত বালির ওপর ছোট ছোট পদক্ষেপে ওরা ঘোরে দুটো জানোয়ারের মতো। একবার কাছাকাছি আসে, আবার প্রচণ্ড এক ঝটকায় ছিটকে যায় দূরে। ইহুদীর বুকে একটা লম্বা রক্তের দাগ। রোমানরা হাততালি দেয়।

আঘাত কখন যে লেগেছে তা ওরা জানতেই পারেনি। পরস্পরের প্রতি ওদের মনোযোগ এত তীব্র, এমন সর্বসত্তাগ্রাসী যেন বিশ্বভুবন পরস্পরের মধ্যে কেন্দ্রিত। কাল যেন স্তব্ধ। ওদের সমস্ত জীবন, জীবনের অভিজ্ঞতা সব পরস্পরের ওপর কেন্দ্রীভূত, এবং যে তীক্ষ্ণ অভিনিবেশ দিয়ে পরস্পরকে সমীক্ষা করছে ওরা তা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। তারপর যেন ওদের শক্তি আর সংকল্প এক হয়ে গিয়ে একটা বিপুল আলোড়নে ওরা আবার পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ হয়। একের ডান হাতের দৃঢ়মুষ্টিতে অপরের বাঁহাত বাঁধা, মুখে মুখ সাঁটা, পরস্পরের কবলিত হাত মুক্তির জন্য সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করছে। পরস্পরের কণ্ঠে হিংস্র জিঘাংসার অনুচ্চার গর্জন। ওদের রূপান্তর সম্পূর্ণ। ওরা এখন পরস্পরকে ঘৃণা করে। একটাই লক্ষ্য ওদের এখন। সে লক্ষ্য হত্যা। কারণ একজনকে হত্যা করতে পারলেই আর একজন বাঁচবে! ওদের দৃঢ়বদ্ধ দেহ দুটোর পেশীগুলো কঠিন হয়ে ফুলে উঠেছে। দুই দেহ এক হয়ে গেছে—কিন্তু ওদের মন ভেতর থেকে কে যেন টেনে ছিঁড়ে আলাদা করে দিয়েছে।

রক্তমাংসের দেহে যতক্ষণ সহ্য হল, ওরা মরণালিঙ্গণে বাঁধা হয়ে রইল। তারপর কোন এক মুহূর্তে আলিঙ্গন ভেঙে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল। থ্রেশীয়ানের বাহুতে দীর্ঘ রক্তের ধারা। পরস্পরের কাছ থেকে দশ-বারো হাত দূরে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। ঘৃণায় ওদের সমস্ত সত্তা চুরচুর। দেহগুলো থরথর করে কাঁপছে রক্তে তেলে ঘামে বিচিত্র হয়ে। অজস্র ধারায় ঝরা রক্তে পায়ের কাছের বালি রাঙা হয়ে গেছে।

এবারে আক্রমণ করে থ্রেশীয়ান। ছোরাটা বাগিয়ে ধরে ইহুদীর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। ইহুদী চোখের নিমেষে এক হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে ছোরা তোলে। তারপর থ্রেশীয়কে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। থ্রেশীয় মাটিতে পড়ে যায়। সেই মুহূর্তে ইহুদী ওর বুকের ওপর চড়ে বসে। চরম উত্তেজনার, চরম ভীষণতার এক মুহূর্ত। মৃত্যু যেন ওর দেহটাকে চিরে চিরে ভেতরে প্রবেশ করে। ও শরীরকে মুড়িয়ে, ঝাঁকিয়ে উঠবার জন্য উন্মাদের মতো চেষ্টা করে, খালি হাতে উদ্যত ছোরাকে বাধা দেয়। কিন্তু ইহুদী ওর বুকের ওপর চেপে বসে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে। তরুণ থ্রেশীয়ান কিছুতেই প্রতিপক্ষকে চরম আঘাত করতে পারছে না। এবং না

পেরে সে মরীয়া হয়ে উঠেছে।

এইবার থ্রেশীয়ের পা কিছু আলগা হল। ওর রক্তাক্ত শতকালি হয়ে-যাওয়া দেহটা নিয়ে সত্যি সত্যি শূন্যে লাফিয়ে ওঠে। তারপর মাটিতে নেমে দাঁড়ায়। কিন্তু শক্তি এবং জীবন দুইই ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে আসছিল। হঠাৎ যেন এক বিস্ফোরণে ও ছিটকে ওপরে উঠে গেল, সেই বিস্ফোরণেই যেন ওর আভ্যন্তরিক শক্তির গভীরতম উৎসমুখ খুলে গেল। সে এক হাতে ভারসাম্য বজায় রেখে আর এক হাতে ছোরাটা শক্ত করে ধরে কখনও সামনে এগিয়ে, কখনও পেছনে হটে, ইহুদীর আক্রমণ ঠেকাতে চেষ্টা করে।

কিন্তু ইহুদী পেছনে হটে যায় বেশ খানিকটা দূরে। কাছে এসে লড়বার কোন চেষ্টাই করে না। সে চেষ্টার কোন প্রয়োজনও নেই। কারণ থ্রেশীয়ানের হাঁটুর তলাকার নাড়ী ছিঁড়ে গিয়েছে, মুখ আড়াআড়িভাবে কাটা, হাত, সারা শরীর, পা সবখান থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল প্রচণ্ডভাবে, যার ফলে জীবনীশক্তি শেষ হয়ে আসছিল। রক্তের ধারায় ওর পায়ের নিচের ভেজা বালি আরও ভিজে গেল ; রক্তের চাপড়া-চাপড়া দাগগুলো আরো ছড়িয়ে পড়ল।

এখনও জীবনমৃত্যুর চূড়ান্ত নাটক অভিনীত হয়নি।

রোমানরা যেন একটা মোহ থেকে গা ঝাড়া দিয়ে চেতনায় ফিরে এল। ওরা কর্কশ মোটা স্বরে দাবির জোর দিয়ে চীৎকার করতে লাগল :

"সাবাশ, সাবাশ। মারো, মারো।"

কিন্তু ইহুদী নিস্পন্দ স্থির—একটুও নড়ল না। একটাই বড় গভীর ছোরার কাটা ওর বুকে ; লাফালাফিতে তার রক্ত সারা দেহে ছড়িয়ে গেছে। তারপর অকস্মাৎ ছোরাটা বালির ওপর ছুঁড়ে ফেলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ছোরাটা খাড়া হয়ে মাটিতে বসে গিয়ে কাঁপতে লাগল।

এক মুহূর্তের মধ্যেই ওর সমস্ত সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে। থ্রেশীয়র নগ্ন দেহটার প্রতিটি ইঞ্চি যেন একটা রক্তেভেজা পোশাকে ঢাকা। ও একটা হাঁটু ভেঙে মাটিতে বসে পড়ল। হাত থেকে ছোরাটা খসে পড়ে গেল। দ্রুতগতিতে ওর মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। রোমানরা উল্লাসে চীৎকার করে উঠল; একটা প্রকাণ্ড বড় লকলকে ষাঁড়ের চামড়ার চাবুক হাঁকরাতে হাঁকরাতে একজন শিক্ষক লাফিয়ে এসে পড়ল মঞ্চে। তার পেছন পেছন এল দুজন সৈনিক।

গর্জন করে ওঠে শিক্ষক, "ওঠো পাজি, উঠে লড়ো।" সঙ্গে সঙ্গে শপাং শপাং করে চাবুক পড়ে ইহুদীর পিঠে বুকে পেটে।

"উঠলি !" আবার চাবুক। চাবুক আর থামে না। থ্রেশীয়ান মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। দেহটা কাঁপতে থাকে। ওর গলা দিয়ে গোঙানি বেরয়, তীব্র বেদনার আর্তি প্রথম আস্তে আস্তে, তারপর শব্দটা আর একটু ওঠে চাবুকের চোটে। অবশেষে থেমে যায় কাতরানি। ওর দেহটা স্থির হয়ে যায়। এতক্ষণে শিক্ষকের

চাবুক থামে।

স্পার্টাকাসের সঙ্গে আফ্রিকানও এসে জুটেছে দরজার ফাটলে। ওরা দেখল সব। মুখে কারো কথা নেই।

সৈন্তরা এগিয়ে আসে। তারা থ্রেশীয়ানের দেহটা বল্লম দিয়ে খোঁচায়। দেহটা একটু নড়ে ওঠে। আর একজন সৈনিক তার কোমরে ঝোলানো হাতুড়িটা বের করে। হাতুড়িটা ছোট হলেও ভারী। দ্বিতীয় সৈনিকটি তার বল্লম মৃতদেহটার পিঠের দিকে দিয়ে দেহটা উল্টে দেয়। প্রথম সৈনিকটি তার হাতুড়ি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে দেহটার চোয়ালে। সেই আঘাতে ওর মাথার খুলির ওপরকার নরম অংশটা ভেঙে চুরচুর হয়ে যায়। অতঃপর ঘিলুমাখানো হাতুড়িটা দিয়ে সেলাম করে সৈনিক বেরিয়ে যায়। এরপর আসে দ্বিতীয় শিক্ষক একটা গাধা নিয়ে। গাধার মাথায় বাহারে পালকের মুকুট, গলায় চামড়ার সাজ, যার সঙ্গে বাঁধা একটা শেকল। শেকলটাকে শক্ত করে থ্রেশীয়ানের পায়ে বাঁধা হল। তারপর বল্লম দিয়ে খোঁচা মারতেই গাধাটা দ্রুত কদমে মঞ্চটা পরিক্রমা করল রক্তমাখা লাশটাকে টেনে নিয়ে। লাশটার মাথা থেকে ঘিলু গলে গলে বেয়ে বেয়ে পড়তে লাগল। রোমানরা তারিফ জানায় হাততালি দিয়ে। মহিলা উল্লাসে লেসের রুমাল নাড়েন।

রক্তে-ভেজা বালিগুলি উলটেপালটে দেওয়া হয়। এখন আবার নৃত্য আর সংগীত হবে পরের জুটি খেলবার আগে।

বাতিয়াতাস তাড়াতাড়ি তার অতিথিদের নিয়ে বক্সে এল খবরদারি করতে। ক্ষমা প্রার্থনা ও কৈফিয়তও আছে। অতগুলো টাকা সে এদের কাছ থেকে নিয়েছে, কিন্তু শেষে কিনা ইহুদী ব্যাটা ঐ লোকটার জানটা খতম করে দিতে পারল না। নিদেনপক্ষে গলার বা হাতের একটা শিরা কেটে দে—তাহলে তো লাল টকটকে তাজা রক্তে খেলার উপসংহারটা বেশ রঙীন হত। মারিয়াস ব্রেকাস একহাতে মদের গ্লাস নিয়ে অন্য হাতে ইঙ্গিত করে থামিয়ে দেয় বাতিয়াতাসকে।

"আর একটি কথা নয়। চমৎকার খেলা হয়েছে। ওতেই হয়েছে আমাদের।"

"আমার তো একটা সুনাম আছে।"

"জাহান্নামে যাক সুনাম। দাঁড়ান, একটা কথা। ইহুদীটাকে এখানে নিয়ে আসুন। কোন শাস্তি-টাস্তি নয়। চমৎকার লড়েছে। তাই যথেষ্ট নয় কি? নিয়ে আসুন এখানে ওকে।"

লুসিয়াস বলে: "এখানে? তা বেশ!"

"হ্যাঁ, দেখুন পরিষ্কার-টরিষ্কার করে যেন আনবেন না। যেমন আছে ঠিক তেমনি।"

বাতিয়াতাস চলে গেল ইহুদীটাকে ডাকতে। আর ক্রেকাস আসর জমিয়ে বসল। পাকা অভিজ্ঞ লোকের মতো সে ব্যাখ্যা করতে বসে গেল কী অপূর্ব সুন্দর খেলা আর কী চমৎকার ওদের যুদ্ধকৌশল।

যদি একশ' জুড়ির মধ্যে অন্ততঃ একটারও এমনি সরেস খেলা দেখা যায় সে পরম ভাগ্যি। বসে বসে এক ঘণ্টা ধরে ঢিমে তেতালার তলোয়ার ঠোকাঠুকি দেখার চাইতে এক মুহূর্তে শেষ হলেও এমনি খেলা অনেক ভালো। এ হচ্ছে যাকে বলে সেই মরণপণের খেলা। তা এমনি মরণের চাইতে ভালো মরণ গ্লেডিয়েটর ব্যাটারা আর কী পাবে? থ্রেশীয়টা ঠিক বুঝে নিয়েছিল, ইহুদীর সঙ্গে ও পাল্লা দিতে পারবে না।"

লুসিয়াস প্রতিবাদ করে, "কেন থ্রেশীয়ই তো প্রথম রক্তপাত ঘটায়।"

"তাতে কি? বোধ হচ্ছে এর আগে ওরা আপোষে লড়েনি। পরস্পরের ওজন বুঝতে হলে তো লড়তে হয়। আপোষে বহু লড়াই করতে হয়। জুটিটা সমানে সমানে হলে ছুরি চলত বহুক্ষণ; তার মানেই হল দক্ষতা আর ধৈর্য। কিন্তু যখন ওরা দুজনে দুজনকে জাপটে ধরল—ইহুদী তো বেশ নিজকে ছাড়িয়ে নিল আর থ্রেশীয়ের হাতটা জখম করে দিল। ওটা বাঁহাত না হয়ে যদি ডান হাত হত তবে তো বাস্! ওখানেই খতম। থ্রেশীয়টা বুঝতে পেরেছিল যে ও পক্ষের সঙ্গে মুকাবিলা করা ওর কর্ম নয়। তাই কপাল ঠুকে সমস্ত শক্তি দিয়ে মরীয়া হয়ে ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দশজনের মধ্যে ন'জন গ্লেডিয়েটরই এই আক্রমণ রুখবার জন্য ওকে জাপটে ধরার চেষ্টা করত। এমনকি খুব ঘায়েল হলেও ছাড়ত না, ওটা ঠেকাতই! কেউ যখন দেহের সমস্ত ওজন আর শক্তি দিয়ে ওরকম একখানা ছোরা চালায়, তা থেকে আত্মরক্ষা করা মানে কি বুঝতে পারো? জানো ইহুদীটাকে কেন ডেকেছি? এই যে—

ইহুদী এসে গেছে। তেমনি বিবস্ত্র। গা দিয়ে রক্ত আর ঘামের গন্ধ বেরুচ্ছে। একটা বীভৎস ছবি। কিন্তু মানুষেরই ছবি। ঘাম ঝরে পড়ছে, পেশীগুলো কাঁপছে।

"ঝুঁকে দাঁড়া," হুকুম দেয় ক্রেকাস।

ইহুদী অনড়।

"দাঁড়া ঝুঁকে," বাতিয়াতাস চীৎকার করে বলে।

সঙ্গের শিক্ষক দুজন ওকে ধরে জোর করে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিল রোমানদের সামনে।

ব্রেকাস বিজয়ীর গর্বে ওর পিঠের দিকে দেখিয়ে বলতে লাগল :

"এবারে দেখ। চাবুকের দাগগুলো নয়। ওই যে ঘাড়ের চামড়া ছিঁড়ে গেছে খানিকটা। মনে হচ্ছে যেন কোন মহিলার নখের আঁচড় লেগেছে, তাই না? থ্রেশীয়ানটা যখন ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল আর ও তাকে ঠেকাতে গেল—থ্রেশীয়ের ছোরাটা একটু এখানে ছুঁয়ে গিয়েছিল আর কি!"

"ছেড়ে দিন ওকে এবার," বাতিয়াতাসকে বলে।

"আর যেন চাবুক-টাবুক হাঁকড়াবেন না। ওকে আর নাড়াচাড়া করবেন না। ওকে দিয়ে আপনার অনেক টাকা ঘরে আসবে। ওর নাম আমিই সব জায়গায় বলব।"

"তোমার স্বাস্থ্যপান করি, গ্লেডিয়েটর," ব্রেকাস জোরে জোরে বলে।

কিন্তু ইহুদী দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি নির্বাক, নিস্তব্ধ, নতমুখ।

আফ্রিকানটি বলে :

"পাথরও কাঁদে। আমাদের পায়ের তলায় বালিও দুঃখে ককায়, কাঁদে, কিন্তু আমরা কাঁদি না।"

"আমরা যে গ্লেডিয়েটর," স্পার্টাকাস বলে।

"তোমার কলজে কি পাথরের?"

"আমি ক্রীতদাস। আমার তো মনে হয় আমাদের কলজে হয় পাথরের হবে নয় কলজে বলে কিছু নেইই। তোমার তো তবু মনে রাখার মতো দু-চারটে ভালো জিনিস আছে। কিন্তু আমি তো কোরুউ। আমার কিছুই নেই। ভালো কিছুই নেই মনে রাখার মতো।"

"তাই কি তুমি ঐসব দেখেও বিচলিত হও না?"

"বিচলিত হয়ে তো কিছু সুবিধা হবে না," জবাব দেয় স্পার্টাকাস নিষ্প্রভ স্বরে।

"স্পার্টাকাস, তোমাকে আমি জানি না, বুঝি না। তুমি সাদা, আমি কালো। আমরা একদম আলাদা। আমাদের দেশে দুঃখ হলে মানুষ কাঁদে। কিন্তু তোমরা থ্রেশীয়ানরা, তোমাদের চোখের জল শুকিয়ে গেছে। আমার

দিকে তাকাও। কী দেখছ?"

"আমি দেখছি একটা মানুষ যার বুকের মধ্যে কান্না।"

"তার জন্য কি মানুষ হিসাবে আমি ছোট হয়ে গেছি? শোনো স্পার্টাকাস, তোমার সাথে আমি লড়ব না। ওরা মরুক, জাহান্নামে যাক, নরকে পচে মরুক। তোমার সাথে আমি লড়ব না, এই বলে দিলাম।"

"যদি না লড়ি, তবে দুজনেই মরব," শান্তভাবে জবাব দেয় স্পার্টাকাস।

"তাহলে আমাকেই মেরে ফেলো বন্ধু, বাঁচতে আমি চাই না, আমি জীবনে বড় ক্লান্ত।"

বাইরে সৈন্যরা প্রতীক্ষালয়ের প্রাচীরে হাতুড়ি ঠুকে চীৎকার করে, "ভেতরে বড় গোলমাল হচ্ছে।" কিন্তু কালো মানুষটি গায়ের জোরে দেয়ালে একটা ঘুসি মারে। সারা চালাটা কেঁপে ওঠে। তারপর হঠাৎ একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে বেঞ্চিতে বসে পড়ে। স্পার্টাকাস ওর কাছে যায়। কোমল ভাবে ওর মুখ তুলে কপালের ঘাম মুছিয়ে দেয়।

"গ্লেডিয়েটর, কোন গ্লেডিয়েটর যেন তোমার বন্ধু না হয়।"

"স্পার্টাকাস মানুষ জন্মায় কেন?" গভীর বেদনায় ও ফিসফিসিয়ে বলে।

"বেঁচে থাকার জন্য।"

"এই কি সব জবাব?"

"এই একমাত্র জবাব।"

"তোমার কথা বুঝতে পারি না, থ্রেশীয়ান।"

"কেন? কেন বুঝতে পার না বন্ধু?" স্পার্টাকাস শুধায় অনুনয়ের স্বরে। "যে মুহূর্তে একটা শিশু মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয় সে মুহূর্তেই এ কথা তার জানা হয়ে যায়। এ তো অত্যন্ত সহজ উত্তর।"

"না, আমার তরফে এটা জবাব নয়।" কালো লোকটি বলে, "যারা আমায় ভালোবাসতো তাদের জন্য আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে!"

"আরও অন্য লোক তোমায় ভালোবাসবে।"

"থাক্ আর না," কালো মানুষটির কথা, "আর না।"

১০

বহু বছর পরের কথা। কাপুয়ার সেই দুই জুড়ির খেলার কথা এত কারো বিশদভাবে মনেও নেই। বহু উত্তেজনা রোমাঞ্চ এল গেল জীবনে—পয়সা দিয়ে

সে সব মানুষ কিনেছে, দামের কড়ি গুনে মিটিয়ে দিয়েছে। স্পার্টাকাস শুধু একটা থ্রেশীয় নাম। রোমানদের ধারণা সব থ্রেশীয়ের নামই একধরনের যেমন—স্পার্টাকাস, গান্নিকাস, মেনিকাস, ফ্লোরাকাস, লেকাস ইত্যাদি। সেদিনকার এইসব কাহিনী বলতে গিয়ে কেইয়াস বলতে পারত ইহুদীটাও একজন থ্রেশীয় ছিল যেহেতু দুটো কারণে থ্রেশীয় কথাটা দ্ব্যর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এক হল, এরিনা নিয়ে আলোচনা ক্রমশঃ ব্যাপক হচ্ছিল। দ্বিতীয় হল, এরিনার নেশায় গোটা জাতি মাতাল হয়ে উঠেছিল। বলকান অঞ্চলের দক্ষিণ দিকে শয়ে শয়ে উপজাতি বাস করত—এক অর্থে থ্রেশীয় বলতে এদের যেকোন গোষ্ঠীকেই বলা হত। আর রোমানরা আরও আলগাভাবে কথাটা ব্যবহার করত। বলকান উপকূল থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত স্তেপ এলাকার বর্বর জাতিদেরই রোমানরা ওই থ্রেশীয় আখ্যা দিত। মাসিডোনিয়ার কাছাকাছি যারা বাস করত তারা গ্রীক ভাষায় কথা বলত। কিন্তু সব থ্রেশীয়ের ভাষাই গ্রীক ছিল না। এমনকি বাঁকানো ছোরাও সব থ্রেশীয়ের হাতিয়ার ছিল না।

অপর পক্ষে রোম নগরের ক্রীড়াজগতে এবং এরিনাসংক্রান্ত চলতি অপভাষায় যারাই সাইকা নিয়ে লড়ত তাদেরই থ্রেশীয় বলা হত। সেইদিক থেকে ইহুদীকেও বলা হত থ্রেশীয়। কেইয়াস জানতও না, জানবার জন্য তার মাথা-ব্যথাও ছিল না যে জুডিয়ার পার্বত্য এলাকায় জিলট নামে বন্য, স্বাধীনচেতা এক চাষী জাতি আছে যারা প্রাচীন ম্যাকাবী শাসনকাল ও প্রথম কৃষক-বিদ্রোহের পর থেকে এ যাবৎ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নিরলস বিদ্বেষ ও বিদ্রোহের পতাকা বহন করে আসছে—সেই জিলট গোষ্ঠীরই সন্তান ওই ইহুদী। কেইয়াস জুডিয়া সম্বন্ধে কিছুই জানতো না। জানবার ইচ্ছাও ছিল না। ও জানে সুন্নত-করা থ্রেশীয়রাই হল ইহুদী। প্রথম জুড়ির লড়াই ও দেখেছিল। দ্বিতীয় কিস্তির লড়াই তখনও বাকী ছিল। কিন্তু ওটা যেন কেমনধারা হয়ে গেল। এমনটা সচরাচর হয় না। সেই লড়াইয়ের কথা ওর যা মনে আছে তাতে কালো লোকটার যে কী হল তা বিন্দুমাত্র মনে নেই আর তার বিপরীতে যে ছিল তার কথা তো কিছুই মনে নেই। ওর স্পষ্ট মনে আছে নিজ নিজ স্থান হতে হেঁটে ওদের মঞ্চে প্রবেশ—অন্ধকার থেকে আলোয়, রক্তাক্ত সূর্যের আলোয় ছোপ লাগা লাগা হলদে বালুর চত্বরে। রক্তখেকো পাখির দল উড়ে চলে গেল। ছোট্ট ছোট্ট পাখিগুলো—ভারী সুন্দর দেখতে, গায়ে হলুদের ছোপ, লোভীর মতো রক্তে-ভেজা বালি ঠুকরে ঠুকরে কী যেন আহরণ করে তাই দিয়ে পেট ভরায়। ওরা যখন উড়ে যায় মনে হয় মুঠো-মুঠো বালি কেউ আকাশে ছুঁড়ে দিল।

নির্দিষ্ট স্থানে এসে দুজনে দাঁড়াল। যারা ওদের রক্ত মাংস ক্রয় করেছে, এখন তাদের কাছে প্রণত হতে হবে। এ একটি মুহূর্ত যখন জীবন অসাড়

মূল্যহীন, যখন মর্যাদা ও লজ্জা জীবনের অর্থ বদলে দেয়। এই হচ্ছে পরিণতি দুনিয়ার, যিনি অধীশ্বরী রক্তকেলির প্রমোদে তিনি প্রমত্ত।

কেইয়াসের মনে আছে বিশালকায় আফ্রিকানটির সামনে কতটুকু ছোট দেখাচ্ছিল স্পার্টাকাসকে। সূর্যকরোজ্জ্বল পীত বালুর প্রেক্ষাপটে, অ্যামফি-থিয়েটরের রংহীন কাঠের গায়ে ও ছবি যেন খোদাই করা। ব্রেকাস কী বলেছিল মনে নেই। কথাগুলো তুচ্ছ এবং এমন কোন কাজের কথা নয়, তাই কাল-নদীর স্রোতে বয়ে গেছে। এইসব লোকের বাজে অর্থহীন খাম-খেয়ালীর কথা কোনদিন কোন কিছুর কারণ হয় না। যদিও কখনও কখনও কারণ বলে মনে হয় আপাতদৃষ্টিতে। স্পার্টাকাসও কারণ নয়। স্প্যার্টাকাস হচ্ছে—পরিণাম। কেইয়াসের কাছে যা নিতান্ত স্বাভাবিক তারই ফল। যে খেয়ালে ব্রেকাস জনকয় মগজহীন অপদার্থ সঙ্গীর প্রমোদের জন্য ওই রক্তক্ষয়ী তাণ্ডব ও অশেষ যন্ত্রণাদায়ক কাণ্ডের আয়োজন করেছিল তা খেয়াল নয়, স্ফূর্তির যোগানদার উত্তেজনায় ঠাসা চমৎকার মৌলিক একটা পরিকল্পনা।

অতঃপর যথারীতি ওরা অভিবাদন জানাল। রোমানরা আস্তে আস্তে আয়েসে বিলাসে একটু একটু করে মদে চুমুক ও মিষ্টিতে কামড় দিতে লাগল। তারপর এল অস্ত্রবাহক। স্পার্টাকাস তুলে নিল ছোরা, আর কালো লোকটির জন্য এল ভারী তিন ফলার লম্বা একটা কোঁচ আর মাছ-ধরা জাল। লজ্জায় এবং অপমানে ওরা যেন ভাঁড়ের মতো হয়ে গেল। সারা দুনিয়াকে রোমানরা দাসখতে বেঁধেছে যাতে তাদের এমনি ছায়াশীতল আরামে বসে ধীরে ধীরে আয়েস করে এমনিভাবে মদের গ্লাসে চুমুক আর একটু একটু করে মিষ্টি ঠুকরে খাওয়ার অসুবিধা না হয়।

দুজনেই নিজ নিজ অস্ত্র তুলে নিল। কেইয়াস দেখল, কালো লোকটা পাগল যেন হয়ে গেছে। পাগল ছাড়া আর কোন আখ্যাই দিতে পারল না ও। কেইয়াস বা ব্রেকাস বা লুসিয়াস কেউই ওই লোকটার প্রথম জীবনের অধ্যায়ে পৌঁছুতে পারবে না। পারলে বুঝত যে সে পাগল একটুও হয়নি। কল্পনাও করতে পারবে না এরা যে—নদীর ধারে ওর গৃহ ছিল, ওর সন্তানেরা, তাদের মা ছিল, ছিল জমি, যে জমি ও নিজের হাতে চাষ করে ফসল ফলাত; সবই ছিল ওর। তারপর হামলা দিল সৈন্যরা, সঙ্গে সঙ্গে এল দাস ব্যবসায়ীরা যারা মানুষরূপী ফসল তুলে জাদুমন্ত্রে সেই ফসলকে বানাল সোনা।

সুতরাং এটুকুই দেখল রোমানরা যে লোকটা পাগল হয়ে গেছে। দেখল সে জালটা একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর একটা ভয়ানক সংগ্রামী হুংকার ছেড়ে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে দর্শকদের আসনের দিকে তেড়ে এল। একজন মাস্টার খোলা তলোয়ার হাতে ওকে ঠেকাতে চেষ্টা করল। কিন্তু বেচারা লোকটার তে-ফলা কোঁচে গাঁথা হয়ে মাছের মতো ছটফট করতে লাগল।

তারপর ওকে ছুঁড়ে দিল শূন্যে। ও ওলটপালট খেতে খেতে মাটিতে আছড়ে পড়ল। এরপর এল পথের বাধা—ছ'ফুট উঁচু বেড়া। কিন্তু সে-বেড়া টিকল না। বেড়ার তক্তাগুলো সেই দানবের হাতে কাগজের মতো ফালিফালি হয়ে গেল। একটা মহাশক্তি যেন ওর ওপর ভর করেছিল! সেই শক্তির বলে একটা নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের মতো ও ছুটে চলেছিল রোমানদের দিকে।

এইবারে এরিনার চতুর্দিক হতে সৈন্যরা ছুটে এল। প্রথম সৈন্যটি বালির ওপর পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে একটা বল্লম ছুঁড়ে দিল ওর দিকে। কাঠের বাঁট ও লোহার ফলাওয়ালা দুর্ধর্ষ সেই বল্লম—যা শত-শত যুদ্ধে, শত-শত শত্রুকে ধরাশায়ী করেছে। কিন্তু ওই দানবের কিছু করতে পারল না। বল্লমটা দানবের পিঠে বিদ্ধ হয়ে এ ফোঁড় ও ফোঁড় হয়ে গেল, তবু তাকে ঠেকাতে পারল না। বুকে পিঠে বেঁধা সেই বল্লম নিয়েই সে ধেয়ে চলেছিল। আর-একটা বর্শা ওর বুকের পার্শ্বদেশে গিয়ে বিঁধল তবুও থামল না দানব। এবারে এল তৃতীয় বর্শা—বসল ওর পিঠে। আর চতুর্থটা বিঁধল ওর ঘাড়ে। আর পারল না। পড়ে গেল মানুষটা। তবু ওর প্রসারিত হাতে ধরা তে-ফলা কোঁচটা দর্শকদের বাক্স পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। দর্শকরা ভয়ে কুঁকড়ে রইল।

লক্ষণীয়—স্পার্টাকাস এতটুকু নড়েনি এতক্ষণ। নড়লেই সে মরত। ছোরাটা বালির ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

জীবনের জবাব জীবন দিয়েই হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[মার্কাস তুল্লিয়াস সিসেরো এবং দাসযুদ্ধের সূত্রপাত সম্বন্ধে তার আগ্রহ]

ভিলা সালারিয়ার কর্তা একটা আবাদের মালিক এবং ভদ্রলোক। তাঁরই সযত্ন আতিথ্যে একটা রাত কাটিয়ে যাবার জন্য সেখানে এলেন কয়েকজন ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা। তাঁদের আসরে দাস-বিদ্রোহের নেতা স্পার্টাকাসকে নিয়ে যদি একটু বেশী চর্চা হয়ে থাকে, তবে তা অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত নয়। কারণ অতিথিদের সবাইকেই এপ্পিয়ান সরণী দিয়ে আসতে হয়েছে। বেশীর ভাগ এসেছেন রোম থেকে দক্ষিণে। সিসেরো এসেছেন সিসিলি থেকে—যাবেন উত্তর রোমে। তাঁরও পথ ঐ সরণী দিয়েই।

সিসেরো সিসিলি সরকারের অধীনে অর্থ-বিভাগে প্রশাসনের এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। এখানে আসবার সময় সারা এপ্পিয়ান সরণী জুড়ে প্রতিটি মুহূর্ত ওঁরা ওই নিদারুণ শাস্তির প্রতীকগুলি দেখতে দেখতে এসেছেন। ঐ প্রতীকগুলি যেন সারা পৃথিবীর কাছে ঘোষণা করছে রোমান আইন নির্মম এবং ন্যায়াশ্রয়ী, দুইই। সবচেয়ে যে সংবেদনশীল মানুষেরও মনে পড়ে যায় গোলাম আর স্বাধীন মানুষদের মধ্যে যে সাংঘাতিক যুদ্ধগুলি হয়েছিল একের পর এক; এবং যেগুলির উপর্যুপরি আঘাতে শুধু রোম নয়, সত্য কথা বলতে গেলে সমগ্র রোম সাম্রাজ্যের ভিত অবধি কেঁপে উঠেছিল। ওই অসংখ্য ক্রুশগুলিতে লটকানো জাতভাইদের কথা ভেবে রাতে ঘুমের মধ্যে ছটফট করেনি এমন একজন ক্রীতদাসও ছিল না গোটা আবাদ এলাকায়। বিশেষ করে এইবারের এই ক্রুশ-বিদ্ধ করে হত্যার মহাবেদনা এবং ছয় হাজার মানুষের একটু একটু করে তিল তিল করে সবার অমানুষিক যন্ত্রণা সমগ্র এলাকায় নিদারুণভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। সুতরাং সিসেরোর মতো চিন্তাশীল এক তরুণের মনও যে এতে ভীষণ-ভাবে নাড়া খাবে এতো স্বাভাবিক।

সিসেরোর কথা বলতে গেলে বলা প্রয়োজন যে আনতোনিয়াস কেইয়াস বত্রিশ বছরের এই যুবককে সম্মান দিতে গিয়ে বেহিসেবী হয়ে পড়েন এবং তার প্রাপ্যের বেশী সম্মান তাকে দিয়ে ফেলেন।

সিসেরোর সম্বন্ধে বংশমর্যাদার প্রশ্ন ওঠে না, বর্তমান পারিবারিক গুরুত্বের প্রশ্ন ওঠে না; এমন কি তার ব্যক্তিগত আকর্ষণ বা মন ভোলাবার মতো গুণও ছিল

না। কারণ ওর বন্ধুরাও ওকে তেমন আকর্ষণীয় বলে মনে করে না। ও বুদ্ধিমান—কিন্তু ওর মতো বুদ্ধিমান অনেকেই। সর্বকালেই যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু অংশ থাকে যারা সাফল্যের পথে অন্তরায় হলে দ্বিধা বল, কুণ্ঠা বল সব বিসর্জন দিতে পারে, তাদের নীতির বালাই থাকে না, সমকালীন সমাজে নীতি নিয়ে কোন সংশয় থাকলে তার ধার ধারে না, তাদের বিবেককে পরিষ্কার রাখার দায় নেই, অপরাধ করতে পরোয়া নেই, দয়া নেই, মায়া নেই, ন্যায়-অন্যায় নেই—কিছু নেই। সিসেরো এ দলেরই একজন। কিন্তু এ কথা বলা ঠিক হবে না যে—ন্যায়, নীতিবোধ, দয়া, মায়া—এসব কিছুই সিসেরোর ছিল না। ছিল সবই, তবে আত্মোন্নতির জন্য যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই। সিসেরো যে শুধু উচ্চাভিলাষী তা নয়। নিছক উচ্চাভিলাষের মধ্যে কিছুটা আবেগ আছে। কিন্তু সিসেরোর চাই সিদ্ধি। এই চাওয়ার মধ্যে বিন্দুমাত্র আবেগ নেই, ভাবালুতা নেই; আছে ব্যবহারিক বুদ্ধি। হিসেবের ভুল মাঝে মাঝে হয় না তা নয়, তবে ওর মতো মানুষের পক্ষে তা খুব অস্বাভাবিক নয়।

তবে এবারে ওর ভুল হয়নি। ও ছিল এক আশ্চর্য বালক-প্রতিভা, যে আঠারো বৎসর বয়সে আইন ব্যবসা করে, কুড়ি বৎসর বয়সে একটা বড় অভিযানে যোগ দিয়ে লড়াই করে—অবশ্য মর্যাদা রক্ষার জন্য এবং বিনা জখমে। এবং ত্রিশ বৎসরে পা দিয়ে সরকারের অধীনে প্রশাসনিক উচ্চ পদ পায়। দর্শন ও প্রশাসন সংক্রান্ত ওর রচনাগুলি এবং বক্তৃতাগুলি লোকে পড়ত এবং প্রশংসা করত। এবং ওইসব লেখা বা ভাষণের মধ্যে যদি অপরের লেখা থেকে নেওয়া চুরির মাল থাকত তবে অজ্ঞতার দরুন অধিকাংশ লোক তা ধরতে পারত না চুরিগুলি কোথা থেকে করা হয়েছে। ও ঠিক লোক চিনে নিত এবং ভালো করে তাদের সমীক্ষা করে নিত। ঐ সময় সকলেই প্রভাবশালী লোকের সঙ্গে খাতির রাখার চেষ্টা করত। ওর প্রধান গুণ ছিল এই যে যাই ঘটুক না কেন, কারো সঙ্গে ওর সম্পর্কে যেখানে ইষ্টসিদ্ধির অনুকূল তাতে চিড় খেতে দিত না।

বহুদিন আগে সিসেরো নীতি এবং ন্যায়ের মধ্যে গভীর একটা পার্থক্য আবিষ্কার করেছিল। ওর মতে 'ন্যায়' হল প্রবলের হাতিয়ার—যা তারা সুবিধামতো ব্যবহার করে। দেবতারা যেমন দুর্বল মানুষদের ভ্রান্তি মাত্র, নীতিও তাই। দাসপ্রথা ওর মতে ন্যায়সঙ্গত। শুধু মূর্খেরা এটা নীতিসঙ্গত বলে তর্ক করে। উত্তরদিকে যেতে যেতে মহা-সরণী জুড়ে সারি সারি ক্রুশ-বিদ্ধ মানুষগুলির মর্মন্তুদ যাতনা উপলব্ধি করতে পারলেও নিজকে ও বিহ্বল হতে দেয়নি। সিসেরো সব সময়েই কিছু না কিছু লেখে। হালে পৃথিবী-কাঁপানো দাস-যুদ্ধ নিয়ে একখানা গবেষণামূলক বই লেখায় হাত দিয়েছে। সুতরাং ঝুলন্ত মানুষগুলির মধ্যে কতরকম মানুষ আছে তা জানতে ওর বিশেষ আগ্রহ। ভাবালুতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিছক আগ্রহ আর কৌতূহলবোধের ক্ষমতা ও

সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছে। ওই ঝুলন্ত মানুষগুলির মধ্যে কারা গল-দেশীয়, কারা আফ্রিকান, কারা থ্রেশীয় বা ইহুদী তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে বিন্দুমাত্র বিকল না হয়ে, বেদনাবোধ না করে।

ওর মনে হয় পৃথিবীতে নূতন একটা ধারা এসেছে, যার স্রোত অত্যন্ত প্রবল। এই যে প্রচণ্ড ঝড়টা বয়ে গেল, তার মধ্যে এই ধারারই প্রতিফলন দেখা যায়। শাখায় প্রশাখায় এই ধারা অনাগত কাল পর্যন্ত প্রসারিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে এও ওর মনে হয়েছে যে বর্তমানকালে দাস-বিদ্রোহের এই নূতন দিকটাকে যে নিরাসক্তভাবে নিরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে পারবে সে অদ্বিতীয় শক্তির অধিকারী হবে। যেসব মানুষ অপরকে ঘৃণা করে, কিন্তু ঘৃণার পাত্রের অভাব অভিযোগের খবর রাখে না তাদের ওপর সিসেরো অত্যন্ত বিরূপ।

সিসেরোর এইসব গুণ কারো নজরে পড়ে, আবার কারো পড়ে না। ক্লডিয়া সেদিন সন্ধ্যায় যখন ভিলা সালারিয়ায় এল, তার নজরেও পড়েনি। গুণাগুণ যার যাই থাকুক, তার মধ্যে ঘোরপ্যাঁচ না থাকলে তবেই ক্লডিয়া বোঝে। হেলেনা সিসেরোকে বুঝে নিল, এবং সম্মানও দিল। ওর দৃষ্টি যেন সিসেরোকে বলতে চাইল, "আমিও তোমার মতোই। আমাদের এই যে মিল সেভাবেই কি চলব ?" ওর ভাই যখন বিছানায় শুয়ে মহান সেনাপতির অপেক্ষা করছিল, হেলেনা উঠে সিসেরোর কক্ষে গেল। একটা চেষ্টাকৃত আত্মমর্যাদার আবরণ আছে হেলেনার। কিন্তু অর্থলোলুপ, উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের এই লোকটার কাছে কেন যে ও নিজেকে হীন মনে করল, তা ও বলতে পারে না। সন্ধ্যা উতরোবার আগেই কেন যে ও এমন কতগুলো কাজ করে বসল, যার জন্য লজ্জায় ঘৃণায় ও মরমে মরে রইল, তার ব্যাখ্যাও ও খুঁজে পায়নি।

যাই হোক, সিসেরোর মনে হল এ সেই শ্রেণীরই মেয়ে যারা পুরুষের কাঙ্ক্ষিতা। ওর দীর্ঘায়ত, বলিষ্ঠ দেহ ছন্দময়, মুখখানা সুন্দর, কালো দুটি চোখ— সব মিলিয়ে অভিজাতবংশসুলভ গুণাবলীর যেন মূর্ত প্রতিমা। সিসেরো পরিবার পুরুষানুক্রমে আভিজাত্যের শিখরে পৌঁছুবার প্রয়াস করে আসছে, কিন্তু আজও সিদ্ধিলাভ ঘটেনি। গভীর রাতে কোন পুরুষের কক্ষে কোন রমণী যখন যায় তার একটাই কারণ থাকে। অতএব এই রাতে ওর কক্ষে এই অভিজাত মহিলাটিকে টেনে আনার মতো আকর্ষণী শক্তি যে ওর চেহারায় আছে তা ভেবে অত্যন্ত আনন্দ হল সিসেরোর।

তৎকালে রোমানরা কদাচিৎ রাতে কাজ করত। তার কারণ হল নৈশ আলোর ব্যবস্থার অপ্রতুলতা। রোমান সমাজের বিকাশ সর্বস্তরে একরকম হয়নি। কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থাও নিম্নস্তরেই রয়ে গেছে।

বাতিগুলো অত্যন্ত খারাপ; কী যেন বেরুত ওগুলো থেকে, চোখে কষ্ট হত; আর আলো হত হলদে রঙের। সুতরাং রাতে কাজ করাকে, বিশেষ

করে প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য-পানীয় উদরস্থ করার পর—লোকে বলত বাতিক। মানুষ বিশেষে ও বাতিকের জন্য কেউ পেত প্রশংসা ; আবার কাউকে করত সন্দেহ। সিসেরোর ব্যাপার আলাদা। ও প্রশংসাই পেত ! সবার কাছে ও একটা আশ্চর্য মানুষ। হেলেনা যখন ঘরে ঢুকল, সেই আশ্চর্য মানুষটি বিছানার ওপর আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে, কোলের ওপর একটা লম্বা কাগজ নিয়ে, নিবিষ্ট মনে কী সব লিখছে, সংশোধন করছে। আর একটু বেশী বয়সের মেয়ে হলে সিসেরোর ঐভাবে বসে থাকাটা মনে করত কৃত্রিম। কিন্তু তেইশ বছরের মেয়ে হেলেনা মুগ্ধ হল। প্রাচীন কাহিনীতে শান্তি ও সংগ্রামের নেতাদের কথা বিস্তর থাকে, এখনও আছে। রোমানদের মধ্যেও এদের মতো এমন অনেকে আছেন যাঁরা রাতে ঘুমান মাত্র ঘণ্টা তিনেক। বাকী সময় দেশের সেবায় কাটে। এঁরা সবাই দশের সেবায় নিজকে উৎসর্গ করেছেন। সিসেরোর মতো এইরকম একজন আত্মনিবেদিত মানুষ ওর দিকে চোখ তুলে চেয়েছে, একথা ভাবতেও হেলেনার ভালো লাগে।

দরজাটা বন্ধ করার আগেই হেলেনাকে সিসেরো ইঙ্গিতে বিছানায় বসতে বলে। বিছানায় বসা ছাড়া উপায়ও ছিল না, কারণ বসবার মতো ঘরে আর কিছু ছিল না। ওকে বসতে বলেই সিসেরো নিজের কাজে মন দিল। হেলেনা দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসল।

হেলেনা তার তরুণ জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছে যে মেয়েদের সান্নিধ্যে আসার ধরন কোন দু'জন পুরুষের একরকম হয় না বটে, কিন্তু সিসেরো হেলেনার দিকে অগ্রসরই হল না। প্রায় সিকি ঘণ্টা বসে থাকার পর হেলেনাই জিজ্ঞাসা করল :

"কী লিখছেন ?"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হেলেনার দিকে তাকায় সিসেরো। প্রশ্নটা নেহাত ভদ্রতার খাতিরে আলাপ আরম্ভ করার একটা চেষ্টা মাত্র। কিন্তু সিসেরো কথা কইতে চায়। ও প্রতীক্ষায় আছে এমন মেয়ের, যে ওকে বুঝবে। অর্থাৎ যে ওর অহমিকাকে পুষ্ট করবে।

"কেন ? জিজ্ঞাসা করছেন কেন ?"

"জানতে ইচ্ছে করছে কী লিখছেন।"

"দাস-যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা বিবরণ লিখছি," বিনীতভাবে জবাব দেয় সিসেরো।

"তার মানে, ঐ যুদ্ধের ইতিহাস ?"

ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লেখা অবসরওয়ালা অভিজাত ভদ্রলোকদের একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঐ সময়। এবং বেশ কিছু সম্ভ্রান্ত খানদানী ভদ্রলোক রোম সাধারণতন্ত্রের আদি ইতিহাসকে কৌশলে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন যাতে বড় বড় ঘটনাগুলোর সঙ্গে তাদের পূর্বপুরুষদের একটা যোগাযোগ

প্রতিষ্ঠিত হয়।

"না, ইতিহাস নয়," গম্ভীরভাবে জবাব দেয় সিসেরো। স্থির গম্ভীরভাবে ও তাকিয়ে থাকে হেলেনার দিকে। এভাবে তাকানোটা ওর একটা বিশেষ ভঙ্গি। লোকের চোখে ধুলো দিয়ে সাধু সেজে থাকার ওর নানা পদ্ধতির মধ্যে এও হেলেনার কাছে নিজকে সাচ্চা প্রকট করার একটা ভঙ্গি।

"ইতিহাসের কারবার তো ঘটনার পারম্পর্য নিয়ে। কিন্তু আমার আসল ঝোঁক হল ঘটনার গতি-প্রকৃতির ওপর। এপ্পিয়ান সরণীর দুই দিকে সার বাঁধা ক্রুশগুলোতে—যেগুলোকে বলা হয় শান্তির প্রতীক, মানুষ কি দেখবে? ছ'হাজার মানুষের ঝুলন্ত লাশ, এই তো? এ থেকে এই ধারণাই তো হবে সকলের যে আমরা রোমানরা অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ জাতি। কিন্তু তার উত্তরে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে না যে আমরা তা নই, আমরা অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ জাতি। তাই সর্বক্ষেত্রে আমরা ন্যায়কে অবলম্বন করি। ন্যায়ের প্রয়োজনকে আমরাই তুলে ধরি। কিন্তু আমাদের নিজেদেরও বুঝতে হবে—কেন আমাদের ন্যায়ের প্রয়োজন—এর পেছনে যুক্তিটাই বা কী। 'কারথেজকে ধ্বংস করতে হবে' বলে বুড়োটা যতই চেঁচাক না কেন—ও তো মাষ্টারী বুলি—আমি হলে জানতে চাইতাম—কেন ধ্বংস করতে হবে। আর কেনই বা এই ছ'হাজার মানুষকে ক্রুশে ঝোলানো হল অমন করে।"

হেলেনা হেসে বলে, "কেউ কেউ বলে, যদি অতগুলো গোলামকে এক সঙ্গে বাজারে ছাড়া হত—অনেক ধনী মানী নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেন।"

সিসেরো বলে, "এর কিছুটা সত্য হলেও বেশীর ভাগই মিথ্যা। আমি শুধু বাইরেটা দেখতে চাই না। ভেতরটাও দেখতে চাই। দাস-বিদ্রোহের অর্থ আমি বুঝতে চাই। বাজে কথায় মেতে থাকাটা দিব্যি একটা সময় কাটাবার উপায়, কিন্তু আমি ও-সব ফাঁকির মধ্যে নেই। আমরা এ যুদ্ধ, সে লড়াই, বড় বড় অভিযান, বড় বড় সেনাপতিদের কথা, হেনো-তেনো কত গালভরা সব আলোচনা করি। কিন্তু এই আমাদের যুগেই এতদিন ধরে যে এত-বড় যুদ্ধটা হল, মানে এই দাস-যুদ্ধের কথা বলছি, তা নিয়ে তো কই কোন উচ্চবাচ্যও করতে চাই না আমরা। কানাকানিও নয়। অথচ, এতদিন যত লড়াই হয়েছে, এ যুদ্ধের সঙ্গে সেসবের তুলনাই হয় না। মহা মহা সেনাপতিরাও মুখ বন্ধ করে থাকেন। বোধহয়, ওরা ব্যাপারটা চাপতে চান। এই দাস-যুদ্ধে আমাদের কোন গৌরব নেই। গোলামদের দমন করার মধ্যেও আমাদের কোন কৃতিত্ব নেই।"

"এটা এমন আর কী একটা ব্যাপার?"

"বলছেন কী? তেমন কোন ব্যাপার নয়? এই যে এপ্পিয়ান সরণী দিয়ে এলেন, তার দুধারে সারি সারি লটকানো মানুষগুলোকে দেখলেন, এও আপনার কাছে তেমন কিছু ঠেকল না?"

"বাবাঃ ও ভারী বিচ্ছিরি। ওসব দেখতে আমার একটুও ভালো লাগে না। আমার বন্ধু ক্লডিয়ার ভালো লাগে।"

"তাহলে, একেবারে কিছু না, তা নয়।"

"সবাই তো স্পার্টাকাস আর তার লড়াইয়ের কথা জানে।"

"জানে বলছেন? কী জানি। আমার তো মনে হয় ক্রাসসাসও বিশেষ কিছু জানে না। আমরা যতটুকু বুঝি স্পার্টাকাস একটা রহস্য। সামরিক বিভাগের নথিপত্র হিসেবে স্প্যার্টাকাস ছিল একজন থ্রেশীয় বেতনভুক্ত সৈনিক। আর রাহাজানি করে বেড়াত রাস্তায় রাস্তায়। ক্রাসসাসের মতে ও নিউবিয়ার সোনার খনিতে ক্রীতদাস ছিল, জন্ম-ক্রীতদাস। কার কথা বিশ্বাস করি, বলুন! বাতিয়াতাস শুয়রটা—যার কাপুয়াতে গ্লেডিয়েটর তৈরীর ইস্কুল ছিল—সে ব্যাটাও মরে গেছে। ওর হিসেবপত্র দেখত এক গ্রীক গোলাম, সে ওর গলা দু ফাঁক করে দিয়েছে। সুতরাং স্প্যার্টাকাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল এমন একটি মানুষও জীবিত নেই। কেউ মরেছে—কাউকে মেরেছে। সুতরাং কে লিখবে তার কথা? আমার মতো লোকেরাই।"

"নয়ই বা কেন? আপনার মতো লোকেরাই বা কেন লিখবে না?"

"ধন্যবাদ। কিন্তু আমি স্পার্টাকাস সম্বন্ধে কিছুই জানি না। শুধু ঘৃণা করি তাকে।"

"কেন? আমার ভাইও ওকে ঘৃণা করে।"

"আপনি করেন না?"

"তেমন কিছুই ভাবি না ওর সম্বন্ধে," হেলেনা বলে, "একটা গোলাম বই তো নয়।"

"তাই কি? স্পার্টাকাস যা হয়েছিল একটা গোলাম কি করে তা হয়? এই রহস্য আমাকে ভেদ করতেই হবে। আমাকে বের করতেই হবে, কোথায় আর কেন এর আরম্ভ। বোধহয় আপনার বিরক্ত লাগছে।"

সিসেরোর কথায় বার্তায়, ব্যবহারে একটা আন্তরিকতা ছিল যাতে মানুষ আকৃষ্ট হত এবং বিশ্বাস করত। পরবর্তীকালে ওর বিরুদ্ধে যত অভিযোগই উঠুক না কেন, এরাই তার সমর্থক হত।

"থামবেন না। বলুন," হেলেনা বলে। ওর পরিচিত সিসেরোর বয়সী অন্য যুবকদের কাছ থেকে ও কেবল শোনে অধুনাতম সুগন্ধি, গ্লেডিয়েটর আর তাদের ওপর বাজি ধরার কথা, ঘোড়দৌড়ে কে কোন ঘোড়া ধরল, নিজেদের নবতম প্রেমিকা বা শয্যা-সঙ্গিনী—এ সবের কথা। ও আবার মিনতি করে:

"বলুন, দয়া করে বলে চলুন।"

"অলংকার দিয়ে সাজানো কথায় আমার বিশ্বাস নেই," সিসেরো বলে। "আমি লিখতে চাই এবং তথ্যনির্ভর করেই লিখতে চাই। আমার মনে হয়

অধিকাংশ লোকেরই আপনার মতো বিশ্বাস যে দাস-বিদ্রোহটা তেমন একটা কিছু ব্যাপারই নয়। কিন্তু বুঝে দেখুন, আমাদের গোটা জীবনই তো ক্রীতদাসদের নিয়ে। আমাদের যত বিজয়াভিযান হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী লড়াই করতে হয়েছে আমাদের দাস-বিদ্রোহের দরুন। বিশ্বাস করেন তা?"

মাথা নাড়ে হেলেনা।

"আমি প্রমাণ করে দেখাতে পারি। একশ' কুড়ি বছর আগে দাস-বিদ্রোহের শুরু। কার্থেজের যেসব ক্রীতদাসদের আমরা বন্দী করে এনেছিলাম প্রথম অভ্যুত্থান হয় তাদের। তার দুই পুরুষ পরে গ্রীসের পরিয়ামের খনি গোলামদের বিরাট বিদ্রোহ। তারপর ঘটল স্পেনের খনির গোলামদের বিদ্রোহ। সে এক মহাবিপ্লব। তারপর সিসিলির দাসদের—যার ফলে আমাদের প্রজাতন্ত্রের ভিতসুদ্ধ নড়ে ওঠে। এর কুড়ি বছর পরে ঘটল আর এক দাস-বিদ্রোহ সালভিয়াসের নেতৃত্বে। এসব তো হল বড় বড় যুদ্ধের ব্যাপার। কিন্তু এর মাঝে মাঝে চলেছে হাজারো ছোটখাটো বিদ্রোহ। এবং এসব বিচ্ছিন্ন নয়, একটা বিরামহীন, একটানা সংগ্রাম নীরবে আমাদের আর কেনা গোলামদের মধ্যে চলে আসছে। এ এক লজ্জাকর সংগ্রাম যার কথা মুখেও কেউ আনেনি, এবং ঐতিহাসিকরাও তাদের ইতিহাসে এর উল্লেখ করতে ভয় পায়। আমরাও এসব তথ্য লিখে রাখতে ভয় পাই, এমন কি ওদিকে পেছন ফিরে তাকাতেও ভয় করে। জাতিতে জাতিতে লড়াই হয়, নগরে নগরে হয়, দুই দলে হয়। এমন কি ভাইয়ে ভাইয়েও লড়াই হয়। কিন্তু এযে একেবারে নূতন একটা দানবীয় ব্যাপার। এসে বসেছে আমাদের মধ্যে—আমাদের মনের গভীরে, দলের, জাতির শহরের বিরুদ্ধে।"

"আমাকে যে ভয় দেখিয়ে দিচ্ছেন।" হেলেনা বলে, "কী সাংঘাতিক ছবি আঁকছেন জানেন?"

সন্ধানী দৃষ্টিতে সিসেরো তাকিয়ে থাকে হেলেনার দিকে। এত অভিভূত হয়েছিল হেলেনা যে কখন জানি ওর হাতখানি এসে পড়ল সিসেরার হাতের ওপর। একটা ঐশ্বর্যময় উষ্ণতার অনুভূতি হেলেনার হৃদয় হতে উৎসারিত হয় সিসেরোর প্রতি। এই যুবক যে ওর চাইতে বয়সে বেশী বড়ও নয়—সে শুধু জাতির ভাগ্য, জাতির ভবিষ্যতের চিন্তায় ডুবে আছে। ওর পুরানো দিনের কাহিনীর কথা মনে পড়ে—সেই ছোট বেলাকার শোনা সব কাহিনী, এখন ফিকে হয়ে গেছে তাদের স্মৃতি। সিসেরো তার লেখার কাগজপত্র একধারে সরিয়ে রেখে মৃদুভাবে ওর হাতখানিকে আদর করতে থাকে। ঝুঁকে পড়ে ওকে চুম্বন করে। এখন স্পষ্ট হয়ে ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে এপ্পিয়ান সরণীর দুইধারে সার দিয়ে ক্রুশে লটকানো মানুষগুলোর পচে-যাওয়া, পাখিতে খাওয়া, রোদে-সেঁকা মাংসের ছবি। কিন্তু এখন আর এ ছবি তত বীভৎস

লাগে না। সিসেরো সমস্ত ব্যাপারটাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে সহজ করে দিয়েছে। কিন্তু কী যুক্তি যে দিল হেলেনার কিছুই মনে পড়ছে না।

সিসেরো ভাবে, "আমরা এক বিশিষ্ট জাতি। ভালোবাসার ও ন্যায়নিষ্ঠার অসীম ক্ষমতা আমাদের।" হেলেনাকে ভালোবাসতে গিয়ে ওর মনে হয়, এই তো সেই নারী যে ওকে বুঝেছে। কিন্তু হৃদয়ের এই স্বীকৃতিও—ও যে হেলেনাকে জয় করেছে, শক্তির এই অভিবোধকে বিন্দুমাত্র লঘু করতে পারে না। বরঞ্চ ওর মনে হয় মহা শক্তিমান ও। অনুভব করে সেই শক্তির ব্যাপ্তি; এবং সত্য কথা বলতে গেলে এই ব্যাপ্তির মধ্যেই ওর বর্তমান লেখার যুক্তি নিহিত আছে। হঠাৎ যেন ওর দৃষ্টির এক দিগন্ত খুলে যায়—বিচিত্র এক আবিষ্কারের মুহূর্তে ও দেখতে পায়—যে-শক্তি স্পার্টাকাসকে ধ্বংস করেছে এবং বারে বারে করবে—তার সাথে ওর নিজস্ব শক্তি যেন মিশে এক হয়ে গেছে। ওর দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তে হেলেনা সব বুঝে নেয়। সিসেরোর মুখে শুধু ঘৃণা আর ক্রূরতা। বরাবরের মতো হেলেনা ভয়ে, আত্মধিক্কারে জর্জরিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে।

পরম শ্রান্তি ও উদ্বেল আবেগের উত্তেজনায় অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল হেলেনা। কোন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক হলে জাগ্রত অবস্থায় যে দুঃস্বপ্ন দেখে ও তাই আজ রাতের স্বপ্ন হয়ে ওর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে লাগল। সেই স্বপ্নে বাস্তব ও অবাস্তব মিশে এমনভাবে একাকার হয়ে গেল যে তা আর আলাদা করা যায় না। স্বপ্নে ও দেখল—সেই যেবার রোমের রাস্তায় ওর ভাই কেইয়াস লেনতুলাস বাতিয়াতাসকে দেখিয়ে দিয়েছিল। সে তো মাত্র সাত মাস আগের কথা—ওর হিসেব-নবীশ ওর গলা কেটে মেরে ফেলার কদিন আগে মাত্র। লোকে বলাবলি করে বাতিয়াতাসের টাকা চুরি করে লোকটা নাকি একটা মেয়ে কেনে। তাকে নিয়ে ঝগড়ার ফলেই নাকি ব্যাপারটা ঘটে। স্পার্টাকাসের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার দরুন বাতিয়াতাসের নাম বেশ হয়েছিল শহরে। সেবার বাতিয়াতাস রোমে আসে। ওর কোন এক বাড়ি সম্পর্কিত মামলায় ফরিয়াদী হিসেবে। বাড়িটা ধ্বসে পড়েছিল। মাত্র গোটা ছয় ভাড়াটে পরিবার প্রাণে বেঁচেছিল। তারাই মামলাটা দায়ের করে।

স্বপ্নে ও মানুষটাকে হুবহু স্পষ্ট দেখতে পেল। দশাসই চেহারা—অতি-ভোজ

আর অতি-আলস্যের এক অপূর্ব সৃষ্টি—যে কোথাও যেতে হলে ডুলি ভাড়া করে না, পথ চলে পেল্লায় একটা ঢলঢলে টোগা পরে, কাশতে কাশতে আর অনবরত থুথু ফেলতে ফেলতে আর ভিক্ষা-চাইতে-আসা ছোকরার দলকে হাতের ছড়ি দিয়ে তাড়া করতে করতে। সেই দিনই হেলেনা আর কেইয়াস ফোরামে যায়। ঘটনাচক্রে সেখান থেকে যে আদালতে বাতিয়াতাস আত্মপক্ষ সমর্থন করছিল সেই আদালত কক্ষে গিয়ে হাজির হয়। স্বপ্নে দেখা এই ছবি, একেবারে বাস্তবে যা ঘটেছিল সেই রকম। আদালত বসেছে বাইরে। লোকে লোকারণ্য—এসেছে নিষ্কর্মার দল, মহিলার দল—যাদের হাতে অজস্র অবসর, এসেছে শহরের যত যুবক আর বালখিল্যের দল, বহিরাগতের দল—যারা বিশ্ব-বিশ্রুত রোমান ন্যায়ের অনুষ্ঠান না দেখে যাবে না। কাজ উপলক্ষে আনাগোনার পথে গোলামরাও এসে জুটেছে। ভেবে অবাক হতে হয়—এই প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে ন্যায়-বিচার দূরে থাক, যুক্তিসঙ্গত কোন সিদ্ধান্তই বা কি করে হতে পারে। কিন্তু এ ভাবেই কাজ চলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ। বাতিয়াতাস সওয়ালের জবাব দিচ্ছিল ষাড়ের মতো গর্জন করে। বাস্তবে যা দেখেছিল, স্বপ্নে হুবহু তাই দেখল হেলেনা।

এর পরের দৃশ্য বাতিয়াতাসের শোবার ঘর। কি করে ও যেন সেখানে এসে হাজির হয়েছে। হিসেব-নবীশ গ্রীক ছোকরা একটা খোলা ছোরা নিয়ে এগিয়ে আসছে। ছোরাখানা আর কিছু নয়—সাইকা—যা নিয়ে থ্রেশীয় গ্লেডিয়েটররা এরিনাতে লড়ে। শয়ন কক্ষের মেজেটা যেন এরিনা অর্থাৎ বালি। বালি আর এরিনা এই দুটো শব্দের একই অর্থ লাতিন ভাষায়। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে গ্রীকটা। বাতিয়াতাস জেগে বিছানায় বসে আছে। সে ভয়ে আতঙ্কে তাকায় লোকটার দিকে। কারো তরফে কোনও শব্দ নেই। হঠাৎ গ্রীকটার পাশে দেখা গেল দৈত্যের মতো বিশাল দেহ একটা মানুষ, অত্যন্ত শক্তিশালী। ব্রঞ্জ-এর মতো রং, ঘর্মে আবৃত দেহ। হেলেনা চিনতে পারল—স্পার্টাকাস। সে গ্রীকটার হাত ধরে সামান্য একটু মুচড়ে দিতেই ছোরাটা পড়ে গেল। তারপর সেই তামাটে রং-এর সুদর্শন দৈত্যটা হেলেনার দিকে চেয়ে ইঙ্গিত করতেই হেলেনা ছোরাটা তুলে নিয়ে লানিস্তার গলা কেটে ফেলল। তারপর গ্রীকটা আর লানিস্তা অদৃশ্য হয়ে গেল হঠাৎ। ওখানে দাঁড়িয়ে স্পার্টাকাস এবং হেলেনা। হেলেনা স্পার্টাকাসের দিকে দুই বাহু বাড়িয়ে দিল। ওর মুখময় থুথু ছিটিয়ে দিয়ে চলে গেল স্পার্টাকাস। হেলেনা ওর পেছন পেছন ছুটতে লাগল একটু দাঁড়াবার জন্য অনুনয় করতে করতে। কিন্তু স্পার্টাকাস কোথায় মিলিয়ে গেল—হেলেনা একা সীমাহীন এক বালির প্রান্তরে দাঁড়িয়ে রইল।

অতি সহজ এবং সস্তা মৃত্যু বাতিয়াতাসের, নিজেরই কর্মচারীর হাতে খুন হল। বোধহয় এই মৃত্যু এবং আরও অনেক কিছু ও এড়াতে পারত যদি

ব্রেকাসের জন্য ব্যবস্থা করা খেলা বানচাল হয়ে যাবার পর, যে দুজন মল্ল বেঁচে ছিল—তাদের ও মেরে ফেলত। মেরে ফেলার অধিকার লানিস্তার ছিল। যারা বিদ্রোহের বীজ ছড়ায় সেই সব গ্লেডিয়েটরদের মেরে ফেলা স্বীকৃত প্রথা। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—স্পার্টাকাসকে যদি মেরে ফেলা হত—ইতিহাসের বিশেষ ব্যতিক্রম হত কিনা। তবে যে-সব শক্তি দ্বারা ও পরিচালিত হচ্ছিল, তা নিশ্চয়ই তখন অন্যদিকে সক্রিয় হয়ে উঠত।

ঐ সব স্বপ্ন দেখার বহুক্ষণ পর পর্যন্ত ভিলা সালারিয়ায় ঘুমোচ্ছিল রোমান কুমারী হেলেনা। ঘুম তার স্বস্তির ঘুম নয়—একটা অপরাধবোধের অস্বস্তিতে ভরা। ওর স্বপ্নে স্পার্টাকাস ব্যক্তিটি বিশেষ হয়ে ছিল না—ছিল সেই ক্রীতদাস, যে বিদ্রোহী হয়ে অস্ত্র ধারণ করেছিল। হেলেনার স্বপ্নের মতো স্পার্টাকাসের স্বপ্নেও তার ব্যক্তিগত স্বপ্ন বিশেষ স্থান পায়নি। সব ছাপিয়ে জেগে ছিল ওরই সম-কর্মী বহু গ্লেডিয়েটরের রক্তাক্ত স্মৃতি ও তাদের বুকের আশা। স্পার্টাকাসের অত বিরাট পরিকল্পনা কী-ভাবে রচিত হয়েছিল এ যারা বুঝতে পারে না তারা এতেই তাদের প্রশ্নের জবাব পাবে। পরিকল্পনা একা স্পার্টাকাসের দ্বারা হয়নি ; হয়েছে বহুজনের সম্মিলিত প্রয়াসে।

ঘুমুচ্ছে স্পার্টাকাস। পাশে বসে আছে ওর বৌ ভেরিনিয়া, সেই জার্মান মেয়েটি। ঘুমের মধ্যে প্রলাপ বকছিল স্পার্টাকাস। গোঙাচ্ছিল মাঝে মাঝে। তাতে ঘুম ভেঙে গেল ভেরিনিয়ার। স্পার্টাকাস প্রলাপে কখনও বলছে তার ছোটবেলার কথা,…কখনও নিউরিয়ার সোনার খনির কথা…এইবারে ও এরিনার মধ্যে…সাইকাটা ওর গায়ের মাংসে কেটে বসে গেছে…যন্ত্রণায় ও চীৎকার করে উঠল।

আর সইতে পারে না ভেরিনিয়া। ওর এই দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা দুঃসহ লাগে ওর। ও জাগিয়ে দেয় স্পার্টাকাসকে। কোমল হাতে ওকে আদর করে ; ঘামে-ভেজা কপালে আদর করে, চুমু খায়। যখন ছোট ছিল, ভেরিনিয়া দেখেছে ওর সমাজের নারী-পুরুষের প্রেম, দেখেছে তাদের আচরণ। ভালোবাসার অর্থ ছিল ভয়কে জয় করা। ওদের দেশের জঙ্গলে যে-সব ভূত-প্রেত থাকত তারাও জানত প্রেমিকদের ওপর ওদের জারিজুরি খাটে না। প্রেমিক-প্রেমিকার চোখের দৃষ্টিতে, তাদের চলায় ফেরায়, তাদের হাতে হাত জড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতে লেখা থাকত তারা যে অভয় হয়েছে তারই পরিচয়। তারপর ওকে ধরে নিয়ে এল। ধীরে ধীরে সে-সব ও ভুলে গেল। একমাত্র যে-প্রবৃত্তিটি জেগে রইল, সে ঘৃণা। শুধু ঘৃণা।

কিন্তু তখন ওর সর্ব-সত্তা, সত্তার অভ্যন্তরের প্রাণ-প্রবাহ, ওর বেঁচে থাকা, ওর অস্তিত্ব, ওর জীবন, ওর সর্বক্রিয়া কর্ম, ওর রক্তপ্রবাহ, ওর হৃৎস্পন্দন সব মিলেমিশে এক হয়ে গেছে এই থ্রেশীয় ক্রীতদাসের প্রেমে। এখন ও বোঝে

ওদের গোষ্ঠীর স্ত্রী-পুরুষের অভিজ্ঞতা ছিল অতি সত্য, অতি প্রাচীন এবং এ সংসারে আর ওর কোন ভয় নেই। ও জাদুতে বিশ্বাস করে এবং ওর প্রেমের জাদু যে অতি সত্য তা ও প্রমাণ করে দেখাতে পারে। এই সঙ্গে ও এও বুঝেছে—এই মানুষকে ভালোবাসা অত্যন্ত সহজ। ও যেন ভিন্ন ভিন্ন অংশ জোড়া দিয়ে নয়, একটাই খণ্ড থেকে তৈরী। স্পার্টাকাসের মধ্যে প্রথমে যা নজরে পড়ে তা ওর অখণ্ডতা। এ-ধরনের মানুষ সংসারে বিরল। ও এক, ও বিশিষ্ট। ও আত্মতৃপ্ত; এ তৃপ্তি ও কোথায় আছে তা নিয়ে নয়, ও যা, তা নিয়ে। অর্থাৎ ও যে মানুষ তা নিয়ে। সাংঘাতিক কতগুলি হতভাগা মরিয়া মানুষ, যাদের সর্বনাশের দশায় ধরেছে, যত শাস্তি-পাওয়া খুনী আসামী, ফেরারী ফৌজী মানুষ, কতগুলি আত্মা-খোয়ানো খনি-দাস—খনিও যাদের মারতে পারেনি—খুন শেখানোর ইস্কুলটাতে এদের মধ্যে থেকেও স্পার্টাকাস পেয়েছে শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালোবাসা। কিন্তু ভেরিনিয়ার ভালোবাসা একেবারে আর এক রকম। স্পার্টাকাসের সবখানি হল সর্ব-পুরুষের সার, সমগ্র নারীসত্তার জন্য পূর্ণ, অখণ্ড পুরুষ-সত্তা। ভেরিনিয়ার বিশ্বাস ছিল ওর যৌন আকাঙ্খা চিরদিনের মতো নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ও চায় স্পার্টাকাসের স্পর্শ, তাকে ও চায় ওর একান্ত পাওয়ায়। ভেরিনিয়া যদি ভাস্কর হত এবং মানুষের মূর্তি গড়ত তবে ও যে বৈশিষ্ট্য দিয়ে মূর্তি গড়ত তার সবই আছে স্পার্টাকাসের মধ্যে। ওর কাটা নাক, কটা রং-এর বড় বড় দুই চোখ, ভাষাময় ওষ্ঠ—সব নিয়ে এ মানুষ আলাদা। ছোটবেলা থেকে ভেরিনিয়া যত পুরুষ দেখে এসেছে—সবার থেকে আলাদা। স্পার্টাকাসের মতো যে পুরুষ নয়, তাকে ভালোবাসা যায় কি করে, ভাবতেই পারে না ভেরিনিয়া।

ভেরিনিয়া বলতে পারে না, স্পার্টাকাস অমন একটা মানুষ হল কি করে। রোমান অভিজাত পরিবারের সাথে ওর সুদীর্ঘ পরিচয়। এদের ভদ্র, মার্জিত, সুন্দর পরিবেশ ও দেখেছে, ওদের পুরুষরা কেমন হয় তা ও জানে। কিন্তু ক্রীতদাস স্পার্টাকাস অমন কি করে হতে পারল—তা ও বোঝে না।

ভেরিনিয়ার হাতের স্পর্শে স্পার্টাকাস শান্ত হয়।

"কী স্বপ্ন দেখছিলে ?" জিজ্ঞাসা করে ভেরিনিয়া।

স্পার্টাকাস মাথা নাড়ে।

"আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরো তাহলে আর স্বপ্ন দেখবে না।"

স্পার্টাকাস ওকে কাছে টেনে নেয়, কানে কানে বলে :

"কখনও তোমার মনে হয়নি, আমরা এক সঙ্গে নাও থাকতে পারি।"

"হয়েছে।"

"তাহলে তখন কী করবে ?" জিজ্ঞাসা করে স্পার্টাকাস।

"মরে যাব।" সোজাসুজি জবাব দেয় ভেরিনিয়া।

"এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।" স্বপ্ন থেকে সম্পূর্ণ জেগে উঠেছে স্পার্টাকাস, শান্তও হয়েছে।

"এ বিষয় ভাবার বা কথা বলার কি আছে?"

"কারণ তুমি যদি সত্যি আমাকে এত ভালোবাসো, তবে আমি মরে গেলে, বা আমাকে যদি তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় কখনও, তুমি নিশ্চয়ই মরতে চাইবে না।"

"তুমি তাই ভাবছ?"

"হুঁ।"

"আচ্ছা, আমি যদি মরি তবে তুমি মরে যেতে চাইবে না?"

"না, আমি বাঁচতেই চাইব।"

"কেন?"

"কারণ জীবন ছাড়া, আর তো কিছু নেই।"

"তোমাকে ছাড়া তো আমার জীবনই নেই।" ভেরিনিয়া বলে।

"তুমি আমার কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করবে এবং তা রাখবে।"

"প্রতিজ্ঞা করলে তা অবশ্যই রাখব। রাখতে না পারলে প্রতিজ্ঞাই করব না।"

"আমি চাই যে তুমি কখনও আত্মহত্যা করবে না।" স্পার্টাকাস বলে।

কতক্ষণ যায়, কোন জবাব নেই ভেরিনিয়ার।

"কথা দেবে?"

অবশেষে ও বলে, "আচ্ছা তাই হবে। কথা দিলাম।"

মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়ে স্পার্টাকাস—শান্তিতে, আরামে, ভেরিনিয়ার দুই বাহুর বন্ধনে।

ভোর হয়। ড্রাম বাজে, ব্যায়ামের ডাক। প্রাতরাশের আগে চল্লিশ মিনিট ঘেরার মধ্যে দৌড়তে হয়। জেগে ওঠার পরই প্রত্যেককে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দেওয়া হয়। তারপর সেলের দরজা খোলা হয়। ঘরে যদি কোন মেয়ে মানুষ থাকে সে বেরিয়ে অন্যান্য গোলাম-বাঁদীর সঙ্গে কাজে লাগে। সে কুঠুরিটাকে পরিষ্কার করে যেতে পারে। লেনতুলাস বাতিয়াতাসের প্রতিষ্ঠানে অপচর্য বলে কিছু ছিল না। গ্লেডিয়েটার আর তাদের সঙ্গিনীদের মেলাই কাজ করতে হত।

ঘষা-মাজা, রান্না, সব্জীবাগান চষা, স্নানাগারগুলি ঠিকঠাক রাখা, ছাগল-গরু পোষা, এমনি নানান কাজ। কিন্তু তবু বাতিয়াতাস জমিদারদের মতো এদের রাখত অত্যন্ত কড়া হাতে, নির্বিচারে যখন তখন যথেচ্ছ চাবুক চালাত, খেতে দিত ঝড়তি পড়তি পচা জিনিস। কিন্তু স্পার্টাকাস আর ভেরিনিয়া সম্পর্কে ওর কেমন একটা ভয় ছিল। কী ছিল ওদের মধ্যে, যার জন্য অত ওর ভয়, এবং কেনই বা তা ও বলতে পারে না।

আজের এই বিশিষ্ট এবং স্মরণীয় প্রভাতটিতে সারা প্রতিষ্ঠানের হাওয়া কেমন যেন অস্থির ; ঘৃণার বিষ যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে সর্বত্র। রোজকার মতো তুরী ভেরী বাজছে ; মানুষগুলোকে তাড়িয়ে ব্যায়ামের মাঠে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ক্রুশে-ঝোলানো কালো মানুষটার মুখোমুখি সবাইকে লাইন-বন্দী করে দাঁড় করানো হচ্ছে, মেয়েগুলোকে চাবকে কাজ করানো হচ্ছে—সব রোজকার মতো—অথবা সব কিছুর মধ্যে একটা অস্বস্তিকর ঘৃণার ভাব। কিন্তু আজের এই সকালে ভেরিনিয়ার কোন ভয় নেই। তাই বলে চাবুক তার পিঠে কম পড়ছে না। উঠতে বসতে ঠিকাদারের গালিগালাজ আর এক বীর-পুঙ্গবের রক্ষিতা বলে টিটকিরি চলছে এবং চাবুকের মাত্রা চলছে বেড়ে! ও রান্না ঘরেই কাজ করত—সেখানেই ওকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বাতিয়াতাসের ক্রোধ লোকসান হয়েছে বলে চুক্তির অর্দ্ধেক টাকা দেয়নি ব্রেকাস—সেই ক্রোধই সারা বাতাসে কাঁপছে। মামলা অবশ্য হবে। কিন্তু বাতিয়াতাস জানে সম্ভ্রান্ত কোন রোমানের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা জেতা কত কঠিন। সুতরাং ওর রাগের ফলভোগী গোটা প্রতিষ্ঠানটা। রান্নাঘরে পাচক যথেচ্ছ গালাগালি করছে মেয়েগুলোকে—তার কর্তৃত্বের প্রতীক লম্বা লাঠিটা যখন তখন পড়ছেও তাদের পিঠে। মাষ্টাররা চাবুক খাচ্ছে মালিকের, গ্লেডিয়েটররা চাবুক খাচ্ছে মাষ্টারদের। আর সেই কালো আদমীটা ক্রুশে ঝুলছে ঠিক যেখানে মল্লরা ড্রিল করার জন্য লাইন করে দাঁড়িয়েছে।

স্পার্টাকাস তার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। একপাশে গান্নিকাস, আর একপাশে ক্রিকসাস নামে একজন গল। দুটো লাইন হয়েছে কুঠরীর দিকে মুখ করে। মাষ্টাররা আজ বহু অস্ত্রে সজ্জিত, বিশেষ করে কৃপাণ আর ছোরা প্রত্যেকের হাতে। বেষ্টনীর গেট খোলা হল। চল্লিশ জন সৈন্য চারটে দলে এসে ঢুকে 'প্রস্তুত' ভঙ্গিতে দাঁড়াল। হাতে তাদের কাঠের বেটন। প্রভাত সূর্যের আলোর বন্যা বয়ে গেল হলুদ রঙের বালির ওপর দিয়ে, মানুষগুলোকে ছুঁয়ে গেল কোমল উষ্ণতায়। কিন্তু স্পার্টাকাসের মধ্যে আজ কোন উষ্ণতা নেই। এবং গান্নিকাস যখন চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করল, এ-সবের মানে কী—ও জবাব দিল না। নীরবে শুধু মাথা নাড়ল।

গল জিজ্ঞাসা করল : "তুমি লড়েছিলে ?"

"না।"

"কিন্তু ও তো মারেনি কাউকে। যদি নিজে মরবেই এর চাইতে ভালোভাবেই মরতে পারত।"

"তুমি কি এর চেয়ে ভালোভাবে মরবে?" স্পার্টাকাস শুধায়।

"ও কুকুরের মতো মরবে, তুমিও তাই," গলদেশের ক্রিকসাস বলে, "ও পেট দুফাঁক হয়ে বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে মরবে, তুমিও তাই।"

এতক্ষণে যেন স্পার্টাকাস আপন কর্তব্য বুঝতে পারে। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়—এতদিন ওর মধ্যে যে উপলব্ধি ছিল, তা এখন দানা বেঁধে বাস্তবের রূপ নিচ্ছে। কিন্তু সে বাস্তবের সবে তো আদি। এর বেশী হয়তো আর কোন দিনই অগ্রসর হবে না। অন্ত বা অন্তহীনতা যাই হোক, হয়তো অনাগত ভবিষ্যৎ অবধি চলবে। কিন্তু ওই বাস্তব ওর এবং ওর আশেপাশে যারা আছে—তাদের ওপর যা ঘটেছে এবং আরও ঘটবে তারই সাথে জড়িত। ও তাকায় ঝুলন্ত নিগ্রোর বিশাল দেহটার দিকে; রোদে ঝলসানো, পাইলার জখমী ঘাগুলোতে চামড়া, মাংস ছিঁড়ে উঠে গেছে, জায়গায় জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে শুকিয়ে আছে। মাথাটা ঝুঁকে এলিয়ে রয়েছে চওড়া কাঁধদুটোর মাঝখানে।

জীবনের প্রতি কী বিষম তাচ্ছিল্য রোমানদের—স্পার্টাকাস ভাবে। কী পরম হেলায় ওরা হত্যা করে। হত্যায় ওদের বিকট উল্লাস। হবেই বা না কেন? ওদের জীবন-ধারার সমগ্র প্রক্রিয়ার বুনিয়াদ যে ওদেরই স্বজনদের হাড় আর রক্ত দিয়ে গড়া। মানুষকে ক্রুশে ঝোলানো ওদের একটা বিলাস বিশেষ। ক্রুশে ঝোলানোর রেওয়াজ এসেছে কার্থেজ থেকে—যেখানে ক্রুশে মৃত্যুই ক্রীতদাসদের একমাত্র যোগ্য মৃত্যু বলে স্বীকৃত। কিন্তু রোমের অঙ্গুলি যতদূর প্রসারিত হল ততদূর ক্রুশে ঝোলানো হয়ে উঠল প্রমত্ত নেশা।

বাতিয়াতাস এসে বেষ্টনীতে প্রবেশ করল। স্পার্টাকাস ওষ্ঠ সামান্য একটু নেড়ে পাশে দাঁড়ানো গলকে জিজ্ঞাসা করল:

"তুমি কিভাবে মরতে চাও?"

"যেভাবে তুমি মরতে চাও, থ্রেশীয়ান।"

মৃত নিগ্রোটির সম্বন্ধে স্পার্টাকাস বলে:

"ও আমার বন্ধু ছিল, আমাকে ভালোবাসত।"

"ঐটাই তো তোমার অভিশাপ।"

বাতিয়াতাস গ্লেডিয়েটরদের লম্বা লাইনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সৈন্যরা তার পেছনে সারি দিয়ে দাঁড়াল। বাতিয়াতাস বলতে লাগল:

"আমি তোমাদের খাওয়াই—ভালোই খাওয়াই—রোস্ট করা মাংস, মুরগী খাওয়াই, তাজা মাছ খাওয়াই। খেয়ে খেয়ে তোমাদের পেট মোটা হচ্ছে।

তোমাদের স্নানের, গা দলাই মলাই করার সব রকম ব্যবস্থা করেছি। খনি থেকে এনে বাঁচিয়েছি, ফাঁসি থেকে বাঁচিয়েছি, বেশ রাজার হালে আছ এখানে কিছু না করে এবং ষোড়শোপচারে খেয়ে। এখানে আসার আগে ছিলে তো সব আস্তাকুঁড়ে, ভাগাড়ে। এখানে দিব্যি আছ সব ভালো খেয়ে ভালো পরে।"

স্পার্টাকাস গলকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি আমার বন্ধু?"

"গ্লেডিয়েটর! গ্লেডিয়েটরের সঙ্গে দোস্তি করো না," গল বলে।

"তোমাকে আমি বন্ধুই বলব," স্পার্টাকাস বলে।

বাতিয়াতাস মৃত নিগ্রোর দিকে দেখিয়ে বলে :

"ওই কালো কুত্তাটার কালো কলজেটার মধ্যে এতটুকুও যদি কৃতজ্ঞতা থাকে! নইলে এটুকুও সে বুঝল না! তোমাদের মধ্যে কজন আছে হে ওর মতো?"

গ্লেডিয়েটররা স্থির নীরব।

বাতিয়াতাস শিক্ষকদের বলে, "আমাকে কালো লোক একটা বেছে দাও তো।"

আফ্রিকানরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে একটাকে টেনে নিয়ে এল একজন। ঠিক মাঝখানে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। প্রথম থেকেই সব ব্যবস্থা ঠিক ছিল। ড্রাম বাজতে লাগল। সৈন্য দুজন একটু ফাঁক হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কাঠের বল্লম বাগিয়ে ধরল। নিগ্রোটি পাগলের মতো ছাড়িয়ে যাবার জন্য ধস্তাধবস্তি করতে লাগল। দু'দিক থেকে দুটো বল্লম এসে ওর বুকে বিঁধল একের পর এক। চিত হয়ে বালির ওপর পড়ে গেল লোকটা। ওর বুকে বেঁধা বল্লম দুটো অদ্ভুতভাবে কোণ রচনা করে খাড়া হয়ে রইল। বাতিয়াতাস পাশে-দাঁড়ানো অফিসারকে বলে :

"আর কোন গোলমাল হবে না। কুকুরগুলো গোঁ গোঁও করবে না।"

গান্নিকাস স্পার্টাকাসকে বলে :

"তুমি আমার বন্ধু।"

গলটি অন্যদিকে দাঁড়িয়ে নীরবে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

প্রাতঃকালীন ড্রিল আরম্ভ হয়।

সেনেটের এক তদন্তকারী বোর্ডের সামনে বাতিয়াতাস জোরের সঙ্গেই বলেছিল যে কোন ষড়যন্ত্র হয়েছিল বলে ও যে শুধু জানত না তা নয়, কোন ষড়যন্ত্র

হতে পারে এমন কথাই ও বিশ্বাস করত না। এই উক্তির স্বপক্ষে ও বলেছিল যে গ্লেডিয়েটরদের মধ্যে হামেশা দুজন মাইনে করা চর ওর থাকত যাদের সঙ্গে শর্ত ছিল মুক্তির। মাঝে মাঝে খেলায় জুড়ি হয়ে এদের বাইরেও যেতে হত। একজন মুক্তি পেত, আর একজন সামান্য এক-আধটু জখম নিয়ে ফিরত। তখন আর-এক জন গুপ্তচর নিয়োগ করে জুড়িটা পুরো করে দেওয়া হত। সুতরাং ওর অগোচরে কোন ষড়যন্ত্র সম্ভব ছিল না।

তাই হত। তবে গোলামদের মধ্যে যখন বা যতবার কোন বিদ্রোহ হয়েছে, তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। ঠিক ঠিক উৎসটিকে নির্ণয় করা যায়নি। মূলটা স্ট্রবেরির মূলের মতো কেবল ছড়িয়ে ছড়িয়ে ক্রমাগত ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে, তার আদি-অন্তের হদিস করা যায়নি। মূলটা থেকেছে অদৃশ্য; ওপরে দেখা গেছে শুধু ফুলন্ত গাছটাকে। সিসিলির মতো ব্যাপক আকারের বিদ্রোহই হোক, আর আবাদের ছোটখাট ব্যর্থ বিক্ষোভই হোক, শেষ পর্যন্ত কয়েকটা হতভাগা গোলামকে ক্রুশে লটকিয়ে সব শেষ হয়েছে। সেনেটের মূল খুঁড়ে বার করার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তবুও সে-চেষ্টা করতে হবেই। মূলটা খুঁজে বের করতে হবেই।

এখানকার মানুষ জীবনের যে জলুস, যে বিলাস আর প্রাচুর্য গড়ে তুলেছে সংসারে তা অজ্ঞাতপূর্ব, জাতিতে জাতিতে হানাহানি এসে পরিসমাপ্ত হয়েছে রোমান শান্তিতে; জাতিতে জাতিতে বিভেদ মিলিয়ে গেছে রোমান মহা সরণীগুলিতে এসে। বিশ্বের এই মহানগরকেন্দ্রে কোন মানুষের আহারের অভাব নেই। যা হওয়া উচিত ছিল সবই হয়েছে। দেবতাদের পরিকল্পনাও বুঝি এই ছিল। ফুলে ফলে রোমের দেহ ভরে উঠেছে—সেই সঙ্গে দেহে ব্যাধিও এসেছে—যে ব্যাধির মূলোচ্ছেদ হয়নি।

এরপর সেনেট বাতিয়াতাসকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "অসন্তোষ বা ষড়যন্ত্রের কোন আভাসও কি আগে পাওয়া যায়নি?"

"না।" জোরের সঙ্গেই জানিয়েছিল বাতিয়াতাস।

"যখন সেই আফ্রিকানটিকে আপনি ক্রুশে লটকে দিলেন—হ্যাঁ শুনুন, আপনার কাজের আমরা পুরো সমর্থন করেছি—তখনও কি কোন প্রতিবাদ হয়নি?"

"না।"

"আমরা বিশেষ উৎসুক জানবার জন্য যে বাইরের কোন সাহায্য বা বিদেশী প্ররোচনা বা ঐরকম কোন কিছু ছিল কিনা।"

"অসম্ভব," বাতিয়াতাস বলেছিল।

"স্পার্টাকাস, গান্নিকাস ও ক্রিকসাসের ত্রয়ী শাসক-মণ্ডলীর জন্য বাইরের কোন অর্থসাহায্য?"

"যত দেবতা আছেন সবার নামে শপথ করে বলতে পারি—ওসব কিছুই ছিল না।"

তবু একথা পুরো সত্য নয়। কোন মানুষই একা নয়। স্পার্টাকাসের অবিশ্বাস্য শক্তির জন্যই না ওকে কখনও একা থাকতে হয়েছে, না নিজের মধ্যে নিজকে গুটিয়ে নিতে হয়েছে। সেই ধনী যুবক মার্কাস ব্রেকাসের ফরমায়েসী জুড়ির লড়াই ভেস্তে যাওয়ার অল্পদিন আগেই সিসিলির তিন-তিনটে বড় বড় আবাদে ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ হয়ে গেছে। ন'শয়েরও বেশী ক্রীতদাস তাতে জড়িত ছিল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া সকলকেই হত্যা করা হয়েছিল। রক্তস্রোত যখন প্রায় শেষ হয়ে এল, তখন কর্তাদের টনক নড়ল, রক্তস্রোতের সঙ্গে পাহাড়প্রমাণ কাঁচা টাকাও বয়ে গেছে। অতএব শ'খানেক গোলাম—যারা বেঁচে গিয়েছিল, নামমাত্র দামে তাদের জাহাজের দাঁড় টানার জন্য বেচে দেওয়া হয়। একটা জাহাজের খোলে বাতিয়াতাসের একজন দালাল বৃষস্কন্ধ তাম্রকেশ ঐ গলদেশীয় ক্রিকসাসকে দেখতে পায়। জাহাজী গোলামদের শাসনে রাখা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। সেজন্য তাদের দামও কম ছিল। লেনদেনে ঘুষের পরিমাণটাও তেমন বেশী ছিল না। যেসব দাস-ব্যবসায়ীদের এক্তিয়ারে ওসটিয়ার জাহাজী ডকগুলি ছিল, তারা গোলমাল এড়াবার জন্য ক্রিক্সাসের পূর্ববৃত্তান্ত চেপে গেল।

সুতরাং স্পার্টাকাস না ছিল একা, ওর জীবনের ঘটনাবলীর বিশিষ্ট দুকূলখানি বোনা হয়েছিল যে তন্তুগুলি দিয়ে তা থেকে না ছিল বিচ্ছিন্ন। ক্রিকসাস ওরই পরের সেলে থাকত। বহু সন্ধ্যায় দরজার কাছে মাথা রেখে লম্বা হয়ে নিজের কুঠরির মধ্যে শুয়ে স্পার্টাকাস ক্রিক্সাসের কাছ থেকে শুনত প্রায় অর্ধশতাব্দী আগের সিসিলির দাসবিদ্রোহের অসংখ্য সংগ্রামের কাহিনী। স্পার্টাকাস নিজে ক্রীতদাস এবং ক্রীতদাসের সন্তান। ওদেরই গোষ্ঠীর মধ্যে একিলিস, হেক্টর বা প্রাজ্ঞ, ওডিসিউস-এর মতো পৌরাণিক উপাখ্যানখ্যাত বীর, হয়তো তাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বীর জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু তাদের জন্য গাথা রচিত হয়নি, সংগীত গীত হয়নি, তাদের দেবতা বানিয়ে মানুষ পূজা করেনি। না করে ভালোই করেছে। কেননা দেবতারা ধনী রোমানদের মতোই দাসদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, নিরাসক্ত। ওরা দেখতে

মানুষের মতো বটে, কিন্তু মানুষের চেয়ে হীন ওই উলঙ্গ গোলামেরা—গাধার চাইতেও বাজারে যাদের দাম কম; কাঁধে জোয়াল পরে যারা জানোয়ারের মতো জমি চষে। কিন্তু মহামানব তারা—এই ইউনুস প্রভৃতিরা। ইউনুস তার দ্বীপের প্রতিটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিয়েছিল। তিন তিনটে রোমান বাহিনীকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে ফেলেছিল ধরা পড়ার আগে। তারপর গ্রীক এথিনিওন, থ্রেশিয়ান সেলভিয়াস্, জার্মান আনডার্ট, সেই অদ্ভুত ইহুদী বেন জুয়ান—যে নৌকা করে কার্থেজ থেকে পালিয়ে সমস্ত মাল্লা নিয়ে এথিনিওনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

শুনতে শুনতে গর্বে আনন্দে ওর বুক ফুলে ওঠে। এই মৃত বীরদের সঙ্গে একটা ভ্রাতৃত্ববোধ, একটা একাত্মতা ওর হৃদয়কে পূত, মালিন্যহীন করে তোলে। ওর সমস্ত অন্তর ছুটে চলে যায় ওর সাথীদের উদ্দেশ্যে—ও চেনে ওদের, জানে ওদের মনের কথা; জানে কোন্ স্বপ্ন ছিল ওদের বুকের তলায়। কি ওরা একান্ত করে চেয়েছে। জাতি, নগর, রাষ্ট্র—সব ওদের কাছে ছিল অর্থহীন। ওদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল সর্বব্যাপী। তবুও ওদের বিদ্রোহের এত আয়োজন বারে বারে করুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। রোমানরা ওদের দলে দলে ক্রুশে ঝুলিয়েছে—নূতন গাছ, নূতন ফল। দেখুক গোলামগুলো—গোলাম হয়েও যারা গোলাম থাকতে চায় না, তাদের ন্যায্য পুরস্কার কী। দেখুক ভালো করে।

ক্রিক্সাস বলে, "ফল তো শেষ পর্যন্ত ওই একই।" গ্লেডিয়েটর হবার পর যত দিন যায় ক্রিক্সাসের বিগত জীবনের কথা বলার উৎসাহ ততই কমে আসে। কারণ গ্লেডিয়েটরের জীবনে অতীত ভবিষ্যৎ সবই অর্থহীন। ওর আছে শুধু বর্তমান। নিজের চারদিকে ও সংশয় ও অবিশ্বাসের একটা প্রাচীর তুলে দেয়। একমাত্র স্পার্টাকাসই পারত সেই কঠিন প্রাচীর ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করতে। একদিন ক্রিক্সাস ওকে বলল:

"তুমি তো অনেক বন্ধু বানিয়ে ফেলেছ। আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি বন্ধু হলে তোমাকে মারতে পারব না।"

সেদিন ড্রিলের পর খেতে যাবার আগে ওরা একটু জটলা করছিল। গরমে ঘামে জর্জর হয়ে কেউ বসেছিল, কেউ বা দাঁড়িয়েছিল ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে। কথা বলছিল ওরা চাপা স্বরে। সামনে দুটি আফ্রিকানের মৃতদেহ ঝুলছে ক্রুশে। যে-লোকটিকে প্রতীক হিসাবে সাজা দেওয়া হল তার ঠিক নীচে খানিকটা তাজা রক্ত জমে আছে। রক্ত-খেকো পাখিরা মহা আনন্দে তা ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। সবাই বিমর্ষ, মুষড়ে-পড়া। ওরা বুঝেছে এই সবে শুরু। বাতিয়াতাস এখন ঘন ঘন জুড়ির খেলা দেখাবার কণ্ট্রাক্ট নেবে এবং ওদের দিয়ে খেলাবে। বড় খারাপ সময় আসছে।

ইস্কুলের পাশ দিয়ে যে ছোট্ট নদীটি বইছে—তারই ধারে কতগুলি গাছের

ছায়ায় বসে খাবার খাচ্ছে সৈনিকরা। স্পার্টাকাস তাদের বেষ্টনীর ভেতর থেকে দেখতে পাচ্ছিল ওদের। এখানে ওখানে ছড়িয়ে বসেছে ওরা। মাথার হেলমেট খোলা, ভারি হাতিয়ারগুলো একধারে স্তূপ করা। একদৃষ্টে, নিবিষ্টমনে তাকিয়ে দেখছিল স্পার্টাকাস।

গান্নিকাস জিজ্ঞাসা করে "কী দেখছ ?"

সেই ছোটবেলা থেকে ওরা একসঙ্গে আছে—বহুকাল একসঙ্গে ওরা গোলামি করছে। খনিতেও একসঙ্গে ছিল, এখানেও আছে।

"জানি না।"

ক্রিক্সাস গুম হয়ে বসে ছিল। বহুদিন ধরে একটা উদ্দগুতা, একটা হিংস্রতা ওর মধ্যে জমা হয়ে আসছে। ও জিজ্ঞাসা করল :

"কী দেখছ স্পার্টাকাস ?"

"জানি না।"

"তুমি সব জান। সে জন্যই তো থ্রেশীয়রা তোমাকে পিতা বলে।"

"তুমি কাকে ঘৃণা কর, ক্রিক্সাস ?"

"সেই কালো লোকটাও কি তোমাকে পিতা বলত ? তার সাথে তুমি তবে লড়লে না কেন ? আমাদের পালা যদি আসে, আমার সঙ্গে লড়বে তুমি, স্পার্টাকাস ?"

"আর কোন গ্লেডিয়েটরের সাথে আমি লড়ব না।" শান্তভাবে স্পার্টাকাস বলে। "আজ আমি সব বুঝতে পেরেছি। এতদিন পারিনি। এখন পেরেছি।"

জন ছয়েক ওর কথা শুনেছে। তারা ওর কাছে সরে এল। এখন আর সৈনিকদের দিকে ওর চোখ নেই—ও তাকিয়ে আছে গ্লেডিয়েটরদের দিকে। একটি একটি করে প্রত্যেকটি মুখের দিকে চেয়ে দেখছিল ও। শ্রোতার সংখ্যা বাড়তে থাকল, আট, দশ, বারো, তবু কোন কথা নেই ওর মুখে। ওদের বিমর্ষ-ভাব আর নেই। তার বদলে ওদের চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে উত্তেজনা। সে উত্তেজনা দাবীর। স্পার্টাকাস দেখে ওই চোখগুলি।

গান্নিকাস জিজ্ঞাসা করে :

"আমরা কী করব, পিতা ?"

"সময় হলেই ঠিক জানতে পারব, কী করতে হবে। এখন আর জটলা-টটলা নয়।"

কালের দূরবীক্ষণে হাজার বছর ভেসে ওঠে এই থ্রেশীয় ক্রীতদাসের চোখের সামনে। হাজার বছরে যা ঘটেনি, তা ঘটবে পরের কয়েকটি ঘণ্টায়। আবার খানিকক্ষণের জন্য ওরা যে-গোলাম, সেই গোলাম—শুধু গোলাম নয়—আবর্জনা, গোলামির কশাই। ওরা বেষ্টনীর দরজার দিকে এগিয়ে যায়, তারপর প্রাতরাশের জন্য খাবার ঘরের দিকে যায়।

পথে দেখতে পায় আট-বেহারার ডুলিতে চলেছে বাতিয়াতাস—সঙ্গে রয়েছে সুন্দরকান্তি, সুমার্জিত সেই গ্রীক হিসাবনবীশ। দুজন কাপুয়ার বাজারে চলেছে প্রতিষ্ঠানের রসদ সওদা করতে। সারিবদ্ধভাবে চলছে গ্লেডিয়েটররা—পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখে বাতিয়াতাস—কী শৃঙ্খলায়, কী সুসংবদ্ধভাবে চলছে এরা। কালো লোকটাকে মেরে অযথা কতগুলি টাকা নষ্ট হল বটে, কিন্তু কাজটা ঠিকই হয়েছে।

সুতরাং বাতিয়াতাস রইল। রইল তার হিসাবনবীশ যথাসময়ে তার গলায় ছোরা বসাবার জন্য।

গ্লেডিয়েটররা সবাই খাবার ঘরে, অর্থাৎ মেসের চলে এল। কিন্তু এরপর যে সেখানে কী ঘটল তা কখনও সঠিক জানা যাবে না, বা লেখা হবে না। কারণ গোলামদের সেই অভ্যুত্থানের ইতিবৃত্ত লেখার মতো কোন ঐতিহাসিক সেখানে ছিল না আর থাকলেই বা কি? গোলামদের কথা ইতিহাসে লেখার যোগ্য বলেও বিবেচিত হত না। সেরকম কিছু থাকলে এবং প্রয়োজন হলে লিখত গোলামদের মালিকরা, যারা তাদের ভয় করত, ঘৃণা করত।

কিন্তু ভেরিনিয়া রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত থাকলেও সব নিজের চোখে দেখল। এর বহুদিন পরেও সেদিনের কথা অন্যদের কাছে বলেছে ও। এ ধরনের বৃহৎ ঘটনার মহাকল্লোল কালক্রমে অস্পষ্ট হয়ে গেলেও একেবারে মিলিয়ে যায় না। রান্নাঘরটা ছিল মেস হলের এক প্রান্তে, আর হলে ঢুকবার দরজাগুলি ছিল আর এক প্রান্তে।

হলটা বাতিয়াতাসের নিজের পরিকল্পনা অনুসারে তৈরী। রোমান বাড়িগুলো সব গতানুগতিক ধাঁচে তৈরী। কিন্তু বহু গ্লেডিয়েটরকে একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া, ভাড়া খাটানো ইত্যাদি একালের জিনিস, তেমনি জুড়ির লড়াই দেখাও হাল জমানার নেশা। এতগুলো লোককে একসঙ্গে রাখা, শেখানো, সামলানোর প্রশ্নও নূতন। সেজন্যই বাতিয়াতাস একটা পাথরের দেয়াল কিনল এবং তার তিনদিকে দেয়াল তুলে একটা আয়তাকার চত্বর তৈরী হল। এরপর চার দেয়ালের ওপর দিয়ে পুরানো ধরনের ছাদ অর্থাৎ কাঠের চাল দিল ভেতর দিকে আট ফুট বাড়িয়ে। মাঝখানটা ফাঁক রইল। ভেতরটা শান-বাঁধানো হল, বৃষ্টির জল বেরুনোর জন্য একটা পাকা ড্রেনও হল। একশ বছর আগে

এ-ধরনের কাজই প্রচলিত ছিল। কাপুয়ার মতো মাঝারী রকম জলবায়ুর জায়গায় এতেই কাজ চলে যেত, যদিও শীতকালে জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকত। চালার তলায় আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে গ্লেডিয়েটররা খায়। মাঝখানের চাতালটায় মাস্টাররা পায়চারি করতে করতে সকলের ওপর নজর রাখে। এই চত্বরের একধারে রান্নাঘর। সেখানে ইট এবং টালির তৈরী লম্বা একটা উনান আর লম্বা একটা কাজ করার টেবিল। বাকী সব খোলা। আর এক মাথায় ভারী কাঠের দরজা। গ্লেডিয়েটররা ভেতরে ঢুকলে দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

রোজকার মতোই গ্লেডিয়েটররা যার যার জায়গায় খেতে বসেছে। রান্নাঘরে বেশীর ভাগ মেয়েরাই কাজ করে। তারাই পরিবেশন করছে।

আঙিনায় যথারীতি চারজন শিক্ষক পায়চারি করছে। তাদের হাতে ছোরা আর বেণী-পাকানো চামড়ার চাবুক। প্রহরারত সৈন্যবাহিনীর দুজন সৈনিকের ওপর দরজা বন্ধ করার ভার। তারাই যথানিয়মে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল। বাকী সৈন্যরা শ'খানেক গজ দূরে একটা গাছের শীতল ছায়ায় বসে প্রাতরাশ খেতে লাগল।

স্পার্টাকাস সব দেখছে, লক্ষ্য করছে। ও বিশেষ খেতে পারল না। ওর বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটায় যেন হাতুড়ি পিটতে লাগল। মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেল। ও যতদূর দেখতে পাচ্ছে তেমন বড় কিছু ঘটার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তবে ভবিষ্যতে? জানা নেই। তার দুয়ার অন্যদের জন্য যতটুকু খোলা, ওর জন্যও ততটুকুই। কোন কোন মানুষ এমন একটা সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছায় যখন তাকে বলতে হয়, আমি যদি এ-কাজটা না করি আমার বাঁচার কোন প্রয়োজন, কোন যুক্তি নেই। বহুজন যখন এমনি অবস্থায় পৌঁছায় তখনই পৃথিবী কেঁপে ওঠে।

এই সকালটা দুপুরে গড়াবে, দুপুর হবে বিকেল; তারপর রাত। কিন্তু দিনটা শেষ হবার আগেই যে একটা কিছু ঘটবে তা স্পার্টাকাস জানত না। ও শুধু জানত এর পরের ধাপটা—অর্থাৎ গ্লেডিয়েটরদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ও যখন ক্রিকসাসের সঙ্গে কথা বলছিল, দেখতে পেল ভেরিনিয়া উনানের ধারে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। অন্য গ্লেডিয়েটররাও ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। ইহুদী ডেভিড ওর ওষ্ঠের নড়াচড়া অনুধাবন করতে চেষ্টা করছিল; গান্নিকাস ওর খুব কাছ ঘেঁসে কান পেতে সব শুনছিল। ফ্রেকসাস নামে একজন আফ্রিকান আরও কাছে এসে শোনবার চেষ্টা করছিল।

স্পার্টাকাস বলে:

"আমি দাঁড়িয়ে কথা বলতে চাই। আজ আমি প্রাণ খুলে কথা বলব। একবার যদি মুখ খুলি তখন আর পেছন ফেরা নয়; কিন্তু ওই

মাষ্টারগুলো আমায় বলতে দেবে না।"

দৈত্যাকার লালচুলো ফ্রেকসাস বলে :

"কারো সাধ্য নেই তোমায় রোখে।"

চত্বরের ও প্রান্তেও বুঝি এদিকের ঢেউয়ের ধাক্কা লাগে। শিক্ষকরা স্পার্টাকাস আর তার চারদিকের মানুষগুলির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সপাং সপাং করে হাওয়ায় চাবুক হাকড়ায় এবং ছোরা হাতে নেয়।

"বলো, বলো," গান্নিকাস চীৎকার করে ওঠে।

"আমরা কি কুকুর যে আমাদের দিকে চাবুক হাঁকড়াচ্ছ?" বলে উঠল আফ্রিকানটি। উঠে দাঁড়ায় স্পার্টাকাস। আরো অনেকে উঠে দাঁড়াল ওর সঙ্গে। শিক্ষকরা ছোরা আর চাবুক চালাতে আরম্ভ করে। কিন্তু গ্লেডিয়েটররা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তৎক্ষণাৎ শেষ করে দেয়। বাঁদীরা পাচকটাকে মেরে ফেলল। এত সব হতে লাগল একেবারে নিঃশব্দে। উত্তেজিত গ্লেডিয়েটরদের চাপা গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। স্পার্টাকাস এবার গান্নিকাস, ক্রিকসাস, ডেভিড এবং ফ্রেকসাসকে আদেশ করে—এই প্রথম আদেশ তার। স্বর ধীর, শান্ত, অনুচ্চ।

"তোমরা দরজার কাছে চলে যাও, সাবধানে পাহারা দাও। কিছু বলব, তাতে যেন বাধা না হয়।"

মুহূর্তের দ্বিধা। তারপরেই ওরা আদেশ পালন করতে চলে গেল। এরপর থেকে স্পার্টাকাসের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সবাই ভালোবাসে স্পার্টাকাসকে। ক্রিকসাস জানে ওরা মরবে। তা হোক। কী আসে যায় তাতে। ইহুদী ডেভিডের এতদিন পর্যন্ত স্পার্টাকাস সম্বন্ধে বিশেষ কোন মনোভাব ছিল না। কিন্তু এখন এই বিচিত্র, সহৃদয়, অসুন্দর, ভাঙা-নাক ও ভেড়ার মতো মুখ-ওয়ালা এই মানুষটির প্রতি হৃদয়ের অন্তস্তল হতে একটা গভীর উষ্ণতা যেন অজস্র ধারায় উৎসারিত হতে লাগল।

"আমাকে তোমরা ঘিরে দাঁড়াও," স্পার্টাকাস বলে।

এত তাড়াতাড়ি সব ঘটতে লাগল যে বাইরের পাহারাদার সৈন্যরাও কিছু টের পেল না। এখনও পর্যন্ত তাদের কোন সাড়াশব্দ নেই। গ্লেডিয়েটররা,

রান্নাঘরের জন ত্রিশেক বাঁদী আর ছজন গোলাম—সবাই এসে স্পার্টাকাসকে ঘিরে দাঁড়াল। ভেরিনিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল স্পার্টাকাসের দিকে। সে এখন শঙ্কা, ভয়, আশা বুকে নিয়ে এগিয়ে এল। সবাই পথ ছেড়ে দেয় ওকে। স্পার্টকাস এক হাতে ওকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে কী যেন ভাবতে থাকে। তারপর বলে ওঠে:

"এবার আমি মুক্ত স্বাধীন। আমার পূর্বপুরুষরা নিমেষের জন্যও স্বাধীন জীবনের স্বাদ পায়নি। কিন্তু আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে—এক স্বাধীন মুক্ত মানুষ ………"

ও যেন মাতাল হয়ে ওঠে। সেই উন্মাদনা সুরাস্রোতের মতো ওর সর্বদেহে ছড়িয়ে যায়। ভয়ে বুক দুরু দুরু করে। কারণ স্বাধীন হওয়া সহজ নয়—বিশেষ করে যুগযুগের দাসত্বের পর—যে দাসত্বকে এরা জেনেছে সারা জীবন ধরে; এদের বাপ-দাদারাও তাই জেনেছে। আরো একটা চাপা খাপছাড়া ভয় ওর বুকের তলায় গুড়ি মেরে উঠতে থাকে। পদে পদে মৃত্যুর সম্ভাবনা জেনেও যারা দুর্গম পথকে বরণ করে নেয়, যারা কঠিন ব্রতে ব্রতী হয়—এ ভয় তাদেরই হয়।

তারপর এক মহা-জিজ্ঞাসা। এই গ্লেডিয়েটররা—এরা তো পেশাদার খুনে—খুন করেছে মালিকপক্ষের কতগুলো মানুষকে। কিন্তু মালিকের গায়ে হাত তুলে গোলামি মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় এখন ওরা সংশয়ে কাতর। সবাই ওর মুখ চেয়ে আছে। এই ধীর শান্ত থ্রেশীয়—সে জানে ওদের মনের খবর, সে ওদের বড় কাছে এসেছে। তখনকার দিনের অধিকাংশ মানুষের মতো এরাও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অজ্ঞ। তাই এরা বিশ্বাস করে কোন করুণাময় দেবতার স্পর্শ পেয়েছে স্পার্টাকাস। অতএব বই পড়ার মতো করেই সে ভবিষ্যতের লিখন পড়তে পারবে এবং সকলকে সেদিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। পথ যদি নাও থাকে পথ সে তৈরী করবে। ওদের এইসব মনের কথা ওরা ওদের চোখের ভাষায় জানিয়ে দেয়; স্পার্টাকাসও ওদের চোখের তারায় সব খবর পড়ে নেয়।

মানুষগুলি ওর অতি কাছে ঘেঁসে আসে। ও জিজ্ঞাসা করে:

"তোমরা কি আমার আপনজন? আমি আর কোনদিন গ্লেডিয়েটরের কাজ করব না। তার আগেই মরব আমি। বলো তোমরা কি আমার আপন?"

কারো কারো চোখ জলে ভরে এল, তারা ওর কাছে ঘেঁসে এল। কেউ বেশী ভয় পেল, কেউ কম। কিন্তু একটা আশ্চর্য কাজ করে ফেলল স্পার্টাকাস—সবার মনে একটা গৌরববোধ জাগিয়ে দিল।

স্পার্টাকাস বলে:

"আমরা এখন সব সাথী। এবং সবাই একসাথে আমরা—একটা মানুষ।

আমি শুনেছি আগের কালে, আমাদের জাতের লোকেরা যখন লড়াই করতে যেত—তারা খুশি মনে, নিজের ইচ্ছায় যেত ; রোমানদের মতো নয়—নিজেরাই খুশি হয়ে যেত। যে যেতে চাইত না, সে দল থেকে বেরিয়ে যেত। কেউ তার দিকে ফিরেও চাইত না।"

'আমরা কী করব এখন ?" একজন বলে উঠল।

"আমরা লড়ব। বেরিয়ে পড়ব লড়াই করতে। দেখিয়ে দেব আমরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সেরা যোদ্ধা।"

হঠাৎ ওর কণ্ঠ যেন ঝনঝন করে বেজে উঠল। ওর স্বাভাবিক ধীর শান্ত স্বরের একেবারে বিপরীত। সকলে স্তব্ধ হয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল। ওর স্বর উন্মত্ত, উদাত্ত। বাইরের প্রহরারত সৈনিকরাও বুঝি শুনতে পেল।

"জুড়ির লড়াই-ই দেখাব আমরা, এমন লড়াই দেখাব যে কাপুয়ার গ্লেডিয়েটরদের জন্মে আর কেউ ভুলতে পারবে না।"

এক-একটা সময় আসে, মানুষকে বাধ্য হয়ে কোন একটা কাজ করতে হয়। ভেরিনিয়াও তা জানে। আজ এক অননুভূতপূর্ব সুখের গর্বে ওর বুক ভরা—সে-সুখ, সে-গর্ব ওই মানুষটিকে ঘিরে—যে-মানুষটি একান্ত ওরই এবং যার দোসর এ পৃথিবীতে নেই। ও স্পার্টাকাসকে জানে, কালে গোটা সংসার জানবে, কিন্তু যেমনভাবে ও তাকে জেনেছে তেমনভাবে জানাবে না কেউ। যে করেই হোক জেনেছে ভেরিনিয়া—এ শুধু শুরু—বিরাট, অন্তহীন কোন মহা ঘটনার সবে শুরু। মানুষটি শান্ত নিষ্কলুষ ও অনন্য।

"প্রথমে সৈন্যদের।" স্পার্টাকাস বলে।

"ওদের প্রতি একজনে আমরা পাঁচজন। ওরা নিশ্চয় পালাবে।"

"না ওরা পালাবে না," রেগে জবাব দেয় স্পার্টাকাস, "সৈন্যদের সম্পর্কে এটুকু জেনে রেখো যে ওরা পালাবে না। হয় ওরা আমাদের মারবে, নয় আমরা ওদের মারব। যদি আমরা ওদের মারি, তাহলে আরো সৈন্য আসবে। আরো অনেক। এত রোমান সৈন্য আছে যে তার আর শেষ নেই।

তারা ওর দিকে তাকায় আগের মতোই। ও বলে :

"আমাদের গোলামদেরই কি শেষ আছে ?"

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওরা তৈরী হয়ে নিল। মৃত মাষ্টারদের ছোরাগুলি নিল, রান্নাঘর থেকে যে যা পেল—ছুরি, দা, শিক কাবাবের শিক, নোড়া, মণ্ড তৈরীর জন্য শস্য ভাণ্ডার হামান দিস্তার মুষলগুলো—প্রায় গোটা বিশেক মুষল—মাথায় ভারী কাঠ লাগানো কাঠের ডাণ্ডা—যেগুলো মুগুর হিসেবে ব্যবহার করা চলে, ছুঁড়ে মারাও চলে। হাতের কাছে যে যা পেল নিল। চেলা কাঠও বাদ গেল না। একজন নিল একটা মোটা হাড্ডি আর কিছু না পেয়ে। রান্নার পাত্রের ঢাকনাগুলো ওরা নিল ঢাল হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। যে রকমই হোক, কিছু না কিছু হাতিয়ার সকলেই পেল। পেছনে রইল মেয়ের দল। তারপর হলের বিশাল কপাটগুলো খুলে ফেলে বেরিয়ে পড়ল ওরা লড়তে।

এসব প্রস্তুতি হল খুবই তাড়াতাড়ি—কিন্তু তাও ওরা সৈন্যদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারল না। যে দুজন সৈনিক পাহারায় ছিল—তারা অন্যদের সংবাদ দেয়। এবং সবাই যথেষ্ট সময় পায় অস্ত্র বর্ম পরে তৈরী হয়ে নেবার। চার-চারজন করে দশটি দলে ভাগ হয়ে সকলে ছোট নদীটার অপর পারে স্থান নিল। মোট চল্লিশ জন সৈন্য, দুজন অফিসার, বারোজন শিক্ষক। সকলেই ঢাল, তলোয়ার, সড়কি প্রভৃতি নিয়ে হাতিয়ার-বন্দ হয়ে পুরোপুরি তৈরী। চুয়ান্ন জন ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যোদ্ধা, দুইশত নগ্ন নিরস্ত্র গ্লেডিয়েটরের মুখোমুখি দাঁড়াল। অসম যুদ্ধ, কিন্তু অসুবিধাটা হল সৈন্যদের দিকেই। এরা রোমান সৈনিক—পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। একের পর এক লাইন বল্লম বাগিয়ে ডবল মার্চ করে সামনের দিকে ধেয়ে চলল। তাদের অধিনায়কের হুকুম তীব্র, স্পষ্ট স্বরে প্রভাতী হাওয়ায় ভর করে ভেসে আসে। সৈনিকরা যেন রাস্তার সমস্ত আবর্জনা ঝেঁটিয়ে নিয়ে বেগে এগিয়ে চলল। নদীর জলে ওদের উঁচু বুটজুতোগুলো ছপছপ করতে লাগল। পার বেয়ে ওঠার সময় ওদের পায়ের চাপে বুনো ফুলগুলি এলিয়ে পড়ল। চারদিক থেকে অন্য গোলামেরা দলে দলে ছুটে আসতে লাগল এই অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখবার জন্য। সৈন্যরা হাত বাঁকিয়ে পাইলা ছুঁড়বার জন্য প্রস্তুত। সেই বাঁকানো হাতে ভীষণদর্শন পাইলাগুলি দুলছে আর তাদের ইস্পাতের ফলাগুলি ঝলমল করছে রোদে। রোমান প্রতাপ বলতে যা বোঝায় তার সামান্য যে অংশটুকুর প্রতিভূ এই চার ম্যানিপল্ সৈন্য তাতেই এই গোলামের দলের ছত্রখান হয়ে মাটিতে মিশিয়ে যাবার কথা। কিন্তু আজ ঘটল বিপরীত।

সেই মুহূর্তে রোমান সৈন্যদল প্রতিহত হল। অধিনায়ক হল স্পার্টাকাস—যে-মানুষ নেতৃত্ব দিতে পারে তার কোন সঠিক সংজ্ঞা নেই। নেতৃত্বের ক্ষমতা দুর্লভ, তাকে বোঝাও যায় না; বিশেষ করে যখন তার পেছনে কোন শক্তি বা গৌরবের অবলম্বন নেই। হুকুম যে-কেউ দিতে পারে; কিন্তু মানবার মতো

করে হুকুম দেওয়া—এক বিশেষ গুণ। এবং স্পার্টাকাস সে-গুণের অধিকারী। সে সঙ্গীদের চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে বলল। তারা তাই করল। চার ম্যানিপল্ সৈন্যের গতি শ্লথ হয়ে এল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তারা থেমে গেল। তাদের চারদিকে সাধারণ-মতো একটা ব্যূহ রচিত হল। গোলামদের গতির মুকাবিলা করার মতো শক্তি বুঝি তখন দুনিয়ায় নেই, বিশেষ করে যেখানে জীবনই গতি আর গতিই জীবন। পরনের নেংটিটুকু ছাড়া গোলামদের দেহে কোন আবরণ নেই। আর রোমান পদাতিকরা ঢাল, তলোয়ার, বর্শা, শিরস্ত্রাণ, বর্ম প্রভৃতির ভারে বিপর্যস্ত। গোলামরা প্রায় দেড়শ গজ ব্যাসের বৃত্ত রচনা করেছে। তাদের মাঝখানে রোমান সৈন্যদল। তারা শুধু এদিক-ওদিক নড়াচড়া করছে, ছুঁড়বার জন্য পাইলা বাগিয়ে ধরছে। কিন্তু পাইলার পাল্লা মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ গজ। রোমান বর্শা একবারই মাত্র ছোঁড়া যায়। তারপর ?

সেই মুহূর্তেই দৃষ্টি খুলে গেল স্পার্টাকাসের। এরপর বছরের পর বছর তাকে যে-যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করতে হবে তার সম্পূর্ণ নকশাটা সে আশ্চর্য রকম পরিষ্কারভাবে চোখের সামনে দেখতে পেল। রোমের ওপর বহু অভিযান হয়েছে। সে-সব কাহিনী শুনেছে স্পার্টাকাস। বারে বারে অভিযাত্রী বাহিনী লৌহ-শলাকা সংকুল প্রাকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। রোমান বর্শার প্রচণ্ড দাপটে তারা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ক্ষুদ্রাকৃতি রোমান খর্পরের ক্ষুর-ধারে তাদের দেহ খণ্ডবিখণ্ড হয়েছে। এইসব অভিযানের ইতিবৃত্তের পেছনে যে-যুক্তি আছে তার সারবত্তা অতি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে সে মনশ্চক্ষে। এই মুহূর্তে সেই রোমের সমস্ত শৃঙ্খলাশক্তি গোলামদের ব্যূহের মধ্যে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে উলঙ্গ, সংগ্রামী সেই মানুষগুলিকে শুধু গালি-গালাজ করতে লাগল।

"পাথর !" স্পার্টাকাস চীৎকার করে, "পাথর ! পাথর ! আমাদের হাতিয়ার ওই পাথর—" সে লঘু পায়ে শুধু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ওপর ভর করে, লঘু, মনোরম ভঙ্গিতে বৃত্তকে পরিক্রমা করে বলে চলেছে :

"পাথর ছোঁড়ো, পাথর ছোঁড়ো।"

পাথররূপী ঝঞ্ঝায় ঢাকা পড়ল সৈন্যের দল। উড়ন্ত পাথরের ঢেলায় বায়ুমণ্ডল ভরে গেল। মেয়েরাও এসে সেই বৃত্তে দাঁড়িয়েছে। গৃহদাসরা ছুটে এল, ক্ষেতের গোলামেরা মাঠ ছেড়ে ছুটে এল লড়াইয়ে যোগ দিতে। সৈন্যরা তাদের বিশাল বিশাল ঢালের আড়ালে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সেই সুযোগে গ্লেডিয়েটররা ওদের আঘাত হেনে পালিয়ে যেতে লাগল। সৈন্যদের একটা দল বৃত্তটাকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ল। একটি মাত্র গ্লেডিয়েটরের গায়ে লাগল সেই ভীষণ অস্ত্র। কিন্তু অন্য গ্লেডিয়েটররা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল সৈন্যদের ওপর এবং বলতে গেলে সম্পূর্ণ খালি হাতে তাদের হত্যা করল।

সৈন্যরা পাল্টা আক্রমণ করল। তাদের দুটো দল একটা বৃত্ত রচনা করল। কিন্তু সেই প্রচণ্ড প্রস্তর-বর্ষণের ফলে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন দাঁড়িয়ে রইল গ্লেডিয়েটররা নেকড়ে বাঘের মতো তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—কিন্তু শেষ নিঃশ্বাসটুকু থাকা পর্যন্ত রোমান সৈন্যরা লড়ল। চতুর্থ দলটি বৃত্ত কেটে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করল—কিন্তু মাত্র দশজন তারা—বিপক্ষ ওদের টেনে নিয়ে গিয়ে হত্যা করল। মাস্টাররাও মারা পড়ল। দয়া ভিক্ষা করেছিল দুজন মাষ্টার—কিন্তু মেয়েরা মেরে মেরে, পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে তাদের শেষ করে ফেলল।

সেই অদ্ভুত রক্তক্ষয়ী ক্ষুদ্র সংগ্রাম—যার আরম্ভ খাবার ঘরের এলাকায়—তা ছড়িয়ে পড়ল গোটা ইস্কুলের হাতায় এবং সেখান থেকে কাপুয়ার রাস্তায়। শেষ সৈন্যটিকে টেনে এনে রাস্তায় হত্যা করা হল। এবং সেই এলাকার দূর দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে রইল মৃতদেহ আর জখমী মানুষ। এই মৃতদের মধ্যে চুয়ান্ন জন রোমান সৈন্য এবং কয়েকজন শিক্ষক এবং জন কয় গ্লেডিয়েটর।

তবু, এ তো মাত্র আরম্ভ। বিজয়ের গর্ব, বিজিতের রক্ত, তার উন্মাদনা—সব নিয়ে এ শুধু শুরু। মহাসরণীর বুকে দাঁড়িয়ে স্পার্টাকাস দেখতে পেল—ঐ তো দূরে কাপুয়ার নগর-প্রাচীর, পূর্বাহ্নের সোনালী আলোয় সোনা-ঝরানো সোনার শহর। কানে এল কাপুয়ার সৈন্যাগারে ঘণ্টাধ্বনি।

আর বিশ্রামের কাল নেই। ঘটনাচক্র তখন প্রবহমান। আদেশের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে হাওয়ায়। কাপুয়ার সৈন্যাবাসে বহু সৈন্য আছে। সমস্ত বিশ্বে বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। শান-বাঁধানো, রক্ত আর মৃত্যু-বিকীর্ণ মহাসরণীর বুকে দাঁড়িয়ে স্পার্টাকাসের মনে হল ও যেন তরঙ্গায়মান কল্লোলিত এক বিশাল স্রোত-প্রবাহে ভেসে চলেছে। দেখতে পেল ক্রিকসাসকে—সেই লাল মাথা গল—সে হাসছে। গান্নিকাস উল্লাসে মত্ত, ইহুদী ডেভিডের ছোরায় রক্ত আর চোখে জীবনের উদ্ঘোষণা; বিশালদেহ আফ্রিকানটি নিজের ইচ্ছায়ই শান্ত—গুন গুন করে গাইছে তার দেশের যুদ্ধের গান। ভেরিনিয়াকে জড়িয়ে ধরল স্পার্টাকাস। প্রত্যেকেই—অন্যান্য গ্লেডিয়েটররাও নিজের নিজের রমণীকে তুলে ধরে ঘুরিয়ে নাচিয়ে চুম্বন করে হাসি আনন্দে মেতে উঠল। বাতিয়াতাসের বাড়ির গোলামরা মনিবের ভাণ্ডার থেকে মদের ভাঁড় নিয়ে এল। আহত যারা, তারা আঘাতকে পরোয়াই করছে না। বেদনার আর্তিকে চেপে রাখছে। জার্মান মেয়েটি একই সঙ্গে হেসে কেঁদে স্পার্টাকাসের দিকে তাকায়, তার মুখে বাহুতে, যে-হাতে ছোরা ধরা—সেই হাতে হাত বুলায়। মদের থলিগুলো খোলা হতেই স্পার্টাকাস বাধা দিল। সুরা আর উল্লাসের মদে মাতাল হওয়ার সময় এ নয়—ইতিহাস থেকে তবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তারা। কারণ রোমান সৈন্যরা কাপুয়ার গেট থেকে মার্চ করে ঐ দিকে অগ্রসর হচ্ছে। স্পার্টাকাস তাদের নিরস্ত করল। গান্নিকাসকে হুকুম দিল স্পার্টাকাস, মৃতদেহ থেকে

অস্ত্রগুলি খুলে নিতে। এবং আফ্রিকান নর্দোকে পাঠাল দেখতে অস্ত্রাগার ভাঙা যায় কিনা। ওর সেই শান্তভাব আর নেই। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একাগ্র ও সর্বগ্রাসী চিন্তা ওর অন্তরে অগ্নিশিখার মতো জ্বলছে এবং ওর সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়েছে। এই জন্যই ওর সারা জীবন এবং এরই জন্য এতকাল ধরে সমস্ত ধৈর্য দিয়ে প্রস্তুতি। কত শতাব্দী ধরে যেন ও এই দিনটির প্রতীক্ষা করে এসেছে। প্রথম দাসটি যেদিন শৃঙ্খলিত হল, চাবুকের ঘায়ে যেদিন প্রথম ক্রীতদাসটিকে দিয়ে কাঠ কাটানো, জল তোলানো হল সেদিন থেকেই ওর এই প্রতীক্ষা। আজ ও পেছন ফিরবে না।

এর আগে ও ওদের জিজ্ঞাসা করেছে, আজ করছে আদেশ। কারা রোমান অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে, কারা কারা পাইলাম নিয়ে লড়াই করেছে, গ্লেডিয়েটরদের চারটি দলে বিভক্ত করল ও সেই হিসেবে।

"মেয়েরা ভেতরে থাকবে, হুকুম দেয় স্পার্টাকাস, "ওরা যেন বিপদের মধ্যে গিয়ে না পড়ে। ওরা লড়াই করবে না।"

মেয়েদের ক্রোধের উগ্র প্রকাশ ওকে বিস্মিত করে। পুরুষদের ছাড়িয়ে গেছে ওরা। ওরা যুদ্ধ করতে চায়। ওরা চোখের জলে ভেসে ওকে বোঝায় যে ওদেরও দরকার লড়াই করার। কতগুলো ভালো ভালো ছোরা ওরা চেয়েছিল। স্পার্টাকাস রাজী না হওয়ায় ওরা ওদের জামার কোঁচরে পাথর ভরে নেয়।

স্কুলের কাছে কতগুলি ঢালু, পার্বত্য আবাদী জমি। ক্ষেত মজুরেরা দেখল—কেমন যেন সব অন্যরকম, কী যেন সাংঘাতিক এলোমেলো কিছু একটা ব্যাপার। তারা ছুটল দেখতে। কেউ পাথরের পাঁচিলে চড়ল, অনেকে এদিক ওদিকের ছোট বড় ঢিবিতে চড়ে দেখতে লাগল। ওদের দেখে স্পার্টাকাসের সম্মুখে ভবিষ্যৎটি—তার সোজা সরল রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠল। ও ইহুদী ডেভিডকে ডেকে যথাকর্তব্য আদেশ দিল। ডেভিড ক্ষেত মজুরদের দিকে দৌড়ে গেল। হিসেবে ভুল করেনি স্পার্টাকাস। প্রায় তিন-চতুর্থ ক্ষেত্র-দাস ডেভিডের সঙ্গে এল। তারা ছুটে এসে গ্লেডিয়েটরদের অভিবাদন করে তাদের হস্তচুম্বন করল। সঙ্গে তারা নিয়ে এসেছে তাদের নিড়ানিগুলো, যেগুলো আর যন্ত্র রইল না, এখন হল হাতিয়ার। আফ্রিকানরা ফিরে এল। প্রধান অস্ত্রাগার তারা ভাঙতে পারেনি। ওটা ভাঙতে আরো প্রায় আধ-ঘণ্টাটাক লাগবে। ওরা আর-একটা কাজ করেছে। তিন-ফলা কোঁচের একটা বাক্স সবে এসেছিল—সেটা ওরা ভেঙে ফেলেছে। প্রায় ত্রিশটা কোঁচ। স্পার্টাকাস ওগুলি রিতিয়ারিদের মধ্যে বিলি করে দেয়। আফ্রিকানরা অস্ত্রগুলিকে চুম্বন করে, আদর করে, সেগুলিকে স্পর্শ করে নিজের ভাষায় সংকল্প গ্রহণ করে।

এ সবে সময় লাগল সামান্যই। কিন্তু আরো তাড়াতাড়ি করার তীব্র তাগিদ

অনুভব করছে স্পার্টাকাস। ঐ স্থান, ইস্কুল, এমন কি কাপুয়া হতে দূরে যাওয়া প্রয়োজন। ও আদেশ দেয়:

"আমাকে অনুসরণ করো, অনুসরণ করো।"

ভেরিনিয়া ওর পাশে।

রাস্তা ছেড়ে, ক্ষেত ভেঙে, ঢালু পাহাড়ের ওপর দিয়ে সবাই ছুটে চলল। ভেরিনিয়াও চীৎকার করতে করতে ছুটছে—"আমায় ফেলে যেও না। আমায় ফেলে যেও না। আমিও পুরুষদের মতো লড়তে পারি।"

ওরা দেখতে পেল—কাপুয়ার রাস্তা ধরে সৈন্যরা এগিয়ে আসছে। দু'শত সৈন্য। সৈন্যরা লক্ষ্য করল গ্লেডিয়েটররা পাহাড়ের দিকে চলেছে। অফিসার এবার হুকুম দিল ঘুরে গিয়ে ওদের পথ আটকাতে। সৈন্যরা ক্ষেতের দিকে ছুটল। এদিকে কাপুয়ার নগরবাসীরা বেরিয়ে এসেছে দাসবিদ্রোহ দমনের নাটক দেখতে, নিখরচায় জুড়ির লড়াই দেখতে।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত—এক ঘণ্টা আগে বা মাস খানেক পরেও। ঘটনার অসংখ্য পর্যায়ের কোন একটাতে শেষ হতে পারত। গোলামেরা এর আগেও পালিয়েছে। এবারও যদি পালাত তাহলে ক্ষেত, মাঠ, জঙ্গল ছাড়া গতি থাকত না ওদের। জানোয়ারের মতো থাকত, চুরি-চামারি করত, আর মাঠ থেকে একর্নের (acorn) দানা কুড়িয়ে খেত। ওদের তাহলে এক-এক করে খুঁজে বের করে ক্রুশে ঝোলানো হত। ক্রীতদাসদের কোন আশ্রয় কোথাও নেই। গোটা পৃথিবী ঐভাবেই তৈরী। সৈন্যাবাসের সৈন্যদের ওদের দিকে ছুটে আসতে দেখে এই সরল সত্যটা ও উপলব্ধি করল—পালাবার জায়গা নেই—গুড়ি মেরে ঢুকতে পারে এমন একটা গর্তও নেই। পৃথিবীটাকেই বদলাতে হবে।

ও থামল, সবাইকে থামাল। বলল:

"লড়ব।"

১০

বহুদিন পরে স্পার্টাকাস নিজের কাছেই প্রশ্ন রাখল:

"কে লিখবে আমাদের সংগ্রামের কথা? কি আমরা পেলাম আর কি খোয়ালাম সে-সব তথ্য কে লিখবে? কে সত্য কথা বলবে?" গোলামদের সম্পর্কে যা আদত সত্য তা তাদের সমকালীন সমস্ত সত্যের বিরোধী। সত্য হলেও তা অসম্ভব সত্য। প্রতিটি ঘটনার সত্যই অসম্ভব। এগুলো ঘটেনি তা

নয়। কিন্তু তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে এর কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। ক্রীতদাসদের তুলনায় সৈন্যের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। তারা পুরোপুরি অস্ত্রশস্ত্র-সজ্জিত ছিল। আসলে গোলামেরা লড়বে সৈন্যেরা আদৌ ভাবেনি। অপরপক্ষে গোলামেরা জানত যে সৈন্যরা লড়বে। তারা পাহাড়ী ঢাল বেয়ে বিপক্ষের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল—আর সৈন্যরা তাড়া-খাওয়া খরগোসেরা যেমন করে দৌড়ায় তেমনি এলোমেলো ভাবে ছুটছিল। এই অতর্কিত আক্রমণ তারা সহ্য করতে পারেনি। মেয়েদের ছোঁড়া পাথরের বন্যায় পর্যুদস্ত হয়ে ওরা এলোপাথারী বর্শা ছুঁড়তে লাগল।

সুতরাং সত্যটা হল এই যে গোলামদের কাছে সৈন্যরা হেরে পালিয়ে গেল। কাপুয়ার অর্ধেক রাস্তা পর্যন্ত গোলামেরা তাদের ধাওয়া করে নিয়ে গেল। এবং একেবারে তচনচ করে দিল। প্রথম যুদ্ধে গোলামদের প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতি হল। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে ওদের কয়েকজন মাত্র মরে এবং রোমান সৈন্যরা পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দেয়। ঘটনাটির তথ্য হল এই। কিন্তু শত শত রকম ভাবে কাহিনীটি বিবৃত হল। প্রথম রিপোর্ট'টি লিখলেন কাপুয়ার সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক স্বয়ং।

তিনি লিখলেন: "লেনতুলাস বাতিয়াতাসের শিক্ষণ-কেন্দ্রে কিছু ক্রীতদাসের একটা বিদ্রোহ মতো হয়। অনেক ক্রীতদাস এপ্পিয়ান সরণী দিয়া দক্ষিণ দিকে পলাইয়া যায়। সৈন্যাবাস হইতে আধা কোহর্ট সৈন্য বিদ্রোহীদের দমনের জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু কিছু ক্রীতদাস পলাইয়া যাইতে সক্ষম হয়। তাহাদের নেতা কে ছিল এবং বিদ্রোহের উদ্দেশ্যই বা কি ছিল জানা যায় নাই। তবে তাহারা শহর এবং শহরতলীর গোলামদের মধ্যে যথেষ্ট অসন্তোষ ছড়াইয়াছে। অত্রস্থ নাগরিকরা মনে করেন অচিরে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য মহামান্য সেনেট যেন কাপুয়ার সৈন্যবাসে সৈন্যাসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হন।"

পরবর্তী চিন্তার ফলে আরও একটু যোগ করেন অধিনায়ক:

"পরপর অনেকগুলি হাঙ্গামা ঘটিয়া গিয়াছে। আশংকা হয় ইহার ফলে এইসব এলাকায় লুঠতরাজ রাহাজানি ইত্যাদি হইবে, যাহার ফলে গ্রামের লোক বিপন্ন হইবে।"

বাতিয়াতাসও কাপুয়ার উৎসুক নাগরিকদের এ কাহিনী শুনিয়েছে। বাতিয়াতাস ছাড়া আর কারোই কোন ভাবান্তর হয়নি। বাতিয়াতাসের এত বৎসরের পরিশ্রম নর্দমার জলে বয়ে গেল। তবে ভয় একটু সকলেরই হয়েছিল—এই সাংঘাতিক লোকগুলোকে সম্পূর্ণ দমন না করলে গ্রামাঞ্চলে শান্তি থাকবে না। হয় এদের মেরে ফেলা, নয়তো ধরে ধরে ক্রুশে ঝোলানো দরকার যাতে অন্যরা শিক্ষা পায়।

গল্প বলারও একটা ধারা আছে। যাদের সমস্ত জীবন ক্রীতদাস-প্রথার

মর্ত্যে। একটা অস্বস্তিকর প্রথার কাঠামোর ওপর গড়া এরকম শত শত মানুষ তাদের ভয় বা প্রয়োজন অনুসারে সাজিয়ে এইসব কাহিনী বলেছে। বলা কাহিনী আবার বলেছে। এইভাবেই চলে আসছে। বহু বৎসর পরেও এভাবেই চলবে, যথা :

"আরে আমি তো তখনকাপুয়ায়। জল আনতে গেছি, বুঝেছ? স্পার্টাকাস তো পালাল। স্বচক্ষে দেখলাম ভাই—ইয়া দৈত্যের মতো চেহারা। বল্লমের ডগায় কিনা, বলা নেই কওয়া নেই একটা বাচ্চাকে স্রেফ গেঁথে ফেলল। ও : ও দৃশ্য কি দেখা যায়!"

এমনি ধারা হাজারো রকমের হাজারো কাহিনী। কিন্তু আসল সত্যটার সামান্যই হয়ত দেখেছে স্পার্টাকাস সে সময়। ওর দৃষ্টি সে-কালের যত বাধা-বন্ধ ছিন্ন করে ফেলেছে। দুটি ছোটখাট সংঘর্ষে ওর পরিচালিত ক্রীতদাসেরা রোমান সৈন্যদের পরাজিত করল। অবশ্য এটা সত্য যে পরাজিত সৈন্যেরা সংখ্যায় ছিল মুষ্টিমেয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর নগর-রক্ষী বাহিনীর সৈন্য, যারা শহরের আবাসে থেকে খেয়ে আর ঘুমিয়ে অলস হয়ে গিয়েছিল, আর তাদের বিরুদ্ধে ছিল ইটালীর সর্বশ্রেষ্ঠ পেশাদারী অসি-যোদ্ধারা। এসব হিসেবে ধরলেও একটি দিনের মধ্যে দু'দুবার মালিকপক্ষকে আঘাত করা নেহাৎ তুচ্ছ কথা নয়—একেবারে দুনিয়া-কাঁপানো ব্যাপার। সৈন্যরা হেরে পালিয়ে গেলে, গোলামেরা যে সব ছেড়ে ছুড়ে চলে গেল তা নয়। স্পার্টাকাসের ডাকে তারা আবার ফিরে এল। অত্যন্ত শৃংখলানুগ মানুষ এরা—কয়েকটি ঘণ্টার মধ্যেই স্পার্টাকাস ওদের কাছে দেবতা হয়ে উঠল। ওদের এখন বুকভরা গর্ব। ভয়টয় সব উবে গেছে। আদর করার মতো করে ওরা পরস্পরকে স্পর্শ করে—যেন "গ্লেডিয়েটর, গ্লেডিয়েটরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না"—এই অনুজ্ঞাটির অর্থ পালটে গেছে। ওরা সহজ সরল অজ্ঞ মানুষ—অত ভেবে চিন্তে, যুক্তি তর্ক দিয়ে বিচার করে এসব করছে না। ওরা এক মুহূর্তে যেন অনেক ওপরে উঠে গেছে, পবিত্র হয়ে গেছে। ওরা পরস্পরের দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগল—যেন এর আগে কেউ কাউকে দেখেনি—হয়তো কিছুটা সত্য আছে এর মধ্যে। এর আগে পরস্পরের দিকে ওরা তাকাতে সাহস করেনি—ঘাতক কি যাকে মারবে তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে? কিন্তু এখন আর ঘাতক আর বধ্যের সম্পর্ক নয়—এখন এরা স্বাভাবিক সৌখ্যে বাঁধা। এখন স্পার্টাকাস বোঝে সিসিলিতে এবং আরো বহু জায়গায় যা ঘটেছিল তা কেমন করে সম্ভব হয়েছিল। তাদের শক্তি ও অনুভব করে—যেন ঐ শক্তিরই একটি অংশ ওর ভেতরে উত্তাল হয়ে উঠছে—এবং এই উত্তাল প্রবাহ ওর অতীত জীবনের যত পীড়া, ভয়, লজ্জা, অপমান সব ধুয়ে নিয়ে গেল। এতদিন ও জীবনকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে এবং নিখুঁত এক বিজ্ঞান রচনা করে নিজের

অাভ্যন্তরীন জীবনকে ও বাঁচিয়ে রেখেছে। লোকে ভাবতে পারে জীবনটাকে ও বোধ হয় পরম ধনের মতো যত্নে ও সাবধানে আগলে রেখেছিল। আজ ওর সেই সযত্ন-সঞ্চিত বিত্ত সহসা ওকে সব ভয় হতে মুক্ত করে দিল। মুক্ত করল মৃত্যু ভয় হতে, এমনকি মৃত্যুর চিন্তা হতে। মরণ আজ ওর কাছে তুচ্ছ …।

কাপুয়ার পাঁচ মাইল দক্ষিণে এপ্পিয়ান সরণী থেকে কিছুটা দূরে, গ্লেডিয়েটররা, তাদের রমণীরা এবং আরো যে-সব ক্রীতদাস ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তারা এক পাহাড়ের ধারে এসে একত্রিত হল। ওখান থেকে দেখা যায় কোন রোমান ভদ্রলোকের একটা আবাদী জমি ও তৎসংলগ্ন খামার বাড়ি। প্রায় দুপুর গড়িয়ে গেছে। দু' দুটা সংঘর্ষ এবং তার পরের এই দক্ষিণমুখী মার্চ-এর ফলে গ্লেডিয়েটররা প্রায় একটা সংগঠিত সেনাদল হয়ে উঠল। কালো লোকেরা যদি ওদের মধ্যে না থাকত তবে ওদের রীতিমত একটা রোমান সৈন্যদলই মনে হত দূর থেকে। মৃত সৈনিকদের কাছ থেকে যে-সব অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে—হেলমেট, বর্ম, বর্শা, ঢাল ইত্যাদি সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। কেউ এখন আর নিরস্ত্র নেই। অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে এবং কতকটা শক্তি-পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার ফলে এরা যে শক্তি-অর্জন করল তাতে রোমান সৈন্য বাহিনী অপেক্ষা শক্তিশালী কোন বাহিনীও এদের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে কিনা সন্দেহ। মেয়েদের ছাড়াও গৃহদাস এবং ভূমিদাস যারা ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সব নিয়ে ওদের সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে আড়াইশতে। গল, থ্রেশীয় ও আফ্রিকানদের তিনটে দল নিয়ে একটা বাহিনী হয়েছে। প্রত্যেক দলীয় সর্দার অফিসারের মতো কাজ করছে। এতদিন ওরা দেখে এসেছে রোমান সৈনিকদের দশজন করে এক একটি দল গঠিত হয়। স্বভাবতঃই ওরা সেইভাবেই নিজেদের বাহিনী গঠন করল—অধিনায়কত্বে রইল স্পার্টাকাস স্বয়ং। এ নিয়ে কোন তর্কই ওঠেনি—ওর জন্য সকলের জান কবুল। ওরা শুনেছে কোন কোন মানুষ দেবতার স্পর্শ পান—সেই অনুভাবে ওরা পূর্ণ। স্পার্টাকাসের দিকে ওরা যখন তাকায়, সেই আস্থা ওদের চোখে মুখে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

ওরা যখন মার্চ করে—স্পার্টাকাস থাকে আগে, তার পাশে ভেরিনিয়া—তার বাহুখানি দিয়ে স্পার্টাকাসের কোমর জড়ানো। মাঝে মাঝে সে তাকায় স্পার্টাকাসের মুখের দিকে। এতো ওর কাছে কোন নূতন খবর নয়। এই মানুষটা, যে মানুষের মতো মানুষ, সবচেয়ে সাহসী, সবচেয়ে ভালো—তার সঙ্গে ওর বিবাহ হয়ে গেছে বহুকাল। এ মানুষটা যে কেমন, সে কি তা তখনই জানতো না যেমন জানে এখন। চার চোখের যখন মিলন হয়—ও মৃদু হাসে। ও নিজেও তো লড়েছে—তবে ও জানে না স্পার্টাকাস

এতে অসন্তুষ্ট হয়েছে না খুশি হয়েছে। কিন্তু ওর হাতে এখন একখানা ছোরা আছে, তাতে স্পার্টাকাসের আপত্তি হয়নি। ওরা দুজন এখন সমান। সারা পৃথিবী জানে আমেজন মেয়েদের কথা যারা পুরুষদের মতোই যুদ্ধক্ষেত্রে যেত, লড়ত। সে অবশ্য অনেক অনেক দিনের কথা। এখনও, এই স্পার্টাকাসের যুগেও আগেকার দিনের কত কাহিনী প্রচলিত আছে যখন সব স্ত্রী-পুরুষ সবাই সমান ছিল, কেউ প্রভু কেউ গোলাম ছিল না। সবকিছু সকলের ছিল। সে-সব দিন কালের কুহেলিতে ঢেকে গেছে। সে ছিল স্বর্ণযুগ। সে স্বর্ণযুগ আবার আসবে।

এসেছে—এই তো সেই স্বর্ণযুগ। এই সুন্দর গ্রামীণ পরিবেশ—সূর্য ঝলমল করছে সবকিছুর ওপর। এরিনার সেই ভয়ংকর মানুষগুলি, বন্দির সেই মানুষগুলি—স্পার্টাকাস আর জার্মান এই বাঁদীটিকে ঘিরে আছে সবাই—কত জিজ্ঞাসা কত প্রশ্ন বুকের তলায় নিয়ে। সবাই যেখানে এসে জড় হল, সে একটা মাঠ—কোমল শ্যাম তৃণে ঢাকা ; মাখনের মতো হলদে ফুলে ছেয়ে আছে। কত প্রজাপতি, কত মৌমাছি উড়ে বেড়াচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের শূন্যতা ভরে আছে, মধুময় হয়ে আছে তাদের গুঞ্জনে। থ্রেশীয়ান রীতিতে সবাই স্পার্টাকাসকে পিতা বলে সম্বোধন করে।

"আমরা এখন কোথায় যাব ? কি করব ?"

এই মানুষগুলির বৃত্তের কেন্দ্রমণি স্পার্টাকাস। ভেরিনিয়া বসেছে ঘাসের ওপর ওর পায়ে গাল ঠেকিয়ে। চারদিকে ঘিরে আছে সবাই, কেউ বসে, কেউ ঘাসের ওপর উবু হয়ে। আছে দীর্ঘকায় আফ্রিকানরা, লালচে মুখ নীল চোখের গলরা, কালো চুল আর সুগঠিত সুঠাম থ্রেশীয়রা। স্পার্টাকাস বলে :

"আমরা সব এক দল, কি বল ভাই সব ?"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় সকলেই। এ গোষ্ঠীতে কেউ ক্রীতদাস নেই। সকলের কথা বলার সমান অধিকার। এই সাম্য তো বহুদিন আগের কথা নয়। সে-কালের স্মৃতি সবারই মনে আছে।

"কেউ কিছু বলতে চায় ?" স্পার্টাকাস শুধায়, "কে আমাদের নেতা হবে ? যে নেতা হতে চাও সে উঠে দাঁড়াও। আমরা এখন মুক্ত মানুষ।"

কিন্তু উঠল না কেউ। থ্রেশীয়রা ছোরার বাঁট দিয়ে তাদের ঢাল বাজাতে লাগল। সেই শব্দে মাঠ থেকে কতগুলি থ্রাস পাখি উড়ে গেল। দূরের সেই খামার বাড়ির চারদিক থেকে মানুষজন দৌড়ে এল—কিন্তু অনেক দূরে বলে ওরা কে বা কারা তা বোঝা গেল না। কালোর দল মুখের কাছে হাত এনে হাততালি দিয়ে স্পার্টাকাসকে অভিবাদন জানাল। বিচিত্র এক পরিতৃপ্তি সবার মনে। সবাই যেন এক স্বপ্নের ঘোরে। ভেরিনিয়ার গাল আরো নিবিড় হয়ে চেপে এল তার মানুষটির পায়ে।

গান্নিকাস্ উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল :

"স্বাগত গ্লেডিয়েটর।"

কে একজন অতি দুর্বলভাবে কোন মতে উঠে দাঁড়ায়। এক মরণ-পথের যাত্রী শুয়েছিল ঘাসের ওপর—ওর গোটা বাহুটা হাড় পর্যন্ত কাটা। অজস্র ধারায় রক্ত ঝরছে। যেন সব রক্ত এমনি করে ঝরে যাবে। ও একজন গল। ও পেছনে পড়ে থাকতে চায় না। সবে একটুখানি মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। ওর হাতটা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যাণ্ডেজটা রক্তে ভিজে গেছে। কোন রকমে ও স্পার্টাকাসের কাছে এসে দাঁড়ায়। স্পার্টাকাস ওকে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে।

গ্লেডিয়েটরদের ও বলে :

"মরতে আমি ভয় পাই না। এরিনাতে জুড়ির লড়াই-এ মরার চেয়ে লড়ে মরা অনেক ভালো। কিন্তু এখন না মরে যদি এই মানুষটিকে অনুসরণ করতে পারতাম। যেখানে নিয়ে যায় যেতাম। যদি তার আগে আমি মরি, আমায় মনে রেখো। দেখো যেন এর প্রতি কোন অন্যায় আচরণ না হয়। ও যা বলে শুনো। থ্রেশীয়রা ওকে পিতা বলে। আমরা ওর সন্তানের মতো। আমাদের ভেতরে যত ক্লেদ আছে সব শুষে নেবে ও। আমার ভেতরে আর ক্লেদ কিছু নেই। আমি একটা মহৎ কাজ করেছি তা দ্বারা আমার ভিতরকার সব ময়লা পরিষ্কার হয়ে আমি পবিত্র হয়েছি। শান্তভাবে আমি ঘুমিয়ে পড়ব। মরে গেলে আর তো কোন স্বপ্ন দেখব না।"

গ্লেডিয়েটরদের মধ্যে কয়েকজন কেঁদেই ফেলল। গল স্পার্টাকাসকে চুম্বন করল। স্পার্টাকাস প্রতিচুম্বন করল। স্পার্টাকাস বলে, "তুমি আমার পাশেই থাক।"

ওর পাশেই ঘাসের ওপর ঢলে পড়ল লোকটি। কয়েকজন ভূমিদাস, যারা এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বিস্ফারিত চোখে অবাক হয়ে দেখতে লাগল—মরণের সাথে কি সহজ মিতালী এই গ্লেডিয়েটরদের।

স্পার্টাকাস সেই মরণোন্মুখ লোকটিকে বলে :

"তুমি চললে, কিন্তু আমরা রইলাম। তোমায় আমরা ভুলব না। তোমার নামে আওয়াজ তুলব আমরা। সে আওয়াজে গোটা দেশ কেঁপে উঠবে।"

"তোমরা এ পথ ছেড়ে দেবে না ?" মিনতি করে গল।

"যখন আমাদের পেছনে সৈন্য লেলিয়ে দেওয়া হল, তখনই কি আমরা হটেছিলাম ? দুবার লড়েছি, দু দুবার জিতেছি। এখন আমাদের সামনে কর্তব্য কি, তোমরা জান ?" গ্লেডিয়েটরদের জিজ্ঞাসা করে স্পার্টাকাস।

সবাই ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

"আমরা কি পালাব ?"

"কোথায় যাব পালিয়ে ?" ক্রিক্সাস শুধায়, "যেখানেই যাব, সর্বত্রই তো সেই এক—প্রভু আর গোলাম।"

"তাহলে পালাব না আমরা," স্পার্টাকাস বলে। এখনও জানে, নিশ্চিতভাবে নিঃসংশয়ভাবে জানে। "আমরা প্রতিটি আবাদে যাব, প্রতিটি বাড়িতে যাব, ক্রীতদাসদের মুক্ত করে তাদের আমাদের দলে নিয়ে আসব। সরকার আমাদের বিরুদ্ধে সৈন্য লেলিয়ে দেবে। আমরাও লড়ব। দেখব দেবতারা কী চান। রোমানদের ব্যবস্থা, না আমাদের।"

"অস্ত্র ? অস্ত্র কোথায় পাব ?" কে একজন জিজ্ঞাসা করে।

"সৈন্যদের কাছ থেকে কেড়ে নেব। আমরা তৈরীও করব। রোম কী ? ক্রীতদাসদের দেহের রক্ত, ঘাম, আর জখমী ঘা দিয়ে রোম তৈরী। এমন কী আছে যা আমরা তৈরী করতে পারি না ?"

"রোম তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবে।"

"আমরাও রুখে দাঁড়াব," শান্তভাবে স্পার্টাকাস বলে, "রোমের প্রতাপ আমরা শেষ করে দিয়ে এমন পৃথিবী রচনা করব যেখানে গোলাম থাকবে না, মালিক থাকবে না।"

ওরা স্বপ্ন দেখছে; স্বপ্ন দেখতে ভালো লাগছে। ওরা এখন শূন্যে বিচরণ করছে। এই মুহূর্তে যদি ওই গভীর কালো চোখ, ভাঙ্গা-নাকওয়ালা অদ্ভুত মানুষটি ওদের বলে, দেবতাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হবে সবাইকে, তবে তৎক্ষণাৎ পূর্ণ বিশ্বাসে সবাই ওর পেছনে এসে দাঁড়াবে।

"আমরা নিজেদের অসম্মান করব না," বলে স্পার্টাকাস অনুচ্চ স্বরে, একেবারে সোজাসুজি, এবং সমস্ত আগ্রহ দিয়ে, যেন আলাদা আলাদা প্রত্যেককে লক্ষ্য করে বলছে, "রোমানরা যা করে, আমরা তা করব না। রোমান আইন মানব না। আমরা নিজেদের আইন তৈরী করব।"

"কী সে আইন ?"

"অতি সহজ সরল। আমরা যা কিছু পাব—সব হবে আমাদের সকলের সম্পত্তি। কোন কিছুতে কারো ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না—এক নিজের অস্ত্র আর বস্ত্র ছাড়া। আগের কালে যা ছিল, তাই আবার চালু হবে।"

একজন থ্রেশীয়ান বলে: "দুনিয়ায় এত আছে যে সবাই বড় লোক হতে পারে।"

"আইন তোমরাই বানাবে। আমি বানাব না।" স্পার্টাকাস বলে।

আলোচনা চলে। লোভী মানুষও ছিল দলে, যারা রোমানদের মতো মস্ত লর্ড হতে চায়! আবার অনেকে চায় রোমানদের ক্রীতদাস বানিয়ে রাখতে। কথার পিঠে কথা—তার শেষ আর হয় না। অবশেষে স্পার্টাকাসকেই মুখ খুলতে হল।

"আমরা বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন ভাবে কোন রমণীকে গ্রহণ করব না।" স্পার্টাকাস বলে যায়, "একজন পুরুষের একটি মাত্র স্ত্রী থাকবে। দুজনেই সমান ন্যায় বিচার পাবে। যদি কোন দিন কোন স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে শান্তিতে বাস করা সম্ভব না হয় তবে তারা আলাদা হয়ে যাবে। কিন্তু বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া কেউ পুরুষের শয্যা-সঙ্গী হতে পারবে না।"

সামান্যই কটি নিয়ম, সকলের সম্মতিক্রমে গৃহীত হল। তারপর তারা হাতিয়ার-বন্দ হয়ে চলল খামার বাড়ির দিকে। সেখানে শুধু দাসেরাই ছিল, রোমানরা আগেই কাপুয়ায় পালিয়ে গেছে। দাসেরা যোগ দিল গ্লেডিয়েটরদের সঙ্গে।

১১

খামার বাড়ি জ্বলল। এই প্রথম। ধোঁয়া দেখা গেল কাপুয়া থেকে, বোঝা গেল গোলামেরা প্রতিহিংসায় উন্মত্ত, নির্মম। মালিকরা চাইবেন যে গোলামেরা হাঙ্গাম হুজ্জুতে না গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে শান্ত হয়ে থাকবে। আরো ভালো হয় যদি তারা পাহাড় জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে, একলা বা ছোট ছোট দল করে জন্তু জানোয়ারের মতো গুহায় গহ্বরে কিছুদিন ঘাপটি মেরে থাকে। তারপর না হয় যেমন করে পশু শিকার করে তেমনি করে সব কটাকে খুঁজে পেতে ধরে আনা য'বে।

ধোঁয়া দেখেও কাপুয়ার মানুষেরা প্রথমে তেমন একটা ভয় পায়নি। তারা ভেবেছিল গোলামগুলো হাতের কাছে যা পাবে তার ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়বে। বাস্ ঐ পর্যন্ত। তাছাড়া ইতিমধ্যেই এপ্পিয়ান সরণী দিয়ে কাপুয়ার বিদ্রোহের খবর নিয়ে সাড়ম্বরে জরুরী ডাক চলেছে সেনেটের কাছে। তার অর্থ পরিস্থিতি আয়ত্তের মধ্যে এসে যাবে দিনকয়ের মধ্যেই এবং গোলামগুলোকে এমনি শিক্ষা দেওয়া হবে যে তারা আর জীবনে ভুলবে না।

মারিয়াস আকানাস নামে একজন বড় জমিদারকে আগেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তাঁর সাতশ' বান্দাকে একসঙ্গে করে তাদের প্রহরায় কাপুয়ার প্রাচীর-ঘেরা নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে যাচ্ছিলেন প্রাণ বাঁচানোর জন্য। মাঝপথে দেখা হল গ্লেডিয়েটরদের সঙ্গে। তারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সেই বান্দাদের হাতেই ভদ্রলোক, তার স্ত্রী, শ্যালিকা, মেয়ে, জামাই সকলের নিধন যজ্ঞ। বীভৎস দৃশ্য—কিন্তু স্পার্টাকাস জানে এ রোধ করা সম্ভব নয়—

রোধ করার তেমন ইচ্ছাও তার ছিল না। কেননা যে-বীজ এঁরা বপন করেছিলেন, ফসলও তেমনিই ফলছে। ডুলির বেহারারা যে মুহূর্তে বুঝতে পারল, দূর থেকে যাদের রোমান সৈন্য-বাহিনী মনে হয়েছিল, আসলে তারা পলাতক, বিদ্রোহী গ্লেডিয়েটরের দল—যাদের খ্যাতি এরই মধ্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, উল্লাসে গানে চতুর্দিক মুখরিত করে তারাই আসছে—তখন এরাই ওই হত্যাকাণ্ডে প্রধান ভূমিকা নিল। আসন্ন সন্ধ্যা। কিন্তু খবর ছুটল সময়ের আগে। প্রথমকার কয়েক শ' গোলামের দল এখন দাঁড়িয়েছে হাজারে। যতই এরা মার্চ করে দক্ষিণ দিকে এগুতে লাগল স্রোতের মতো ক্রীতদাসের দল ধেয়ে আসতে লাগল, পাহাড় বেয়ে উপত্যকা বেয়ে। ক্ষেতের গোলামেরা এল তাদের খুরপী, লাঙ্গল, কোদাল, কুড়ুল নিয়ে, রাখালেরা এল তাদের গরু, ভেড়া, ছাগল নিয়ে। সেই অসংগঠিত মহা-জনতা এগিয়ে চলল। এদের মধ্যে গ্লেডিয়েটররাই কিছুটা সংগঠিত রাখতে পেরেছিল নিজেদের। কোন বাড়ির পাশ দিয়ে এরা যখন যায়, রান্না ঘরের পরিচালকরা ছুটে আসে তাদের ছুরি-কাটারী নিয়ে, গৃহ-ভৃত্যেরা আসে সিল্ক আর সূতি মিহি পোষাক পরিচ্ছদের ভেট নিয়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোমানরা ইতিমধ্যেই পলাতক। যেখানে তারা প্রতিরোধের সামান্য চেষ্টাও করেছে, সেখানেই রয়ে গেছে তার বীভৎস পরিণতির জ্বলজ্যান্ত সাক্ষ্য।

খুব তাড়াতাড়ি এগোনো সম্ভব হচ্ছিল না। কেননা অসম্বৃত এই বিশাল জনতা হাসি-উচ্ছল, গানে-পাগল স্ত্রী-পুরুষ শিশু—সবাই মুক্তির একই মদিরায় মাতাল। সন্ধ্যার আঁধার নেমে এল। তখনও কাপুয়া বিশ মাইল দূর। এক মর্মরিত জলধারার পাশে একটি উপত্যকায় এসে ছাউনী ফেলা হল। আগুন জ্বলল, তাজা মাংসে সবাই পেট ভরে তৃপ্তি করে খেল।

গোটা গোটা ছাগল, ভেঁড়া, কোথাও কোথাও একটা গোটা ষাঁড় পর্যন্ত গাঁথা হয়ে গেল শিঁকে। মুচমুচে করে সেঁকা শিক কাবাবের সুগন্ধে বাতাস ভরে গেল। যারা বছরের পর বছর শুধু পেঁয়াজের মতো একরকম সব্জী, গাজর আর যবের মণ্ড খেয়ে কাটিয়েছে—তাদের পক্ষে এ রীতিমত ভোজ। মদ দিয়ে তারা মাংস ধুল, তাদের হাসি আর গান হল মাংসের মশলা। গল, ইহুদী, গ্রীক, মিশরী, নিউবিয়ার মানুষ, সুদানের মানুষ—সুদান, সিরিয়া, পারস্য, সামারিয়া, এসিরিয়া, জার্মানী, স্লাভিয়া, বুলগারিয়া, মাসিডোনিয়া, স্পেইন—সব দেশের মানুষ, ইতালিরও অনেকে—সব এক—সব এক দল, এক গোষ্ঠী। এরা বহু পুরুষ ধরে কোনও না কোনও কারণে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রীত হয়ে এসেছে। এ ছাড়াও আছে সেবাইন, আমব্রিয়ান, টাসকান, সিসিলিয়ান আরো যে কত গোষ্ঠীর মানুষ আছে, যাদের নামই কালের পাতা থেকে মুছে গেছে। এখানে সব একদল, এক শোণিত-জাত, এক জাতি—সব একসূত্রে

বাঁধা। এতকাল ছিল দাসত্বের ঐক্য। এখন ওরা মুক্তিতে এক।

প্রাচীনকালে ছিল গোত্র-গত পরিবার; তারপর এল গোষ্ঠী-বদ্ধ সমাজ। সর্বশেষ এল জাতীয়তাবোধ; জাতীয় গৌরব, জাতিগত অধিকারের ভাবনা। কিন্তু এখানকার এই নির্যাতিত মানুষগুলির মধ্যেকার এই ভ্রাতৃত্ব এক বিচিত্র বস্তু—অভিনব, অভূতপূর্ব। এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, দলের এতগুলি মানুষের সমাবেশ—কিন্তু কোথাও এতটুকু ক্রোধ বা অসন্তোষের স্বর শোনা যায়নি। ভালোবাসা আর গৌরববোধের স্পর্শ লেগেছে সবার প্রাণে। অনেকেই হয়তো স্পার্টাকাসকে দেখেনি; বা দূর থেকে কেউ দেখিয়ে দিয়েছে মাত্র—তবু সবার হৃদয় স্পার্টাকাসে পূর্ণ। সে সবার নেতা, সবার দেবতা—কারণ দেবতারা যে মাঝে মাঝে এই মাটির পৃথিবীতে আসেন না এমন কথা ওরা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না। প্রমিথিউস কি স্বর্গ থেকে পূতাগ্নি হরণ করে এনে মানুষকে সেই অমূল্য সম্পদ দান করেননি! একদা যদি এ-ঘটনা ঘটে থাকে, আবারও তা ঘটবে নাই বা কেন?

আগুন পোয়াতে বসে এরই মধ্যে স্পার্টাকাস সম্বন্ধে কত গল্প তৈরী হল, রীতিমত একখানি বীরগাথা রচিত হয়ে গেল। এই বিরাট জন-সংঘে এমন একটি মানুষ, এমনকি একটি শিশুও ছিল না যে দাসত্ব-হীন এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেনি।

এদিকে স্পার্টাকাস বসেছে তার গ্লেডিয়েটর সঙ্গীদের নিয়ে, এ পর্যন্ত যা ঘটে গেল, চলছে তার সমীক্ষা নিরীক্ষা। "ছোট্ট ঝরণাধারাটি হয়ে গেল নদী, আর এখন হয়ে উঠছে কল্লোলিনী স্রোতস্বতী।" এ হল গান্নিকাসের কথা। স্পার্টাকাসের দিকে তাকালে ওর চোখ জ্বলে ওঠে। ও বলে, "আমরা এখন দুনিয়া জয়ে বেরুতে পারি। দুনিয়াকে পালটে দিতে পারি, তার এক একখানা পাথর অবধি।" কিন্তু স্পার্টাকাস আরো ভালো জানে—কিসে কী হতে পারে। সে ভেরিনিয়ার কোলে মাথা রেখে শুয়ে—তার ঘন সোনালী চুলের মধ্যে ভেরিনিয়ার আঙুলগুলি বিলি কেটে চলে, গালে হাত বুলিয়ে অনুভব করে তার না-কামানো রুক্ষতা; ওর অন্তর কানায় কানায় ভরা ঐশ্বর্যে, পরিতৃপ্তিতে। পরিতৃপ্ত ভেরিনিয়া, কিন্তু আগুন জ্বলছে স্পার্টাকাসের বুকে; বরঞ্চ যখন ও ক্রীতদাস ছিল তখন ওর মনে অনেক বেশী সন্তুষ্টি ছিল। ইতালীয় রাত্রির তারা-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ওর মনে উদ্বেল হয়ে উঠল কত এলোমেলো চিন্তা, কত ঐকান্তিক কামনা, কত ভয়, কত শঙ্কা, কত সংশয়। আগামী দিনের কর্তব্যের গুরুভার ওর বুকে চেপে আছে। রোম ধ্বংস করতে হবে। এই চিন্তা এবং এ-চিন্তা করার মধ্যে যে বিরাট সাহসিকতা আছে—তাতে ওর হাসি পেল। দেখে আনন্দ হল ভেরিনিয়ার। ওর আঙুলগুলি স্পার্টাকাসের ঠোঁটে বুলিয়ে বুলিয়ে নিজের ভাষায় একটা গানের কলি গাইতে লাগল:

খোকা ঘুমায় সোনা ঘুমায়
বাপ গেছে তোর বনে
বর্শা দিয়ে, দেখরে খোকন
ভোঁদর মেরে আনে।
ভোঁদর আনে, ছাগল আনে,
মাঝ রাত্তির হল।
নিশুতি রাত এল খোকন
কোমল যেন তুলো।
আসুক হিম, আসুক তুহিন,
ভয় কি সোনা তোর
তুই যে আমার সোনা খোকন
থাকবি বুকে মোর।

হিমেল এক বনভূমিতে বুনো মানুষের বুনো ছন্দ! কত বন্য সঙ্গীত শুনেছে ওর স্পার্টাকাস। বন্য সেই সুর শুনতে শুনতে, সেই সুরেরই পটভূমিতে ওতঃপ্রোত হতে থাকে ওর নিজস্ব চিন্তা, তারায় তারায় ছড়ানো ওর স্বপ্নগুলি।

"হে স্পার্টাকাস, রোম ধ্বংস করতে হবে তোমায়। পরিচালিত কর এই জনসংঘকে, কঠিন হয়ে শক্তিমান হয়ে—ওদের শেখাও যুদ্ধ করতে, হত্যা করতে। পেছন ফিরো না। এক পা পেছন ফেরা চলবে না। সারা পৃথিবী রোমের করায়ত্ত। অতএব রোমকে ধ্বংস করতেই হবে, যাতে সে ভাবীকালে একটা বিভীষিকাময় স্মৃতি মাত্র হয়ে থাকে। যেখানে আজ রোম—সেখানে আমরা গড়ব এক নব জীবন—যেখানে মানুষ বাস করবে শান্তিতে, ভ্রাতৃত্বে, প্রেমে। যেখানে থাকবে না ক্রীতদাস—থাকবে না তার মালিক। থাকবে না গ্লেডিয়েটর আর তার প্রভু; থাকবে না এরিনা—থাকবে শুধু সেই পুরানো দিনের এক স্বর্ণযুগ। আমরা নবভ্রাতৃত্বের নগর তৈরী করব—তার কোথাও কোন প্রাচীর থাকবে না।"

ভেরিনিয়া গান থামিয়ে জিজ্ঞাসা করে:

"ওগো আমাব প্রিয়, কিসের স্বপ্ন দেখছ আমার থ্রেশীয় প্রিয়! তারার মধ্যে কি দেবতারা আছেন? তারা কি তোমার সাথে কথা কইছেন? কী গোপন কথা বলছেন তারা তোমায়? আমায়ও কি বলা চলে না?"

এসব পুরোপুরি বিশ্বাস করে না ভেরিনিয়া। কে জানে দেবতাদের কথা কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা। স্পার্টাকাস দেবতাদের ঘৃণা করে, কখনও কোন দেবতার পূজা করে না। একবার স্পার্টাকাস ভেরিনিয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কেনা গোলামদের কি দেবতা আছে?"

"আমি যতদিন বেঁচে আছি, এমন কিছু আমার জীবনে থাকবে না যা

আমাদের দুজনের নয়।"

"তাহলে বল, কিসের স্বপ্ন দেখছ?" ভেরিনিয়া জিজ্ঞাসা করে।

"নূতন পৃথিবী গড়ার।"

স্পার্টাকাসকে ভয় করতে লাগল ভেরিনিয়ার। ওকে বোঝাতে লাগল স্পার্টাকাস:

"এ পৃথিবীটাতো মানুষেই গড়েছে। ওটা কি অমনি অমনি হয়েছে গো? ভেবে দেখো, কোন জিনিষটা আমাদের তৈরী নয়। শহরগুলি বল, মিনার, পাঁচিল, রাস্তাঘাট, জাহাজ—সবতো আমরাই বানিয়েছি। তাহলে নূতন একটা পৃথিবী আমরা গড়তে পারবই বা না কেন?"

ভেরিনিয়া বলে, "রোম——" একটিমাত্র শব্দ—এই একটি শব্দই এক মহাশক্তির প্রতীক—সারা দুনিয়া যে-শক্তির পদানত।

"সেইজন্যই তো আমরা রোম ধ্বংস করব." বলে স্পার্টাকাস, "ধ্বংস করব রোমের যত ধ্যান-ধারণা⋯।"

"কারা? কারা গো?" ব্যাগ্রভাবে জানতে চায় ভেরিনিয়া।

"আমরাই করব, যারা কেনা-গোলাম। এর আগেও তো গোলামরা বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু এবার যা হবে তা একদম নূতন। আমরা দিকে দিকে ডাক পাঠাব। সারা দুনিয়ায় যেখানে যত গোলাম আছে, সবখানে সে ডাক পৌঁছাবে⋯⋯।"

অতএব গেল শান্তি, গেল আশা। এর বহুদিন পরে ভেরিনিয়ার মনে পড়েছিল—আজের এই রাতটি, ওর কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল ওর প্রিয় সুদূর আকাশের তারাগুলির দিকে তাকিয়ে। রাতটি পরম ভালোবাসার একটি রাত। খুব কম লোকের ভাগ্যে জোটে এমন একটি রাত।

চারদিকের গ্লেডিয়েটরদের মধ্যে আগুনের পাশে শুয়ে রইল দুজন। সময় বয়ে চলল ধীরে, অতি ধীরে। পরস্পরকে স্পর্শ করে ওরা পরস্পরকে প্রেম জানায়। দুটি দেহ—এক প্রাণ হয়ে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[লেনতুলাস গ্রেক্কাস ভিলা সালারিয়ায় এসেছেন। তাঁর সেখানে থাকাকালীন কিছু বিবরণ এবং স্মৃতিচারণ]

লেনতুলাস গ্রেক্কাস বলতে ভালোবাসেন যে তাঁর দেহের ওজন যতই বাড়ছে ততই তিনি চাল-চলনে চট্‌পটে হচ্ছেন এবং তাঁর কর্ম ক্ষমতা বাড়ছে। বয়স ওর ছাপ্পান্ন। এর মধ্যে ওর সাঁইত্রিশ বছরের সফল রাজনৈতিক জীবনই ওঁর এই দাবীর সমর্থন করে। মাঝে মাঝে তিনি বলে থাকেন রাজনীতি করতে হলে নীতি-টিতির বালাই রাখলে চলবে না। নীতির বাই-এর জন্য বহু ভদ্রলোক রাজনীতি করতে গিয়ে কুপোকাৎ হয়েছেন। রাজনীতিতে তিনটি বিশেষ প্রতিভা থাকতেই হবে। তার এদিক ওদিক হলে চলবে না। এ প্রতিভার কথা হল গ্রেক্কাসের নিজের মত। প্রথম প্রতিভাটি হল—যে দল জিতবে তাকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা। তা যে না পারবে, তাকে অন্ততঃ হেরো দল থেকে সরে থাকতেই হবে। এটি হল দ্বিতীয় প্রতিভা। আর তৃতীয়টি হল—কখনও শত্রু সৃষ্টি করবে না। কেউ যেন তোমার শত্রু না হয়।

তিনটিই আদর্শ প্রতিভা। কিন্তু আদর্শ আদর্শই। মানুষ যা তাই থাকবে। অতএব কোন আদর্শই পুরোপুরি সফল হবে এমন দাবী করা যায় না। তবে তাঁর নিজের কথা বলতে গেলে—তিনি নিজের জীবনে ভালোই করেছেন। ইনি সাধারণ একজন পরিশ্রমী মুচির ছেলে। উনিশ বছর বয়স থেকে ভোটের ব্যবসা করতেন; অফিস কেনা-বেচা করতেন। পঁচিশ বছর বয়সে কখনও কখনও খুন খারাপী করেছেন। আঠাশ বছর বয়সে বড় একটা রাজনৈতিক গুণ্ডা-দলের পাণ্ডাগিরি করেছেন। এবং ত্রিশ বছর বয়সে বিখ্যাত কেইলিয়ান মহল্লার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হয়েছেন। পাঁচ বছর পরে হলেন ম্যাজিস্ট্রেট এবং চল্লিশ বছর বয়সে ঢুকলেন সেনেটে। তিনি শহরের দশ হাজার বাসিন্দার নাম জানেন। হাজার বিশেকের চেহারা চেনেন। ওঁর অনুগ্রহ-ভাজনদের তালিকায় ওঁর সব থেকে বড় শত্রুরও নাম আছে। সঙ্গী ও কর্মচারীরা সকলেই সৎ, একথা বিশ্বাস করার মতো ভুল গ্রেক্কাস কখনও করেননি। আবার কেউ কেউ ষোল আনা অসৎ এমন কথা ধরে নিয়ে আরো বড় ভুলও করে বসেননি।

ওঁর দেহের ওজন এবং আয়তন দুইই পদমর্যাদার সঙ্গে মানানসই। স্ত্রীজাতিকে

তিনি কখনও বিশ্বাস করেননি। সহকর্মীদের ক্ষেত্রে···মেয়েদের দিয়ে কারো কোন সুবিধা হতেও দেখেননি। ওর নিজের একটি দোষ ছিল—সেটি হচ্ছে ভোজন। ওর জীবনের সফল পর্বের এতগুলি বছর ওর দেহে যে ভাল ভাল চর্বি জমেছে তা যে ওর দেহটিকেই শুধু আকর্ষণীয় করেছে তা নয়, যে কয়েকজন ভদ্রলোক টোগা ছাড়া কখনও বাইরে বেরন না তিনিও এঁদের একজন হয়েছেন ওই চর্বির দরুন। শুধু টিউনিক পরে ওকে দেখতে ভালো লাগত না। কিন্তু টোগা পরে লেনতুলাস গ্রেক্কাসকে মনে হত প্রকৃত রোমানত্ব এবং রোমান গুণাবলীর প্রতীক। ওর তিনশত পাউণ্ড ওজনের দেহের ওপরকার মাথাটি গর্দানের কতগুলি মাংসল বৃত্তের ওপর শক্ত করে বসানো। ব্রহ্মতালুতে মস্ত একটি টাক। চোয়ালের দু'ধারে থোলো থোলো মাংস ঝুলছে। গলার স্বর মোটা গম্‌গম্‌ করে। কিন্তু হাসিটি সর্বজয়ী। থোলো থোলো মাংসের ভিতর থেকে উঁকি মারে এক জোড়া নীল সদা-প্রফুল্ল চোখ। গায়ের ত্বক শিশুর মতো গোলাপী।

গ্রেক্কাসের জ্ঞান যতটা ছিল, কূটবুদ্ধি ততটা ছিল না। রোমান শক্তির মূল সূত্রটি তিনি ভালো করেই জানতেন। তা কখনও ওঁর কাছে রহস্য হয়ে থাকেনি। তাই সিসেরোর স্বকপোলকল্পিত 'চরম এবং সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সত্য' নিয়ে প্রচণ্ড আস্ফালন দেখে ওর মজাই লাগছিল। সিসেরো সম্বন্ধে আনতোনিয়াস কেইয়াস ওর মত জানতে চাইলেন। ছোট্ট একটু জবাব দিলেন গ্রেক্কাস :

"বয়সটা নবীন, কিন্তু মনটা প্রাচীন।"

বহু অভিজাত পরিবারের মতো আনতোনিয়াস কেইয়াসএর সঙ্গেও ওর অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আভিজাত্যই ছিল একমাত্র দেবতা যার পূজা করতেন গ্রেক্কাস। অভিজাতদের তিনি যেমন পছন্দ করতেন তেমনি হিংসাও করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ঘৃণাও করতেন; কারণ সবাইকেই ওর নেহাৎ বোকা মনে হত, যেহেতু ওদের খানদানী বংশ আর পদমর্যাদা থাকা সত্বেও কীই বা ওরা করতে পারল। তবুও এ-সমাজের সঙ্গটা গ্রেক্কাস রীতিমত অনুশীলন করতেন। এবং ওই অভিজাত সমাজেরই একজনের অমন একটা চমৎকার আবাদে ভিলা সালারিয়ার মতো জায়গায় আমন্ত্রিত হয়ে ওর গর্ব, আনন্দ দুইই হল। চাল-চলনে দেমাকও দেখালেন না, নিজকে অভিজাত বলে জাহির করারও কোন চেষ্টা করলেন না। মেকী চাল দেখিয়ে ঐ সমাজের ধোপ-দুরস্ত লাতিন ভাষায় কথা না বলে বললেন সহজ সরল সাধারণ মানুষের ভাষায়। একটা আবাদ কেনার ক্ষমতা ওর ছিল। কিন্তু সে-দিকেই ঝোঁকেনি। সকলেই ওর ব্যবহারিক বুদ্ধির তারিফ করল; প্রয়োজনীয় তথ্যাদির বিপুল জ্ঞানেরও সমাদর হল সবার কাছে; এবং দেহের পরিধিও সকলের কাছে

আশ্বাসজনক মনে হল। আনতোনিয়াস কেইয়াসের গ্রেকাসকে বিশেষ পছন্দ; কারণ নৈতিক বিচার-আচার নিয়ে ভদ্রলোক একেবারেই মাথা ঘামাতেন না। তাই গ্রেকাসের সম্বন্ধে আনতোনিয়াস কেইয়াস বলে থাকেন—সবদিক থেকে অমন সাচ্চা লোক নাকি আর দুটো দেখা যায় না।

সে দিন সন্ধ্যায় যা কিছু হল, যা কিছু ঘটল সবই লক্ষ্য করল গ্রেকাস, যাচাই করল, সমীক্ষা করল; কিন্তু কোন বিচারের মধ্যে গেল না। কেইয়াস সম্বন্ধে ওর মনে ছিল শুধু ঘৃণা। মহা-ধনী মহা-মহিম সেনাপতি ক্রাস্সাসকে দেখে ওর কৌতুক হয়; আর সিসেরো সম্বন্ধে গৃহকর্তার কাছে ওর মন্তব্য হল—"আর যাই হোক, ওকে মহৎ-টহৎ বলা যায় না। নিজের লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য ও বোধ হয় নিজের মায়ের গলা কাটতে পারে।"

"সিসেরো যে-সব উদ্দেশ্য-টুদ্দেশ্যর কথা বলছে, তা এমন কিছু নয়।"

"যা বলেছেন। এবং সেজন্যই বলতে গেলে ওর কিছুই সফল হবে না। ওর কদরও কেউ করবে না; এবং সেজন্যই ভয়ও করবে না।"

মন্তব্যটা তীক্ষ্ণ মনে হল আনতোনিয়াস কেইয়াসের। যেহেতু পুরুষত্বের দিক থেকে বালখিল্য হলেও গুণের কদর করার ক্ষমতা তার ছিল। গ্রেকাস নিজেও খুব দৃঢ় ভূমিতে দাঁড়িয়ে নেই। ওর স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে ওর পায়ের তলার মাটি ক্রমশঃ নরম কাদামাটির মতো হয়ে উঠছে। ওর পৃথিবী ধ্বসে পড়ছে। কিন্তু যেহেতু এই ধ্বসে পড়ার ক্রিয়া অত্যন্ত মন্থর, আর নিজেও অমর হয়ে সংসারে আসেনি, সেইজন্য নিজকে ভোলাবার দিকে ওর কোনই আগ্রহ নেই। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে ঘটমান দুনিয়ার সবকিছু ও দেখতে পারে। লোক-দেখানো পক্ষপাতিত্বের ওর কোনই দরকার নেই।

সবাই ঘুমুতে গেল। ও রইল জেগে। ঘুমোত ও কমই। এবং যেটুকু ঘুমোত তাও গভীর নয়। উজ্জ্বল চাঁদনী রাত। একটু বেড়াতে বেরিয়ে পড়ে ও। কেউ যদি ওকে জিজ্ঞাসা করত সে রাতে কে কার শয্যা-সঙ্গী ও সঠিক বলে দিতে পারত। এর জন্য কোন আড়ি পাতার দরকার হয়নি; ওর পর্যবেক্ষণ-নিপুণ চোখই ওকে বলে দিয়েছে, এর জন্য ওর মনে কোন রাগ নেই। এই হল রোম। বোকারাই রোমকে অন্যরকম ভাবে।

পায়চারী করতে করতে ও দেখতে পেল জুলিয়া একটা পাথরের বেঞ্চিতে চুপ করে বসে আছে। শোকের প্রতিমূর্তি, রিক্ত, ভীত। ভীত নিজের অযোগ্যতায় এবং যে ভাবে প্রত্যাখাত হয়েছে সে-কথা মনে করে। ওর দিকে এগিয়ে এল লেনতুলাস। বলল:

"আজকের এই রাতটিতে আমরা দুজন। চমৎকার রাত। না জুলিয়া।"

"আপনার ভালো লেগে থাকলে ভালোই।"

"তোমার ভালো লাগছে না, জুলিয়া?" টোগাটাকে ভালো করে গুছিয়ে

নেয় গ্রেকাস, "আমি একটু বসতে পারি এখানে ?"

"বসুন না।"

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল গ্রেকাস। রাত্রির এই অপরূপ রূপ ওর মনে হালকা একটু আমেজ লাগায়। কী অপূর্ব এই জ্যোৎস্না-ধৌত প্রান্তর। ফুল-লতা-পাতা, আর চিরশ্যাম শস্পের কেয়ারী, সামনের চাতালটি, চতুর্দিকে সাজানো ম্লানচ্ছবি মর্মর মূর্তি, হালকা গোলাপী অথবা নিকষ কালো মর্মরের আসন-বিছানো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কুঞ্জবনগুলি—সব কিছুর ওপর দিয়ে মাথা তুলে কি অপরূপ রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওই শুভ্র সৌধ। এত রূপ আহরণ করেছে রোম। অবশেষে ও বলে :

"এতেই তো আমাদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি হওয়া উচিত তাই না ?"

"তাই তো মনে হয়।"

গ্রেকাস জুলিয়ার স্বামীর বন্ধু এবং অতিথি। ও বলে :

"রোমান হওয়া সৌভাগ্যের কথা।"

"আমার কাছেই আপনার যত বোকা বোকা খোশামুদী কথা। কই অন্য কোথাও তো এ রকম করেন না," জুলিয়া শান্তভাবে বলে।

"তাই নাকি ?"

"নয়তো কি ? যাকগে, বলুন তো ভেরিনিয়ার কথা শুনেছেন কিছু ?"

"ভেরিনিয়া ?"

'আচ্ছা বার পাঁচ সাত মনের মধ্যে না নেড়ে চেড়ে, না ওলট-পালট করে কখনও কি কোন বিষয়ে মতামত দেন না ? আমি কিন্তু কোন রকম চালাকী টালাকী খেলছি না, সে আমি পারিই না।" হাতখানা গ্রেকাসের বিরাট থাবার ওপর রাখে জুলিয়া, "হাঁ ভেরিনিয়ার কথা বলছিলাম, স্পার্টাকাসের স্ত্রী ভেরিনিয়া।"

"তা শুনেছি ভেরিনিয়ার কথা। সত্যি কথা বলতে গেলে, তোমরা সবাই দেখছি স্পার্টাকাসকে নিয়ে একদম পাগল হয়ে উঠেছ। রাত্তিরে তো ও ছাড়া আর কোন কথাই শুনতে পেলাম না।"

"কিন্তু ভিলা সালারিয়াকে সে রেহাই দিয়েছে। জানি না, সে জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত কিনা। সে যাই হোক, আমার মনে হয় ওই শাস্তি-পাওয়া ঝুলন্ত মানুষগুলি নিয়েই যত কিছু। আমি এখনও বেরুইনি একদিনও। ওগুলো কি সত্যি সাংঘাতিক দেখতে ?"

"সাংঘাতিক ? আমি তো ও নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাইনি। ওগুলো ওখানে রয়েছে, বাস ঐ পর্যন্ত। জীবন তো এমনিতেই সস্তা আর আজকাল গোলামদের দাম তো নেইই। তুমি ভেরিনিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে কেন বল তো ?"

"যাকে হিংসে করি তার কথাই ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। আমি বোধ হয়

ভেরিনিয়াকে হিংসা করি।"

"সত্যি বলছো? একটা নগণ্য বর্বর বাঁদী। আমি কালকের হাটেই ওরকম ডজন খানেক মেয়ে এনে তোমাকে দিতে পারি, দেব?"

"আপনি কোন কিছুকেই গুরুত্ব দেন না। তাই না গ্রেকাস।"

"গুরুত্ব দেবার মতো জিনিস কীই বা আছে? তা তুমি ভেরিনিয়াকে হিংসা কর কেন?"

"কারণ আমি আমার নিজকেই ঘৃণা করি।"

"এতো ভারী প্যাঁচের ব্যাপার, আমি অত বুঝতে টুঝতে পারি না। একটা বাঁদী নাক খুঁটছে, কাশছে, থুথু ফেলছে। নখগুলি ভাঙ্গা, নোংরা, মুখটা মেচেতায় ভরা—এই হল তোমার বাঁদী রাজকন্যে। আর একেই হিংসে?"

"ঐরকম ছিল না কি ও?"

গ্রেকাস হাসে, "কে জানে, জুলিয়া। রাজনীতি হচ্ছে মিথ্যের বেসাতী, আর ইতিহাস হচ্ছে সেই মিথ্যেকে লিখে রাখা। কাল যদি ও রাস্তায় যাও স্পার্টাকাস সম্বন্ধে যা একমাত্র সত্য তা দেখতে পাবে—সে হল মৃত্যু। আর কিছু না। আর বাকী যা তা সব বানানো।"

"আমি আমার গোলামদের দিকে তাকাই।"

"স্পার্টাকাসকে দেখতে পাও না? নিশ্চয়ই পাও। এভাবে মনে মনে গুমরে মরো না। আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়। আমি একটু পরামর্শ দেবার সুযোগ নেব। যদিও অনধিকার চর্চা হবে। তোমার গোলামদের মধ্য থেকে একটা জোয়ান ছেলে বেছে নাও।"

"থামুন।"

"সে হয়তো স্পার্টাকাসেরই মতো হবে।"

কাঁদছিল জুলিয়া। গ্রেকাস ওর সমাজে মেয়েদের বিশেষ কাঁদতে টাঁদতে দেখেনি। ভারী বিব্রত ও বিমূঢ় বোধ করতে লাগল। বারে বারে জিজ্ঞাসা করতে লাগল ওর তরফ থেকে কোন ত্রুটি হয়ে গেল কিনা। কিন্তু অপমানজনক তেমন তো কিছু বলেনি। তবে অপরাধটা কী হল!

"না না, গ্রেকাস, আমার দু-চারজন মাত্র সত্যিকারের বন্ধু আছে, আপনি তাদের মধ্যে একজন। তাই থাকুন আপনি, আমি বোকা বলে আমায় ত্যাগ করবেন না।"

চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায় জুলিয়া, মাপ চায়, বলে, "বড় ক্লান্ত আমি। চলি, আমার সঙ্গে আসতে হবে না।"

সিসেরো এবং গ্রেকাস দুজনেরই ঐতিহাসিক বোধ ছিল। কিন্তু দুজনের মধ্যে

পার্থক্য এই যে গ্রেক্কাসের নিজের স্থান ও ভূমিকা সম্বন্ধে কোন ভ্রান্তি নেই। নেই বলেই, অনেক জিনিস সিসেরোর চাইতে অনেক বেশী স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে। কোমল এই ইতালীয় রাত্রির পরিবেশে একেবারে একা বসে গ্রেক্কাস ভাবছিল সেই অদ্ভুত ব্যাপারটার কথা। রোমের এক অভিজাত গৃহিণীর একটা বর্বর বাঁদীর প্রতি এই বিচিত্র ঈর্ষা। প্রথমে সন্দেহ হল, সত্য কথা বলছে তো জুলিয়া? না, সত্য কথাই বলেছে। যে-কারণেই হোক জুলিয়ার জীবনের করুণ অধ্যায়টিকে চোখের সামনে তুলে ধরছে বোধ হয় ভেরিনিয়াই। তাহলে সেই ভাবেই কি ওদের নিজেদের জীবনের তাৎপর্যও এপ্পিয়ান সরণীর দুই দিকেই সার সার অসংখ্য ক্রুশগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে? গ্রেক্কাসের নীতি নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা নেই। সে ওর সমাজের মানুষদের চেনে। তাই রোমান গৃহিণী আর রোমান পরিবার সম্বন্ধে যে-সব গাল-ভরা কথা চলতি আছে, তা দ্বারা ও একটুও প্রতারিত হল না। কিন্তু কি কারণে কে জানে জুলিয়ার কথা ওকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে গেল। এবং প্রশ্নটাও ওর বুকের মধ্যে বাসা বেঁধে রইল।

হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো একটা সংক্ষিপ্ত মুহূর্তে ও সব বুঝতে পারল। উত্তর মিলল। কিন্তু ওর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অভূতপূর্বভাবে ও নাড়া খেল। ওর ওপর চেপে বসল মৃত্যুর ভয়—যে মৃত্যু নিশ্ছিদ্র ভয়াল অন্ধকার। যে মৃত্যুর অর্থ নিঃশেষে ফুরিয়ে-যাওয়া। ওর মধ্যে যে-সংশয়-ভরা নিশ্চিতি ছিল ওর জীবনের অবলম্বন—উত্তরটা যেন তার অনেকখানি পূরণ করে নিয়ে ওকে রিক্ত, নিঃস্ব, একেবারে দেউলে করে দিয়ে গেল। পাথরের আসনটায় বসে রইল একটা মেদ-বহুল, স্ফীতোদর, এক কাঙ্গাল বৃদ্ধ—যার নিজের পরিণাম হঠাৎ যুক্ত হয়ে গেল ইতিহাসের এক বিশাল স্রোত-প্রবাহের সঙ্গে।

ওর দৃষ্টি খুলে গেল। পরিষ্কার ভাবে ও সব দেখতে পেল। পৃথিবীতে সাম্প্রতিক কালে যে নূতন বস্তুটি গজিয়ে উঠেছে, তা হল একটা গোটা সমাজ-ব্যবস্থা যা ক্রীতদাসদের পিঠের ওপর তৈরী হয়েছে। এবং সেই নরসমাজ যে ভাষায় কথা কয় তা হল চাবুক মারার সঙ্গীতের ভাষা। যাদের হাতে ওই চাবুক সেই সমাজ তাদের কি ব্যবস্থা করেছে? জুলিয়া কী বলতে চেয়েছিল? গ্রেক্কাস নিজে বিবাহ করেনি। বর্তমান কালকে ও বুঝেছে এবং সেই বোঝারই বিষাক্ত জীবাণু ওকে বিবাহ করতে দেয়নি। পরিণীতা স্ত্রী নেই। কিন্তু স্ত্রীলোক ও পয়সা দিয়ে কেনে। তাই প্রয়োজন হলেই শয্যাসঙ্গিনীর অভাব ওর হয়নি। কিন্তু আনতোনিয়াস কেইয়াসেরও এক আস্তাবল মেয়ে মানুষ আছে—প্রত্যেক ভদ্রলোকই যেমন ঘোড়া পোষে, কুকুর পোষে তেমনি এক দঙ্গল মেয়েমানুষও পোষে। স্ত্রীরা তা জানে, মেনে নেয় আর নিজেরা গোলামদের নিয়ে এ ব্যবস্থার একটা সমীকরণ করে নেয়। এ শুধু সামান্য নৈতিক ব্যাভিচার নয়—এ এক দানব যা পৃথিবীটাকে একেবারে ওলট-পালট করে দিয়েছে। আর এই মানুষগুলি

যারা ভিলা সালারিয়াতে এক রাত্তিরের জন্য জুটেছে, স্পার্টাকাসকে নিয়ে তারা সবাই সন্ত্রস্ত—তার একমাত্র কারণ হল—এরা যা স্পার্টাকাস তা নয়। সিসেরো হয়তো কোনদিন বুঝবে না ঐ রহস্যজনক ক্রীতদাস কোথায় পেল তার শক্তি। কিন্তু গ্রেকাস বোধ হয় বুঝেছে। গৃহ-পরিবার, মর্যাদা ইত্যাদি যা কিছু উত্তম এবং মহান তা রক্ষার জন্যই সংগ্রাম করছে গোলামরা, এবং এসবের অধিকারীও তারাই। এর কারণ তারা নিজেরা ভালো এবং মহৎ বলে নয়, এর কারণ তাদের প্রভুরা যা-কিছু পূত পবিত্র সব ওদেরই ভাগে ঠেলে দিয়েছে।

স্পার্টাকাস ভাবী পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে—যে-স্বপ্ন উৎসারিত তার অন্তর হতে। গ্রেকাসেরও আছে তেমনি নিজস্ব স্বপ্ন। কিন্তু সেই স্বপ্নে ভাবী দুনিয়ার যে-ছবি পড়ে তা দেখে ও ভয়ে কেঁপে ওঠে, পীড়িত বোধ করে। গ্রেকাস উঠল, টোগাটা গায়ে জড়িয়ে নিল, তারপর ভারী পদক্ষেপে চলল নিজের কামরার দিকে।

কিন্তু ঘুম এল না সহজে। জুলিয়ার আকাঙ্ক্ষাটা স্মরণ করে এই নিদারুণ একাকিত্বের মধ্যে একটি সঙ্গীর জন্য নীরব, নিরশ্রু কান্নায় গ্রেকাস আকুল হয়ে উঠল একটা ছোট ছেলের মতো। ছোট ছেলের মতোই ওর মনে হল সেই ক্রীতদাসী ভেরিনিয়া শুয়ে আছে তার পাশে। ওর ভয় ওর চরিত্রবান হবার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করে তুলল। ওর মাংসল আংটি-পরা হাতটি ওর শয্যায় শায়িত কোন প্রেতকে আদর করতে লাগল। সময় চলতে লাগল—স্মৃতি-বিজড়িত হয়ে ও শুয়ে রইল।

স্পার্টাকাসকে ঘৃণা এরা সবাই করে। এই বাড়িটা স্পার্টাকাসময় হয়ে আছে। ঐ লোকটার আকার-প্রকার, চলন-মনন কী রকম এরা কেউ জানে না, তবুও তার উপস্থিতি রয়েছে গোটা বাড়ি জুড়ে—সারা রোম জুড়ে। স্পার্টাকাসের প্রতি ঘৃণা থেকে গ্রেকাসের মন সম্পূর্ণ মুক্ত—একথা মিথ্যা, একেবারে মিথ্যা। বরঞ্চ বিপরীত। ঘৃণা তো ও করেই; ওর মনের গহনে সযত্নে লুকানো সে-ঘৃণা অন্যদের চাইতে আরো প্রবল, আরো তিক্ত, আরো তীক্ষ্ণ।

এমনি করে স্মৃতিচারণ করতে করতে স্মৃতির টুকরোগুলি একটা আকার, রূপ, রং আর বাস্তবতা পরিগ্রহ করে। ওর মনে পড়ে-- ও তখন সেনেটে বসে। সেনেট-কক্ষে অভিজাত আর হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তিদের সঙ্গে বসে ওর গর্ব-বোধ হত এবং সেজন্য ওর নিজের ওপর রাগ হত। হাঁ, ও সেনেটে বসে; এমন সময় কাপুয়া থেকে ডাকে খবর এল লেনতুলাস বাতিয়াতাসের প্রতিষ্ঠানে গ্লেডিয়েটররা বিদ্রোহ করেছে এবং সেই বিদ্রোহ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। আতঙ্কের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল সারা সেনেটে। একপাল হাঁসের মতো অতগুলো লোক কলকল করে উঠল। একসঙ্গে চীৎকার, কথা, উন্মাদের মতো ভয়ের আর্তি, উদ্‌ভ্রান্ত অসংলগ্ন প্রলাপ—এক বিচিত্র অবস্থা—কেন? না যেহেতু একদল গ্লেডিয়েটর তাদের মাস্টারগুলোকে মেরে ফেলেছে। বিষম রাগ হল গ্রেকাসের।

খুব ভালো করে মনে আছে ওর। মনে পড়ছে—ও উঠল, উঠে দাঁড়াল, টোগাটাকে ঠিক করে নিয়ে, ওর নিজস্ব বিশেষভঙ্গিতে এক ঝট্‌কায় সেটা কাঁধে ফেলে বলতে আরম্ভ করল :

"ভদ্রগণ, আপনারা আত্ম-বিস্মৃত হচ্ছেন।"

কলরব থামিয়ে সবাই ওর দিকে ঘুরে বসল।

"আমাদের সামনে জন-কয় মাত্র ঘৃণ্য, পাষণ্ড, দুর্বৃত্ত গোলামের গুণ্ডামী দমনের প্রশ্ন ; কোন বর্বর জাতির রোম আক্রমণের মুকাবেলা করার মতো বড় প্রশ্নও নয়। আর তাও যদি হত, সেনেটের পক্ষে এ আচরণ না হয়ে অন্যরকম আচরণই শোভন হত। আমাদের কিঞ্চিৎ মর্যাদার দায় আছে।"

সবাই চটে গেল ওর ওপর। গ্রেকাসও সেনেটরদের ওপর চটল। ওর সগর্ব পণ ছিল মেজাজ খোয়াবে না। এই একবার ও মেজাজ খোয়াল এবং খুইয়ে ওর মতো একটা মানুষ, সে কিনা পৃথিবীর মধ্যে মহত্তম এই প্রতিষ্ঠানকে অবমাননা করে বসল। সবাইকে মনে মনে জাহান্নামে পাঠিয়ে ও সেনেটকক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ল। কানে আসতে লাগল ও-পক্ষের মর্যাদাহানির বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় বিক্ষোভের কোলাহল। ও বাড়ি ফিরে এল।

ঐ দিনটা, তার প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত যেন ওর সঙ্গে গাঁথা হয়ে জেগে রইল। প্রথমটা ও বড় ভয় পেয়েছিল। যে আচরণবিধি অতি পবিত্র ওর কাছে, নিজেই তা ভাঙল। মেজাজ খোয়াল, অনেককে শত্রু বানাল। প্রিয় রোমের রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে স্বকৃত কর্মের জন্য ভয়ে ও কাঁটা হয়ে রইল। শুধু ভয় নয়, ভয়ের সঙ্গে মিশে রইল ঘৃণা—নিজের এবং সহযোগীদের প্রতি। কিন্তু সেনেট সম্বন্ধে ভয়, এবং সেই সেনেটের আসনগুলি অধিকার করে আছে যেসব মূর্খের দল, তাদের ওপর ওর মজ্জাগত ভক্তি কোনটাই ঘুচল না।

জীবনে এই একবার, মাত্র একবার—প্রিয় রোমের শব্দ-গন্ধ-দৃশ্য—কিছুই ওর ইন্দ্রিয়গোচর হল না। ওর জন্ম কর্ম শহরে। বড় হয়েছে শহরে। শহরই ওর স্বাভাবিক বাসভূমি। শহর ওর অংশীভূত। ও-ও শহরের অংশীভূত। কিন্তু দূরদিগন্ত, শ্যাম-শোভা উপত্যকা, কল্লোলিনী নদী প্রভৃতির ওপর একটা সহজাত তাচ্ছিল্য আছে ওর। ও রোমের আঁকাবাঁকা গলি ঘুপচি, নোংরা নালা-নর্দমার মধ্যেই চলতে ফিরতে দৌড়োতে, লড়তে অভ্যস্ত। শৈশবে ও রোমের সস্তাভাড়ার অগণিত ইমারতগুলির উঁচু ছাদে ছাদে ছাগলের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়িয়েছে। পোড়া কাঠকয়লার গন্ধ, যা সারা রোমে ভরে থাকত—ওর কাছে ছিল সবচেয়ে মিঠে গন্ধ—সেরা সুরভি। শহরই একটা স্থান যেখানে ওর অসূয়াত্মক মনোভাব জয়ী হতে পারত না। রোমের অপ্রশস্ত রাস্তাগুলির দুই ধারে সারি-বাঁধা দোকান আর ঠেলাগাড়িতে দুনিয়ার যত পণ্য-সম্ভার সাজানো থাকত, বেচা-কেনা হত। সেইসব রাস্তায় চলতে গিয়ে

নিত্য-নূতন অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দে ও মেতে উঠত। অর্ধেক শহর ওকে দেখলেই চিনত। চারদিক থেকে ডাকাডাকি—ও গ্রেক্কাস, এই যে। ও হে গ্রেক্কাস, কোথায় চললে, ইত্যাদি। কোন আদব কায়দা বা দেখানো-ভদ্রতার কোন বালাই নেই। ফিরিওয়ালা, মুচি, ভিখারী, ভেরেণ্ডা-ভাজার দল, রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী—সবাই ওকে ভালোবাসে, কেননা ও তাদেরই একজন, একান্ত আপনার। এবং লড়াই করে করে ওপরে উঠেছে। তারা ওকে ভালোবাসে কারণ ভোট কেনার সময় সব থেকে বেশী দাম দিত ও। ওরা ওকে ভালোবাসে যেহেতু ওর কোন চালবাজী নেই আর ডুলির-চরণদার না হয়ে পায়ে হেঁটে ওদের মধ্য দিয়েই চলে। আর পুরানো বন্ধুদের ডেকে দুটো কথা বলার সময়ের অভাব ওর কখনও হত না। কাজের ক্ষেত্রে ক্রীতদাসরা ক্রমশই ওদের কোণঠাসা করে আনছিল। ওরা ক্রমশঃই সরকারী ডোল-ভোগী বেকার আর ভিখারীতে পরিণত হচ্ছিল। ওদের ক্রমবর্ধমান দুঃখ-দৈন্যের সুরাহার কোন পথই গ্রেক্কাস দেখাতে পারেনি। সেজন্য ওদের কোন আক্ষেপ ছিল না। কিন্তু তবুও সকলের সঙ্গে ওর সম্পর্কের কোন তফাত হয়নি। ওরা নিজেরাও এই ব্যাধির কোন প্রতিকার জানত না। কিন্তু গ্রেক্কাস ভালোবাসত ওদের এই দুনিয়াকে—গুমট অন্ধকারের দুনিয়া—যেখানে রাস্তার দুধারের উঁচু অল্প-ভাড়ার বাড়িগুলো প্রায় মাথায় মাথায় ঠেকে আছে—বড় বড় কাঠে ঠেকা দিয়ে তাদের আলাদা করে রাখা হয়েছে; রাস্তার দুনিয়া—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নগরের নোংরা, কোলাহল-কলরবময়—ঘুপচি, শ্রী-ছাদহীন কুৎসিত রাস্তা।

ওর স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন এসব ওর কিছুই নজরে পড়েনি। ও চলছে আনমনে, কারো ডাক সম্ভাষণ ওর কানে যায়নি। কোন দোকান থেকে কিছু কিনল না। এমনকি ওর অতি পছন্দের সুস্বাদু ভাজা শুকর মাংস, পুরভরা অন্তস্ত্বক এবং ধোঁয়ায় সেঁকা সসেজ ইত্যাদি কত রকমারী জিভে-জল-আনা খাবার রান্না হচ্ছিল ঠেলাগাড়িগুলোতে—আজ কিছুই ওকে আকর্ষণ করতে পারল না। সাধারণতঃ রাস্তার এইসব রান্না-জিনিস, মধু-মাখানো কেক, ধোঁয়ায় শুকনো মাছ, সারডিন মাছের নোনা শুঁটকী, আপেলের আচার, রান্না-করা হরিণের মাংস দেখলে ও লোভ সামলাতে পারত না। কিন্তু আজ যেন কিছু ও জানতেই পারল না; আপন অন্ধকারে ডুবে ও ঘরে ফিরে এল।

গ্রেক্কাস ক্রাসুসাসেরই মতো ধনী। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও শহরের নবগঠিত উপান্তে, নদীর ধার বরাবর বাগান-পার্কে ঘেরা যে-সব নূতন নূতন ভিলা তৈরী হচ্ছিল, তা ও কেনেনি, নিজে কোন বাড়িও তৈরী করেনি। পুরানো মহল্লায় একটা সস্তা-ভাড়ার ইমারতের নীচের তলায় ও থাকত। ওর দরজা ছিল অবারিত—যার যখন ইচ্ছা ওর সঙ্গে দেখা করতে পারত। এখানে উল্লেখ্য—বহু অবস্থাপন্ন পরিবার এইসব বাড়ির নিচের তলায় বাস করত। রোমের সস্তা

বাড়িগুলোর মধ্যে এগুলোই সব থেকে ভালো। নড়বড়ে সিঁড়ি বয়ে যতই ওপরের দিকে যাবে, ভাড়া কমবে, আর দুর্দশা বাড়বে। সবচেয়ে নীচের দুটো তলাতে পাইপ দিয়ে জল সরবরাহ হত এবং শৌচ ও স্নানের যা-হোক একটা ব্যবস্থা ছিল। আদিম গোষ্ঠী-সমাজ তেমন সুদূর অতীতের পর্ব নয় যে ধনী এবং দরিদ্রের পার্থক্য পুরোপুরি সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। বহু ধনী ব্যবসায়ী, ব্যাংকের মালিক এইসব জায়গায় মাথার ওপর সাতটি তলা-জোড়া দারিদ্র্যের নীড় নিয়ে স্বচ্ছন্দে বাস করত।

খুব স্পষ্ট মনে আছে গ্রেক্কাসের, কীভাবে সে সেদিন বাড়ি ফিরে এসেছিল, কাউকে সম্ভাষণ না করে, কাউকে দুটো মিঠে কথা না বলে। মনে আছে কী করে সে আপিস ঘরে ঢুকল, ঢুকেই অস্বাভাবিক, অদ্ভুত আদেশ দিল যেন পরিচারকদের কেউ ওকে বিরক্ত না করে। ও একা থাকবে। পরিচারক মানে পরিচারিকা। কোন পুরুষ ওর গৃহস্থালীতে ছিল না—থাকবে না এই ওর পাকা ব্যবস্থা। অবশ্যি ওর অন্যান্য বন্ধুদের মতো এ নিয়েও কোন বাড়াবাড়ি করেনি, মাত্র চৌদ্দটি বাঁদী ছিল ওর সব রকম কাজের জন্য। ওর অন্যান্য অবিবাহিত বন্ধুর মতো ওরও বিশেষ হারেম ছিল। যে-দিন ওর প্রয়োজন হত, পছন্দমতো এই বাঁদীদেরই একজনের ডাক পড়ত শয্যায়। যেহেতু ও কোন জটিলতার পক্ষপাতী নয় কোন বাঁদী অন্তঃসত্ত্বা হলেই তাকে ও বেচে দিত কোন আবাদের মালিকের কাছে। ওর যুক্তি ছিল গ্রামীন পরিবেশেই বাচ্চাদের থাকা ভালো। ওর এই ব্যবস্থার মধ্যে নিষ্ঠুরতা বা নীতিবিরুদ্ধ কিছু আছে বলে ওর মনে হত না। বাঁদীদের মধ্যে বিশেষ পক্ষপাত ওর কারো ওপর ছিল না। কারণ নেহাৎ সাময়িক সম্পর্কের বেশী ওর চরিত্রে সম্ভব ছিল না। এবং গর্ব করেই ও বলত ওর গৃহস্থালীর মতো অমন শৃংখলা ও শান্তির সংসার কারো নেই। কিন্তু এখন ভিলা সালারিয়ার শয্যায় শুয়ে শুয়ে ও যখন সে দিনটির কথা স্মরণ করছিল—ওর গৃহস্থালীর স্মৃতির মধ্যে কোন সুখের বা উষ্ণতার কিছুই খুঁজে পেল না। একটা নীতিবোধ যেন ওকে গ্রাস করেছে। ওর অভ্যস্ত জীবন ধারার রীতিতে ও পীড়িত, অসুস্থ বোধ করতে লাগল। তবুও সেদিনের সব ঘটনাবলী ও অনুধাবন করতে লাগল মনে মনে। একটা সুবিধাজনক স্থান থেকে ও নিজকে দেখতে লাগল—একটা মোটা, স্থূল চরিত্রের মানুষ। টোগা গায়ে জড়িয়ে একটা শূন্য ঘরে বসে আছে—যার নাম আপিস। এক ঘণ্টারও বেশী ও ঐভাবে বসে রইল—তারপর দরজায় টোকা পড়ল।

"কি চাই ?" ও বলল।

"কয়েকজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।" দাসী বলে।

"কারো সঙ্গে দেখা করব না আমি।" কী সাংঘাতিক ছেলেমানুষী ব্যবহার।

"এঁরা সেনেটের প্রধান এবং সেনেটের পরম সম্মানিত কয়েকজন সভ্য।"

এঁরা সব ওর কাছে এসেছেন। ও খোয়া যায়নি, মণ্ডলী থেকে পরিত্যক্ত হয়নি। কেন ওর অত ভয় হল। আসবেন বৈকি এঁরা ওর কাছে। ও যেন আবার জীবন ফিরে পেল। ওর অহমিকা ফিরে এল। লাফ দিয়ে উঠে দরজা খুলে দিল। সেই পুরনো গ্রেকাস—হাসি-খুশি, আত্ম-প্রত্যয়ী, বিচক্ষণ। বলল :

"স্বাগত, সুস্বাগত, ভদ্রমহোদয়গণ।"

পাঁচজনের কমিটি। তার মধ্যে দুজন ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সেনেটের সভ্য ; আর বাকী তিনজন ছিলেন অতি বিশিষ্ট এবং চতুর অভিজাত ভদ্রলোক। এই পাঁচজনের মণ্ডলী বর্তমান সংকট বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য যে বিশেষভাবে এসেছেন তা নয়। এঁরা এসেছেন গ্রেকাস যদি ওদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কটা ছিন্ন করার কথা ভেবে থাকেন,—সেই ছিন্ন সম্পর্ককে জোড়া লাগাতে। তাই মিথ্যা আন্তরিকতা দেখিয়ে ভর্ৎসনার সুরে বলল :

"কি গ্রেকাস? আপনি কি সারা বছরটা আমাদের অপমান করার একটা সুযোগের অপেক্ষায় বসেছিলেন?"

গ্রেকাস ক্ষমা চাওয়ার সুরে বলল :

"ভালো করে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইব, এমন বুদ্ধি বা ভব্যতা তো আমার নেই।"

"দুইই আপনার আছে, কিন্তু কথাটা তা নয়।"

আরও চেয়ার আনাল গ্রেকাস। সবাই ওকে ঘিরে গোল হয়ে বসলেন! সবাই প্রবীণ, প্রাজ্ঞ, মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। সকলের দেহ আবৃত সূক্ষ্ম সাদা টোগায় যা পৃথিবীব্যাপী রোমান শাসনের প্রতীক হিসাবে পরিচিত। তারপর এল সুরা ও এক ট্রে মিষ্টি। নির্বাচিত ম্যাজিস্ট্রেট সেনেটর কাস্‌পিয়াস হলেন মুখপাত্র। ইনি চাটুভাষণ শুনিয়ে অবাক করে দিলেন গ্রেকাসকে। এত কী ভীষণ সংকটের সময় এল যার জন্য এই চাটুবাদ, বুঝতেই পারল না গ্রেকাস। ও অনেকবার কনসাল হবার স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু ওর জন্য এ উচ্চপদ নয়, যেহেতু প্রয়োজনীয় প্রতিভা বা পারিবারিক যোগাযোগ ওর ছিল না। এঁরা কেন এসেছে তার আঁচ করতে চেষ্টা করে গ্রেকাস। ভাবে স্পেনে সেনেটের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছে হয়তো তাই-হবে, অথবা রোমে সারটোরিয়াস পরিচালিত আন্দোলন সারটোরিয়াস এবং পমপেই-এর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই-এ পর্যবসিত হলো কি? গ্রেকাস নিজের মতো করে এগুলোর একটা সমীক্ষা দাঁড় করিয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী এই দুজনের কাউকেই ওর ভালো লাগত না। ও ঠিক করেছিল, ওরা নিজেরা মারামারি কাটাকাটি করে মরুক, ও বসে বসে দেখবে। তা যাই হোক যাঁরা এসেছেন এই পাঁচজনকেই ভালো করে চেনে গ্রেকাস।

"আপনি তো দেখলেন সব। কাপুয়ার এই বিদ্রোহের মধ্যে সাংঘাতিক বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।" কাসপিয়াস বলে।

গ্রেকাস সোজা বলে দিল, "কৈ আমি তো সে-রকম কিছু দেখছি না।"

"যতগুলো দাস বিদ্রোহ হয়েছে তা যারা আমাদের যা ভোগান্তি হয়েছে, তা যদি বিচার করে দেখা যায়—"

"এই বিদ্রোহের আপনি কতটা কি জানেন?" জিজ্ঞাসা করে গ্রেকাস—আগের চেয়ে আরো ভদ্র, কোমলভাবে। "এর মধ্যে কতগুলি গোলাম জড়িত আছে? তারা কারা? গেলই বা কোথায়? আপনাদের আশংকা কতখানি বাস্তব?"

একটি একটি করে প্রশ্নের উত্তর দেয় কাসপিয়াস :

"আমরা বরাবর সংবাদ ও যোগাযোগ রাখছি। প্রথমে ছিল শুধু গ্লেডিয়েটররা। প্রথম রিপোর্টে পাওয়া গেল মাত্র সত্তর জন পালিয়েছে। কিন্তু পরের রিপোর্ট বলছে দুই শ'এর ওপর পালিয়েছে—তার মধ্যে থ্রেশীয় আছে, গল আছে, অনেক আফ্রিকান আছে। তার পরের রিপোর্টে ঐ সংখ্যা আরো বেশী। অবশ্যি এটা আতংকে দিশেহারা হয়ে যাবার দরুনও হতে পারে। আবার মনে হচ্ছে বড় বড় আবাদগুলোতেও গোলমাল রয়েছে। ক্ষয়-ক্ষতি নাকি যথেষ্ট হয়েছে। তবে সঠিক খবর পাওয়া যাচ্ছে না। আর এরা গেল কোথায়? মনে হচ্ছে ভিসুবিয়াস পর্বতের দিকেই এগুচ্ছে ওরা।"

গ্রেকাসের ধৈর্যচ্যুতি হয়। সে বলে ওঠে: "কেবল বোধ হয় আর মনে হচ্ছে এইতো বলছেন। কাপুয়ায় যারা আছে তারা কি সব গাধা যে তাদের নিজের উঠোনে কি হচ্ছে তা ঠিক করে বলতে পারে না? ওখানে সৈন্যদের একটা পুরো ছাউনি আছে। তারা কেন তক্ষুনি ওদের শেষ করে দিতে পারল না?"

শান্তভাবে কাসপিয়াস তাকায় গ্রেকাসের দিকে। বলে :

"কাপুয়ায় মাত্র এক কোহর্ট সেনা ছিল।"

"এক কোহর্ট? কয়েকটা হতভাগা গ্লেডিয়েটরকে দমন করার জন্য কত সৈন্য চাই?"

"কাপুয়াতে কি ঘটেছে তা আমি যতটা জানি আপনিও তাই জানেন।"

"না, আমি জানি না, আন্দাজ করছি মাত্র। আমার আন্দাজ হচ্ছে প্রত্যেকটি ছাউনীর অধিনায়ক ওখানকার লানিস্তাদের কাছ থেকে নিয়মিত টাকা খেত। যার ফলে বিশজন সৈন্য এখানে, এক ডজন ওখানে, এমনি করে হয়ত নানা আস্তানায় থাকত। শহরে কতগুলি সৈন্য ছিল বাকী?"

আড়াইশ। তা যাই হোক। এখন সাচ্চাপনা দেখিয়ে বিশেষ লাভ নেই, গ্রেকাস। মোদ্দা কথা হল—আমাদের সৈন্যরা গ্লেডিয়েটরদের কাছে হেরে গেছে। এইটাই আমাদের যত দুশ্চিন্তার কারণ। আমাদের মনে হয় অবিলম্বে শহর

থেকে আরো সৈন্য সেখানে পাঠাতে হবে।"

"কত পাঠাতে চান ?"

"অন্ততঃ আরো ছয় কোহর্ট অর্থাৎ আরও তিন হাজার লোক।"

"কখন ?"

"এক্ষুনি।"

গ্রেক্কাস মাথা নাড়ে। ঠিক এইটেই ও আশা করেছিল।

ও যা বলতে চায় তা ও মনে মনে আলোচনা করে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। দাসদের মনঃস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ও যতটা জানে এবং জেনেছিল তা ও মনে মনে আলোচনা করতে লাগল।

"ও সব করতে যাবেন না যেন।"

এদের সব কথার প্রতিবাদ করা ওর একটা বিশ্রী অভ্যাস। সবাই জানতে চায়—কেন।

"কারণ শহরের কোহর্টদের আমি বিশ্বাস করি না।" গোলামগুলোকে অমনিই থাকতে দিন এখনকার মতো। দেখবেন ওদের মধ্যেই গোলমাল আরম্ভ হবে। শহরের কোহর্টদের পাঠাবেন না।"

"তাহলে কাদের পাঠাব ?"

"যারা যুদ্ধে গেছে তাদের মধ্য থেকে কিছু সৈন্য আনিয়ে নিন।"

"স্পেন থেকে ? তবে পম্পেই ?"

"চুলোয় যাক পম্পেই। বেশ, স্পেনও ছেড়ে দিন। সিজাল-পাইন গল থেকে তৃতীয় দলকে আনিয়ে নিন। তাড়াহুড়ো করবেন না। ওরা তো গোলামের দল, আর মাত্র কয়েকজন। কি করবে ওরা, আপনারাই ব্যাপারটা বড় করে তুলছেন!"

এইভাবে চলল তর্ক। স্মৃতির মধ্যে ওই তর্ক যেন আবার জীবন্ত হয়ে উঠল—আবার হারিয়ে গেল। ও দেখতে পায় ওদের—দাস বিদ্রোহের ভয়ে ওরা বিবর্ণ—ছয় কোহর্ট সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্তই বহাল রইল। গ্রেক্কাস ঘুমলো খানিকটা। অভ্যাস মতোই ভোর না হতে জেগে গেল। ভোরের খাবার ফল ও জল নিয়ে ও ছাদে চলে গেল খেতে।

দিনের আলোয় মানুষের ভয় চিন্তা ভাবনা সহজ হয়ে যায় এবং অনেক সময় দিনের আলো আসে ক্ষতস্থানে প্রলেপের মতো এবং আশীর্বাদের মতো

হয়ে। সব সময়ই যে তা হয়, তা নয়—কারণ একশ্রেণীর মানুষ আছে যারা দিনের আলো পছন্দ করে না। বন্দীর কাছে রাত আসে প্রিয়ার মতো, উষ্ণ পরিচ্ছদের মতো—আরামে উষ্ণতায় তাকে আশ্রয় দেয়, দেয় সান্ত্বনা। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড পাওয়া যে-মানুষটি মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকে—দিনের আলোয় কোন আনন্দ আছে তার জন্য? কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দিনের আলো রাত্রির বহু বিভ্রান্তি ধুয়ে মুছে দেয়। মহৎ বলে যারা পরিচিত তারা প্রতি-প্রভাতে নূতন করে মহত্ত্বের পরিচ্ছদ ধারণ করে। কারণ রাত্রির অন্ধকারে মহৎ জনও সাধারণ মানুষের মতো। অনেকে ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয়, অনেকে চোখের জল ফেলে। আবার অনেকে মৃত্যুভয়ে এবং রাত্রির যে-আঁধার তাকে বেষ্টন করে আছে, তার চাইতেও গভীরতর কোন অন্ধকারের ভয়ে কুঁকড়ে থাকে। কিন্তু প্রভাতে তারা আবার সেই মহাজন। গ্রেক্কাসও তুষার-শুভ্র ধোপ-দুরস্ত টোগা পরে ছাদে বসে: প্রতিদিনকার মতো মস্ত বড় মাংস-ঠাসা মুখখানায় প্রফুল্লতা আর অন্তরে আত্মবিশ্বাস। নিখুঁত রোমান সেনেটরের মূর্তি। আগে পরে বহুবার একথা বলা হয়েছে যে, সাধারণতান্ত্রিক রোমের সেনেটে যে রকম প্রথম সারির গুণী-জ্ঞানী আর মহৎ জনের সমাবেশ হয়েছে তা কোন আইনসভায় হয় না। গ্রেক্কাস তার এক বিশেষ প্রমাণ। অবশ্য একথা ঠিক যে গ্রেক্কাস অভিজাত কুলোদ্ভব নয়; তার দেহে যে পূর্ব-পুরুষের রক্ত বইছে তার বংশ-মান সম্বন্ধেও সংশয় আছে। তবে সে বিপুল বিত্তের অধিকারী। তাছাড়া রোম সাধারণতন্ত্রে মানুষের মাপকাঠি শুধু বংশমর্যাদা নয়, স্বয়ং মানুষটাও। দৈব কৃপায় কারো কারো ধনী হওয়ার তাৎপর্যই হল যে সে জন্ম-গুণী, সমাজে কত বেশী লোক দরিদ্র আর কত কম লোক ধনী তার হিসাব করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

যেসব অতিথিরা এক রাত্রের জন্য ভিলা-সালারিয়ার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন, তাদের অনেকেই এসে জুটলেন গ্রেক্কাসের ওখানে। একটি অসাধারণ দল এই অতিথিরা। যখন তারা শুনল যে তারা অত্যন্ত চমৎকার লোক এবং নেহাৎ ফেলনা নয়, সবাই বিশিষ্ট ব্যক্তি—পরম আপ্যায়িত হল সবাই। এবং আনতোনিয়াস কেইয়াস যে তাঁর আবাসে কখনও অসম এবং অসঙ্গতদের একসঙ্গে জোটাবার মতো ভুল করেন না এ বিষয়ে তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল। এবং পারস্পরিক আচরণও সহজ হয়ে উঠল।

সাধারণভাবে রোমান গ্রামীন জীবনে পাঁচরকম মানুষ মিশে থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই দলের মধ্যেও আছে দুজন বিশ্বের সেরা ধনী; একজন তরুণী, যে সর্বযুগের এক বিশিষ্ট গণিকা হয়ে উঠতে পারে; একজন যুবক, যে বেশ হিসেব করে ঠাণ্ডা মাথায় ফেরেব্বাজি করে খ্যাতির পথ করে নিতে পারে এবং কয়েক শতাব্দী জুড়ে খ্যাতিমান থাকতে পারে; আরেকজন যুবকও আছে

নাম তারও হবে, কিন্তু অধঃপতনের জন্য। এ ধরনের মানুষ ভিলা সালারিয়ায় হামেশাই দেখা যায়।

সেদিন সকালে গ্রেক্কাসকে ঘিরে বসল সবাই। গ্রেকাস ছাড়া টোগা আর কেউ ব্যবহার করেন না। একজন নিশ্চল সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট বেশ বসে আছেন—সামনে সুবাসিত জল, ধীরে ধীরে আপেলের খোসা ছাড়াচ্ছেন। ফাঁকে ফাঁকে এর সঙ্গে একটু, ওর সঙ্গে একটু আলাপ চলছে। দলটির পরিপাটি কেশবাস, মেয়েদের সুরঞ্জিত মুখ, সুবিন্যস্ত কেশ, ওষ্ঠের লাল আর গালের গোলাপী দেখে গ্রেকাস মনে মনে ভাবে "এরা বেশ সব ঝেড়ে-টেড়ে ফেলতে পারে।" আলাপ চলে নানা বিষয়ে। কথাবার্তা বুদ্ধি মার্জিত এবং অনেক অভ্যাসে রপ্ত করা।

ভাস্কর্যের কথা উঠলে যথারীতি বিশেষজ্ঞের ভঙ্গিতে সিসেরো বলে :

"গ্রীকদের কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। হাজার বছর আগে মিশরীয়েরা যা করেছে, তার বেশী আর কি করেছে গ্রীকরা ? কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই অবক্ষয়ের লক্ষণ দেখা যায়। দুটি জাতির কারুরই বিকাশের বা নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা নেই। তাদের ভাস্কর্যে এটা বেশ স্পষ্ট। কিন্তু রোমান শিল্পীর সৃষ্টি বাস্তব ভিত্তিক।"

"কিন্তু বাস্তবও তো বিরক্তিকর হতে পারে।" প্রতিবাদ করে হেলেনা তার তারুণ্য ধর্মে, তাছাড়া সে মেয়ে এবং ইন্টেলেকচুয়েল। সবাই জানে গ্রেক্কাস বলবেন যে চারুকলার কিছু তিনি বোঝেন না। কিন্তু তিনি বলে বসলেন, "আমার কী ভালো লাগে, আমি জানি।"

আসলে শিল্প সম্বন্ধে গ্রেক্কাসের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। মিশরীয় শিল্প তার মর্মের কোন তন্ত্রীতে ঘা দেয়, তাই সে মিশরীয় শিল্প কিনত। শিল্প বিষয়ে ক্রাসসাসের কোন দৃঢ় মতামত ছিল না। অবশ্য খুব কম ব্যাপারেই তা ছিল। যদিও তিনি একজন দক্ষ সেনাপতি ছিলেন। খুবই আশ্চর্যের বিষয়! কিন্তু দৃঢ় মতামত না থাকা সত্ত্বেও সিসেরোর ঐ রকম পরম বিজ্ঞের মতো কথা শুনে ক্রাসসাস চটে গেলেন। তিনি বলে বসলেন, অবক্ষয় অবক্ষয় বলা ভারী সোজা যদি না ক্ষয়-পাওয়া মানুষগুলির সাথে লড়তে হয়।

আনতোনিয়াস কেইয়াস বলেন : "আমার বাপু গ্রীক ভাস্কর্য ভারী ভালো লাগে। দামেও সস্তা, আর ওপরের রংটা ধুয়ে গেলে দেখতেও চমৎকার হয়। অবশ্যি চারদিকে যা সচরাচর দেখি সেগুলো পুরনো কাজ—তাতে রং টং থাকত না। ওগুলোকে বাগানে রাখলেই চমৎকার হয়। আমি তো তাই রাখি।"

"তাহলে আমাদের বন্ধু ক্রাসসাস সব ধ্বংস করে দেবার আগে স্পার্টাকাসের স্মৃতি-স্তম্ভটা কিনে রাখলেই তো পারতেন।" হেসে সিসেরো বলে।

"স্মৃতিস্তম্ভ ?" হেলেনা জিজ্ঞাসা করে।

"ওগুলি না ভেঙ্গে উপায় ছিল না।" ক্রাসসাস বলে শান্ত ভাবে।

"কি রকম স্মৃতিস্তম্ভ ?"

"আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে', সিসেরো বলে, "স্বয়ং গ্রেকাসই ভাঙবার হুকুমটা সই করেছিলেন।"

গ্রেকাস রাগে গরগর করতে করতে বলে :

"আপনার কি আর ভুল হয় কখনও ! ঠিকই বলেছেন।" তারপর হেলেনাকে বুঝিয়ে বলে :

"ভিসুভিয়াস পাহাড়ের পূবের ঢালু অংশে আগ্নেয়শিলা খোদাই করে দুটো স্মারক তৈরী করিয়েছিল স্পার্টাকাস। আমি দেখিনি ওগুলো। কিন্তু ও দুটো ভেঙ্গে ফেলার হুকুম আমিই দিয়েছিলাম।"

"পারলেন ?" জোরের সঙ্গে বলে হেলেনা।

"না পারার কি আছে ? যদি আবর্জনা দিয়ে একটা কিছু গড়া হয় যা নোংরার প্রতীক—তখন কি করেন ? ধুয়ে ফেলেন না ?"

"কি রকম জিনিস ছিল ওগুলো ?" ক্লডিয়া জিজ্ঞাসা করে।

একটু হেসে, একটু রাগে দুঃখে গ্রেকাস মাথা নাড়ে এই কথা ভেবে যে আলাপ যেখানেই শুরু হোক, ক্রীতদাস আর তাদের নেতাদের প্রেতাত্মার অনধিকার প্রবেশ ঘটবেই।

"আমি তো ওগুলো দেখিনি যা ক্রাস্সাস্ দেখেছেন। ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর।"

ক্রাসসাস বলে ঃ "শিল্পী হিসেবে কোন মতামত দিতে পারব না। কিন্তু যা ওরা পরিকল্পনা করেছিল, মূর্তি দুটো ঠিক সে রকমই হয়েছিল। দুটো প্রতিমূর্তি—একটা হচ্ছে একজন ক্রীতদাসের—প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু, পা ফাঁক করে দাঁড়ানো। হাতে একটা ভাঙ্গা শেকল ঝুলছে, যেন শেকলটা ভেঙ্গে ফেলেছে। এক হাতে একটি শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে আছে, আর এক হাতে একটা স্পেনীয় খর্পর। এই হল একটা। এটা একটা কলোসাস বিশেষ। আমি যতটুকু বুঝি—চমৎকার একটি রচনা। তবে বলেছি তো আমি শিল্পী নই। শিল্প-বিচারের ক্ষমতা আমার নেই। তবে মূর্তিগুলি অতি সাদা-সিধে ভাবে তৈরী। লোকটির এবং বাচ্চাটির গড়ন অতি চমৎকার—ছোটখাট খুঁটিনাটি সব নিখুঁত—শেকলের দরুন হাতে যে কড়া পড়ে, ঘা হয়, সব একেবারে সত্যিকার মতো। মনে আছে গেইয়াস ভানেরিয়া বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গোলামটির মূর্তির শক্ত পেশীওয়ালা দুই কাঁধ আর দুই হাতের ফুলে-ওঠা মোটা মোটা শিরাগুলোর দিকে, ঠিক চাষীদের যেমন থাকে। জানেন নিশ্চয়ই যে বহু গ্রীক ক্রীতদাসদের সঙ্গে যোগ দেয়। গ্রীকরা এ-কাজে ভারী পটু। ছবিটবি এঁকে রাখতে পারেনি, সুযোগ সুবিধা হয়নি আর কি ; নয়তো রং-এর জোগাড় হয়ে ওঠেনি। এথেনস-এ যেসব পুরনো খোদাইয়ের কাজ দেখা যায় তার কতগুলোর কথা আমার

মনে পড়ে ঐগুলো দেখে। বিশেষ করে যে-গুলোর রং উঠে গেছে। ঠিক কথাই বলেছেন কেইয়াস—ভারী সুন্দর দেখতে। সস্তাও।

দ্বিতীয়টা অত উঁচু নয়—ফুট বিশেক হবে। এগুলোর কারিগরিও চমৎকার। মূর্তি তিনটে—তিনজন গ্লেডিয়েটরের। একজন থ্রেশীয়, একজন গল, আর একজন আফ্রিকান। সব থেকে লক্ষণীয় বিষয় হল, আফ্রিকানটিকে কালো পাথর কুঁদে তৈরী করা হয়েছে। অন্য দুটি সাদা পাথর থেকে। আফ্রিকানটি মাঝখানে। এ মূর্তিটা অন্য দুটোর চাইতে কিছুটা উঁচু। কোঁচটা দুই হাতে ধরা। ওর একদিকে থ্রেশীয়—তার হাতে ছোরা। অন্যদিকে তলোয়ার হাতে গল। চমৎকার কাজ। বেশ বোঝা যায় এগুলো লড়াই করা অবস্থার মূর্তি। কারণ সর্বাঙ্গ যেন চিরে কেটে ফালা ফালা। ওদের পেছনে একটি স্ত্রীলোক গর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই বলে, ও নাকি ভেরিনিয়া। ওর এক হাতে একটা তোয়ালে আর অন্যহাতে একটা দু-ধারা কুড়ুল। কিন্তু এটার মানে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

গ্রেক্কাস কোমলভাবে জিজ্ঞাসা করে :

"কি বললেন ? ভেরিনিয়া !"

"ওগুলোকে নষ্ট করে ফেললেন কেন ?" হেলেনা জিজ্ঞাসা করে।

"মূর্তিগুলোকে ওভাবে রাখতে তুমি কি পারতে ?" প্রতি-প্রশ্ন করে গ্রেক্কাস, "পারতে তুমি ? লোকেরা যখন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে বলত—ঐ দেখ গোলামরা কি করেছিল, তখন ?"

"মূর্তিগুলো যদি থাকতই দাঁড়িয়ে আর লোকে আঙুল দিয়ে দেখাত—কি হত রোমের ? অত দুর্বল রোম নয়," হেলেনা বলে।

সিসেরো বলে, "বেশ বলেছেন।"

কিন্তু ক্রাসসাস তখন ভাবছিল একটা দৃশ্যের কথা—তার দশ হাজার বাছাই করা সৈন্য রক্ত-প্লাবিত যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছে—আর ক্রীতদাসের দল, ক্রুদ্ধ সিংহের মতো অগ্রসর হচ্ছে—বিন্দুমাত্রও ঘায়েল হয়নি কেউ।

"ভেরিনিয়ার মূর্তিটা কি রকম দেখতে ছিল ?" গ্রেক্কাস কথার পৃষ্ঠে কথার মতো করে জিজ্ঞাসা করল।

"খুব ভালো করে যেন মনে পড়ছে না। দেখে জার্মানও মনে হতে পারে, গলদেশেরও মনে হতে পারে। লম্বা চুল, ঢিলে গাউন পরা, এইসব আর কি। জার্মান বা গল মেয়েদের মতো চুল বেণী করে বাঁধা। বুকের গড়ন সুন্দর, ভারী চমৎকার, দৃঢ় গড়নের মেয়ে—আজকাল যে-রকম জার্মান মেয়ে নেলাই বাজারে দেখতে পাওয়া যায় আর চাহিদাও খুব বেশী—সেইরকম আর কি। কিন্তু ঠিক কেউই জানে না ও মূর্তি সত্যি সত্যি ভেরিনিয়ার কিনা। স্পার্টাকাসের কোন ব্যাপারই তো আমরা কিছুই প্রায় জানি না। অবশ্যি ওর সম্বন্ধে যে-সব প্রচার

করা হয়েছে—চোখ কান বুজে তা যদি হজম করতে পারো—সে অন্য কথা। সেই পাজি লানিস্তাটা যা বলেছে ঐটুকুই আমি জানি ভেরিনিয়া সম্বন্ধে। তাও সে আর কতটুকু। তবে লোকটার যেন জিভ বেরিয়ে পড়েছিল ভেরিনিয়ার কথা মনে করতে করতে। ওর মুখ দিয়ে যেন লালা ঝরছিল। তার মানে নিশ্চয়ই মেয়েটার চেহারাটা খুব চমকদার ছিল—।"

"ওটাকেও শেষ করে ছাড়লেন?" হেলেনা বলে।

মাথা নাড়ে ক্রাসসাস, বিচলিত সে সহজে হয় না। হেলেনাকে বলে, "আমি তো সৈনিক মাত্র। সেনেটের হুকুম আমাকে মানতেই হবে। লোকের মুখে শুনবে—দাস-যুদ্ধ! ও আর এমন কি? ওতো ছেলে খেলা! লোকের পক্ষে এ ধারণা করা অস্বাভাবিক নয়। কারণ এই ক্রীতদাসদের হাতে আমাদের কি রকম নাজেহাল হতে হয়েছে সেকথা দুনিয়াকে জানালে রোমের লাভ আর কি হবে! কিন্তু আমার প্রিয় সহৃদয় বন্ধু আনতোনিয়াস কেইয়াস-এর বাড়ির এই অপূর্ব ছাদটিতে আপনাদের মতো বন্ধুদের সঙ্গে বসে এই সুন্দর সকালটিতে আমরা আজ পুরনো কাহিনীর কচকচানি না হয় বাদই দি। স্পার্টাকাস রোমকে প্রায় শেষ করে ফেলেছিল। এ তো আর কখনও কেউ পারেনি। এমনভাবে রোমকে আঘাত আর কেউ করতে পারেনি। আমি আমার নিজের ঢাক পেটাতে চাই না। পম্পেই গোলামদের দমন করার কৃতিত্ব নিক। ওদের দমানো এমন আর কি সাংঘাতিক কাজ। কিন্তু কথা হল রাস্তার দুধারে ওই ক্রুশগুলোকে দেখে যদি ভালো না লাগে, তাহলে একবার ভাবুন দেখি আমার কেমন লেগেছিল যখন আমার বাছা বাছা রোমের সৈন্যগুলোর লাশে যুদ্ধক্ষেত্র ঢেকে দিয়েছিল, ঠিক যেন মাঠ জুড়ে গালিচা বিছানো? সুতরাং পাহাড় কুঁদে তৈরী করা গোলামদের ওই মূর্তিগুলো ধ্বংস করতে আমার বিবেকে বাধেনি। বরঞ্চ উল্টো। ওগুলো ধ্বংস করে যেন মনে একটু সান্ত্বনা পেলাম। সব ভেঙ্গে গুড়িয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি—কোন চিহ্ন থাকতে দিইনি। এবং সেভাবেই স্পার্টাকাস ও তার সৈন্যদেরও শেষ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি। এবং ভবিষ্যতে আরও করব যাতে ও স্মৃতিটুকুও কোথাও না থাকে। আমি খুব সাদাসিধে মানুষ, বিশেষ বুদ্ধিটুদ্ধি নেই—তবে ঐটুকু জানি যে পৃথিবীর নিয়ম হচ্ছে একদল শাসন করবে, একদল তাদের গোলামী করবে। দেবতাদেরই এই বিধান। এবং তাই থাকবে।"

ক্রাসসাসের একটা গুণ ছিল এই যে, নিজে সম্পূর্ণ আবেগমুক্ত থেকেও, আবেগের আবহাওয়া তৈরী করতে পারত। তার সুগঠিত, দৃঢ়, সৈনিক-সুলভ মুখাবয়ব ওর বলা কথাগুলোকে আরও জোরদার করল। ও যেন রোম গণতন্ত্রের প্রতীক ব্রঞ্জের বাজপাখিটির একেবারে প্রতিরূপ।

আধ-খোলা চোখের পাতার আড়াল থেকে ক্রাসসাসকে লক্ষ্য করছিল

গ্রেকাস। বসে বসে লক্ষ্য করছিল সবাইকেই···সরু-মুখ, ঠকবাজ সিসেরো, জুলিয়া—বেচারা জুলিয়া, বুকের তলায় গভীর ব্যথা, কিন্তু মুখে কথা নেই—মাঝে মাঝে বড় হাস্যকর আচরণ করে, ওই রয়েছে ক্লডিয়া—মোলায়েম শরীর, পরিতৃপ্ত মন; আনতোনিয়াস কেইয়াস···ক্রাসসাস—প্রতিটি মানুষকে দেখছিল। শুধু দেখছিল না, শুনছিলও—তাদের কথা শুনছিল আর ভাবছিল সেই দিনটির কথা—সেনেট থেকে বেরিয়ে এল গ্রেকাস। ওর পেছন পেছন এল সেনেটের কমিটি। ছয় কোহর্ট সৈন্য পাঠানো হল। ওই তো সবে শুরু। শুরুটা সবাই ভুলে যাবে। ক্রাসসাসের কথা মতো শুরু সারা সবই ভুলবে। যদি না··· কে জানে···হতেও পারে···সারা হয়তো এখনও হয়নি।

গোলামদের দমন করার জন্য সেনেট তক্ষুণি ছয় কোহর্ট নগর রক্ষী-বাহিনী কাপুয়ায় পাঠানো স্থির করে। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বসল গ্রেকাস। কিন্তু তা গ্রাহ্য হয়নি কতকটা ওকে বিনীত হবার শিক্ষা দেবার জন্যই। পরবর্তী ঘটনার আলোয় এই অপমানের কথা গ্রেকাসের মনে হত এক রকম তিক্ততা-মেশানো সন্তোষের সঙ্গে।

নগর রক্ষীবাহিনীর প্রতিটি কোহর্টে পাঁচশ' জন করে সৈন্য থাকত। এদের হাতিয়ার প্রায় লড়িয়ে সৈন্যদের মতোই হত, তবে আর একটু ভালো এবং বেশী দামী। থাকার পক্ষে শহর আরামের জায়গা, তবে ওদিকে হুকুম হলে লড়িয়ে বাহিনীকে পৃথিবীর শেষ প্রান্তেও যেতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর ফেরে না তারা। বিদেশের মাটির কোলেই তারা শেষ শয্যা পাতে। বেঁচে থাকলে ফেরে সেই দশ পনেরো বছর পরে। সামান্য আহার করে সারা দিন মার্চ করে। ঘাম ঝরিয়ে মেহনত করতে হয়—হরেক রকমের রাস্তা বানানো, জঙ্গল কেটে শহর বসানো ইত্যাদি। শহর! বড় বড় শহরের কথা শুধু স্মৃতির ছায়া হয়ে থাকে ওদের মনে।

আর নগর রক্ষীবাহিনী থাকে শহরে; দেশের সেরা পয়দা যা কিছু ওদের ভোগ্য ও ভোজ্য। ওদের জন্য নারী, সুরা আর স্ফূর্তির অঢেল ব্যবস্থা। নগর কোহর্টে একজন সাধারণ সৈনিকেরও রাজনৈতিক মূল্য আছে। এবং ঝরা-টাকার সুড়সুড়ি ওদের হাতের তেলোয় লেগেই আছে। অনেকেরই বিন্-ডিউটির দিন কটোনোর জন্য ভালো ভালো ফ্ল্যাট ভাড়া করা আছে শহরে। অনেকেরই কমসে কম জন ছয় করে বাঁদী আছে। একজন সৈনিক সম্বন্ধে শোনা যায় রোমে একটা বিরাট বাড়িতে তার চোদ্দজন বাঁদী ছিল! তাদের দিয়ে বাচ্চা পয়দা করে, কয়েক বছর খাইয়ে দাইয়ে বাজারে বিক্রী করে তার ফলাও ব্যবসা ছিল। এরকম বহু কাহিনী বাজারে চলতি আছে।

এই নগর কোহর্টদের উর্দিগুলোও চমৎকার। প্রত্যেকটি কোহর্টের অধিনায়করা ছিলেন খানদানী পরিবারের যুবক—যাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির সিঁড়ি চল সামরিক

বৃত্তি। কিন্তু আসলে তারা চায়, থিয়েটর, এরিনা বা অভিজাত রেস্তোরাঁর আশেপাশে—হাঁটা পথের দূরত্বে বেশ জমিয়ে থাকতে। এদের অধিকাংশই কেইয়াসের বন্ধুবান্ধব। এরকম একটা চাকুরী নেবার কথা কেইয়াসের মনেও এসেছে মাঝে মাঝে। কিন্তু ওর স্বভাবের বিশিষ্ট প্রবণতাগুলির সঙ্গে খাপ খায় না বলে সে ইচ্ছা ও ত্যাগ করেছে। পদ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াও, সরকারী সার্বজনীন অনুষ্ঠানগুলিতে কোহর্টদের কুচকাওয়াজ দেখাবার সময় সবাই চাইত সব থেকে ভালো উর্দি-পরা কোহর্টের অধিনায়কত্ব করতে, এ নিয়েও রেষারেষি চলত। যুদ্ধের সৈন্যদের ঘামে-ভেজা চামড়ার পাৎলুনের বদলে শহুরে কোহর্টদের দেওয়া হত সুন্দর রং-এর নরম হরিণের চামড়ার পোষাক। প্রত্যেক দলের পতাকা ছিল আলাদা। শিরস্ত্রাণে পালক ব্যবহার করার অনুমতিও সাধারণতঃ তাদের দেওয়া হত। যে লোহার পাটিটি কাঁধে লাগানো থাকে, এবং নেমে এসে বক্ষআবরণী বর্মের সঙ্গে যুক্ত হয় সেটা প্রায়ই হত সোনা বা রূপা দিয়ে বাঁধানো। কোন কোন কোহর্টের আপাদমস্তক সজ্জা থাকত পেতলের। প্রত্যেকটি দলের জন্য আলাদা বিশিষ্ট হাঁটু পর্যন্ত উঁচু বুট থাকত যার সঙ্গে লাগানো থাকত ছোট ছোট রূপোর ঘন্টি। ব্রোঞ্জের তৈরী পদচ্ছদ পরে মাইলের পর মাইল মার্চ করা কষ্টকর বলে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীগুলি থেকে ঐ রকম পদচ্ছদের ব্যবহার প্রত্যাহৃত হয়েছিল বহুদিন আগেই। কিন্তু অর্ধেকেরও বেশী কোহর্টদের পায়ে পদচ্ছদ শোভা পেত তখনও। প্রতি দলের ঢালের নক্সাও আলাদা ছিল। সারা ইতালীর মধ্যে রোমের নগর বাহিনীর অস্ত্র-বর্মাদি ছিল সবচেয়ে বেশী উন্নত মানের।

এইসব বাহিনীরা যে খারাপ শিক্ষা পেত তা নয়। শিক্ষাকালীন কুচকাওয়াজ ছিল প্রতিদিন নিয়মিত। অতি প্রত্যুষে সারকাস-ম্যাক্সিমাস-এ কুচকাওয়াজ আরম্ভ হত। এটা ছিল একটা খোলা ঘোড়দৌড়ের মাঠ—মারসিয়া উপত্যকার নীচু জমিতে অবস্থিত। একশ সামরিক বাঁশীর আওয়াজের তালে তালে এতগুলো সৈন্যের ড্রিল করা দেখতে ভারী ভালো লাগত। প্রতিদিন সারকাস ময়দানের চারদিকের পাহাড়ী ঢালগুলো ছোট ছোট ছেলে-মেয়েতে ভরে যেত। ওদের হিংসে হত এই কুচকাওয়াজ দেখে; আনন্দও হত।

এসব তো গেল। আসল কথা হল, এতসব সত্ত্বেও এরা লড়াইয়ের সৈন্য নয়। বেকার, উপোসী, মরীয়া জনতাকে দাবানো বা অলিতে গলিতে রাজনৈতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ওপর লাঠিবাজী করা এক ব্যাপার। আর স্পেনীয়, জার্মান, গল, থ্রেশীয়, ইহুদী বা আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে লড়া সম্পূর্ণ আর এক জিনিস। তবুও এ তো মুষ্টিমেয় কয়েকজন গোলামের বিদ্রোহ।

কিন্তু যত দোষত্রুটিই থাকুক, ছ'টা নগর কোহর্টে সাড়ে তিন হাজারের বেশী সৈন্যই ছিল—গ্রেকাসও তা কতকটা স্বীকার করে; যদিও নীতি হিসেবে সে

চায়নি যে এরা নগর-সীমা অতিক্রম করে একদিনের বেশী দূরের পথ যায়। কিন্তু সবসুদ্ধ মোট সাতাশটা কোহর্ট ছিল এবং গ্রেকাসেরও বিশ্বাস ছিল এদের দ্বারা কার্যোদ্ধার হবে। তবু ওর বিরোধিতার কারণ হল ওর ভয় যে এই কোহর্টগুলি রাজনীতি-ঘেঁসা এবং গ্রাম্য কৃষকশ্রেণীর নয় এই সৈন্যরা। এরা শহুরে। জন্ম-কর্ম এদের শহরে। এরা কর্মহীন, বিবেকহীন ভ্রষ্ট চরিত্রের কতগুলি মানুষ। রোমের পরগাছা সমাজের আবর্জনা; এদের আশা নেই, ভরসা নেই। যে ক্রীতদাস ব্যবস্থায় বর্তমান সমাজের কাঠামো তৈরী সেই অসংখ্য ক্রীতদাসের দুনিয়া এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন শাসকের দুনিয়া—এই দুই দুনিয়ার মাঝখানে যে নরকটা আছে এরা সেখানকার জীব। এদের সংখ্যা রোমের মেহনতী মানুষের অর্থাৎ দোকানদার, মিস্ত্রী, মজুর, কারিগর প্রভৃতি—যাদের সংখ্যা ক্রমঃক্ষীয়মান, তাদের চেয়ে অনেক বেশী। এরা হয় রাস্তায় নয় এরিনাতে ঘুরে ঘুরে দিন কাটায়; পেট ভরায় সরকারী খয়রাতি দানে; এরা জুয়া খেলে, রেসের ঘোড়ার ওপর বাজী রাখে, নির্বাচনের সময় নিজেদের ভোট বিক্রী করে, নিজের নবজাত সন্তানকে গলা টিপে মারে পালনের দায়িত্ব এড়াবার জন্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্নানাগারে কাটায় আর বহুতল সস্তা ভাড়া বাড়ির একটা নোংরা ফ্ল্যাটে থাকে। আর এরাই নগর রক্ষীদলে গিয়ে জোটে।

যেদিন সেনেট কাপুয়াতে সৈন্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার পরের দিনই ছয় কোহর্ট সৈন্য ভোর বেলা রওনা হয়ে যায়। তরুণ সেনেটর ভেরিনিয়াস গ্লেব্রাস হন এদের অধিনায়ক। তাকে প্রতিনিধিত্বের প্রতীকটি অর্পণ করে সরাসরি সেনেটের প্রতিনিধি করে পাঠানো হল। রোমে সুদীর্ঘ সামরিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির অভাব ছিল না। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে ক্ষমতার অন্তর্দ্বন্দ্বে রোম ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং নিজেদের রক্তের বাইরে কারো হাতে সামরিক শক্তি তুলে দেওয়া সম্বন্ধে এঁরা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। ভেরিনিয়াস গ্লেব্রাস অহংকারী, সেই সঙ্গে একটু নির্বোধও বটে, কিন্তু রাজনীতির দিক থেকে নির্ভরযোগ্য।

ঐ সময় ওর বয়স ছিল উনচল্লিশ বছর। মায়ের দিক দিয়ে পারিবারিক বৃত্ত ছিল উত্তম। অনুচিত রকমের কোন উচ্চাশা ওর ছিল না। গৌরব অর্জনের যথেষ্ট সুযোগ থাকবে অথচ অনিশ্চয়তা থাকবে না বলে বর্তমান পদটি পরিবারে অভিনন্দিত হল। সেনেটের গরিষ্ঠ অংশ গ্লেব্রাসের মনোনয়নের মাধ্যমে অভিজাত মহলের একটা পুরো অংশকে স্বপক্ষে এনে, নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করার প্রয়াস পেল। এর অধীনস্থ অফিসাররা তাদের যথাকর্তব্য করবেন সামরিক নিয়মে। প্রয়োজন হলে ক্ষেত্র-বিশেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও দেওয়া হল, এবং সে সম্পর্কে সতর্কও বিশদ উপদেশ দেওয়া হল। ওকে কাপুয়ায় সৈন্য পরিচালনা করতে হবে সামরিক গতিতে অর্থাৎ দৈনিক বিশ মাইল এবং এপ্পিয়ান সরণী

দিয়েই যেতে হবে—যার মানে হল খাদ্য পানীয় ইত্যাদি যাবে মালবাহী গাড়িতে। যুদ্ধের সাধারণ সৈনিকদের এগুলি পিঠে বেঁধে নিয়ে যেতে হয়। ওদের ছাউনি ফেলতে হবে কাপুয়ার নগর-প্রাচীরের বাইরে এবং একটি দিনমাত্র শহরে থাকবে বিদ্রোহের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করার এবং বিদ্রোহ দমনের উপায় নির্ধারণের জন্য। একদিনের বেশী সেখানে থাকবে না। তারপরে ওর পরিকল্পনা জানাবে সেনেটকে, কিন্তু তাদের পুনরাদেশের প্রতীক্ষা না করে পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে যাবে। যেমন উচিত বুঝবে, গোলামদের সঙ্গে সেভাবেই ব্যবহার করবে, কিন্তু সর্দারগুলোকে পাকড়াবার যেন সর্বরকম চেষ্টা করা হয়। ওগুলোকে এবং আরো যত লোক ধরতে পারা যায় সবাইকে যেন রোমে পাঠানো হয়। তাদের প্রকাশ্য সাজা দেওয়া হবে। যদি স্থানীয় কাউন্সিল ওখানেই প্রতিটি শাস্তির ব্যবস্থা চান তবে কাপুয়ার বাইরে দশজন গোলামকে ক্রুশে চড়াবার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হল। অবশ্য যদি ঐ দশজন ধৃত গোলামদের অর্ধেকের কম হয় সংখ্যায়। সেনেটের পরিষ্কার আদেশ বলে সম্পত্তি, জায়গা ইত্যাদির ওপর দাসদের সর্বপ্রকার অধিকার বাজেয়াপ্ত করা হল; তাদের সমস্ত বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি সেনেটের অধিকারে আসবে। ভেরিনিয়াসকে বলা হল কোন সম্পত্তির ওপর কারো কোন দাবী গ্রাহ্য হবে না। অবশ্য দাবী সম্বন্ধে মামলা পেশ করা চলবে এবং তার নোটিশগুলো নিয়ে দাবী বিচার সম্পর্কিত কমিটি বরাবর সেগুলো যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বিদ্রোহের নেতা কে? সে সম্বন্ধে কোনও রকম সংবাদ তখনও পর্যন্ত রোমে পৌঁছায়নি। স্পার্টাকাসের নাম তখনও কেউ শোনেনি বা কাপুয়ার গোলমালটা যে বাধল কি করে তাও কেউ জানে না। ভোর না হতেই নগর-কোহর্ট কুচকাওয়াজের জন্য জড় হল। কিন্তু কোন কোহর্টের অবস্থান কোথায় হবে তা নিয়ে মতদ্বৈধ হওয়ায় মার্চ শুরু হতে দেরী হল। সূর্য অনেক দূর ওঠে গেল মার্চ শুরু হতে হতে। মন-মাতানো সামরিক ভেরী আর তূর্যের সঙ্গীত সারা শহরকে মাতিয়ে তুলল। এরা যখন নগরের গেটের কাছে এসে পৌঁছল ওদের দেখবার জন্য গেটের কাছে প্রচণ্ড ভিড় জমে গেছে।

খুবই ভালো করে এসব মনে আছে গ্রেকাসের। ও এবং আরো দুজন সেনেটর গেটে জমায়েত ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়াল। মনে পড়ছে সেই অপূর্ব, অতি অপূর্ব দৃশ্য—মার্চ করে চলেছে একের পর এক কোহর্ট; ব্যাণ্ড বাজছে, পতাকা উড়ছে, পতাকা দণ্ডগুলি এদিক ওদিক হেলছে, যেতে যেতে পালক লাগানো হেলমেট নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছে সৈন্যরা। উজ্জ্বল ঝলমলে পেতলের বক্ষাবরণ আঁটা, চমৎকার সাদা ঘোড়ার সাওয়ার, হাত নেড়ে জনতার অভিনন্দনের প্রত্যভিনন্দন জানাচ্ছে জানাতে সৈন্যদলের পুরোভাগে চলেছে ভেরিনিয়াস। সুশিক্ষিত সৈন্যদের কুচকাওয়াজের মতো অমন মন মাতানো দৃশ্য বোধহয় পৃথিবীতে আর নেই।

যাই হোক, সেনেট শুনল স্পার্টাকাসের নাম। ওর মনে পড়ছে সেই প্রথম মুহূর্তটি যখন সে স্প্যার্টাকাস নামটা শুনল। বোধহয় সেই প্রথমবার ঐ নামটা রোমে জোরে উচ্চারিত হল। কাপুয়া থেকে দ্রুত ডাক মারফৎ যে প্রথম রিপোর্টটি ভেরিনিয়াস রোমে সেনেটের কাছে পাঠায়—তাতে ঐ সম্বন্ধে কিছুটা মন্তব্য থাকলেও কোন গুরুত্ব ছিল না। ভেরিনিয়াসের এই প্রতিবেদনটি বিশেষ কোন চাঞ্চল্যকর দলিল ছিল না। গতানুগতিক ভাবে আরম্ভ করা মহামহিম সেনেট বরাবর ইত্যাদি। তাতে ছিল রোম থেকে কাপুয়া যাবার পথে ছোট-খাট যে দু-চারটা ঘটনা ঘটেছে তার বিবরণ এবং কাপুয়া থেকে যে খবরাখবর সংগ্রহ করা গিয়েছিল তা। এই মার্চ করে যাওয়া সম্পর্কে বিশেষ খবর হল যে তিন কোহর্ট সৈন্য পায়ে তামার পাতের পদত্রাণ পরেছিল তাতে পায়ের ওপর ঘা হয়ে খুব কষ্ট পাচ্ছে তারা। ভেরিনিয়াস সৈন্যদের এই ধাতুর পদত্রাণ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করেছে। এবং ঠিক হল যে একটা ওয়াগন জিনিসগুলি রোমে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু কোহর্ট অধিনায়করা চিন্তিত হলেন যে এতে তাদের কোহর্টগুলির ইজ্জত ক্ষুণ্ণ হবে এবং সৈন্যদের পক্ষেও এ অপমানজনক। তাদের বক্তব্য হল এই নিয়ে অত বাড়াবাড়ি করবারই বা কি আছে। একটু মলম-টলম লাগালেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সুতরাং ভেরিনিয়াসকে তার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করতে হল। ফলে প্রায় একশ' সৈন্যকে কাজের অযোগ্য বলে কাপুয়ার রেখে যেতে হয়। আরো কয়েকশ' সৈন্য চলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। কিন্তু তবু ধরে নেওয়া হয় যে গোলামদের বিরুদ্ধে অভিযানে এরা ঠিকই সামিল হবে।

'অভিযান' কথাটা কানে আসতেই গ্রেকাসের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল।

ভেরিনিয়াস পড়ে গেল দোটানায়। বিদ্রোহের সত্য খবর এমন বিশেষ কিছু নয়—ও সেনেটকে তাই জানাবে, না ভবিষ্যৎ আত্মোন্নতির পথ সহজ করার জন্য খুব ফলাও রিপোর্ট দেবে। ওর রিপোর্টে বিদ্রোহের পটভূমিকা সম্পর্কে বাতিয়াতাসের একটা নিবৃত্তির উল্লেখ করে লিখল যে—"মনে করা হচ্ছে যে কে একজন স্পার্টাকাস—জাতিতে থ্রেশীয় এবং ক্রিকসাস নামে গল দেশীয় আর একজন এই বিদ্রোহের নেতা। এরা দুজনেই গ্লেডিয়েটর।" কিন্তু কতজন গ্লেডিয়েটর এই বিদ্রোহের ব্যাপারে যুক্ত ছিল রিপোর্ট থেকে সে-বিষয়ে কিছুই জানা গেল না। ভেরিনিয়াস তিনটি আলাদা আলাদা আবাদ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে লিখল। আরো লিখল ঐ আবাদগুলির গোলামেরা শেষ পর্যন্ত প্রভু ভক্তই ছিল—কিন্তু তাদের হত্যার ভয় দেখিয়ে বিদ্রোহে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। যারা যোগ দিতে অস্বীকার করে তাদের তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হয়।

মাথা নাড়ে গ্রেকাস—এছাড়া কি আর লেখা যায়!

দুজন জমিদার কাপুয়াতে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলে পথেই ম্যেডিয়েটরদের হাতে ধরা পড়ে। তাদের হত্যা করা হয় এবং তাদের দাসদের বিদ্রোহী পক্ষে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। এছাড়া বহু অসন্তুষ্ট দাসের দল বিদ্রোহী পক্ষে যোগ দেবার জন্য পালিয়ে যায়। দাসদের দ্বারা সংঘটিত বহু বর্বরতা ও অমানুষিক অত্যাচারের লম্বা তালিকা সংযুক্ত ছিল ভেরিনিয়াসের বিবরণীতে। তিনজন সাক্ষীর আলাদা আলাদা জবানবন্দীও সংযুক্ত ছিল। এইসব জবান-বন্দীতে বিদ্রোহীদের আরো অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ ছিল।

বিবরণীর উপসংহারে ছিল যে বিদ্রোহীরা তাদের প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করেছে ভিসুভিয়াস পর্বতের ধারে জঙ্গলাকীর্ণ একটা পাথুরে অঞ্চলে। এবং কালবিলম্ব না করে গ্রেকাস অভিযান শুরু করবে এবং মহামান্য সেনেটের ইচ্ছা তাদের ওপর কার্যকরী করবে।

রিপোর্ট সেনেটের হস্তগত হলে তাঁরা তা সমর্থন করলেন। সেনেটের সভায় একটি প্রস্তাব পেশ ও পাশ করা হল যে, যে জন আশী পলাতক ক্রীতদাসকে গ্রেপ্তার করে খনিতে পাঠাবার জন্য রাখা হয়েছে তাদের ওপর প্রতীকী শাস্তি আরোপ করা হোক, যাতে শহরের অন্য গোলামেরা এ দেখে শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং সতর্ক হতে পারে। অতএব সেইদিনই সার্কাস ম্যাক্সিমাসে ঘোড়দৌড়ের মাঝখানের বিরতির সময় দুর্ভাগা মানুষগুলোকে ক্রুশে ঝোলানো হল। ওরা তো ক্রুশে ঝুলল। আর এদিকে এরিস্টোনস নামে সর্বজন প্রিয় চমৎকার গারথিঅন ঘোড়াটি অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে গেল নিউরিয়া থেকে আনা কেরস নাম্নী ঘুড়ীর কাছে; এবং পথে বসিয়ে দিয়ে গেল রোমের রেস জগতের বহু বহু নায়ককে। দু'দিন পর্যন্ত ভেরিনিয়াস বা নগর-কোহর্টদের কোন খবরই পাওয়া গেল না। দুদিন পরে একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট এসে পৌঁছল। তা থেকে শুধু এটুকু জানা গেল যে নগর কোহর্টগুলি দাসদের হাতে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছে। রিপোর্টটি অতি সংক্ষিপ্ত এবং খবরটির সমর্থক কোন ঘটনারও উল্লেখ নেই। এরপর চব্বিশ ঘন্টা সেনেট এবং সমগ্র শহর পরবর্তী খবরের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইল। সবার মুখে দাস-বিদ্রোহের কথা—কিন্তু কেউই জানে না ব্যাপারটা কি। যাই হোক সমগ্র শহরের ওপর আতংকের ছায়া নামল।

সেনেটের পূর্ণ অধিবেশন বসল। গোপন অধিবেশন—বন্ধ কক্ষের বাইরে প্রতীক্ষমান জনতার ভিড় বেড়েই চলল। প্লাৎসায় তিল ধারণের স্থান নেই—প্লাৎসা অভিমুখী রাস্তাগুলি ভিড়ের চাপে বন্ধ। চারদিকে নানারকম গুজব। কিন্তু নগর কোহর্টগুলি সম্পর্কে সত্য খবর পৌঁছে গেছে সেনেটের কাছে ইতিমধ্যে।

মাত্র দু'এক খানি চেয়ারই খালি ছিল। অধিবেশনটির কথা মনে পড়ল গ্রেকাসের। ওর মতে সেনেটের আপৎকালীন অথবা কোন দুঃসংবাদের আলোচনার জন্য আহূত অধিবেশনই জমে ভালো। বয়োবৃদ্ধরা নীরবে বসে আছেন টোগা জড়িয়ে, চোখের দৃষ্টি প্রাজ্ঞ, নিরাতঙ্ক এবং নিরুদ্বেগ। তরুণদের মুখ কঠিন ও ক্রুদ্ধ। কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও সকলেই রোমান সেনেটের মর্যাদা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেকাস তার অসূয়ক মনোভাব ঝেড়ে ফেলতে সমর্থ হল। সে এখানকার প্রত্যেককে চেনে। জানে কি সস্তায় এবং নোংরা উপায়ে এরা এখানকার আসনগুলি ক্রয় করেছে। এবং রাজনীতির কত নোংরা খেলা খেলেছে। প্রত্যেকের বাড়ির পেছনে জঘন্য যে গভীর অন্ধ-কূপ আছে তার প্রতিটির চেহারা ওর নখাগ্রে। তবু এদেরই পংক্তিতে স্থান পেয়ে কি তার গর্ব এবং কত তার উল্লাস।

এখন আর সে নিজের ব্যক্তিগত জয়ে উল্লসিত হতে পারল না। কারণ সেনেট যে-পরিস্থিতির সম্মুখীন, তা থেকে ওর ব্যক্তিগত হার জিতকে আলাদা করা যায় না। অতএব গ্রেকাস সমীক্ষক-সেনেটরের পদে মনোনীত হল এবং নিজের ক্ষুদ্র জয়ের আনন্দকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সকলের দুঃখকে হাত পেতে তুলে নিল। সে সেনেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে—একজন রোমান সৈনিকের মুখোমুখি। কাপুয়া থেকে ফিরে এসেছে রোমান সৈনিকটি—রোমের ঝুপসি গলিতে যার জন্ম, ঝুপসি অলিগলিতে যে বড় হয়েছে, জীবনে ওর এই প্রথম সুযোগ মহামান্য সেনেটের সামনে দাঁড়াবার। শীর্ণ মুখ, কালো চোখ, ভীত সংকুচিত দৃষ্টি, একটা চোখ কোঁচকানো, জিভটা চঞ্চলভাবে বারে বারে ঠোঁট চাটছে; হাতিয়ারহীন, কিন্তু বর্ম-পরা। সেনেটের সামনে উপস্থিত হবার রীতি-অনুযায়ী কামানো মুখ, গা-হাত-পা কিছুটা ধোয়া মোছা—একটা বাহুতে রক্তে ভেজা ব্যাণ্ডেজ। অত্যন্ত ক্লান্ত সে। অন্য কেউ যা করত না, গ্রেকাস তাই করে বসল। একজন পরিচারককে দিয়ে সুরা আনিয়ে সৈন্যটির পাশে একটা ছোট টেবিলের ওপর রাখিয়ে দিল। লোকটা অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ুক তা চায় না গ্রেকাস; তাতে সুবিধা হবে না বিশেষ। সৈন্যটির হাতে সেনেটের প্রতীক চিহ্ন হাতির দাঁতের ছোট একটি দণ্ড—যা অভিযানকারী সম্পূর্ণ একটি বাহিনীর চাইতে বেশী শক্তি ধরে—সেনেটের সামরিক শক্তি, শাসন ক্ষমতা ও শক্তির প্রতীক এই দণ্ড।

গ্রেকাস আরম্ভ করে :

"ওটা বরঞ্চ আমাকে দিন।"

প্রথমটায় সৈনিক যেন বুঝতে পারল না। গ্রেক্কাস ওর হাত থেকে দণ্ডটি নিয়ে বেদীর ওপর রেখে দিল। সৈনিকের গলা যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। হৃৎপিণ্ডকে ঘিরে কিসের একটা তীব্র ব্যথা। মানুষের স্বরূপ যা তাতে মানুষের ওপর ঘৃণা হতে পারে। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র দণ্ডটির ওপর কোন বিদ্বেষ নেই ওর। জীবনের সমস্ত শক্তি, মর্যাদা ও গৌরবের প্রতীক ওই ক্ষুদ্র দণ্ডটি, যা মাত্র কয়েকদিন আগে ভেরিনিয়াসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

এবারে গ্রেক্কাস সৈনিকটিকে জিজ্ঞাসা করে :

"প্রথমে বলুন, আপনার নাম কি।"

"আরালাস পোরথাস।"

"পোরথাস ?"

"আরালাস পোরথাস", আর একবার বলে সৈনিক।

একজন সেনেটর কানের পেছনে হাত দিয়ে বলে :

"জোরে, আর একটু জোরে। শুনতে পাচ্ছি না।"

"খুলে বলুন", গ্রেক্কাস বলে, "এখানে আপনার কোন ভয় নেই। আপনি রয়েছেন সেনেটের পবিত্র কক্ষে। অমর দেবতাদের দোহাই সমস্ত বিবরণ খুলে বলুন। বলুন।"

সৈনিক মাথা নাড়ে।

"আর একটু খেয়ে নিন," গ্রেক্কাস বলে।

প্রতিটি মুখের দিকে তাকায় সৈনিক—সারি সারি সাদা পোশাক পরা ভাবলেশহীন কতগুলি মানুষ—পাথরের কতগুলি মূর্তি যেন বসে আছে তাদের প্রস্তরাসনে। কম্পিত হাতে গ্লাসটা তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে গিলে ফেলে ঠোঁট চাটতে থাকে।

"আপনার বয়স ?" গ্রেক্কাস জিজ্ঞাসা করে।

"পঁচিশ বছর।"

"জন্ম কোথায় ?"

"এইখানেই, শহরে।"

"কোন পেশা আছে ?"

মাথা নাড়ে লোকটি।

"প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। অন্ততঃ হাঁ বা না করে হলেও। যদি খুঁটিনাটি সব পুরো বলতে পারেন, তাই করবেন।"

"না যুদ্ধ ছাড়া আমার কোন পেশা নেই।" সৈনিকটি বলে।

"আপনার বাহিনীর নাম কি ?"

"তৃতীয় কোহর্ট।"

"এই কোহর্টে কতদিন হল আপনি আছেন ?"

"দু বছর—দু মাস।"

"তার আগে।"

"সরকারী খয়রাতি দান পেতাম।"

"এই তৃতীয় কোহর্টে আপনাদের অধিনায়ক কে ছিল ?

"সিলভিয়াস কেইয়াস সালভারিয়াস।"

"এবং যে একশ'র উপদলে আপনি ছিলেন তার অধিনায়ক ?"

"মারিয়াস গ্রেকাস আলভিও।"

"বেশ বেশ, আরালাস পোরথাস। এখন বলুন, আপনার কোহর্ট এবং আরো পাঁচটি কোহর্ট কাপুয়া থেকে দক্ষিণে মার্চ করে যাবার পরে ঠিক ঠিক যা ঘটেছিল, আনুপূর্বিক সব আমাকে এবং এখানে সমবেত এই মহামান্য সেনেটরদের বলুন। স্পষ্টভাবে সোজাসুজি বলুন। যা বলবেন তার কিছুই আপনার বিরুদ্ধে যাবে না। এই পবিত্র সেনেট কক্ষে যতক্ষণ আছেন আপনার কোন ভয় নেই।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সৈনিকটির পক্ষে সুস্থ সংলগ্নভাবে কিছু বলা সম্ভব হল না। এই ঘটনার অনেক বছর পর কোন এক বসন্ত প্রভাতে ভিলা সালারিয়ার মনোরম ছাদটিতে বসে মনে পড়ে গেল সেদিনকার সেই ভয়াবহ স্মৃতি। সৈনিকের কথা শুনে, তার দেওয়া বর্ণনার চাইতেও স্পষ্ট ও ভয়ংকর যে-অশুভের ছবি ভেসে উঠেছিল সেদিন গ্রেকাসের চোখের সামনে ভেরিনিয়াস গ্লেব্রাসের অধিনায়কত্বে যে বাহিনী কাপুয়া থেকে দক্ষিণমুখী অভিযানে বেরিয়েছিল তারা যে খুব খুশ-দিল আর খুশ-মেজাজে ছিল তা নয়। অস্বাভাবিক গরম পড়ে গিয়েছিল। নগররক্ষী কোহর্টগুলির অনবরত চলা অভ্যাস নেই। ফলে তাদের খুবই কষ্ট হচ্ছিল। সাধারণ লড়িয়ে সৈনিকের চেয়ে পাউণ্ড বিশেক বোঝা ওদের প্রত্যেককে কম বইতে হচ্ছিল বটে। কিন্তু শিরস্ত্রাণ, বর্ম, তলোয়ার, ঢাল, বর্শা ইত্যাদির ওজন তো নেহাৎ কম নয়। এগুলো তো বইতে হচ্ছিলই উপরন্তু তেতে ওঠা ধাতুর জিনিষগুলি গরম হয়ে উঠলে—ওগুলির ধারের ঘসটানি লেগে লেগে ঘা হয়ে গেল নানা জায়গায়। তারপর আরো দেখা গেল যে নরম সুন্দর বুটগুলো পরে ওরা সার্কাস ম্যাক্সিমাসে কুচকাওয়াজ অভ্যাস করত, এবং কদম কদম করে এ মাথা থেকে ও মাথা যাওয়া-আসার সময় যেগুলো অত চমৎকার দেখাত এবং সত্যি গর্ব করার মতো জিনিষ ছিল—সেগুলো লড়াইয়ের ময়দানে বা পথ চলায় তেমন সুবিধার হল না। তাছাড়া বিকেলের দিকে বৃষ্টি বাদল হলে ওরা ভেজে আর সন্ধ্যে নাগাদ ওদের মেজাজ বিগড়ায়।

গ্রেকাস মনে মনে ছবিটা বেশ দেখতে পায়—সৈন্যদের লম্বা লাইন এপ্পিয়ান

সরণী ছেড়ে একটা গরুর গাড়ি চলার সরু পথে গিয়ে পড়ল। রাস্তাটা নোংরা, ধূলো-ভরা। সৈন্যরা কোন মতে যেন নিজেদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে। ওদের ধাতব-শিরস্ত্রাণের সঙ্গে ওপরকার ভেজা পালকগুলি সেঁটে গেছে। এত ক্লান্ত ওরা যে বিরক্তি জানাবার ভাষাও স্তব্ধ হয়ে গেছে। ঐ সময়ই ক্ষেতে কর্মরত তিনজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক মোট চারজন গোলামকে ওরা ধরে হত্যা করে।

"ওদের মারা হল কেন?" জিজ্ঞাসা করে গ্রেকাস।

"আমাদের মনে হয়েছিল ঐ অঞ্চলের সব গোলামই আমাদের বিরুদ্ধে।"

"তাই যদি হবে, তাহলে ওরা পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে নেমে এল কেন? সৈন্যদের মার্চ করা দেখতে?"

"তা জানি না। দ্বিতীয় কোহর্টরা মেরেছে ওদের। সৈন্যরা লাইন ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে মেয়েটাকে ধরে। পুরুষগুলো মেয়েটাকে সাহায্য করতে এলে ওদের বর্শা দিয়ে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দেওয়া হয়। ঠিক এক মিনিটের ব্যাপার। লোকগুলো তক্ষুণি মরে যায়। আমি যখন ওখানে গেলাম—"

"তার মানে আপনি যে দলে ছিলেন, সে দলও লাইন ভাঙ্গে?" গ্রেকাস দাবীর সুরে প্রশ্ন করে।

"আজ্ঞে! গোটা বাহিনীটাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ঘটনাস্থলের কাছাকাছি যারা যেতে পেরেছিল, আমরা তাদের চারদিকে ভিড় করতে লাগলাম। ওরা মেয়েটার পোশাক টান মেরে খুলে ফেলল। তারপর একেবারে উলঙ্গ করে পা ফাঁক করে মাটির ওপর চিৎ করে ফেলে একের পর এক···—"

"থাক আর বেশী বলতে হবে না। অফিসাররা বাধা দেননি?"

"আজ্ঞে, না স্যার।"

"আপনি বলতে চান ওরা অবাধে এইসব চলতে দিল?" কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সৈনিক।

"আমার হুকুম—সত্য কথা বলুন। সত্য কথা বলতে ভয় পাবার আপনার কোন কারণ নেই।"

"অফিসাররা বাধা দেননি।"

"মেয়েটা মরল কি করে?"

"ওরা ওর ওপর যে অত্যাচার করছিল তাতেই," খুব মৃদু স্বরে বলল সৈনিক। সেনেটররা ওকে বলবার জন্য তাগিদ দিতে লাগলেন, লোকটার গলা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

তারপর ও বলে গেল—কি করে সে রাত্তিরের মতো ছাউনি ফেলা হল। দুটো কোহর্ট তাঁবুও খাটায়নি। বেশ গরম ছিল রাতটা। সবাই মাঠেই শুয়ে পড়ল।

"আপনাদের অধিনায়ক কি বেশ মজবুত সুরক্ষিত ছাউনি তৈরী করতে

চেষ্টা করেছিলেন? আপনি জানেন কিছু?"

রোমান সামরিক বিভাগের এটা গর্বের বিষয় যে রাতে কোথাও ছাউনি ফেলতে হলে—কাঠের বা মাটির প্রাকার দিয়ে ঘিরে পরিখা, শক্ত খুঁটি ইত্যাদি দিয়ে সুরক্ষিত দুর্গ যা বলতে গেলে একটা শহরের মতো হয়—না করে কোন রোমান বাহিনী কখনও রাতের ছাউনি ফেলে না।

"সবাই বলাবলি করছিল, ওটুকুই জানি।"

"তাই বলুন।"

"ওরা বলছিল যে ভেরিনিয়াস গ্লেব্রাস তাই চেয়েছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন বাহিনীর অধিনায়করা বাধা দেন। আবো শুনলাম—যদি বা মত হল, আমাদের সঙ্গে কোন ইঞ্জিনিয়র ছিল না, তাছাড়া কোন কিছুই ঠিক মতো বুঝে সুঝে পরিকল্পনা হয়নি। ওরা বলছিল মহানুভব—"

"নির্ভয়ে বলুন যা শুনেছেন।"

"আজ্ঞে, ওরা বলছিল—যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার কোন মানেই হয় না। কিন্তু অফিসাররা বলছিলেন—মাত্র তো কয়েকজন গোলাম—তাদের জন্য আবার ভয় কিসের? সন্ধ্যে প্রায় উৎরে গেছে তখন। ওদের বলাবলি করতে শুনলাম যে ভেরিনিয়াস গ্লেব্রাসের যদি সেরকম মজবুত ছাউনি ফেলবারই ইচ্ছা ছিল, তবে আমাদের দিয়ে সন্ধ্যে পর্যন্ত মার্চ করালেন কেন। সৈন্যরাও তাই বলছিল। গোটা পথটার মধ্যে এই অংশের মার্চটাই সবচেয়ে কষ্টকর হয়েছিল। তার কারণ হচ্ছে এত ধুলো! রাস্তাটায় যে ধুলোর চোটে আমাদেরই নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। তার ওপরে মুষলধারে বৃষ্টি। সবাই বলছিল, অফিসারদের আর কি? ওঁরা তো দিব্যি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। এদিকে আমরা মরছি হেঁটে। কিন্তু আমাদের বলা হল, আমাদের মালপত্র যখন গরুর গাড়িতে যাচ্ছে তখন যতটা পারা যায়, আমাদের চলতে হবে।"

"আপনি তখন কোথায় ছিলেন?"

"পাহাড়ের কাছে—"

বেশ মনে পড়ছে আরো ভালো করে মনে পড়ছে—ওই ভয়ে অস্থির চিন্তাশক্তিহীন সেপাইটার সাদা মাটা জবানবন্দীতে যে-ছবি ফুটে উঠেছিল, তার থেকে আরো অনেক ভালো করে, অনেক স্পষ্ট করে মনে পড়ছে। এবং এইসব ঘটনার কতগুলি ছবি এত ভালো করে মনে আছে গ্রেকাসের—যেন নিজের চোখে সব দেখেছে ও। সেই ধুলো-ভরা রাস্তাটা ক্রমে সংকীর্ণ হয়ে এল—এবং শেষ পর্যন্ত এত সরু হয়ে গেল যে কোন মতে একটা গরুর গাড়ি চলতে পারে। ক্রমশঃ বড় বড় আবাদগুলির সবুজ ক্ষেতখামার আর পশুচারণ মাঠগুলি শেষ হয়ে এল। দেখা যেতে লাগল ঘন-অরণ্যানী আর আগ্নেয়গিরির মুখ-গহ্বরের কাছে যা দেখা যায়—ছাড়া ছাড়া সজীহীন আগ্নেয়শিলার স্তূপ। এবং

সর্বোপরি ভিসুভিয়াসের ধ্যান-গম্ভীর বিশাল রাজকীয় মর্যাদার রূপ। ছটা কোহর্টের লাইনই এক মাইলের ওপরে লম্বা। মাল-বোঝাই গরুর গাড়িগুলি পড়ে আছে কোন্ পেছনে। লোকগুলি সব বিক্ষুব্ধ, ক্লান্ত। আর তাদের ঠিক সামনেই সেই বিশাল পর্বতশ্রেণী। নীচের দিকে সামান্য একটু খোলা মাঠ, পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ছোট্ট একটি জলধারা—কোমল ঘাসে ঢাকা মাঠটি-- ডেইজি আর বাটারকাপ ফুলে ছাওয়া। রাতের অন্ধকার নেমে আসছে তখন।

ছাউনি পড়ল এখানেই। ছাউনিকে সুরক্ষিত করার প্রশ্নে ভেরিনিয়াসকে অন্যান্য অফিসারদের কথা মেনে নিতে হল। এ সবই যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে গ্রেকাস। দলীয় অধিনায়কগণ বোঝায়—ওদের অধীনে তিন হাজারের বেশী সৈন্য রয়েছে—বহু অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। তাছাড়া আক্রান্ত হবার সম্ভাবনাই বা কোথায়? আর হলেও ভয় কিসের? বিদ্রোহের প্রথম অবস্থাতেই গ্লেডিয়েটরদের সংখ্যা শ' দুই-র মতো ছিল। অনেকগুলো তো এর মধ্যে মারাও পড়েছে। সৈন্যরা সব ক্লান্ত। অনেকে এরই মধ্যে মাঠে শুয়ে পড়েছে এবং পড়া মাত্রই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কয়েকটা কোহর্ট অবশ্য চেষ্টা করল নিয়ম মাফিক তাঁবু খাটানো, সৈন্য চলাচলের রাস্তা প্রভৃতি তৈরীর কাজ সুশৃংখলভাবে করতে। বেশীর ভাগ কোহর্টই রান্নার জন্য আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু গরুর গাড়িগুলিতে প্রচুর রসদ বোঝাই আছে—সেজন্য আবার অনেকেই সে চেষ্টাও ছেড়ে দিল। পর্বতের ছায়ায় ফেলা এই সেই ছাউনির ছবি। ভেরিনিয়াস ছাউনির ঠিক মাঝখানে তার তাঁবু খাটালেন। এবং বাহিনীর পতাকা এবং সেনেটের প্রতীক পতাকা সন্নিবেশিত হল। কাপুয়ার লোকেরা ঝুড়ি ঝুড়ি চমৎকার রান্না করা নানারকমের খাবার ওদের সঙ্গে দিয়েছে। ভেরিনিয়াস ভাবল এবারে সিনিয়ার অফিসারদের নিয়ে ওগুলো সদ্ব্যবহার করা যাক। নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে যে শিবিরের সুরক্ষা-ব্যবস্থার মেহনতী কাজগুলো আর করতে হবে না। তাছাড়া কত তো লড়াই হয়। এটা এমন সাংঘাতিক কিছু অভিযানও নয়। রোম থেকে কাপুয়া পর্যন্ত এটুকুতো রাস্তা—মাত্র কটা দিনের ব্যাপার। তারপর মান···সম্মান···হয়তো গৌরবও···

যে অন্তর্দৃষ্টি গ্রেকাসকে পশুর স্তর থেকে ওপরে উঠিয়েছিল, পশু থেকে আলাদা করে মানুষ করে দিয়েছিল, তারই আলোয় প্রতিভাত হতে লাগল দাস-বিদ্রোহের শুরুর পর্বে তার পশ্চাৎপটের টুকরো টুকরো ছবিগুলি। স্মৃতি আনন্দ; স্মৃতি বেদনাও। প্রাতঃকালীন পেয় জলের গ্লাসটি হাতে ধরা রয়েছে-- তারই দিকে তাকিয়ে রোদে পা ছড়িয়ে দেহ এলিয়ে বসে আছে গ্রেকাস। কানে যেন ভেসে আসে দূরাগত একটা বেদনাক্ত কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি—এক ভগ্নদূতের একমাত্র জীবিত, ফিরে-আসা দুর্ভাগা আর্ত সেই সৈনিক। হাতে তার সেনেটের প্রতীক দণ্ডটি তখনও ধরা। এমনি করে কত ছবি আসে।

কটি মাত্র ঘণ্টা…বিনা পরোয়ানায় মরণ এসে সামনে দাঁড়াল—অভাগুলি মানুষের …কেমন লেগেছিল তাদের ? ভেরিনিয়াস কি স্পার্টাকাসের নাম শুনেছিল ? বোধ হয় না।

"আমার মনে আছে…রাত হল, আকাশ ভরে তারা উঠল…" সৈনিকটি সেনেটরদের লক্ষ্য করে বলে চলেছে…পাথরের মতো নিশ্চল মুখ নিয়ে বসে আছে সেনেটররা। কি সহজে, কি সুন্দর করে বলেছে বোকাটা…। রাত হল…ভেরিনিয়াস গ্রেব্রাস বোধহয় তার সহকর্মীদের নিয়ে তার প্রকাণ্ড বড় তাঁবুতে গেছে। ধীরে ধীরে আয়েস করে মদের গ্লাসে একটু একটু করে চুমুক আর মধুপক্ক কচি পায়রার মাংসের টুকরায় ছোট ছোট কামড় দিচ্ছে। নিশ্চয়ই বেশ চমকদার চটপট আলাপ চলছিল। আসরে আছে পৃথিবীর সেরা সংস্কৃতি সম্পন্ন মার্জিত সমাজের কয়েকজন তরুণ। কিন্তু তাদের আলাপের বিষয় কি ছিল?…চারটে বছর চলে গেছে তারপর গ্রেকাস স্মরণ করতে চেষ্টা করে—সেই সময় থিয়েটার, রেস, এরিনা—কোথায় কোনটা জনপ্রিয় ছিল? অল্পদিন আগেই না পাকুভিয়াসের "আরমোরিয়াম ইউডিকটাম" অরোপটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। ফ্লেভিয়াস গাল্লিসই না নায়কের ভূমিকায় ছিলেন? ওরকম গান নাকি কেউ কখনও শোনেনি।

অথবা অমুক নায়কের গান বা অভিনয় অভূতপূর্ব ইত্যাদি রব সম্ভবতঃ কল্পনা-প্রসূতই।

সে যাই হোক, নগর কোহর্টের সেই ভদ্রলোকেরা বোধ হয় সুরার রসে রঙ্গীন হয়ে সমবেত কণ্ঠ তুলেছিলেন।

বোধহয় তাদের কণ্ঠ ঘুরতে ঘুরতে গোটা ছাউনিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্মৃতি শুধু কল্পনার খেয়াল।……ততক্ষণে সমস্ত ছাউনি থেকে ক্লান্তির ছায়া হয়ত মুছে গেছে। নগর কোহর্টের সৈন্যরা ঘাসের বুকে চিৎ হয়ে শুয়ে তারার দিকে চেয়ে চেয়ে রুটি চিবুচ্ছে। ধীরে ধীরে তিন হাজার কয়েকশ' সৈনিকের চোখে নেমে আসে নিদ্রা—কোমল শান্ত নিদ্রা। প্রভুর বিরুদ্ধে হাত তুললে পরিণাম কি হয়, গোলামদের সে শিক্ষা দেবার জন্য এই মানুষগুলো দক্ষিণে ভিসুভিয়াস পর্যন্ত ছুটে এসেছে।

গ্রেকাস তদন্তকারী সেনেটর। তার কর্তব্য জিজ্ঞাসাবাদ করা। সৈনিকটির উত্তরের ফাঁকে ফাঁকে সেনেট কক্ষ এক এক সময় এমন স্তব্ধ হয়ে উঠছিল যে মাছিটা উড়লে তার ডানার শব্দ শোনা যেত।

"আপনি ঘুমিয়েছিলেন?" গ্রেকাস জিজ্ঞাসা করে।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" জবাব দেয় সেই ভয়ার্ত সৈনিক যে জবানবন্দী দেবার জন্য ফিরে এসেছিল।

"আপনি জাগলেন কি করে?"

কথা হাতড়াতে লাগল সৈনিক। মুখটা একেবারে ফ্যাকাসে সাদা হয়ে গেল। গ্রেকাসের মনে হল ও বুঝি এখনই মূর্ছিত হয়ে পড়বে। কিন্তু মূর্ছিত হয়নি ও। এইবারে ওর রিপোর্ট'টি হল আনুপূর্বিক একেবারে সঠিক, স্পষ্ট এবং আবেগহীন।

ও যেমন দেখেছিল—ওর বয়ানে ঘটনাটি হল :

"আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু জেগে উঠলাম কার যেন চীৎকার শুনে। অন্ততঃ আমার মনে হয়েছিল একজনেরই চীৎকার বলে। কিন্তু জেগে উঠে বুঝলাম—চীৎকার একজনের নয়, বহু মানুষের। বহু মানুষের চীৎকারে বাতাস ভরা। আমি জেগেই চিৎ হয়ে গেলাম। আমি উপুড় হয়েই শুই—তাই চিৎ হয়ে গেলাম। পাশে শুয়ে ছিল কেল্লিয়াস। একটাই নাম ছিল ওর, পদবী টদবী ছিল না। মা-বাপ-হারা রাস্তার ছেলে, কিন্তু আমার একমাত্র এবং প্রিয় বন্ধু। ও ছিল আমার ডান হাত এবং একমাত্র নির্ভর। সেজন্যই পাশাপাশি শুয়েছিলাম আমরা। চিৎ হবার জন্য পাশ ফেরার সময় ডান হাতটা গিয়ে পড়ল গরম, ভেজা ভেজা নরম কি একটার ওপর। উঠে ভালো করে তাকিয়ে দেখি কেল্লিয়াসের গর্দান—ধড় থেকে একেবারে আলাদা। চীৎকার ওদিকে সমানে চলছে—সেই আর্তনাদ। আমি উঠে বসলাম এক গাঙ রক্তের মধ্যে—আমারই রক্ত না অন্যের জানি না। চাঁদের আলোয় দেখলাম চারদিকে শুধু লাশ—যে যেখানে ঘুমিয়েছিল সেখানেই মরে পড়ে আছে। সারা ছাউনি ভরতি গোলামের দল। তাদের হাতে খুরের মতো ধারওয়ালা ছোরা। সেই ছোরাগুলো চাঁদের আলোয় ঝিলিক মেরে উঠছে আর পড়ছে, উঠছে আর পড়ছে। এইভাবেই ঘুমন্ত অবস্থায় আদ্দেক মানুষ ফতে হয়ে গেল। কেউ উঠে দাঁড়াল তো বাস তক্ষুণি শেষ। এখানে ওখানে সৈন্যরা কয়েকজন করে জড় হয়ে লড়তে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বেশীক্ষণ লড়তে পারেনি। এমন সাংঘাতিক দৃশ্য আর কখনও দেখিনি আমি। গোলামেরা মেরেই চলেছে। ওদের হাত আর থামে না। আমার মাথা যেন খারাপ হয়ে গেল। আমিও চ্যাঁচাতে লাগলাম—এ কথা বলতে আমার একটুও লজ্জা করছে না। তারপর একটানে তলোয়ারটা খুলে নিয়ে দৌড়ুতে লাগলাম। একটা গোলামকে দেখতে পেলাম—দিলাম কোপ বসিয়ে—বোধ হয় মরে গেল লোকটা। ছুটতে ছুটতে যখন মাঠের প্রান্তে এলাম দেখি—গোটা মাঠটা ঘিরে কেবল বর্শা আর বর্শা। কোথাও কোন ফাঁক নেই। বর্শাধারীদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক—সচরাচর যেরকম স্ত্রীলোক দেখি সেরকম নয়। এরকম মেয়ে-মানুষ স্বপ্নেও দেখিনি। সাংঘাতিক চেহারা, যেন ক্যাপা জানোয়ার, রাত্তিরের হাওয়ায় এদের চুল উড়ছে, ঠোঁটগুলি খোলা, খোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে উঠছে বীভৎস ঘৃণার চীৎকার।

যে চীৎকার শুনেছিলাম প্রথমে এ চীৎকারও তার সঙ্গে মেশানো ছিল।

আমাদের একজন সৈন্য ওই বর্শার পাঁচিলের মধ্য দিয়ে পালাতে গেল—ভাবেনি মেয়ে মানুষরা বর্শা চালাবে। কিন্তু ওরা তাই চালাল। কেউ রেহাই পায়নি। জখমী কেউ কোন মতে ওখানে গড়াতে গড়াতে এসে পড়লে তাকেও ছাড়েনি। সোজা বর্শা-গাঁথা। আমি ওই বর্শার লাইন পর্যন্ত ছুটে এলাম—আমার হাতে মারল বর্শা। আমি ওদের হাত ছাড়িয়ে কোন মতে ছাউনিতে ফিরে মাটিতে পড়ে গেলাম। রক্তে মাটি একেবারে ভেসে গেছে। এবং সেখানেই পড়ে রইলাম। কান আমার ভরতি সেই চীৎকারে। কতক্ষণ পড়েছিলাম জানি না—বোধহয় খুব বেশীক্ষণ নয়। আমি নিজকে বলতে থাকলাম—ওঠ, ওঠ, লড়। লড়ে মর। কিন্তু উঠলাম না। তারপর ক্রমশঃ চীৎকার কমে এল; কিন্তু কয়েকটা হাত আমায় চেপে ধরল এবং টেনে হিঁচড়ে দাঁড় করিয়ে দিল। আমি তলোয়ার ওঠালাম ওদের মারবার জন্য, কিন্তু ওরা এক ঝটকায় ওটা আমার হাত থেকে ফেলে দিল। বর্শায় জখমী জায়গাটা অত্যন্ত ব্যথার দরুন আমার হাতেও কোন জোর ছিল না। দেখলাম আমি গোলামদের হাতে পড়েছি। একটা ছোরা উঠল আমার গলা লক্ষ্য করে। বুঝলাম বাস্ এবারে সব শেষ। আমিও মরলাম। কিন্তু কে যেন চীৎকার করে বলল, "থামো।" ছোরা থামল। আমার গলার মাত্র এক ইঞ্চি দূরে থামল। তারপর একজন ক্রীতদাস এল ওখানে—তার হাতে একটা থ্রেশীয় ছোরা। সে বলল ওদের, দাঁড়াও, বোধহয় এই লোকটাই শুধু বেঁচে আছে। সবাই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। আমার জীবনও তাই। তারপর আর একজন গোলাম এল—তার মাথার চুল লাল। পায়চারী করতে করতে কি যেন আলোচনা চলতে লাগল তাদের মধ্যে। শুধু আমিই বেঁচে ছিলাম। সেজন্যই ওরা আমাকে মারল না। কেবল আমিই জীবিত। আর সব মরেছে। ছাউনির মধ্য দিয়ে ওরা আমায় নিয়ে চলল। কোন কোহর্টের কেউ বেঁচে নেই। যে যেখানে ঘুমিয়েছিল বেশীর ভাগ সেই অবস্থায়ই মরে পড়ে আছে। আর তারা জাগেনি। ভেরিনিয়াস গ্লেব্রাস-এর তাঁবুতে ওরা আমায় নিয়ে গেল। সেনেটের প্রতিনিধি ভেরিনিয়াস গ্লেব্রাস। তিনিও শেষ। কৌচে শুয়েছিলেন—সেখানেই শুয়ে আছেন শেষ নিদ্রায়। কোন কোন কোহর্টের অধিনায়করা ঐ তাঁবুতেই ছিলেন। যে যেখানে ছিল, তাকে সেখানেই মারা হয়। সব···সব মারা পড়েছে। ওরা আমার ঘা বেঁধে দিল এবং কয়েকজন গোলামের পাহারায় ওখানেই রেখে গেল। ধীরে ধীরে আকাশ ফিকে হয়ে এল। হাওয়ায় ভোরের ছোঁয়া লাগল। কিন্তু সব কোহর্ট শেষ।"

সম্পূর্ণ আবেগ শূন্য হয়ে, বিন্দুমাত্র চঞ্চল না হয়ে, খবর বলার মতো করে সোজাসুজি বলে গেল। কিন্তু ও চোখ কোঁচকাচ্ছিল সব সময়। আর একবারও পাথুরে মুখ নিয়ে বসে-থাকা সেনেটরদের দিকে তাকায়নি।

"কি করে জানলেন যে সব মরে গেছে?" জানতে চায় গ্রেকাস।

"ভোর না হওয়া পর্যন্ত ওরা ওখানেই রাখল আমাকে। তাঁবুর পরদা সব গুটিয়ে তুলে ফেলা হল। সেখান থেকে গোটা ছাউনি এলাকাটা দেখা গেল। বাইরের চীৎকারে আর্তনাদ থেমে গেছে। কিন্তু আমার মগজের মধ্যে তখনও চীৎকার চলছিল। চারদিক পরিষ্কার দেখতে পেলাম। সারা মাঠ ভর্তি শুধু লাশ আর লাশ। রক্ত আর মৃত্যুর গন্ধে হাওয়া গুমোট। বর্শাধারিণীদের বেশীর ভাগই ওখানে নেই তখন। তারা কোথায় গেছে কে জানে। কিন্তু রক্তের গন্ধের মধ্যেও বুঝতে পারলাম—মাংস রোস্ট করা হচ্ছে। বোধহয় প্রাতঃরাশের জন্য মাংস রান্না করছিল মেয়েরা। এর মধ্যেও মানুষ খেতে পারে! ভাবতে আমার গা গুলিয়ে উঠতে লাগল। আমি বমিই করে ফেললাম। গোলামেরা আমাকে টেনে তাঁবুর বাইরে নিয়ে গেল যতক্ষণ না আমার বমি করা শেষ হয়। ক্রমে আলো হতে লাগল। দলে দলে ক্রীতদাসরা ছাউনিময় ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখতে পেলাম। ওরা মৃত সৈনিকদের পোশাক টোষাক ছাড়িয়ে নিচ্ছিল। ওরা আমাদেরই তাঁবুগুলো নিয়ে জায়গায় জায়গায় খাটাতে লাগল। আমাদের সৈন্যদের পরনে যা কিছু ছিল—বর্ম, পোশাক, জুতো সব ওরা খুলে নিয়ে টাল করে রাখতে লাগল তাঁবুগুলোর মধ্যে। ঢাল, তলোয়ার, বর্মগুলো ওরা ঝরণার জলে ধুয়ে নিল। ঝরণাটা কেন্দ্রীয় শিবিরের পাশেই। ওটার জলের রঙ ঐসব ধুয়ে ধুয়ে খরচে রঙ হয়ে গেল। অস্ত্রশস্ত্রগুলো ওরা শুকিয়ে নিয়ে আমাদেরই তেলের পাত্রগুলো বের করে ওগুলোকে তেল লাগাতে লাগল। কেন্দ্রীয় শিবিরের কাছাকাছি ওরা আর একটা তাঁবু খাটাল। তলোয়ারগুলো ওরা ওখানেই জমা করল। হাজার হাজার তলোয়ার—।"

"তা ক্রীতদাসদের সংখ্যা আন্দাজ কত হবে?" গ্রেকাস জিজ্ঞাসা করে।

"সাত আটশ,—হাজার হবে কি জানি।" ওরা দশজন দশজন করে দলে ভাগ হয়ে কাজ করছিল। কি সাংঘাতিক খাটছিল ওরা। কোন কোন দল মালের গাড়িগুলো বোঝাই করছিল—আমাদের মৃত সৈন্যদের কাছ থেকে যা পেয়েছিল সেইসব জিনিষ দিয়ে। এরা যখন কাজ করছিল কয়েকজন স্ত্রীলোক ঝুরি ভর্তি রোস্ট করা মাংস নিয়ে এল। পালা করে এক এক দল খেয়ে নিচ্ছিল। ওরা আমাদের রুটি রসদ যা ছিল, সব খাচ্ছিল।"

"লাশগুলোকে নিয়ে ওরা কি করল?"

কিচ্ছু না। যেমনি ছিল, অমনি পড়ে রইল। এবং এমনভাবে চলাফেরা করতে লাগল যেন লাশটাশ ওখানে কিছু নেই। যা নেবার তা তো নেওয়া হয়ে গেছে—এখন আর ওগুলো আছে না আছে সেদিকে ওদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। চারদিকে লাশ। মাঠটায় যেন লাশের কার্পেট বিছানো। মাটি রক্তে ভেজা। সূর্য উঠল। এমন বীভৎস দৃশ্য আর কখনও দেখিনি। মাঠের একদিকে

গোলামদের একটা দল দাঁড়িয়ে কাজকর্ম দেখছিল। দলে ছ'জন ছিল। একজন ছিল কালো—একজন আফ্রিকান। ওরা সবাই গ্লেডিয়েটর।

"কি করে জানলেন ?"

"আমি যেখানে ছিলাম, ওরা সেখানে এল। তখন বুঝলাম যে ওরা গ্লেডিয়েটর। ওদের চুল ছিল কদম-ছাঁট, সারা গায়ে জখমের দাগ। গ্লেডিয়েটরদের চেনা মোটেই কঠিন নয়। একজনের একটা কান নেই। একজনের মাথার চুল লাল। কিন্তু ওদের সর্দার একজন থ্রেশীয়, ওর নাকটা ভাঙ্গা। চোখ কালো, কারো দিকে তাকালেও চোখের দৃষ্টি বিন্দুমাত্র নড়ে না, চোখের পলকও পড়ে না—"

এইখানে সেনেটররা যেন একটু চঞ্চল হলেন—ঈষৎ, বোঝা যায় কি যায় না। এবার ওঁদের শুনবার ধরনও বদলে গেল। চোখে মুখে ঘৃণা। সকলে উদগ্র হয়ে আরো মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল। গ্রেকাসের অতি পরিষ্কার মনে আছে সেই মুহূর্তটি যখন—স্পার্টাকাস প্রাণ পেল একেবারে 'কিছু না' থেকে; সম্পূর্ণ শূন্যতা থেকে একেবারে উঠে এল রক্তে-মাংসে পৃথিবীটাকে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি দেবার জন্য। অন্য সবার মূল আছে, অতীত আছে, শুরু আছে, একটা ঠাঁই আছে, ভুঁই আছে, দেশ আছে। কিন্তু স্পার্টাকাসের কিছু নেই। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একমাত্র জীবিত মানুষ যে ফিরে এসেছে তারই মুখের কথায় ও-মানুষের জন্ম। ফিরে আসা সৈনিকের প্রাণটা সে বাঁচিয়ে রেখেছিল, যাতে সে এসে সেনেটকে জানাতে পারে যে-মানুষ এতবড় কাণ্ডটা ঘটাল সে কিরকম মানুষ। অতি-মানুষ সে নয়, জংলী বুনোও নয়, সাংঘাতিক কেউ বা কিছু নয়। স্রেফ একটা গোলাম। সৈনিকটি আরো কিছু দেখেছিল যা বিশদভাবে তাকে বলতে হল—

"—ওর মুখটা দেখে আমার কি-রকম ভেড়ার মুখের মতো মনে হল। ওর গায়ে ছিল টিউনিক, কোমরে ভারী পেতলের বেল্ট, আর পায়ে হাঁটু পর্যন্ত উঁচু বুট। না বর্ম, না হেলমেট, কিছুই না। শুধু বেল্টে গোঁজা একটা ছোরা। হাতিয়ারের মধ্যে ওই একটি টিউনিক ভরা রক্তের দাগ। একরকম চেহারা আছে যা দেখলে ভোলা যায় না। ওরও তাই। ওকে দেখে আমার ভয় করতে লাগল, আর কাউকে দেখে ভয় করেনি। শুধু ওকে ভয় করেছে।"

সৈনিক হয়তো ওদের বলেছিল রাত্রের ওই চ্যাপ্টা-মুখ, রোদে-পোড়া, ভাঙ্গা-নাক আর কালো চোখওয়ালা মানুষটাকে স্বপ্নে দেখে ঘামে ভিজে ওঠে। কিন্তু এসব সেনেটকে দেবার মতো সমাচার নয়। ওর স্বপ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবে না সেনেট।

"লোকটা যে থ্রেশীয় জানলেন কি করে ?"

"ওর উচ্চারণ শুনে বুঝেছিলাম। ভুল-ভাল লাতিনে কথা বলছিল। অন্য

থে্শীয়কেও ঐভাবে কথা বলতে শুনেছি। আরো একজন থে্শীয় ছিল। বাকীরা বোধহয় সব গল। ওরা আমার দিকে চাইল। মানে পলকের জন্ত চোখটা একটু তুলল। আমার মনে হল অন্তদের সাথে আমিও মরে গেছি। তারা আর একবার তাকিয়ে আমার সামনে দিয়ে অন্তদিকে চলে গেল। তারপর তাঁবুর লাশগুলোকে তুলে নিয়ে বাইরে ময়দানে অন্ত লাশগুলোর স্তূপে ফেলে দেওয়া হল।

কিন্তু তার আগেই ভেরিনিয়াস গ্রেকাসের জামা-কাপড়, অস্ত্রশস্ত্র খুলে নিয়ে তার কোচের ওপরই জড় করে রাখল। ওর প্রতীকী দণ্ডটিও বিছানার ওপরই পড়েছিল। দাসেরা ফিরে এসে কৌচটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল বর্ম, অস্ত্র এবং অধিনায়কের অন্যান্য সব জিনিষপত্রগুলির দিকে। তলোয়ারখানা তুলে নিয়ে সেটাকে পরীক্ষা করা হল, তারপর ওটা ঘুরতে লাগল হাতে হাতে। তলোয়ারের খাপটা হাতির দাঁতের কারুকার্য করা। দেখা হয়ে গেলে আবার ছুঁড়ে ফেলে দিল কৌচের পিঠের ওপর। তারপর প্রতীকী দণ্ডটাকে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। ভাঙ্গা নাকওয়ালা মানুষটা—ওর নাম স্পার্টাকাস—আমার দিকে ফিরে দণ্ডটা তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করল :

"রোমান, আপনি জানেন এটা কি?" আমি উত্তর করলাম, 'এটা হল মহামান্য সেনেটের সামরিক শক্তির প্রতীক।' ওরা বুঝল না। ওরা জানত না। আমি বুঝিয়ে বললাম। স্পার্টাকাস এবং লালচুলো গল কৌচের ওপর বসল। অন্যরা দাঁড়িয়ে রইল। স্পার্টাকাস হাঁটুর ওপর কনুই ভর করে, হাতের তেলোয় থুথ্নী চেপে এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল। ঠিক যেন একটা সাপ চেয়ে আছে। আমার কথা শেষ হল। অন্য সবাই চুপ করে রইল। স্পার্টাকাসও ঠিক তেমনি চেয়ে রইল। আমার সারা গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগল। আমি ভাবলাম ওরা বুঝি আমাকেও মেরে ফেলবে। তারপর সে তার নাম বলল—

"আমার নাম স্পার্টাকাস। মনে রেখে দেবেন, রোমান।" ওরা আবার আমার দিকে তাকাল। স্পার্টাকাস আরার বলল : "কাল আপনারা তিনজন ক্রীতদাসকে হত্যা করলেন কেন, বলতে পারেন রোমান? ওরা আপনাদের কোন ক্ষতি করেনি। তারা শুধু সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখতে এসেছিল। রোমান মহিলারা কি এত পবিত্র যে গোটা একটা বাহিনী একটা হতভাগিনী ক্রীতদাসীকে একের পর এক ধর্ষণ করল? এ কাজটা আপনারা কেন করলেন, রোমান?"

কি হয়েছিল, বলতে চেষ্টা করলাম। বললামও যে ওটা দ্বিতীয় কোহর্টের কাজ। আর আমি তৃতীয় কোহর্টের। ও-ব্যাপারের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি মেয়েটির কাছও ঘেঁসিনি। জানি না কি করে ওরা

ও-ব্যাপারের সব খবর পেত। যখন গোলাম তিনটেকে মারা হয়, আশেপাশে কেউ তো আর ছিল না। কিন্তু আমরা কি করেছি না করেছি সব জানে দেখলাম। আমরা কাপুয়ায় কখন পৌঁছুলাম—সে খবর ওরা পেয়েছে। কখন কাপুয়া ছাড়লাম তাও জানে। সব ওর সাপের মতো পলকহীন দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায়। বোঝা যায় ওর স্বরে। ওর স্বর কখনও চড়া হয়নি। একটা বাচ্চার সঙ্গে মানুষ যেভাবে কথা বলে—আমার সঙ্গে ঠিক সেভাবে কথা বলছিল মানুষটা। কিন্তু ওভাবে কথা বলে আমাকে ধোকা দিতে পারেনি। ও খুনে। ও যে খুনে তা লেখা আছে ওর চোখে। ওদের সকলের চোখেই ও-কথা লেখা আছে। ওরা সবাই খুনে। গ্লেডিয়েটররা সবাই তাই আমি জানি। ওরা খুনেই হয়। সেদিন রাতে ওরা যেভাবে পাইকারী হিসাবে খুন চালিয়েছে—তা গ্লেডিয়েটর ছাড়া আর কেউ পারত না। আমি গ্লেডিয়েটরদের জানি যারা—"

বাধা দেয় গ্রেকাস। মোহগ্রস্ত মানুষের মতো সৈনিক নিজের কথার মোহেই যেন আছেন। একটু কড়া সুরেই বলে গ্রেকাস :

"আপনি কি জানেন না জানেন তা আমরা শুনতে চাই না, সৈনিক। সেই গোলামটা আর আপনার মধ্যে কী কী হয়েছিল তাই জানতে চাই।"

"যা হয়েছিল," আবার আরম্ভ করে সৈনিক, তারপর থেমে যায়। ও যেন সম্বিত ফিরে পায়। এক এক করে প্রবল প্রতাপ রোমের মহামান্য সেনেটরদের প্রত্যেকের মুখের দিকে চায়। তারপর কাঁপতে কাঁপতে বলে :

"আমি অপেক্ষা করছি, ওরা আমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করে তা শোনবার জন্য। স্পার্টাকাস বসে আছে। তার হাতে সেই দণ্ড। দণ্ডটির ওপর বারে বারে হাত বুলোয় সে। তারপর হঠাৎ ওটা আমার দিকে ছুঁড়ে দেয়। আমি বুঝতে পারছি না, ওদের উদ্দেশ্য কি। তারপর স্পার্টাকাস বলল, "এটা নিন সৈনিক। রোমান, এটা তুলে হাতে নিন। আমি দিলাম। এখন আপনি হলেন মহামান্য রোমের বাহু। ওকে দেখে ওর রাগটাগ হয়েছে বলে মনে হল না। গলা তো কখনও উঁচু পর্দায় ওঠে না। এমনভাবে বলছিল, ঠিক যেন কোন ঘটনার বিবরণ দিচ্ছে। তা ওর কাছে এটা ঘটনাই। ঐ তো ও চেয়েছিল। আমার কোন উপায় ছিল না, নইলে এই পবিত্র দণ্ড স্পর্শ করবার আগেই আমার মরণ হত। আমি এটা কখনও স্পর্শ করতাম না। আমি একজন রোমান ; রোমান নাগরিক—"

"এর জন্য আপনার কোন শাস্তি হবে না।" গ্রেকাস বলে, এখন বলুন।" সৈনিক বলতে লাগল আগের কথার জের টেনে,—এখন আপনি হলেন মহান রোমের বাহুর প্রতীক। মহান সেনেটের বাহুটি দীর্ঘ। এবং সেই বাহুর শেষ প্রান্তে আপনিই একমাত্র বেঁচে আছেন…।" সুতরাং দণ্ডটি আমি তুলে নিলাম

এবং ধরে রইলাম। স্পার্টাকাস তখনও ঠিক সেইভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আবার সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কি রোমান নাগরিক?" আমি জানালাম যে আমি একজন রোমান নাগরিক। সে একটু হেসে বলল, তাহলে আপনি হচ্ছেন এখন লিগেট (Legate)। একটি বার্তা আপনার মারফৎ পাঠাব। যা যা বলব, অক্ষরে অক্ষরে সব মহান সেনেটের কাছে পেশ করবেন। যা যা বলব, সব ঠিক ঐভাবে"—এ পর্যন্ত বলে থেমে গেল সৈনিক। সেনেট প্রতীক্ষায় রইল, গ্রেকাসও প্রতীক্ষায় রইল। গোলামটা কি বলে পাঠিয়েছে তা জিজ্ঞাসা করার প্রবৃত্তি ওর হল না। কিন্তু কথাগুলো তো শুনতেই হবে। ভুঁইফোঁড় সেই স্পার্টাকাসটা সেই মুহূর্তে সেনেট কক্ষে দাঁড়িয়ে—গ্রেকাস যেন ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে। এর পরেও কয়েকবার এইভাবেই দেখেছে—যদিও রক্ত মাংসের মানুষটাকে সে কখনও চাক্ষুষ দেখেনি। গ্রেকাস সৈনিককে বলতে আদেশ করে।

"আমি মুখে আনতে পারব না।"

"সেনেটের আদেশ, বলতেই হবে।"

"কথাগুলো কিন্তু গোলাম যা বলেছে, আমার নিজের জিভ শুকিয়ে যাক···।"

"ঠিক আছে। বাজে কথা ছেড়ে সে আপনাকে আমাদের কি বলতে বলেছে তাই বলুন।"

অতএব সৈনিক স্পার্টাকাসেরই বয়ান বলতে লাগল। এত বছর পরেও গ্রেকাস প্রায় হুবহু মনে করতে পারছে স্পার্টাকাস কী বলে পাঠিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে অধিনায়কের শিবিরের (Prostorium) ঐ সময়ের ছবিটি চোখের সামনে ভেসে উঠল। রোমান সেনানীর এক মহাধিনায়কের শিবির (Pavillion) উজ্জ্বল নীল-হলুদের ডোরা কাটা—দাঁড়িয়ে আছে উলঙ্গ-শবাকীর্ণ ময়দানের ঠিক মাঝখানে। ক্রীতদাস স্পার্টাকাস আসীন মহাধিনায়কের শয্যায়—তার সহকর্মী গ্লেডিয়েটররা দাঁড়িয়ে আছে তাকে ঘিরে। সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে ভীত-সন্ত্রস্ত আহত রোমান সৈনিক—একমাত্র জীবিত ও অবশিষ্ট সৈনিক—তাকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন ক্রীতদাস। তার হাতে ধরা লিগেটের রমণীয় দণ্ডটি—যা রোমের শক্তির প্রতীক এবং সেনেটের বাহু। সৈনিক ধৃত দণ্ডটিকে বারে বারে হাত বদলাচ্ছে। স্পার্টাকাস বলতে আরম্ভ করল:

"সেনেটের কাছে ফিরে যান। এই হাতীর দাঁতের দণ্ডটি তাদের দিন। আমি আপনাকে লিগেট নিযুক্ত করলাম। ফিরে গিয়ে যা দেখলেন তা তাদের বলুন। বলুন যে আমাদের বিরুদ্ধে যে কোহর্ট তাঁরা পাঠিয়েছিলেন তা আমরা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। তাঁদের বলুন আমরা ক্রীতদাস— কিন্তু তাঁরা আমাদের বলেন সবাক যন্ত্র। তাদের গিয়ে বলুন সেই সবাক যন্ত্ররা কি বলছে। আমরা বলছি যে—পৃথিবী আর তাদের সইতে পারছে না—

সইতে পারছে না অপদার্থ পচা সেনেটকে, আর অপদার্থ পচন-ধরা রোমকে। আমাদের রক্ত, হাড় মজ্জা নিংড়ে যে ঐশ্বর্য আর চোখ ধাঁধানো জলুষ সঞ্চয় করা হয়েছে তার বোঝা পৃথিবী আর বইতে পারছে না। তাদের চাবুকের সংগীত শুনতে শুনতে পৃথিবী ক্লান্ত। মহান রোমানগণ ওই একটিমাত্র সংগীতই জানেন। কিন্তু সে সঙ্গীত শুনতে আর আমরা প্রস্তুত নই। পৃথিবীর শুরুতে সব মানুষ ছিল একরকম, তারা ছিল সমান, তারা শান্তিতে থাকত আর যা ছিল সকলে সমানভাবে ভোগ করত। কিন্তু এখন দুরকম মানুষ—প্রভু আর গোলাম। কিন্তু আপনাদের চেয়ে সংখ্যায় আমরা অনেক অনেক বেশী। আমরা আপনাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী, অনেক ভালো। মানবজাতির মধ্যে যা কিছু ভালো তা আমাদের আছে। আমরা আমাদের নারীদের সম্মান করি—তাদের পাশে দাঁড়াই, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করি। কিন্তু আপনারা আপনাদের মেয়েদের বানান গণিকা আর আমাদের মেয়েদের বানান ছাগল ভেড়া। যখন আমাদের সন্তানদের আমাদের বুক থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়, আমরা কাঁদি ; ভেড়ার পালের মধ্যে তাদের লুকিয়ে রাখি যাতে আর একটু সময় তাদের কাছে ধরে রাখতে পারি। কিন্তু আপনারা ছাগল ভেড়া পোষার মতই নিজের ছেলে-মেয়েদের পোষেন। আমাদের মেয়েদের গর্ভে সন্তান পয়দা করে আপনারা তাদের নিলামের হাটে উঁচু ডাকে বেচেন। আপনারা মানুষকে কুকুর বানিয়ে এরিনাতে পাঠান। তাদের আপসে কাটাকাটি করে মরতে দেখা আপনাদের স্ফূর্তির খেলা, তাই দেখতে দেখতে মহীয়সী রোমান মহিলারা কোলের কুকুরদের আদর করে করে ভালো ভালো জিনিস খুঁটে খুঁটে খাওয়ান। কি জঘন্য জাত আপনারা। জীবন নিয়ে কি মর্মান্তিক খেলা খেলছেন আপনারা। মানুষের বুকের স্বপ্ন, হাতের শ্রম, মাথার ঘাম সব আপনাদের উপহাসের বস্তু। আপনাদের নাগরিকরা সরকারী খয়রাতি সাহায্য দিয়ে পেট ভরিয়ে সারকাস আর এরিনায় দিন কাটায়। আপনারা জীবনকে তুব্‌ড়ে মুচড়ে বিকৃত করে তার সব মূল্য কেড়ে নিয়েছেন। আপনারা স্রেফ মারবার সুখে মারেন। রক্ত বইতে দেখাই আপনাদের ভদ্রলোকী স্ফূর্তি। ছোট ছোট বাচ্চাদের খনিতে লাগিয়ে, খাটিয়ে খাটিয়ে ক'মাসের মধ্যেই শেষ করে দেন আপনারা। সারা পৃথিবী থেকে চুরি করে এত এত ঐশ্বর্য আড়ম্বরের পাহাড় গড়ে তুলেছেন।

"আমার কথা শেষ। সেনেটকে গিয়ে বলুন সবই শেষ। বলুন গিয়ে এ হচ্ছে যন্ত্রের আওয়াজ। তাদের বলুন, যত খুশি সৈন্য আমাদের পেছনে লেলিয়ে দিন—এবারের মতই তারাও নিস্তার পাবে না। আর তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমরা কাজে লাগাব। সারা দুনিয়া শুনবে যন্ত্রের আওয়াজ। দুনিয়ার ক্রীতদাসদের আমরা ডাক পাঠাব—বলব ভাইসব, ওঠো, জাগো, শেকল ভাঙো। আমরা সারা ইতালি অভিযান করব। যেখান দিয়ে যাব, ক্রীতদাসের দল

আমাদের দলে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। তারপর এমন একদিন আসবে যখন আমরা আঘাত হানব আপনাদের এই অমরাবতীর ওপর। সেদিন অমরাবতী আর অমর থাকবে না। একথা বলুন সেনেটকে। বলে দিন, কবে যাব আমরা সে খবর আগেই জানিয়ে দেব। গিয়ে রোমের প্রাচীরকে ধুলোয় মিশিয়ে দেব। তারপর যাব যেখানে সেনেট বসে। মহান সেনেটরদের টেনে নামাব উচ্চাসন থেকে। ছিঁড়ে ফেলব তাদের রাজকীয় সজ্জা। বিচারের জন্য নগ্ন দেহে আমাদের সামনে দাঁড়াবেন তাঁরা, যেমন এতদিন আমরা দাঁড়িয়েছি। সুবিচারই আমরা করব। নিক্তির ওজনে পুরো ন্যায়-বিচার তাঁরা পাবেন। যত অনাচার অত্যাচার তাঁরা এতদিন করেছেন তার সব জবাবদিহি তাঁদের করতে হবে। যান, বলুন গিয়ে তাঁদের, যাতে সময় থাকতে তাঁরা প্রস্তুত হন, আর নিজেদের যাচাই করে দেখেন। তাঁদের সাক্ষ্য দিতে ডাকা হবে। আমরা ভুলিনি কিছুই। সব আছে—বহু বহু যুগের স্মৃতি সঞ্চিত রয়েছে আমাদের বুকের মধ্যে। বিচার শেষ হলে আমরা নূতন শহর গড়ব—ঝকঝকে পরিষ্কার সুন্দর শহর—যার কোনদিকে প্রাচীরের বাধা থাকবে না, যেখানে সব মানুষ একসঙ্গে বাস করবে শান্তিতে, সুখে।

"এই হল সেনেটের উদ্দেশ্যে আমাদের বার্তা—আর বলবেন এ-বার্তা পাঠাচ্ছে স্পার্টাকাস নামে এক ক্রীতদাস।"

বলে গেল সৈনিক—ঐ রকমই কিছু বলল। বহুদিন আগের কথা। সেনেটররা শুনলেন পাথর প্রতিমার মতো মুখ নিয়ে। এ তো বহুদিন আগের কথা—এত আগের যে এর অধিকাংশ লোকে ভুলেই গেছে। স্পার্টাকাসের কথাগুলো কোথাও লিখেও রাখা হয়নি। সামান্য কিছু লোকের স্মৃতির পটে ছাড়া আর কোথাও কোন অস্তিত্ব নেই তার। সেনেটের দলিলপত্র থেকে ও কথাগুলো ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়েছিল। তা বোধহয় ঠিকই হয়েছিল। বোধহয় কেন—ঠিকই হয়েছিল, যেমন ঠিক হয়েছিল গোলামদের প্রতিষ্ঠিত স্মারকগুলোকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। ক্রাস্সাস একটু মোটাবুদ্ধির হলেও, এটুকু বোঝে। সেনাধ্যক্ষ হিসাবে নাম করতে গেলে ওরকম একটু-আধটু বোকাসোকা হওয়াই ভালো। অবশ্যি যদি সে স্পার্টাকাস না হয়। স্পার্টাকাসও খুব বড় অধিনায়ক ছিল। সেও কি বোকা ছিল? কিন্তু এ কথাগুলো কি কোন বোকা মানুষের? বোকাই যদি হবে, তবে কি করে এই চারটে বছর সে রোমের প্রতাপের মুকাবিলা করতে পারল? একের পর একটা বাহিনী নিশ্চিহ্ন করে দিল—গোটা ইতালিকে রোমান বাহিনীর কবরখানা বানিয়ে ছেড়ে দিল। কী করে তবে? লোকে বলে ও মরে গেছে। আবার অন্যেরা বলে যারা মরে যায় তারাও বেঁচে থাকে। গ্রেকাসের দিকে ওই যে এগিয়ে আসছে—ওকি সেই মানুষটারই জীবন্ত প্রতিমূর্তি? —ঐ বিশাল

দৈত্যের মতো চেহারা—শুধু দেহেই বিশাল নয়—মানুষটাও বিশাল—অতিমানব কিন্তু এত একরকম চেহারা, সেই ভাঙা নাক, সেই কালো চোখ, করোটির সঙ্গে সেঁটে থাকা কোঁকড়ানো চুল। মৃত মানুষরা কি হাঁটে?

অত বড় রাজনীতি-বিশারদ মানুষটার মাথাটা কেমন করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে—হাতটা কিন্তু সুগন্ধি জলের গ্লাসটাকে ঠিক ধরে রেখেছে, এক ফোঁটা জলও ছল্‌কে পড়েনি দেখে হাসতে হাসতে বলে আনতোনিয়াস কেইয়াস "দেখ দেখ, গ্রেকাসের দিকে চেয়ে দেখ একবার।"

জুলিয়া বলে: ওকে নিয়ে অমন ঠাট্টা করো না, বাপু।"

"কে আবার গ্রেকাসকে ঠাট্টা করছে? আমি বলছি জুলিয়া দেবী, কেউ না। অমন শান-মান পাবার জন্য যে আমি সারা জন্ম তপস্যা করতে রাজী।" সিসেরো বলে।

"করো, কিন্তু ওর ধারে কাছে এগুতে পারবে না", হেলেনা মনে মনে বলে।

গ্রেকাস চোখ কচলাতে কচলাতে জেগে ওঠে। তারপর জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে বলে: "আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? মাপ করো, কি সব স্বপ্ন দেখছিলাম।"

"নিশ্চয়ই ভালো ভালো স্বপ্ন।"

"না, সব পুরনো ঘটনা। স্মরণ-শক্তিটা মানুষের পক্ষে আশীর্বাদ নয়, অভিশাপই বোধ হয়। কত যে স্মৃতির ভারে আমি নুয়ে যাচ্ছি!"

"অন্যদের চাইতে বেশী নয় নিশ্চয়ই," ক্রাসসাস বলে. "সকলেই তো স্মৃতি-ভারে পড়ে আছে। সকলের স্মৃতিই সমান কষ্টের।"

"সুখের স্মৃতি কিছুই নেই?" ক্লডিয়া বলে।

গ্রেকাস জড়িত স্বরে বলে: "বুড়ো মানুষ বলছি, কিছু মনে করো না। তোমার স্মৃতি কিন্তু আমায় আমরণ সূর্যালোকের মতো উদ্ভাসিত করবে।"

"ও কথা কোন যুবায় বললেও ওর আপত্তি হবে না," হাসতে হাসতে আনতোনিয়াস কেইয়াস বলে, "আপনি যখন ঘুমুচ্ছিলেন ক্রাসসাস বলছিলেন—

"আমাদের কি স্পার্টাকাস ছাড়া কথা নেই?" একটু উত্তেজিত স্বরে জুলিয়া বলে, "সারাক্ষণ যুদ্ধ আর রাজনীতি, এছাড়া যেন আর কোন কথা নেই, আমার ভারী বিশ্রী লাগে।"

"জুলিয়া !" বাধা দেয় আনতোনিয়াস কেইয়াস। অবাধ্য শিশুকে ধমকানোর মতোই ওর গলার স্বর। জুলিয়া থেমে যায়। তাড়াতাড়ি ঢোক গিলে ওর দিকে চায়।

"জুলিয়া, ক্রাসসাস আমাদের অতিথি। কত কথা জানতে পারছি ওঁর কাছ থেকে। অন্য কোথাও এসব জানতেই পারতাম না। তুমি শুনলে তোমারও ভালো লাগত।"

জুলিয়া ঠোঁট চেপে রইল। দুই চোখ লাল হয়ে জলে ভরে উঠল। মাথা একদিকে হেলে গেল। কিন্তু ক্রাসসাস মার্জনা চায়।

"ঠিক বলেছ জুলিয়া। ওসব কথা আমারও ভারী বিশ্রী লাগে। মাপ কর আমায়।"

"না, না, আমার মনে হয় জুলিয়ারও নিশ্চয় ভালো লাগবে। তাই না, জুলিয়া !" আনতোনিয়াস কেইয়াস বলে।

"নিশ্চয়ই !" ফিসফিসিয়ে জুলিয়া বলে, "বলুন আপনি, ক্রাসসাস।"

"না, না, একটুও ভালো লাগবে না—"

"আমি ভারী বোকা। কি অভদ্রের মতো ব্যবহার করে ফেললাম," যেন কোন পাঠের পুনরাবৃত্তি করছে, এমনভাবে জুলিয়া বলে, "বলুন বলুন, আপনি।"

পরিস্থিতিটা ভারী বিশ্রী হয়ে উঠল। গ্রেকাস মাঝে পড়ে। সে জুলিয়ার দিক থেকে প্রসঙ্গটাকে ক্রাসসাসের দিকে মোড় ঘুরিয়ে বলে :

"আমার মনে হয় সেনাপতি মশাই যা বলতে চান তা আমরা বুঝতে পেরেছি। উনি বলতে চান, গোলামেরা মানুষের জীবনের বিন্দুমাত্র ইজ্জত দেয়নি তাই তারা যুদ্ধে জিতেছে। তাদের বড় বড় দঙ্গল আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের কাবু করেছে। ঠিক বলিনি ক্রাসসাস ?"

"ঠিক বই কি ? আপনার কথা বেঠিক হয় !" হাসতে হাসতে হেলেনা বলে।

খোঁচাটা সহ্য করে গ্রেকাস।

সিসেরো বলে, "আপনাদের মতো প্রচার-বিশারদদের এসব কথা বিশ্বাস করতে হয় বৈকি !"

এ খোঁচাও সহ্য করে গ্রেকাস। অত্যন্ত ধীরভাবে জবাব দেয় :

"তা, কতক তো বটেই। রোম মহান কারণ রোম এখনও আছে। স্পার্টাকাস ঘৃণ্য কারণ ওই শান্তির স্মারকগুলো থেকে স্পার্টাকাসের কোন তফাৎ নেই। এটা তো বিবেচনা করতে হয়, কি বলেন ক্রাসসাস ! একথা মানেন তো !"

সেনাপতি মাথা নাড়েন। সিসেরো বলে :

"সে যাই বলুন ! বড় বড় পাঁচ পাঁচটা যুদ্ধে জিতল স্পার্টাকাস। যে-সব যুদ্ধে সে আমাদের বাহিনীগুলিকে হটিয়ে দিয়েছে বা পালাতে বাধ্য করেছে

সে-সব যুদ্ধের কথা বলছি না। রোমের খাস-বাহিনীগুলোকে সে পাঁচ পাঁচবার সম্পূর্ণ ধ্বংস করে পৃথিবী থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিল। সেইসব যুদ্ধের কথা বলছি। ক্রাসসাস বলতে চান যে স্পার্টাকাস একটা বিশিষ্ট দলের নেতা হতে পেরেছিল, এটা তার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাই হোক, যুদ্ধ-কৌশলে সে তেমন চতুর ছিল না। আর তারা অপরাজেয় ছিল কারণ হারবার বিলাস করার তাদের উপায় ছিল না। এটাইতো আপনি বলতে চাইছেন, তাই না ক্রাসসাস।"

"তা খানিকটা বৈকি," ক্রাসসাস স্বীকার করে। তারপর জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে :

"একটা গল্প বলে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এটা শুনলে আরো খুশী হবে, জুলিয়া দেবী। এর কিছুটা যুদ্ধ, কিছুটা রাজনীতি আর কিছুটা ভেরিনিয়া—মানে স্পার্টাকাসের মেয়ে-মানুষটা। তুমি তো জানো।"

"আমি জানি," ধীর স্বরে বলে জুলিয়া। পরম স্বস্তি ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রেকাসের দিকে তাকায়। গ্রেকাস বলে নিজের মনে, "আমি জানি, জুলিয়া। আমাদের দুজনের অবস্থাই বড় করুণ। খানিকটা হাস্যকরও বটে। তফাতের মধ্যে হ'ল, আমি পুরুষ, আর তুমি স্ত্রীলোক। তুমি জাঁকজমক দেখাতে পারনি। কিন্তু আসলে আমরা দুজনেই একরকম। দুজনেরই জীবন শূন্য, এক বেদনাময় ইতিহাস। আমরা দুজনেই প্রেতের প্রেমে বিহ্বল কারণ আমরা না শিখেছি মানুষকে ভালোবাসতে, না তাদের ভালোবাসা পেতে।"

"আমি তো ভাবছিলাম," হঠাৎ ক্লডিয়া বলে ওঠে, "ও মেয়েটা কারো মস্তিষ্কের কল্পনা।

"কেন, বলত ?"

"কারণ ওরকম মেয়েমানুষ থাকতেই পারে না," সোজা বলে দেয় ক্লডিয়া।

"পারে না ? হয়তো তাই হবে। কোনটা যে সত্য আর কোনটা যে মিথ্যে বলা ভারী কঠিন। একবার একটা যুদ্ধের ঘটনা পড়ি। সে ঘটনার নায়ক আমি স্বয়ং। কিন্তু যা লেখা হয়েছে, দেখলাম বাস্তবের সাথে তার কোন মিল নেই। এভাবেই সব হয়। তবে এ ব্যাপারটা মিথ্যে এমন কথা হলফ করে বলতে পারি না। ভেরিনিয়া মানুষটা যে সত্যি ছিল তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। আমি তো বিশ্বাস করি।"

একটা বিচিত্র সুর ওর কথায়। হেলেনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়। হঠাৎ যেন ও বুঝতে পারে আশ্চর্য সুন্দর এই মানুষটা। প্রভাতী আলোয় বসে থাকা ওই মূর্তিটির বলিষ্ঠ-সুন্দর মুখ মনে পড়িয়ে দেয় রোম-প্রজাতন্ত্রের প্রথম যুগের কথা—যা আজ প্রায় উপকথার মতো। কথাটা মনে উঠল বটে, কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক হেলেনার ভালো লাগল না। ও তির্যক দৃষ্টিতে

ভাই-এর দিকে তাকাল। নিবিষ্ট-দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে সেনাপতির দিকে। চোখ দুটি ভক্তির মতো কি-একটা ভাবে বিহ্বল। আর কারো নজরে পড়েনি এ। সকলেরই মন ক্রাসসাসের দিকে। সে সকলের মন হরণ করেছে তার অনুচ্চ কণ্ঠের আন্তরিকতার যাদুতে। সকলেই অভিভূত, এমনকি সিসেরোও। তার দৃষ্টিতেও মুগ্ধতা। গ্রেক্কাস আগেও বুঝেছিল, এখন আবার বুঝল—নিজে নিরাবেগ থেকে অপরকে আবেগে মাতাল করে দেবার আশ্চর্য ক্ষমতা ক্রাসসাসের।

ক্রাসসাস আরম্ভ করে, "সামান্য একটু ভূমিকা দি। আপনারা সবাই জানেন—আমি যখন সেনাপতির পদে বহাল হলাম, যুদ্ধের তখন বেশ কয়েক বছর হয়ে গেছে। হারা-উদ্দেশ্যের দায় নেয়া এমনিতেই ভারী বিশ্রী। বিশেষ করে লড়াইটা আমাদের গোলামদের সঙ্গে—জিতলে ইজ্জত নেই, হারলে বে-ইজ্জত। ঠিকই বলেছেন সিসেরো। আমাদের পাঁচ পাঁচটা বাহিনী—একেবারে সাফ করে দিল স্পার্টাকাস!'' গ্রেক্কাসের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ে ক্রাসসাস।

"আপনার প্রচারটা চমৎকার, সন্দেহ নেই। কিন্তু তখনকার অবস্থাটা আমাকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করতে হয়েছে, একথা নিশ্চয়ই মানবেন।"

"তা ঠিক। ওদের খুব বড় কোন বেশ সংগঠিত সেনাবাহিনী কোথাও কখনও আমার চোখে পড়েনি। সত্যি কথা বলতে গেলে, আমরাই সব সময় ওদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী ছিলাম। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাই। যা শোনা যায়, সত্যি যদি স্পার্টাকাসের অধীনে তিন লক্ষ সৈন্য থাকত, তবে আজকে এই সুন্দর সকালবেলাটিতে ইতালির মধ্যে সব সেরা এই ভিলার ছাদে এমন আরামে আমাদের বসে থাকতে হত না। রোম তাহলে স্বাধীন থাকত না। শুধু রোম কেন, গোটা পৃথিবীই স্পার্টাকাসের হাতে চলে যেত। এ বিষয়ে অন্যের সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু আমার নেই। কারণ, বহুবার আমায় স্পার্টাকাসের সঙ্গে লড়তে হয়েছে। তাই আমি জানি। আসলে সব জায়গার সব গোলামরা কোন সময়েই ওদের সঙ্গে যোগ দেয়নি। তা যদি দিত তাহলে এই আবাদে কি এমনিভাবে বসে থাকতে পারতাম—এখানে তো আমাদের চাইতে গোলামদের সংখ্যা প্রায় একশ গুণ বেশী। যোগ অবশ্য অনেকেই দিয়েছিল। স্পার্টাকাসের অধীনে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার লড়বার মতো লোক ছিল। তাও স্পার্টাকাস যখন ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে। হ্যানিবল-এর মতো ওর কোন অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী ছিল না। তবু হ্যানিবল যা কোন কালে পারেনি, স্পার্টাকাস তা পেরেছিল। অর্থাৎ রোমকে প্রায় কাৎ করে এনেছিল। সেই প্রবল প্রতাপান্বিত রোম—একটা যুদ্ধই যথেষ্ট; একটা যুদ্ধেই হ্যানিবল-এর সৈন্যবাহিনীকে সে ধূলিসাৎ করে দিতে পারত। না, সব গোলাম যোগ দেয়নি। দিয়েছিল, যারা সব থেকে ভালো, সব থেকে উদ্দাম আর মরীয়া তারাই।

আমাকে সব খোঁজ খবর নিয়ে অবস্থা বুঝতে হয়েছে। আমি দেখলাম—গোটা রোম ওদের ভয়ে অস্থির। গোলামরা সারা রোমে একটা অশরীরি আতংক ছড়িয়ে দিয়েছে। আমাকে তো জানতে হবে কার সঙ্গে লড়ছি। তার সৈন্য কত, তার শক্তি কী। রোমান সেনাবাহিনী পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী—জার্মান, ইহুদী স্পেনিয়ার্ড সবাইকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। তারাই কিনা গোলামদের ছায়াটুকু দেখলে ঢাল তলোয়ার ফেলে চোঁচা দৌড়। আমি সিজাল পিন-গল্ এ ছাউনি ফেললাম। ওই ছাউনিকে আক্রমণ করতে হলে স্পার্টাকাসকে দুবার ভাবতে হবে। ওখানে বসে সব খোঁজ খবর নিতে লাগলাম। আমার গুণটুন বিশেষ নেই। তবে যা করব বলে হাতে নিই তা নিখুঁতভাবে করে ছাড়ি। প্রায় শ'খানেক লোকের সাক্ষ্য নিয়েছি, হাজার খানেক দলিল ঘেঁটেছি। যাদের সঙ্গে কথা বলেছি তাদের মধ্যে লানিস্তা বাতিয়াতাস একজন। আরো বহু সৈন্য আর অফিসার ছিল যারা স্পার্টাকাসের সঙ্গে লড়েছে। তাদেরই একজন এ গল্পটা আমায় বলেছে এবং আমি তা বিশ্বাস করি।''

আনতোনিয়াস কেইয়াস বলেন: "আপনার গল্পটা যদি ভূমিকার মতো লম্বা হয় তাহলে না হয় দুপুরের খাবার ব্যবস্থাটা এখানেই করি।"

কিন্তু ততক্ষণে পরিচারকরা এসে গেছে মিশরীয় তরমুজ, আঙ্গুর আর তার সঙ্গে সকাল বেলায় পান করার হাল্কা সুরা নিয়ে। ছাদটা সুরম্য, সুশীতল। যাদের সেদিন চলে যাবার কথা তাদেরও কোন তাড়া দেখা গেল না।

"ভূমিকার চাইতে আরো লম্বা গল্পটা। তবে বড়লোকের কথা তো সবাই শোনে—"

"ঠিক আছে, বলুন বলুন।'' মোটা গলায় গ্রেক্কাস বলে।

"আমিও বলতেই চাই। এবং বিশেষ করে জুলিয়া দেবীর জন্য। তা'হলে জুলিয়া দেবী, তোমার অনুমতি নিয়ে—''

মাথা নাড়ে জুলিয়া। গ্রেক্কাস ভাবে, "ভেবে চিন্তে কাজ করা তো লোকটার ধাতে নেই। কিন্তু ওর মতলবটা কি ?''

"দ্বিতীয়বার স্পার্টাকাস একটা রোমান বাহিনী যখন ধ্বংস করে সে সময়ের কথা। প্রথববার তো সেই শহরের কোহর্টদের ব্যাপার। গ্রেক্কাস, খুবই ভালো করে মনে থাকবার কথা, আপনার, আমাদেরও আছে।'' ক্রাসসাস বলে। ওর স্বরে বিদ্বেষের ঝাঁঝ।

"তারপর সেনেট পাবলিয়াসকে পাঠায় স্পার্টাকাসের বিরুদ্ধে। একটা পুরো বাহিনী এবং অত্যন্ত ভালো। এ বোধ হয় তৃতীয় বারের ব্যাপার। তাই না গ্রেক্কাস ?''

"নিখুঁতভাবে কাজ করা আপনার গুণ, আমার ও-সব নেই।'' জবাব দেয়

গ্রেক্কাস।

"বোধ হয় ঠিকই বলছি আমি। যদি ভুল না হয়ে থাকে, শহরের অশ্বারোহী সৈন্যেরও একটা দল ছিল সেই বাহিনীতে—হাজার সাতেক সৈন্য ছিল, বুঝলে জুলিয়া!" ক্রাসসাস বলে চলে, "আপনারা বিশ্বাস করুন, যুদ্ধ ব্যাপারে কোন রহস্য টহস্যের ব্যাপার নেই। একজন ভালো সেনাপতি হওয়ার চাইতে অনেক বেশী মগজ লাগে টাকা কামাতে বা এক টুকরো কাপড় বুনতে। যুদ্ধই যাদের পেশা, তাদের বেশীর ভাগের মগজের বালাই বিশেষ নেই। তার কারণও পরিষ্কার। স্পার্টাকাস ছিল চালাক। সে যুদ্ধের সাধারণ কতগুলো নিয়ম জানতো, আর রোমের সামরিক ব্যবস্থার কোথায় শক্তি আর কোথায় দুর্বলতা সে ভালো করে বুঝত। খুব কম লোকেই বুঝত। হ্যানিবল বুঝেছিল। তাছাড়া আর বিশেষ কেউ নয়। বোধহয় আমাদের এ-কালীন পম্পেইও নয়।"

"আমরা কি আজ বসে বসে শুধু এসব মহা-পবিত্র গুহ্য তত্ত্বই শুনব!" সিসেরো টিপ্পনি কাটে।

"তা এসব কথা, যা বলেছেন, পবিত্র টবিত্র নয়, গুহ্যও নয়। আমি জুলিয়ার জন্যই এগুলো আবার বলছি। বোধহয় পুরুষের মগজে এসব ঢোকা সম্ভব নয়। একটা নিয়ম হল প্রাণ বাঁচানোর দায় না হলে সেনাবাহিনীকে কখনও ভাগ করতে নেই। দ্বিতীয় নিয়ম হল যুদ্ধ যদি চাও তো আক্রমণ কর। আর আক্রমণ যদি না কর তো যুদ্ধ এড়িয়ে যাও। তৃতীয় নিয়ম—যুদ্ধের স্থান ও কাল নিজে ঠিক কর। ও কাজ শত্রুপক্ষকে করতে অবকাশ দিও না। চতুর্থ নিয়ম হল—যে করেই হোক ঘেরাও হওয়া থেকে বাঁচো। আর সর্বশেষ নিয়ম—শত্রুর দুর্বলতম স্থানে আঘাত কর এবং শত্রুর শেষ রেখো না।"

"যুদ্ধবিদ্যার যে-কোন প্রথম পাঠেই এসব অ, আ, ক, খ, থাকে ক্রাসসাস," সিসেরো মন্তব্য করে, "এতো অতি সরল ব্যাপার। মগজ খাটাবার আছেটা কি?"

"তা হবে। তবে জেনে রাখুন, যত সোজা সরলই হোক না, মগজ খাটাতে হয় না এমন কিছু আছে বলে তো মনে হয় না।"

"যা বলছিলেন বলুন। আচ্ছা, রোমান সামরিক ব্যবস্থার শক্তিটাই বা কোথায়, আর দুর্বলতাই বা কোথায়?" গ্রেক্কাস বলে।

"এও তো বোধ হয় একই রকম সরল, কি বলেন সিসেরো? এবারও আমার সঙ্গে আপনার মতে মিলবে না।"

হালকা সুরে জবাব দেয় সিসেরো, "মহান সেনাপতির পদপ্রান্তে বসে শিক্ষা-লাভে অত্যন্ত আগ্রহী ছাত্র আমি।"

ক্রাসসাস মাথা নাড়ে, "না। দুটি বিষয়ে মানুষ নিজকে জন্ম-পণ্ডিত মনে করে এবং যার জন্য কোন প্রস্তুতি বা বইটই পড়ার দরকার হয় না। একটা

হল বই লেখা। আর একটা সৈন্য পরিচালনা করা। প্রমাণ হাতের কাছেই। এত বেশী সংখ্যক বোকা লোকেরা ঐ দুটো কাজ করে যে অবাক লাগে। অবশ্যি ওই বোকাদের মধ্যে আমিও আছি।" অত্যন্ত সহজভাবে কথাগুলো বলে ক্রাস্‌সাস।

"বাঃ বেশ বলেছেন।" হেলেনা বলে।

ক্রাস্‌সাস ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে। হেলেনার ধারণা ক্রাসসাস মেয়েদের সঙ্গবর্জিত নয়—কিন্তু তাদের সম্বন্ধে আগ্রহবর্জিত।

ক্রাসসাস বলে যায়, "আমাদের সামরিক যন্ত্রের জোর কোথায় আর দুর্বলতা কোথায়, এ প্রশ্নের জবাব একটি শব্দে দেওয়া যায়। সে শব্দটি হল—শৃঙ্খলা। দুনিয়ার মধ্যে আমাদের বাহিনীগুলিই সেরা শৃঙ্খলা-সম্পন্ন। একমাত্রও বলা যায়। যে কোন ভালো বাহিনীর তার সেনাদের সপ্তাহের প্রতিটি দিন পাঁচ ঘণ্টা করে ড্রিল করানো হয়। ড্রিলের মধ্য দিয়েই নানারকম যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মুকাবেলা করতে শেখানো হয়। কিন্তু সব তো আর শেখানো যায় না। শৃঙ্খলা অনেকটা যান্ত্রিক বটে। কিন্তু নূতন কোন পরিস্থিতি এলে তখনই হয় অগ্নি-পরীক্ষা। আমাদের অতি চমৎকার আক্রমণকারী বাহিনী আছে। আক্রমণের সময় এই বাহিনী না হলেই চলে না। এদের অস্ত্রশস্ত্রও আক্রমণেরই অস্ত্র। এইজন্যই যেখানেই রাতের ছাউনি পড়ুক, সুরক্ষা-ব্যবস্থা করতে হয় অতি কড়া। নৈশ আক্রমণ অতি মারাত্মক। তাই সামরিক নীতির প্রথম কথাই হল যুদ্ধের স্থান নির্বাচন করা। কিন্তু সে বিলাসিতার সুযোগ স্পার্টাকাস কখনও আমাদের দেয়নি। তৃতীয় বাহিনী নিয়ে দক্ষিণ অভিযানের সময় পাবলিয়াস এই অতি সহজ সরল সাধারণ নিয়মগুলোর সবকটাই অমান্য করেছে। অন্ততঃ তাই মনে হয়। সে স্পার্টাকাসকে শুধু ঘৃণা আর অবহেলাই করেছে।"

আনতোনিয়াস-এর মেয়ে দুটি কোত্থেকে ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হল। মুখ লাল, হাসিতে খেলায় উজ্জ্বল। মায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পড়তে ক্রাসসাসের শেষ কথাগুলি ওদের কানে গেল।

বড় মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কখনও স্পার্টাকাসকে দেখেছেন?"

ক্রাসসাস হেসে বলে, "না মা, দেখিনি তো, কিন্তু আমি তাকে শ্রদ্ধা করি।"

গ্রেক্কাস গম্ভীরভাবে বসে আপেল ছাড়ায়। আর চোখ কুঁচকে ক্রাসসাসের দিকে চায়। ক্রাসসাসকে ওর মোটেই ভালো লাগে না। আসলে সামরিক ব্যক্তিদেরই ওর ভালো লাগে না। কারো জন্যই ওর মনে কোন উষ্ণতা বা প্রীতি নেই।

আপেলের খোসাটা আস্তই রয়েছে—সেটাকে ও তুলে ধরে। মেয়ে দুটি আনন্দে হাততালি দেয়; ওটা নেবার জন্য হাত বাড়ায়। কিন্তু গ্রেক্কাস বলে. "আগে একটা কিছু ইচ্ছা কর তো। ইচ্ছাটাকে এই খোসাটা দিয়ে মুড়ে

রাখবে। আপেলের মধ্যে সবরকম বিদ্যা আছে।"

"পোকাও থাকে কিন্তু মাঝে মাঝে," টিপ্পনী কাটে জুলিয়া। বলে, "আপনি ভেরিনিয়ার কথা বলছিলেন কিন্তু।"

"এক্ষুনি তার দেখা পাবে। এটা হল শুধু পটভূমিকা। তখনও স্পার্টাকাস ভিসুভিয়াস অঞ্চলেই রয়েছে। আর পাবলিয়াস বোকার মতো তার সৈন্যদের তিন ভাগে ভাগ করে দিল। প্রত্যেক ভাগে দু হাজার বা তার কিছু বেশী সৈন্য রইল। স্পার্টাকাসের তালাসে সে সেই দুর্গম জায়গাটা চষে বেড়াতে লাগল। তিনটে আলাদা আলাদা যুদ্ধে পাবলিয়াসের পুরো বাহিনীটা পৃথিবী থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিল স্পার্টাকাস। প্রত্যেকবার ওই একই কৌশল। কোন সংকীর্ণ উপত্যকায় যেই কোন দল গিয়ে ঢুকল, অমনি সে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এত সরু জায়গা যে ছড়িয়ে পড়ার উপায় নেই। অতএব দলকে দল শেষ। একবার মাত্র এর ব্যতিক্রম হল। একটা পুরো কোহর্ট অশ্বারোহী সৈন্য আর একটা কোহর্টের পদাতিক সৈন্যদের একটা বড় অংশ প্রতিরোধ ভেঙ্গে কোন মতে বেরিয়ে আসতে পারে। ঘোড়াগুলো উধর্বশ্বাসে ছুটছে আর পদাতিক সৈন্যরা তাদের লেজ ধরে ঝুলে আছে। গোলামদের যুদ্ধের নীতি যদি বুঝে থাকো, তবে নিশ্চয়ই জানো যে এই ধরনের জিনিস সামনে এলেও তারা বিভ্রান্ত হয় না। সামনে যা থাকে তার ওপরই তাদের সম্পূর্ণ—লক্ষ্য বরাবর ঐ তাদের পদ্ধতি। সেই আটশ-নয়শ লোক জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ছুটতে লাগল—তারপর পথ হারিয়ে তারা এসে উপস্থিত হল শত্রুপক্ষের শিবিরে, যেখানে শিশুরা আর মেয়েরা ছিল। শিবির বলছি বটে—আসলে ওটা একটা ছোটখাট গ্রাম। চারদিকে পরিখা—তারপর মাটির দেয়াল—দেয়ালের ওপর কাঠের মঞ্চ। নিশ্চয়ই আমাদের বাহিনীত্যাগী কিছু সৈন্য স্পার্টাকাসের দলে ছিল। কারণ দেখা গেল আমরা যেভাবে শিবিরের সুরক্ষা ব্যবস্থা করি—ঠিক সেইভাবেই ওদের শিবির আর গ্রাম, যাই বলুন, তার পত্তন করা হয়েছে। রীতিমত রাস্তা-ঘাট বানানো, ধারে ধারে কুটিরগুলো। গেট খোলা ছিল। বহু ছোট ছোট বাচ্চা কাচ্চা খেলছিল বাইরে এবং কয়েকজন স্ত্রীলোক তাদের পাহারা দিচ্ছিল। আপনারা বুঝতেই পারছেন—আমাদের ওই সৈন্যরা হেরে-যাওয়া। এখন তারা পালাচ্ছে। কোন শৃংখলা সংযম তাদের নেই। নারী-শিশু বিচার না করে যারা ক্রীতদাস হলেই হত্যা করে তাদের বিচার করতে বসিনি আমি। যা নোংরা, তা ঘৃণা করার কারণ আমাদের যথেষ্ট আছে। আমাদের ওই সৈন্যদের মনেও ছিল অসীম ঘৃণা। তারা একেবারে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঘোড়সওয়াররা খরগোস বেঁধার মতো করেই বাচ্চা-গুলোকে বর্শায় গাঁথতে লাগল। প্রথম ঝাপটায় তারা কিছু স্ত্রীলোককেও মারল। কিন্তু পরে অন্য স্ত্রীলোকেরা রুখে দাঁড়াল। গ্রাম থেকেও দলে দলে মেয়েরা

ছোরা, বর্শা, তলোয়ার নিয়ে ছুটে এল। আমি জানিনা, শুধু ঘৃণা আর প্রতিশোধ ছাড়া আর কোন কিছু আমাদের সৈন্যদের মনে ছিল কিনা। তারা অন্ততঃ কতগুলো স্ত্রীলোককে মেরে ফেলল অন্যগুলোকে ধর্ষণ করল। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ঐ সময়ে গোলামদের ওপর সারা দেশের মনোভাব অত্যন্ত খারাপ ছিল। স্পার্টাকাস-বিদ্রোহের আগে কেউ যদি নিজের কেনা বাঁদীকে মেরে ফেলত, মাথা সোজা করে সে রাস্তায় বেরুতে পারত না। এটাকে খুব গর্হিত কাজ বলে মনে হত। এবং যদি প্রমাণিত হত, বিনা কারণেই মারা হয়েছে তাহলে মোটা জরিমানা হত। বোধহয় বছর তিনেক আগে আইনটা পাল্টেছে। তাই না গ্রেকাস?"

"হ্যাঁ তাই," বিরস মুখে গ্রেকাস বলে, "যা বলছিলেন বলুন না। আপনি তো ভেরিনিয়ার কথা বলছিলেন।"

"তাই নাকি?" ক্রাসসাস যেন ক্ষণেকের জন্য সব ভুলে গেল। জুলিয়ার দৃষ্টি ক্রাসসাসকে অতিক্রম করে চলে গেল ও ধারের লন-এ। সে মেয়েটিকে বলে:

"ভাগ তো, তোরা এখন বাইরে গিয়ে খেলা কর।"

ক্লডিয়া জিজ্ঞাসা করে:

"তার মানে মেয়েরা সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করেছে?"

"ঠিক তাই। গেটের কাছে সাংঘাতিক লড়াই হল," ক্রাসসাস বলে, "হাঁ মেয়েরা সৈন্যদের সাথে লড়ল। সৈন্যগুলো ক্ষেপে গেল। তারা ভুলেই গেল যে তারা স্ত্রীলোকের সঙ্গে লড়াই করছে। আমার আন্দাজ ঘন্টাখানেক প্রায় লড়াই চলল। শোনা যায় মেয়েদের পরিচালনা করেছিল এক সাংঘাতিক উদ্দাম মহিলা, যার চুল সোনালী রং-এর। লোকে বলে সেই নাকি ভেরিনিয়া। সে মেয়ে সর্বত্র আছে—অঙ্গের পোষাক ছিঁড়ে কোথায় চলে গেছে—বর্শা হাতে বিবস্ত্র সেই মেয়ে লড়ছে—যেন সাক্ষাৎ ভয়ঙ্করী রণচণ্ডী—।"

"আমি এক বর্ণও বিশ্বাস করি না।" গ্রেকাস বলে ওঠে মাঝখানে।

ক্রাসসাস বলে, "বিশ্বাস না করতে চান করবেন না। আমি তো শুধু জুলিয়ার জন্যই বলছিলাম।" ও বুঝতে পারে ওর গল্পটা কারো মন স্পর্শ করেনি।

"আমার জন্য? তা কেন?" জানতে চায় জুলিয়া।

তীক্ষ্ণভাবে ক্রাসসাসের দিকে তাকিয়ে হেলেনা বলে:

"গল্পটা শেষতো করুন। সত্য হোক মিথ্যা হোক এর একটা শেষ তো আছে।"

"শেষ সেই একই। যুদ্ধে হয় জিতবে, নয় হারবে। আমরা হারলাম। ততক্ষণে কিছু গোলাম ওখানে ফিরে এসেছে। ওদের আর মেয়েদের কবল থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র অশ্বারোহী পালাতে পেরেছিল। তাদের কাছ থেকেই এই বিবরণ পাওয়া।"

"কিন্তু ভেরিনিয়া মারা পড়েনি ?"

"যার কথা বললাম, সেই যদি ভেরিনিয়া হয়ে থাকে তো, নিশ্চয়ই মারা পড়েনি। বারে বারেই তাকে দেখা গেছে।"

"বেঁচে আছে এখনও ?" ক্লডিয়া জিজ্ঞাসা করে।

"বেঁচে আছে ?" ক্রাসসাস ক্লডিয়ার কথারই পুনরাবৃত্তি করে। "তা থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি ? কিছু আসে যায় কি ?" উঠে পড়ে গ্রেক্কাস। নিজস্ব বিশেষ ভঙ্গিতে টোগাটাকে কাঁধের ওপর ফেলে সে চলে গেল।

কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপচাপ। তারপর সিসেরো বলে :

"বৃদ্ধের মনের মধ্যে কী যেন কুরে কুরে খাচ্ছে মনে হচ্ছে !"

"কে জানে বাবা !"

"আপনি কেন বললেন ভেরিনিয়া বেঁচে থাকুক আর না থাকুক, কিছু এসে যায় না !" হেলেনা জানতে চায়।

"সব তো চুকে বুকেই গেছে।" ক্রাসসাস সোজাসুজি বলে। "স্পার্টাকাস মরে গেছে। আর ভেরিনিয়া সে তো বাঁদী। বাজার ভরা কত বাঁদী। ভেরিনিয়ার মতো হাজার হাজার।" হঠাৎ ওর স্বরটা ক্রুদ্ধ শোনায়।

আনতোনিয়াস কেইয়াসও উঠে পড়ে। সকলের কাছে মাপ চেয়ে গ্রেক্কাসের পেছন পেছন যায়। ওর ভারী বিশ্রী লাগে—গ্রেক্কাস ও ক্রাসসাসের মতো দুজন ব্যক্তি যারা রাজনৈতিক সূত্রে বাঁধা—মিছিমিছি কেন তারা অমন ঝগড়া করে ? গ্রেক্কাসকে ওরকম ব্যবহার করতে তো আগে দেখা যায়নি কখনও। তবে কি জুলিয়াকে নিয়ে কিছু ? নিশ্চয়ই নয়—ওই মোটা থলথলে বুড়ো গ্রেক্কাস যে স্ত্রী নিয়ে ঘর করে না তার আবার জুলিয়াকে নিয়ে কি হবে ? আর যাই করুক গ্রেক্কাস, যৌন ব্যাপারে সে নপুংসক ছাড়া আর কি ? আর ক্রাসসাস ? রোমে ক্রীতদাসী বা স্বাধীন যে কোন মেয়েকে সে ভোগ করার জন্য পেতে পারে—বেচারী দুঃখী জুলিয়ার জন্য সে ব্যস্ত হবে কেন ? কে জানে, কি ব্যাপার ? এদের দুজনের যে কেউই জুলিয়াকে চায় স্বাগত সে। জুলিয়ার সঙ্গে আরো পাবে আনতোনিয়াসের শয্যা, খাওয়া থাকা সব। আনতোনিয়াসের পক্ষে এর চেয়ে সুখের আর কি হতে পারে ? খুঁজতে খুঁজতে গ্রেক্কাসকে পাওয়া গেল লতা-মণ্ডপে—মেজাজ খারাপ করে বসে আছে।

পুরানো বন্ধু। কাছে গিয়ে একটু নাড়া দিয়ে বলল :

"কিহে ঠিক আছে, সব ঠিক আছে !"

গ্রেক্কাস বলে, "এমন একদিন আসবে যখন, ক্রাসসাস আর আমার কাছে পৃথিবীটা বড় ছোট মনে হবে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[ভিলা সালারিয়ায় সমাগত অতিথিদের মধ্যে একটা দলের কাপুয়া ভ্রমণের কাহিনী, কাপুয় শহরের বর্ণনা, আর এই ভ্রমণকারী দলের শেষ গ্লেডিয়েটরকে ক্রুশবিদ্ধ করার কাহিনী ।]

সেই দিনই সিসেরো আর গ্রেকাস বিদায় নিয়ে রোমে ফিরে গেল। ক্রাসসাস এবং কেইয়াসের দলটি আনতোনিয়াসের পীড়াপীড়িতে আর এক দিন ভিলা সালারিয়ায় থেকে গেল। ঠিক হল যে পরের দিন খুব ভোরেই ওরা রওনা হবে। এবং সারা দিনটা বেশ রাস্তায় ঘুরে কাটবে। ক্রাসসাস ওদের সঙ্গে যাবে বলে আগেই বলেছিল। অতবড় একজন সেনাপতি ওদের সঙ্গে যাবেন শুনে ক্লডিয়া আর হেলেনা মহা খুশি। সূর্য ওঠার ঠিক পরেই ওরা বেরিয়ে পড়ল। চার চারটে ডুলি, তাদের বাহক, নানা কাজের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক পরিচারক, মালপত্র বাহক—এই সব মিলে রাস্তায় রীতিমত একটা শোভাযাত্রা। ওরা এপ্পিয়ান সরণীতে এসে পৌঁছুলে সেনাপতির পদামর্যাদার রীতি অনুসারে দশজন সৈনিকের একটা রক্ষীবাহিনী সঙ্গে চলল। গোলামেরা সম্পূর্ণভাবে পরাভূত। সেই বিজয়োৎসব হবে কাপুয়ায়, যেখানে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিল সেইখানে। এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন ক্রাসসাস। পরাজয় এবং স্পার্টাকাসের মৃত্যুর পর যেসব গ্লেডিয়েটর বন্দী হয়েছিল তাদের মধ্য থেকে একশ জনকে বাছা হয়েছে—শত-জুড়ি খেলার জন্য। কয়েক সপ্তাহ ধরে এই খেলা চলছে। এ-খেলা এক হিসেবে ক্রুশে চড়াবার জন্য বাছাইয়ের একটা পদ্ধতি। এরা জোড়ায় জোড়ায় লড়বে। এদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা আবার অন্যদের সঙ্গে খেলবে। এমনি করে শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকবে মাত্র একজন।

মৃত্যুর এই নৃত্য-বিলাস······চলে বুঝি অনন্ত কাল ধরে।

কেইয়াস বলে, "আপনি খেলা দেখবেন তো।" চারটে ডুলি পাশাপাশি চলছিল যাতে চলতে চলতে কথা বলা যায়। বিপরীত দিক থেকে গাড়ি ঘোড়া লোক-জন যা আসছিল, রক্ষী বাহিনী তাদের একদিকে সরিয়ে দিয়ে পথ করে নিচ্ছিল। মানুষ অত বড় শোভাযাত্রা, এবং তার জাঁকজমক দেখে তাদের রাস্তা জুড়ে চলার বিশেষ অধিকার মেনে নিল। কেইয়াস আর ক্রাসসাস পাশাপাশি ছিল। ক্লডিয়া ছিল ক্রাসসাসের পাশে, আর হেলেনা ছিল তার ভাই-এর পাশে। ক্রাসসাস বয়সে সব চেয়ে বড়। তা ছাড়া এদের প্রতি তার বিশেষ স্নেহ। তাই রাস্তায়

এদের দেখাশোনা, আদর আপ্যায়নের ভার নিজেই নিয়েছিলেন। ওর পরিচারকেরা সুশিক্ষিত। তাছাড়া মুখ ফুটে কেউ কিছু বলা চাওয়ার আগেই ক্রাসসাস বোঝে কার কখন কি চাই—জুডিয়া থেকে সদ্য-আনা সুবাসিত সুরা, না রসাল মিশরীয় আঙ্গুর, না চারদিকে একটু সুগন্ধি ছড়িয়ে হাওয়াটাকে পরিষ্কার করে নেয়া—কোনটা। অন্যান্য ধনীদের মতো ক্রাসসাসও নিজের সমশ্রেণীয়দের ঐহিক সুখ সুবিধা, আপ্যায়নের জন্য ভাবনা চিন্তা করেন। "এখন ক্রাসসাস যে শুধু এদের আদর আপ্যায়নই করছিলেন তা নয় তিনি এদের সাথী এবং অভিভাবকও। কেইয়াস এর প্রশ্নের উত্তরে ক্রাসসাস বলে :

"শুনলে অবাক হবে, কেইয়াস, এসব খেলাটেলা এখন আর আমার ভালো লাগে না। তাও কদাচিৎ কখনও যে যাই না তা নয়—সে জুড়ি খুব ভালো হলে, বা বিশেষ কোন জুড়ি হ'লে। বোধহয় আমার মোটেই ভালো লাগবে না ও-খেলা দেখতে। তবে আগে যদি জানতাম যে তোমরা দেখতে চাও তবে -"

"তার জন্য ভাববেন না।"

"কিন্তু খেলার একেবারে শেষে তো একজন বেঁচে থাকবে -" ক্লডিয়া বলে।

একজন বেঁচে থাকবেই তার কোন মানে নেই। দুজনেই সাংঘাতিক জখম হতে পারে। কিন্তু যদি কেউ বেঁচেই যায় তবে তাকে গেটের সামনে প্রতীক হিসাবে ক্রুশে ঝোলানো হয়। তোমরা জান যে গেট আছে সাতটা। যখন ক্রুশগুলোকে পোঁতা হয়—সাতটা দিয়েই প্রথম আরম্ভ করা হয়। প্রত্যেকটা গেটের সামনে একটা করে। ঐ খেলার শেষে যে বেঁচে যাবে, এপ্পিয়ান সরণীর দুধারে যে ক্রুশগুলো আছে, তার কোনটা থেকে পুরনো লাশটা নামিয়ে তাকে ঝোলানো হবে। তারপর ক্লডিয়াকে জিজ্ঞাসা করে: "এর আগে কাপুয়ায় কখনও এসেছ ?"

"না, আসিনি।"

"তাহলে তো তোমার জন্য রীতিমত আনন্দের ভোজ জমা আছে দেখছি। চমৎকার শহর এই কাপুয়া। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, বোধ হয় দুনিয়ায় এমন সুন্দর শহর আর দ্বিতীয় নেই। যেদিন আকাশে মেঘ থাকে না—নগর প্রাচীরের ওপর থেকে উপসাগরটা দেখা যায়। অপরূপ! অনেক দূরে দেখা যায় ভিসুভিয়াসের শুভ্র চূড়া। এর চেয়ে মহিমময় সুন্দর আর কিছু আছে বলে আমার জানা নেই। ওখানে আমার একটা ভিলা আছে। তোমরা সবাই যদি আমার অতিথি হও, আমি ভারী খুশী হব।"

কেইয়াস বুঝিয়ে বলে যে ওর এক দাদুর—মানে বাবার এক কাকার ওখানে যাচ্ছে ওরা। তিনি ওদের জন্য আশা করে বসে আছেন। কাজেই আগে যা ঠিক হয়েছে এখন আর তা বদলানো ঠিক নয়।"

যাই হোক আমাদের মাঝে মাঝে দেখা হবে একদিন পরে। প্রথম কয়েকটা দিন খুব একঘেয়ে লাগবে। তারপর সরকারী অভ্যর্থনা, বক্তৃতা টক্তৃতা হয়ে গেলে আমরা কিছু সময় পাব, এবং তখন সমুদ্রে গিয়ে নৌকা-ভ্রমণ করতে পারি। নৌকা-বাইচ খেলার রাজা। একটা পিকনিকও হবে হয়ত। তারপর একটা বিকেল তো যাবে সুগন্ধির কারখানাগুলি দেখতে। কাপুয়া মানেই এখানকার সুগন্ধি—কাপুয়া আর তার আতর-নির্যাস এ-দুটোকে আলাদা করা যায় না। ওখানকার একটা কারখানার সঙ্গে আমি জড়িত আছি। সুগন্ধি আর নির্যাস প্রকরণের কিছু আমার জানা আছে। তোমাদের পছন্দ মতো আতর তোমাদের আমি উপহার দিতে চাই। আমার বড় ভালো লাগবে।

"আপনার অসীম কৃপা," হেলেনা বলে।

"কিছু না। অতি সামান্য। ঐটুকু কৃপা দেখাতে আমার অতি সামান্যই খরচ হবে, কিন্তু প্রতিদান পাব যে অনেক। সে যাই হোক, কাপুয়াকে আমি ভালোবাসি। এবং কাপুয়া আমার গর্ব ও গৌরব। অতি পুরানো শহর। প্রাচীন কাহিনী বলে যে এক হাজার বছর আগে ইট্রাসকানরা ইতালির এই অঞ্চলে বারোটা শহর তৈরী করেছিল—এগুলোকে বলা হত স্বর্ণহারের বারোটি মণি। একটি শহরের নাম ছিল ভলতুরনাম—লোকের ধারণা এটাই এখনকার কাপুয়া। অবশ্যি এ কাহিনী মাত্র। সাড়ে তিনশ' বছর আগে ইট্রাসকানদের কাছ থেকে এটা ছিনিয়ে নেয় সামনাইটরা এবং এর বেশীর ভাগই আবার নূতন করে তৈরী করে। আমরা এটা অধিকার করার পর নূতন করে প্রাচীর তুলেছি। সব জায়গায় রাস্তাঘাট ইত্যাদি তৈরী করেছি। এ শহরটা রোমের চাইতেও অনেক সুন্দর।"

সুতরাং সবাই এপ্পিয়ান সরণী ধরেই চলল। এতক্ষণ কেউ ক্রুশগুলোর দিকে লক্ষ্যই করেনি। বাতাসে পচা মাংসের গন্ধ ভেসে এলে একটু সুগন্ধি ছিটিয়ে দিয়েছে মাত্র। রাস্তায় সাধারণ চলাচল ছাড়া আর কোন ঘটনা ঘটেনি। রাস্তায় দুদিন ওরা দুটো পল্লী-আবাসে রাত কাটাল এবং এক রাত একটা অত্যন্ত বিলাস-বহুল পান্থশালায়। এভাবে ধীরে ধীরে ওরা কাপুয়ায় এসে পৌঁছাল।

কাপুয়ায় এখন উৎসবের হাওয়া। শহরটি শ্রী ও সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে; দাস বিদ্রোহের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে গেছে। শুভ্র নগর প্রাকারের ওপর উড়ছে

বারোশ' পতাকা। কোন অশান্তি উপদ্রব কোথাও নেই, কাজেই সাতটি তোরণই উন্মুক্ত। ওদের আসার সংবাদ আগেই পৌঁছে গেছে, সুতরাং অসংখ্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এদের অভ্যর্থনার জন্য সমবেত হয়েছেন। নগর বাদ্য-বৃন্দ তুরী ভেরী জগঝম্প, ঢাক, বাঁশী ইত্যাদি একশ দশটি বাদ্যযন্ত্রে বাজতে লাগল স্বাগত বন্দনার সুর। রজত নির্মিত বর্ম-শোভিত নগররক্ষী বাহিনীর দল অতিথিদের পথ দেখিয়ে এস্কিয়ান তোরণের মধ্য দিয়ে নিয়ে এল। ক্লডিয়া, হেলেনার পক্ষে এ অভিজ্ঞতা অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। কেইয়াস বাইরে ঔদাস্যের ভাণ করলেও প্রখ্যাত সঙ্গীটির প্রতি এই অভূতপূর্ব বর্ণময় সম্বর্ধনার অংশীদার হয়ে ভিতরে ভিতরে রোমাঞ্চিত।

নগরে প্রবেশ করার পর ক্রাসসাসের সাথে ওদের বিচ্ছিন্ন হতে হল। ওরা চলে গেল কোন আত্মীয়ের বাড়িতে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরেই নিমন্ত্রণ এল সেনাপতির কাছ থেকে—সেদিন সন্ধ্যায় সরকারী ভোজসভায় ক্রাসসাসের আতিথ্য গ্রহণের জন্য। কেইয়াস তার ভগ্নী, ভগ্নীর বান্ধবী এবং যে পরিবারে আছে তাদের সকলের সাদর আমন্ত্রণ।

এতবড় সেনাপতির স্মরণযোগ্য হওয়ায় কেইয়াস গর্বিত। এবং ক্রাসসাস সেই সুদীর্ঘ ও বিরক্তিকর ভোজপর্বের মধ্যেও লৌকিকতার বিধিবিধান ভেঙ্গে মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে একটু আধটু ঘনিষ্ঠতা দেখালেন। মহান সেনাপতির বিশিষ্ট মর্যাদার উপযোগী করে ভোজসভার আয়োজন। পঞ্চান্ন পর্ব ভোজ্য—কেইয়াস, ক্লডিয়া, হেলেনা খেল সামান্যই। নানারকম পতঙ্গ দিয়ে সুরসাল, রসনা-রঞ্জন খাদ্যবস্তু তৈরীর শিল্প-নৈপুণ্যের ঐতিহ্য কাপুয়ার আছে। কিন্তু পতঙ্গ আস্বাদনের রুচি কিছুতেই কেইয়াসের হল না—এমন কি মধুতে জারানো পতঙ্গ বা কুঁচি করে কাটা চিংড়ি মাছের কেকও নয়। আজের সন্ধ্যার বৈশিষ্ট্য হল একটি নতুন নাচ, যা ক্রাসসাসের সম্মানেই বিশেষ করে পরিকল্পিত। নাচের বিষয়বস্তু হল এক রক্ত-লোলুপ ক্রীতদাসের দ্বারা একজন রোমান কুমারীর ধর্ষণ। প্রায় এক ঘণ্টা ব্যাপী এই শিল্পানুষ্ঠানের প্রতিটি দৃশ্য অতি নিষ্ঠার সঙ্গে রূপায়িত। শেষ অংকে গোলামদের সম্পূর্ণ নিধন। বিরাট সেই কক্ষের ছাত হতে অজস্র ধারায় শুভ্র পুষ্প-বৃষ্টি হতে থাকল।

হেলেনা লক্ষ্য করল—সন্ধ্যা যতই রাত্রির দিকে চলে, অতিথিদের মদের মাত্রা ততই বাড়ে। কিন্তু ক্রাসসাসের মাত্রা কমে আসে। সে শুধু সুরা মুখে ছোঁয়ায়। এমন কি কাপুয়ার বিখ্যাত ভারী প্লাম ব্রাণ্ডি নামে সুরার একটি ফোঁটাও জিভে ঠেকালেন না। বিশ্ব-বিখ্যাত সুগন্ধির মতোই এ সুরাও এখানে তৈরী হয়। সংযম এবং কর্ম-চাঞ্চল্যের এক অদ্ভুত সমন্বয় ক্রাসসাস। হেলেনা এবং ক্রাসসাসের মধ্যে বারে বারে দৃষ্টি-বিনিময় হয়। ক্রাসসাসের চরিত্রের দুটি দিকই তার চোখের দৃষ্টিতে স্পষ্ট। কেইয়াস এবং ক্লডিয়া দুজনেই নেশায় চুর।

অনেক রাতে ভোজ সভা শেষ হল। হেলেনার মাথায় খেয়াল চাপে—যেখানে দাস-বিদ্রোহের শুরু লেনতুলাস বাতিয়াতাসের সেই ইস্কুলটা সে দেখবে। ক্রাস-সাসকে ও জিজ্ঞাসা করে সেই জায়গাটায় নিয়ে গিয়ে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে আনতে তিনি পারবেন কি না।

চমৎকার রাতটি। স্নিগ্ধ, প্রলেপের মতো কোমল; বসন্তের ফুল ফুটেছে, শহর ভারি সৌগন্ধে ভরা। মস্ত বড় সোনালী চাঁদ উঠছে আকাশে। পথ দেখার কোন অসুবিধা হবে না।

ফোরাম-এর সামনের বিরাট প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে সবাই। সেনাপতিকে ঘিরে বিপুল ভিড়। এখন প্রশ্ন—পবিবারের অন্যদের থেকে কী কৌশলে হেলেনা ও ক্লডিয়াকে আলাদা করা যায়। কিন্তু হেলেনা জেদ ধরেছে কেইয়াসকে ওদের সঙ্গে যেতেই হবে। এত মাতাল হয়েছে কেইয়াস যে তক্ষুনি রাজী হয়ে গেল; টলায়মান অবস্থায় সেইখানে দাঁড়িয়ে ভক্তি গদগদ দৃষ্টিতে ক্রাসসাসের দিকে তাকিয়ে রইল। ক্রাসসাস কৌশলে আনুষ্ঠানিক করণীয়গুলির ব্যবস্থা করে ফেলল। এবং একটু পরেই ডুলিতে বসে এপ্পিয়ান তোরণের দিকে রওয়ানা হল। তোরণ-দ্বারে রক্ষীরা সেনাপতিকে অভিবাদন করল। সে ওদের সঙ্গে দু-একটা হাসি তামাশা করে এক মুঠো রৌপ্য-মুদ্রা ইনাম স্বরূপ ওদের বিলিয়ে দিল। পথের নিশানাও ওদের কাছ থেকে জেনে নিল।

'তাহলে আপনিও ওখানে কখনও যাননি ?" হেলেনা জিজ্ঞাসা করে।

"না, ও জায়গাটা আমি দেখিনি কখনও।"

"কি অদ্ভুত! আপনার ও স্পার্টাকাসের জীবন ওই একটি বিষয়ে যেমন ভাবে জড়িয়ে আছে, আমি আপনার জায়গায় হলে ঠিক দেখে নিতাম।"

"আমার জীবন ও স্পার্টাকাসের মৃত্যু বল," শান্তভাবে ক্রাসসাস বলে।

গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছে গেল সবাই। মুখ্য দ্বাররক্ষী জানাল :

"জায়গাটার এখন আর কিছু নেই। অনেক টাকা ঢেলেছিলেন এটায় লানিস্তা। এবং প্রায় কোটিপতি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহের পর থেকেই দুর্ভাগ্য যেন ওর সঙ্গ ছাড়ল না। নিজেরই এক গোলামের হাতে খুন হলেন। তার পরেই বাধল নানা মোকদ্দমা। এবং এখনও সে চলছে। অন্য বড় বড় ইস্কুলগুলো শহরে চলে এসেছে। দুটো ইস্কুল তো ন্যাপোর্টমেন্টে গিয়ে উঠেছে।

ক্লডিয়া হাই তোলে, কেইয়াস ডুলিতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মুখ্য দ্বাররক্ষী সানন্দে বলে চলে: "ফ্লেসিয়াস মোতালিয়া এই বিদ্রোহের যে ইতিহাসখানা লিখেছেন তাতে বাতিয়াতাসের ইস্কুলটা শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল বলে উল্লেখ আছে। আমরা ভ্রমণকারীদের সেইখানেই নিয়ে যাই। একজন ঐতিহাসিক যা বলেছেন তার কাছে আমার কথার অবশ্য কোন দাম নেই। কিন্তু বিশ্বাস করুন বাতিয়াতাসের ইস্কুলটা কোথায় ছিল তা বের করা কিছু কঠিন নয়। ঐ যে ঝরণাটা,

ওর পাশ দিয়ে যে ছোট রাস্তাটা গেছে সেটা ধরে চলে যান। জ্যোৎস্নায় একেবারে দিনের মতো আলো হয়ে গেছে। সামনেই এরিনাটা চোখে পড়বে। কাঠের মঞ্চটা সব ছাপিয়ে ওপরে ওঠেছে।

ওরা কথা বলছে এমন সময় কয়েকজন ক্রীতদাস এল শাবল কোদাল হাতে নিয়ে গেটের মধ্যে প্রবেশ করল। ওদের সঙ্গে একটা মই আর খড়ের চুবরীও ছিল। গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড বড় একটা ক্রুশ। সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ শাস্তির প্রতীক—রোমে যাওয়ার রাস্তার দুদিকে যে-ছ'হাজার ক্রুশ আছে এটা সেগুলোরই প্রথম। মইটা ক্রুশের গায়ে লাগাতেই এক ঝাঁক কাক বেগে উড়ে গেল। ক্লডিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল : ওরা কি করছে?"

"একটা কুত্তাকে নামানো হচ্ছে যাতে আর একটা কুত্তাকে ঝোলানো যায়", নেহাৎ তাচ্ছিল্যের সুরে বলে মুখ্য দ্বাররক্ষী," এ কয়দিনের খেলার পর যে-লোকটা এখনও বেঁচে আছে—ভোর বেলায় তার প্রাপ্য সম্মান তাকে দেওয়া হবে। স্পার্টাকাসের সঙ্গী গোলামদের মধ্যে এই হ'ল শেষ।"

ক্লডিয়া কেঁপে উঠল। ক্রাসাস্‌কে বলে ?

"না বাবা, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি না।"

"তা, যদি বাড়ি যেতে চাও, যাও।" তারপর ক্যাপটেইনকে বলে, "তোমার দু'জন লোক দাও তো এঁর সঙ্গে।"

কেইয়াসের নাক ডাকছে গভীর ভাবে। হেলেনার হাঁটতে ইচ্ছা করছিল। ক্রাসসাস্ ডুলি থেকে বেরিয়ে ওর সঙ্গে চলল। ডুলিগুলো আগে আগে চলল। চাঁদের আলোয় ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছেন ধনকুবের সেনাপতি এবং তাঁর তরুণী সঙ্গিনী। ক্রুশটার পাশ দিয়ে যাবার সময় চোখে পড়ল—মৃত মানুষটার রোদে-পোড়া, পাখিতে ঠুকরানো পচা, দুর্গন্ধ দেহাবশেষ নামিয়ে আনা হচ্ছে। কয়েক-জন গোলাম ক্রুশটার গোড়ার মাটি খুঁড়ে খোঁটাখুঁটি দিয়ে ওটাকে সোজা ও মজবুত করার ব্যবস্থা করছিল।

"তোমার এসব দেখে খারাপ লাগছে না তো?" ক্রাসসাস্ জিজ্ঞাসা করে হেলেনাকে।"

"এতে খারাপ লাগার কি আছে?"

ক্রাসসাস্ ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে, "আমি খোঁচা দেবার জন্য বলিনি। সত্যি তোমাকে তারিফ করতে হয়।"

"তারিফ কোনটাকে? একটা মেয়ের মেয়ে-মানুষের মতো না হওয়াটাকে?"

"যে পৃথিবীতে বাস করছি সেটা ঠিক যা সে ভাবেই গ্রহণ করি আমি," ক্রাসসাস্ ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি গোছের ভঙ্গিতে বলে, "আমি আর অন্য কোন পৃথিবীর কথা জানি না, তুমি জানো?"

হেলেনা নিঃশব্দে মাথা নাড়ে। দুজনে হাঁটতে থাকে। কাছেই ইস্কুলটা।

চারদিকের দৃশ্যাবলী দিনের আলোয়ও বড় সুন্দর, জ্যোৎস্নার মায়ায় সে যেন এক অপরূপ স্বপ্ন-রাজ্য। সেই মুহূর্তেই সামনে দেখা গেল এরিনার প্রাচীর। ক্রাসসাস্ বেহারাদের বলে যে তারা যেন ডুলি নামিয়ে ওদের ফেরা পর্যন্ত ঐখানেই অপেক্ষা করে। তারপর হেলেনার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যায়।

জায়গাটা ছোট। খা খা করছে শূন্যতা। অনুশীলন-প্রাঙ্গণের লোহার বেড়া বেশীর ভাগই চুরি হয়ে গেছে। কাঠের চালাগুলি পচে উঠেছে। এরিনার অর্ধেক দেয়াল ধ্বসে পড়েছে। ক্রাসসাস্ হেলেনাকে বালির চত্বরে নিয়ে গেল। দর্শক-মঞ্চের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দুইজন। এরিনাটাকে বড় ছোট মনে হয়; বড় জীর্ণ, বড় দীন। কিন্তু বালির চত্বর জ্যোৎস্নায় রূপোর মতো ঝলমল করছে।

"ভাইকে এটার কথা বলতে শুনেছি," হেলেনা বলে, "কিন্তু ও বাড়িয়ে বলেছে। এতো নেহাৎ ছোট। অতি সাধারণ।"

ক্রাসসাসের মনে পড়ে শবে আকীর্ণ কত মাঠ-ঘাট-প্রান্তর, কত রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আর উন্মত্ত তাণ্ডব। এই বিশ্রী নোংরা ক্ষুদ্র স্থলটার সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারল না। সব যেন অর্থহীন। ওর মনে আজ এ সবের কিছুরই স্থান নেই।

"আমি ওই আসন-মঞ্চে যাচ্ছি," হেলেনা বলে।

"ইচ্ছে হলে যাও, কিন্তু সাবধান। কাঠ হয়তো পচে গেছে।" দুজনেই সম্মানিত অতিথিদের জন্য সুরক্ষিত আসনগুলির দিকে চলল। ওই আসনগুলি একদা বাতিয়াতাসের আনন্দের ও গর্বের বস্তু ছিল। ডোরাদার কাপড়ের তৈরী রৌদ্র-নিবারক আচ্ছাদনীগুলি শতছিন্ন; ছেঁড়া-খোঁড়া কুশনগুলি যা অবশিষ্ট আছে, তার মধ্যে ইঁদুর ছুটোছুটি করছে। একটা আসনে বসে পড়ল হেলেনা। ক্রাসসাস পাশে বসল। হেলেনা বলে:

"আমার ওপর আপনার মনে কোন বিশেষ ভাব নেই তো?"

"আছে বৈকি। তুমি একজন অতি সুন্দরী বুদ্ধিমতী মহিলা।"

"সেনাপতি প্রবর, আপনার প্রতি আমার মনোভাব কী বলবে? আপনি একটি আস্ত শুয়ার," শান্তভাবে বলে হেলেনা। ক্রাসসাস ওর দিকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দেয়। হেলেনা ওর মুখে থুথু ছিটিয়ে দেয়। সেই স্বল্প আলোয়ও হেলেনা দেখতে পায় ক্রাসসাসের চোখ দুটো ধক্-ধক্ করে জ্বলে ওঠে। এই সেনাপতি যার কোন কথায় কোন দিন এমন উগ্র ক্রোধের প্রকাশ দেখা যায়নি, সেই মানুষই এখন হেলেনাকে আঘাতও করে বসল এবং এত জোরে যে সে আসন থেকে ছিটকে পচা কাঠের বেড়াটার ওপর গিয়ে পড়ল। সেই ধাক্কায় পচা কাঠ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, আর ওর দেহের অর্ধেক রইল বেড়াটার ওপর। প্রায় বিশ ফুট নীচে এরিনা। কোন মতে সামলে নিয়ে ওঠে হেলেনা। সেনাপতি স্থির হয়ে তেমনি বসে। হেলেনা ঝাপটে পড়ে ওর ওপর, বুনো বেড়ালের মতো আঁচড়ে কামড়ে অস্থির করে দেয়। ক্রাসসাস শুধু ওর হাতের কব্জিদুটো ধরে একটু দূরে ঠেলে

রাখে। তারপর হাসতে হাসতে বলে :

"আসল ব্যাপার অন্য কিছু তা আমি জানি।"

হেলেনার প্রচণ্ড ক্রোধের আবেগ শান্ত হয়ে আসে, শক্তিও প্রায় ক্ষয়িত। ও কাঁদতে আরম্ভ করে। আদুরে মেয়ের মতো কাঁদে বসে বসে; ক্রাসসাস ওকে সোহাগ করে—আবাহন বিসর্জন কোন ভাবই দেখায় না হেলেনা। ক্রাসসাস অতি ঘনিষ্ঠ হয়, কিন্তু সে রতিতে না রইল আসঙ্গ না আবেগ। জিজ্ঞাসা করে ক্রাসসাস :

"তুমি কি এই চেয়েছিলে ?

জবাব দেয় না হেলেনা। জামা কাপড় চুল ঠিক করে; ওষ্ঠরঞ্জনী সারা মুখময় লেপ্টে গিয়েছিল—তা মোছে; চোখের কাজল চোখের জলে ধুয়ে ধুয়ে গাল বেয়ে পড়েছিল, তা পরিষ্কার করে। তারপর আগে আগে গিয়ে নিজের ডুলিতে চুপচাপ বসে পড়ে। ক্রাসসাস হাঁটে। বেহারারা সরু রাস্তাটা দিয়ে চলে। কেইয়াস তখনও ঘুমিয়ে। রাত প্রায় শেষ। জ্যোৎস্না ম্লান হয়ে এসেছে। একটা নূতন আলোর স্পর্শ লাগে ধরার বুকে। এবার এক সাধারণ ধূসর মেঘে লীন হয়ে যাবে চাঁদের জ্যোৎস্না আর দিনের আলো। কেন জানি; আবার নূতন করে প্রাণের উচ্ছলতা, শক্তির উন্মাদনা অনুভব করে ক্রাসসাস। ওর মনে হয় এমন এক প্রাণ ও প্রাণশক্তির উপলব্ধি ওর হয়েছে—যা দুর্লভ। প্রাচীন কাহিনীতে আছে—দেবতার ঔরসে মানবীর গর্ভে বিশেষ বিশেষ মানবের জন্ম হয়। আজ ও প্রায় বিশ্বাস করে এসব কথা। একি সম্ভব নয় যে সেই মুষ্টিমেয় দেবাংশীদের ও-ও একজন। নইলে জীবনে ওর এত সৌভাগ্য লাভ হল কি করে, তাহ'লে ওর যে দেবাংশে জন্ম এ কথা সম্ভব কেন হবে না ?

ও বড় বড় পা ফেলে হেলেনার ডুলির কাছে এল। অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে হেলেনা বলল :

"আপনি যে বললেন, আসল জিনিসটা আলাদা—তার মানে ? কি বলতে চেয়েছিলেন ? আমি তাহলে আসল নই ? অমন সাংঘাতিক কথাটা কি করে বললেন আপনি ?"

"খুব সাংঘাতিক ?"

"আপনি খুব ভালো করেই জানেন, সাংঘাতিক কি না। আসল জিনিস কী তাহলে ?"

"স্ত্রীলোক।"

"কি রকম স্ত্রীলোক ?"

ক্রাসসাসের মুখ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এল। ও মাথা নাড়ল। ওর ভেতরে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলছে—যে অপূর্ব অনুভূতি জেগেছে ওর চেতনায়—তা যেন না হারিয়ে যায়। না, হারিয়ে গেল না সম্পূর্ণ—কিছুটা রইল। এন্ত্রিয়ান তোরণের কাছে এসে হেলেনার ডুলির পাশ থেকে সরে গিয়ে তোরণ-রক্ষীর কাছে গেল। নিজেকে ও

দেব-বীজ সম্ভব বলেই দেখতে চায়। তারই সংগ্রাম তখনও চলছে ওর মনে মনে। কতকটা রূঢ় ভাবেই গেট ক্যাপটেইনকে বলে :

"আপনার জন কয় লোক দিয়ে এই মহিলাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিন। দেখবেন যেন ঠিক মতো পৌঁছায়।"

আদেশ পালন করে ক্যাপটেইন। বিনা সম্ভাষণেই হেলেনাকে যেতে হয়। গেটের গাঢ় ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকে ক্রাসসাস ভাবনায় ডুবে। গেট ক্যাপটেইন এবং কর্তব্যরত সৈনিকগণ—অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। ক্রাসসাস জিজ্ঞাসা করে, এখন কটা বাজে?"

"রাত প্রায় শেষ। আপনার কি ক্লান্ত লাগছে না, স্যার ?

"না, একটুও ক্লান্ত লাগছে না, ক্যাপটেইন।"

ক্রাসসাসের স্বর কিছুটা কোমল হয়ে আসে, "বহুদিন হ'ল কুকুরের মতো এরকম রাত জেগে কাটাইনি।"

"আজ্ঞে, সত্যি রাতগুলো বড় লম্বা," স্বীকার করে ক্যাপটেইন, "আর আধঘণ্টা খানেক পরে এ জায়গাটার চেহারাই বদলে যাবে,—ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসবে তরকারীওয়ালা, গরু নিয়ে আসবে গয়লারা, ভাড়া-গাড়িওয়ালা, জেলে ইত্যাদি। কাতারে কাতারে লোক আসবে। এ গেটে সব সময় কর্মব্যস্ততা। আজ সকালে ঐ হোথা একটা গ্লেডিয়েটরকে ক্রুশে ঝোলানো হবে।"

ক্রুশটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে ক্রসসাস্। ক্রুশটা থেকে এখন কিছু ঝুলছে না। প্রত্যূষের আধো-অন্ধকারে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না, দেখাচ্ছে ধূসর অস্পষ্ট একটা ছায়ার মতো।

"খুব ভিড় হবে নাকি?" জিজ্ঞাসা করে ক্রসসাস্।

"তা হবে বৈকি। তবে প্রথম দিকটায় হবে না তত। বেলা যত বাড়বে ভিড়ও বাড়তে থাকবে। মানুষকে ক্রুশে ঝোলানো দেখার কি অদ্ভুত আকর্ষণ মানুষের। দুপুর নাগাদ গেট পাঁচিল সব মানুষে মানুষে ঠাসা হয়ে যাবে। আপনি হয়তো ভাবছেন—একবার দেখলেই তো হল। ঠিকই। কিন্তু কাজের বেলায় তা হয় না।"

"লোকটা কে?

"ঠিক বলতে পারি না। তবে এটুকু জানি যে একটা গ্লেডিয়েটর। এ বোধ হয় খুব দামী মাল। বেচারার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে।"

"আপনার সহানুভূতি বাজে খরচ করবেন না, ক্যাপটেইন," ক্রাসসাস্ বলে।

"সে-ভাবে বলিনি, স্যার। আসলে মুনেরায় শেষ পর্যন্ত যে-লোকটা বেঁচে থাকে তার জন্য সকলেরই একটু আধটু কষ্ট হয়।"

"যদি গাণিতিক সম্ভাবনা আপনার ভালো লাগে। আর এদের মুনেরা তো আরম্ভ হয়েছে সেই কবে। একদিন তা শেষ হবে। এবং একটা লোক

অবশিষ্ট থাকবে—এতো জানা কথা।"

"আজ্ঞে, তা ঠিক।"

শেষ প্রহরও শেষ হল। দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে দিনের প্রথম পর্ব শুরু হল।

চাঁদ ফিকে হয়ে এল। আকাশের রং হল ঘোলা দুধের মতো। ভোরের কুয়াশা চতুর্দিক জুড়ে ঝিমিয়ে আছে। শুধু নেই ওই যে বড় রাস্তাটা উত্তর দিক বরাবর চলছে তো চলেছেই তারি দিগন্তের কালো রেখাটার ওপর। আকাশ ক্রমে আলো হল। তারই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আর তার চাঁছা-ছোলা, বিশীর্ণ, রুক্ষ দারু-মূর্তি নিয়ে। পূব-আকাশের হালকা গোলাপী ছ'টায় সূর্যোদয়ের খবর আসে। ক্রাসসাস্ খুশি যে রাতটা জেগে কাটানো স্থির করেছিল। প্রথম প্রভাতের মন-ভোলানো এই তিক্ত-মধুরকে ও বন্দনা জানায়। প্রথম প্রভাতের রূপ এমনিই বেদনায় মহিমায় মেশামিশি।

একটা জগ হাতে নিয়ে বছর এগারোর একটি ছেলে এগিয়ে এল। গেট-ক্যাপটেইন ছেলেটিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে জগটা ওর হাত থেকে নিল।

"আমার ছেলে," ক্রাসসাসের কাছে পরিচয় দেয় ক্যাপটেইন। "প্রত্যেক দিন আমার জন্য অনেকখানি করে মদ নিয়ে আসে সকাল বেলা। আপনি ওকে একটু শুভেচ্ছা জানাবেন স্যার? ও কৃতার্থ হয়ে যাবে। সারা জীবনভর মনে গাঁথা হয়ে থাকবে। ওর পদবী হচ্ছে লিখতাস। আর নাম হচ্ছে মারিয়াস। আপনার কাছে এ-অনুরোধ করাটা যে আমার কত বড় ধৃষ্টতা, তা আমি জানি। কিন্তু এটুকুতেই আমাদের বাপ-ব্যাটার সারা জীবন ধন্য হয়ে যাবে।"

"সুপ্রভাত, মারিয়াস্ লিখতাস," ক্রাসসাস্ সম্ভাষণ করে।

"আমি আপনাকে চিনি," ছেলেটি বলে, "আপনি সেনাপতি, কাল দেখেছি। আপনার বুকে-আঁটা সোনার পাতের যে বর্মটা ছিল, সেটা কোথায় গেল?"

"ওটা সোনার নয়, পেতলের। ওটা খুলে রেখেছি, বড় অস্বস্তি লাগে।"

"আমি যদি ওরকম একটা পাই, কখনও খুলব না।"

ক্রাসসাস্ ভাবে, "রোম এই ভাবেই থাকবে এবং চিরকাল অম্লান থাকবে তার গৌরব।"

এক বিচিত্র ভাবে এই দৃশ্যটি ওর মর্মস্পর্শ করল। ক্যাপটেইন জগটা সেনাপতির সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বলে:

"একটু দিই?"

ক্রাসসাস্ মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়। দূরে একটা ড্রাম বেজে ওঠে। ক্যাপটেইন জগটা ছেলের হাতে দিয়ে চীৎকার করে তোরণ-রক্ষীদের কোন আদেশ দেয়। রক্ষীরা খোলা তোরণের দুই কপাট বরাবর শ্রেণীবদ্ধ হয়ে

দাঁড়ায়। তাদের ঢালগুলো পাশে দাঁড় করানো। ভারী বর্শার ফলাগুলো ওপর দিকে অভিবাদনের ভঙ্গিতে তুলে রাখে। ওই রকম করে বর্শাগুলি তুলে রাখা অত্যন্ত কঠিন। ক্রাসসাস্ বিরক্ত হয়। সে সামনে না থাকলে নিশ্চয়ই এসব খেলা দেখানো হত না। ড্রামের শব্দ বাড়ে। সামরিক বাদ্য-বৃন্দের প্রথম দলটিকেই দেখা যায় গেট থেকে ফোরাম অভিমুখী প্রশস্ত রাস্তাটার ওপর। উদয়-ভানুর ছোঁওয়া লাগে উচ্চতম হর্ম্য শিখরে। রাস্তায় দু'চার জন লোক দেখা যায়। তারা সামরিক বাদ্য-ঝংকারের অনুসরণ করে গেটের দিকে চলেছে।

আগে আগে চলেছে ছটা ড্রাম, আর চারটে বাঁশী। তারপর ছ'জন সৈনিক, তারপর গ্লেডিয়েটরটি—উলঙ্গ, হাত শক্ত করে পিছ-মোড়া করে বাঁধা। সব পেছনে আরো বারো জন সৈনিক। মানুষ মাত্র একটি এবং চেহারা দেখেও মানুষটাকে এমন কিছু সাংঘাতিক বা পালোয়ানও মনে হয় না—কিন্তু তার জন্যে পাহারার বহর বিরাট। লোকটা কাছে এলে ক্রাসসাস্ তার অভিমত পরিবর্তন করে—কে বলল বিপজ্জনক নয়? আলবৎ বিপজ্জনক। মুখ দেখলেই বোঝা যায়। রোমানদের মুখে যে দিল-খোলা ভাব আর আন্তরিকতা থাকে, ওর মুখে তার চিহ্নও নেই। বাজ পাখির মতো মুখ, নাকটা খোঁচা হয়ে উঠে গেছে, গালের উঁচু হাড়ের ওপর চামড়া যেন সেঁটে লাগানো। দড়ি-পাকানো ঠোঁট, বেড়ালের মতো সবুজ বিশ্রী চোখ। ওর সারা মুখে ঘৃণা—। পশুর মনে ঘৃণার ভাব থাকলেও যেমন মুখে তা প্রকাশ পায় না, তেমনি ওর অন্তরের ঘৃণার কোন প্রকাশ নেই ওর মুখে। ও তো মুখ নয় মুখোশ। দেখতেও তেমন লম্বা চওড়া নয়। কিন্তু ওর পেশীগুলো চামড়ার মতো শক্ত, চাবুকের দড়ির মতো পাকানো। ওর শরীরে মাত্র দুটো আনকোরা জখমের দাগ। একটা হচ্ছে বুকের ওপর দিকটায়, আর একটা হচ্ছে পাশে—কোনটাই তেমন গভীর নয়। রক্ত জমাট বেঁধে আছে ঘাগুলোর ওপর। ওই জখম-গুলির তলায় আর সারা দেহ জুড়ে যেন অসংখ্য জখমী কলার কারুশিল্প। একটা হাতের এক আঙুল নেই, আর একটা কান একেবারে মাথার খুলি ঘেঁষে চেঁছে তুলে নেওয়া।

যে অফিসার এই শোভা-যাত্রা পরিচালন করছিল, ক্রাসসাসকে দেখতে পেয়েই সে হাত তুলে বাহিনীকে থামতে নির্দেশ দিল এবং স্বয়ং এগিয়ে এসে সেনাপতিকে অভিবাদন করল। এই মুহূর্তটির গৌরববোধে ওর বুক যেন ফুলে উঠল। বলল:

"স্বপ্নেও ভাবিনি এখানে এমনিভাবে আপনার দর্শন-লাভের সৌভাগ্য আমার হবে।"

"আরে, এতো নেহাৎ দৈব। তবে দৈব হলেও, বেশ ভালোই হ'ল," মাথা নেড়ে ক্রাসসাস্ বলে। সে নিজেও আর একটা দৈবের সম্মুখীন। গোলাম-

বাহিনীর সর্বশেষ সৈনিকটির সঙ্গে এই সাক্ষাৎ। এ তো নেহাৎই দৈব। হয়ত ঠিকই হয়েছে। তবু না হলেই যেন ছিল ভালো। এড়িয়ে যেতে পারলেই হত ভালো, কিন্তু তা পারল কৈ ?

"আজই কি ওকে ক্রুশে চড়ানো হবে ?"

"আমার ওপর সেই রকমই হুকুম।"

"লোকটা কে ? মানে ঐ গ্লেডিয়েটার কথা বলছি। বেশ বোঝা যাচ্ছে, কোন এরিনার পুরানো লোক। সারা গায়ে তো দেখছি তলোয়ারে কাটা দাগে ভরা। কিন্তু লোকটা কে জানেন ?"

"আমি আর কতটুকু জানি। তবে শুনেছি, একজন অফিসার ছিল, এবং এক কোহর্ট বা তার বেশী সৈন্যের একটা বাহিনীর অধিনায়ক ছিল। মনে তো হয় ও ইহুদী। বাতিয়াতাস্-এর ওখানে বেশ কিছু ইহুদী ছিল। সাইকা দিয়ে লড়তে এরা থ্রেশীয়ানদের চাইতেও ওস্তাদ। বাতিয়াতাস ডেভিড নামে একটা ইহুদীর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল। লোকটা নাকি স্পার্টাকাসের সহকারী এবং বিদ্রোহের একজন নেতা ছিল। এ লোকটা সেই ডেভিডও হতে পারে, অবশ্য নাও হতে পারে। মুনেরাতে যোগ দেবার জন্য এখানে আনার পর থেকে ও আর মুখ খোলেনি। চমৎকার খেলেছে। ছোরার অমন চমৎকার হাত আর দেখিনি। ও পাঁচটা জুড়িতে খেলেছে, কিন্তু শরীরে মাত্র দুটো জখম। তিনটে খেলা তো আমিই দেখেছি। ওর মতো ওরকম ছোরা খেলতে আর দেখিনি কখনও। ওর জানাই ছিল, যে ওর কপালে ক্রুশ ঝোলা আছে। কিন্তু তবু যা খেলল—যেন ওই খেলায় জিতলে ও মুক্তি পাবে। আমি বুঝি না, ব্যাপারটা কি।"

"না, হে ছোকরা, জীবনটাই এক বিচিত্র ব্যাপার।"

"তা, ঠিক। এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত।"

"ও যদি সেই ইহুদী ডেভিডই হয় তবে বলতে হয় যে ওর প্রতি বিচারটা হয়েছে একটা প্রহসন," চিন্তান্বিত ভাবে ক্রাসসাস্ বলে, "ওর সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে পারি কি ?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়। তবে ওর সঙ্গে কথা বলে আপনি খুশি হবেন না। ও কথা বলে না। একটা গোমরামুখো জানোয়ার।"

"আচ্ছা, দেখি, একটু চেষ্টা করি।"

ওরা গ্লেডিয়েরটি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে গেল। গ্লেডিয়েটরটির চারদিকে প্রচণ্ড ভিড়। সৈন্যদের জনতাকে ঠেলে সরাতে বেগ পেতে হচ্ছিল। বেশ জাঁকালো ভাবে অফিসার ঘোষণা করেন :

"গ্লেডিয়েটর, তোমার বিশেষ সৌভাগ্য। ইনি হচ্ছেন প্রধান সেনাপতি মার্কাস লাইসিনিয়াস ক্রাসসাস্। তিনি অনুগ্রহ করে তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন।"

সেনাপতির নাম শুনে জনতা জয়ধ্বনি করতে লাগল। ক্রীতদাসটি বোধ হয় কালা। কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না তার মধ্যে। স্থির হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। ওর সবুজ চোখ দুটো মরকত-মণির মতো জ্বলছে। এছাড়া সারা মুখে কোন ভাব-তরঙ্গ নেই।

"তুমি তো আমাকে চেন, গ্লেডিয়েটর", ক্রাসসাস্ বলে, "তাকাও একবার আমার দিকে, তাকিয়ে দেখ!"

নগ্ন-দেহ গ্লেডিয়েটর তখনও স্থির, অচঞ্চল। অফিসার ওর সামনে এসে মুখে কষে এক চড় লাগালেন।

"জানিস্ শুয়ার, কে তোর সঙ্গে কথা বলতে এসেছে?" আর একটা চাপড় মারে অফিসার। গ্লেডিয়েটর মার এড়াবার জন্যও মুখ এতটুকু সরায় না। ক্রাসসাস্ বোঝে এভাবে চলতে থাকলে কোনই লাভ হবে না। সুতরাং অফিসারকে বলে:

"যাক যাক, যথেষ্ট হয়েছে। ছেড়ে দিন ওকে। আপনি বরঞ্চ আপনার কাজে যান।"

"আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু লোকটা যে মুখই খুলল না। বোধ হয় কথা বলতেই পারে না। কারো সঙ্গেই কথা বলে না। সঙ্গীদের সঙ্গেও কথা বলতে ওকে কেউ দেখেনি।"

"তাতে আর কি হয়েছে," ক্রাসসাস্ বলে।

ক্রাসসাস দেখে, ওরা মার্চ করে গেট পেরিয়ে ক্রুশ-এর কাছে চলে গেল। জলস্রোতের মতো অবিরাম চলেছে জনস্রোত—গেট পেরিয়ে রাস্তায় এসে ভিড় জমে—কারণ এখান থেকে ওদিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে, সব পরিষ্কার দেখা যায়। ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ কেটে কেটে ক্রাসসাস্ এসে দাঁড়ায় ক্রুশটার কাছে—প্রচণ্ড কৌতূহল দেখবে লোকটার মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয়। কিন্তু ওর কঠিন নীরবতা একটি মূর্ত প্রতিরোধ। যত কঠিনই হোক না কেন, এমন নিঃশব্দে গিয়ে ক্রুশে উঠতে কাউকে দেখেনি ক্রাসসাস্। প্রতিক্রিয়াটা কি রকম হবে সে বিষয়ে সে জল্পনা কল্পনা করতে লাগল।

ওই সৈনিকেরা পুরানো লোক। খাড়া-করা ক্রুশে মানুষ লটকাবার কাজ এরাই করে এসেছে। সুতরাং ঝটপট এরা কাজে লেগে গেল। নিপুণ হাত এদের। ক্রীতদাসটা এখনও তেমনি বাঁধা। ওর বগলের তলা দিয়ে একটা দড়ি চালিয়ে নিয়ে দুমাথা সমান করা হল। একটা মই আগের দিন রাতেই গোলামেরা রেখে গেছে। ওটা ক্রুশের পেছন দিকে লাগাল। তারপর দড়ির মাথা দুটো ক্রুশের দুই বাহুর ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে দুজন গোলাম ধরে রইল। তারপর ক্ষিপ্র এবং দক্ষ হাতে গ্লেডিয়েটরকে টেনে তোলা হল প্রায় আড়ের দিকের কাঠ অবধি। একজন লোক মই বেয়ে উঠে লোকটাকে একটু আলগা করে ধরল এবং নীচের

লোক দুটো ক'ষে দড়ি ধরে টানতে লাগল। গ্লেডিয়েটরের কাঁধ লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি কাঠ দুটোর ঠিক জোড়ায় উঠে এলো এবং ঐ অবস্থায় দেহটা ঝুলতে লাগল। মইয়ের ওপরের লোকটা চটপট-আড়কাঠের ওপর উঠল লাফিয়ে। আর একজন হাতুড়ি আর কয়েকটা বড় বড় গজাল নিয়ে ওপরে উঠে ক্রুশের অন্য বাহুটার ওপর বসল।

সেই থেকে ক্রাসসাস্ সাগ্রহে এবং গভীর ভাবে লক্ষ্য করছে গ্লেডিয়েটরকে। খস্‌খসে কাঠে ঘসটানি লাগতে লাগতে ওপরে ওঠার সময় উলঙ্গ দেহটা কুঁকড়িয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছিল—কিন্তু মুখ নির্বিকার। দড়ি কেটে বসে গেল দেহের মাংসে ; তখনও মুখে সামান্যতম কুঞ্চন দেখা যায়নি। প্রথম সৈনিকটি আর একটা দড়ি ওর বুকের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে দুই বগলের তলা দিয়ে নিয়ে গিয়ে আড়কাঠের সঙ্গে গেরো দিল। দেহটা একেবারে স্থির নিস্পন্দ হয়ে ঝুলতে লাগল। তারপর প্রথম দড়িটা টেনে নামিয়ে নেওয়া হল। যে-দড়িটা দিয়ে হাত বাঁধা ছিল সেটা এবার কেটে দেওয়া হল এবং সৈনিক দুজন দুটো হাত টেনে ওপরে তুলে দড়ি দিয়ে কব্জি-দুটোকে আড়কাঠের এক একটা বাহুর সঙ্গে বেঁধে দিল। দ্বিতীয় সৈনিক এবার ওর মুঠিটা জোর করে খুলে তেলোয় একটা গজাল বসিয়ে হাতুড়ীর এক প্রচণ্ড আঘাতে কাঠের মধ্যে ওটা পুঁতে দিল। এবারে ব্যথার কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। কিন্তু মুখে একটি চীৎকার বা কথা নেই। শুধু থেকে থেকে মুখটা এবং শরীরটা বেঁকে যেতে লাগল। আরো তিন চারটে হাতুড়ীর ঘায়ে গজালটা কাঠের মধ্যে ইঞ্চি পাঁচেক বসে গেল। এবং আরো এক ঘায়ে গজালের মাথাটা বাঁকিয়ে দেওয়া হল যাতে ওটা খুলে না আসে। তারপর অন্য হাতটাকেও ঠিক ঐ ভাবে কাঠের সঙ্গে আটকে দেওয়া হল। গজালটা যখন মাংস কেটে কেটে বসতে লাগল, গ্লেডিয়েটরের দেহটা তীব্র ব্যথায় একবার মুচড়িয়ে উঠল। আর একবার মুখটা বেঁকে গেল, চোখ দিয়ে জলের ধারা বইল, হাঁ করা মুখটা থেকে লালা ঝরতে লাগল, তবুও এতটুকু আওয়াজ বেরুল না ওর মুখ থেকে।

বুকে বাঁধা দড়িটাও কেটে দেওয়া হ'ল এবার। সম্পূর্ণভাবে পেরেক ঠোকা হাতদুটো দিয়েই ও ঝুলতে লাগল ; কব্জির দড়িটা কাটা হয়নি যাতে কাঁটা দুটোর ওপর ভার কম পড়ে। সৈনিকরা মই বেয়ে নেমে এসে মইটাকে সরিয়ে নিল। শয়ে শয়ে লোক জমেছে দেখতে। যে অপূর্ব দক্ষতায় অতবড় জোয়ান লোকটাকে কয়েক মিনিটের মধ্যে ঝোলানো হল তা দেখে মুগ্ধ জনতা হাততালি দিয়ে বাহবা জানাতে লাগল।

গ্লেডিয়েটরের চেতনা লুপ্ত হল।

"ও রকম সবাই অজ্ঞান হয়ে যায়," অফিসার বোঝায় ক্রাসসাসকে, কাঁটা ঠোকার আঘাতটা সইতে পারে না, কিন্তু আবার জ্ঞান ফিরে আসে। কখনও কখনও বিশ ত্রিশ ঘণ্টা পরেও আবার বেহুঁশ হয়ে পড়ে। একবার একটা গলকে

দেখলাম—চার দিনের মধ্যে বেহুঁশ হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ওর গলা বন্ধ হয়ে গেল—চীৎকার করতে পারে না আর—কিন্তু হুঁশ আছে টনটনে। ওরকম আর দেখিনি। কিন্তু গজাল ঠোকার সময় সেও চেঁচিয়েছিল। ও যা তেষ্টা পেয়েছে—" বলে ফ্লাস্ক খুলে ঢক ঢক করে অনেকখানি জল খেয়ে ক্রাসসাসকে বাড়িয়ে দেয় ফ্লাস্কটা। বলে : "গোলাপ জল, খাবেন ?"

"ধন্যবাদ" হঠাৎ যেন ক্রাসসাসের গলা শুকিয়ে উঠল, বড় ক্লান্ত লাগতে লাগল। ফ্লাস্কের সমস্তটা জল ও এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলল। ভিড় ক্রমশঃ বাড়ছে। সেই দিকে তাকিয়ে ক্রাসসাস্ বলে :

"এরা সব সারাদিন থাকবে ?"

"বেশীর ভাগ লোক ওর জ্ঞান ফিরে এলেই চলে যাবে। জ্ঞান ফিরে এলে ও কি করে তা দেখার ভারী কৌতুহল। ভারী মজার মজার কাণ্ড করে কিনা, হুঁশ ফিরবার পর। অনেকেই মায়ের জন্য কাঁদে। ধারণা করতে পারেন এসব কথা গোলামদের সম্বন্ধে !"

ক্রাসসাস্ কাঁধ ঝাঁকায়।

"দেখি রাস্তাটা আবার পরিষ্কার করতে হবে" বলে চলে যায় অফিসার, "ভিড়ের চাপে রাস্তা টাস্তা সব বন্ধ। লোকগুলোর কোন জ্ঞান গম্যি আছে ! একটা পাশ তো একটু খোলা রাখবি ! কিন্তু বললে কি হবে। সে কথা ওদের মগজে ঢোকে না। সব সমান। ওরা ভিড় করতেই জানে, কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই।" দুজন সৈনিককে পাঠিয়ে দেয় ভিড় সরিয়ে যানবাহন চলাচলের মতো একপাশে একটু রাস্তা করে দেবার জন্য।

অফিসার বলে ক্রাসসাসকে, "আপনা সামান্য একটু কষ্ট দেব না স্যার।" অবশ্যি এ বিষয়ে মাথা ঘামানো আমার উচিত নয়। সে তো না হয় হল। কিন্তু আমার যে বড় জানতে ইচ্ছে করছে। তখন আপনি বলছিলেন না যে লোকটা যদি সেই ডেভিড নামের ইহুদীটা হয়ে থাকে তবে বলতে হবে যে তার ওপর চমৎকার ন্যায় দেখানো হয়েছে—বা ওই রকম একটা কী যেন।"

"তাই বলছিলাম বুঝি," ক্রাসসাস্ বলে, "কি জানি কী ভেবে বলেছি, কী বলতে চেয়েছিলাম, কে জানে।"

অধ্যায়টা শেষ হল। দাসদের সঙ্গে যুদ্ধ টুদ্ধ হল, কিন্তু তার মধ্যে গৌরব নেই। যুদ্ধ জয়ের যা কিছু গৌরব, সারা দেশের কাছ থেকে বিপুল শ্রদ্ধা এ সব ওর জন্য নয়—তা পাবে অন্যরা। আর ক্রাসসাস্ ! ক্রাসসাসকে খুশি হতে হবে মানুষকে ক্রুশে ঝুলিয়ে—কসাইখানার কসাই-মার্কা খুশি। মানুষ মেরে মেরে, কেবল মৃত্যু আর মৃত্যু, আর যাতনা দেখে দেখে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন ক্রাসসাস্। কোথায় পালিয়ে গেলে এর থেকে অব্যাহতি পাবে মানুষ ! যে-সমাজ ওরা ক্রমে ক্রমে গড়ে তুলেছে। সেখানে জীবন নির্ভর মরণের ওপর। হত্যাকে এমন করে ওপরে তুলে

আসন দেওয়ার ইতিহাস দুনিয়ায় নেই। শুধু হত্যা নয়—তার সংখ্যা যত বড় হবে তত তার মান, যত নিখুঁত হবে তার পদ্ধতি—তত তার ইজ্জত। কোথায় এর শেষ? কবেই বা এর শেষ? একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে ওর। তা ঘটেছিল রোমের পরাজিত, হতাশায় ভেঙ্গে পড়া সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করার অল্প পরেই। তিনটে বাহিনীর ভার দিয়েছিল ও বন্ধু ও বাল্যের সাথী পিলিকো মাম্মিয়াসের ওপর। মাম্মিয়াস ইতিমধ্যেই দুটো গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তার ওপর ওর নির্দেশ ছিল যেন সে ক্রমাগত স্পার্টাকাসের পেছনে লেগে থাকে আর অনবরত উত্ত্যক্ত করে করে ওর সেনাবাহিনীর অন্তত একটা অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে কিনা দেখতে। কিন্তু সে-সব দূরের কথা। দারুণ একটা ভুল করে বসল মাম্মিয়াস; এবং ভুল করে পড়ল গিয়ে ফাঁদে। হঠাৎ সব কটা বাহিনী একেবারে শত্রু-বাহিনীর সামনা সামনি গিয়ে পড়ল। ভয়ে দিশেহারা হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেঁ-দিকে পারল পালাল সৈন্যরা। হেরেছে রোমান বাহিনী, কিন্তু এমন অবস্থা কদাচ হয়নি। মনে আছে ক্রাসসাসের, কি যাচ্ছেতাই ভাষায়, কি বলে মাম্মিয়াস্‌কে ও গালাগালি করেছিল। ভীরু কাপুরুষ অপবাদ দিয়েছিল। সব মনে আছে। মাম্মিয়াসের মতো লোককে আর কী বলা যায় এর বেশী। সৈন্যগুলোর ব্যাপার আলাদা। তাদের সম্বন্ধে আলাদা ব্যবস্থা করা হল।

পাঁচ হাজার সৈন্যকে লাইন-বন্দী করে দাঁড় করানো হল। এবং প্রতি দশম লোকটিকে লাইন থেকে টেনে বের করে কাপুরুষতার অভিযোগে কোতল করা হল। মাম্মিয়াস্‌ পরে ওকে বলেছিল: "আমাকেই আগে মারা উচিত ছিল।"

এটা ওর অতি স্পষ্ট ও ভালো করেই এখন মনে আসছে। কারণ, মাম্মিয়াস এবং প্রাক্তন কনসাল সারভিয়াস দুজনেই ছিল গোলামদের ওপর ক্রাসসাসের যে-তীব্র ঘৃণা তারই প্রতীক। গল্পটা ওর আবার মনে পড়ছে, কিন্তু গোলামদের শিবির থেকে যে-সব কাহিনী শোনা যেত তার মতো এ গল্পেরও সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করা শক্ত। মারকাস সারভিয়াসই স্পার্টাকাসের প্রিয় সঙ্গী ক্রিকসাসের মৃত্যুর জন্য কিছুটা দায়ী। ক্রিকসাস কি করে মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং রোমান সৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত হয়। এবং তাদেরই হাতে সসৈন্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এর বহুদিন পরে মাম্মিয়াস্‌ ও সারভিয়াস্‌ স্পার্টাকাসের হাতে ধরা পড়ে। গোলামদের ট্রাইব্যুনালে তাদের বিচার হয়। শোনা যায় ডেভিড নামে একজন ইহুদী এদের কিভাবে মারা হবে তা নিয়ে তার মন্তব্য রাখে। আবার এও হতে পারে যে সেই ডেভিড নামের ইহুদী যেভাবে মারার সিদ্ধান্ত ট্রাইব্যুনালে হয় তার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ তোলে। যাই হোক ক্রাসসাস্‌ তা ঠিক জানে না। তবে দুজনকেই জুড়ির লড়াই করে মরতে হয়। প্রধান এই দুই সামরিক নেতাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে হাতে দুটো ছোরা তুলে দেওয়া হয় এবং কোন রকমে একটা এরিনা

তৈরি করে তাদের আমৃত্যু লড়তে বলা হয়। স্পার্টাকাস অমন কাজ ওই প্রথম করে। কিন্তু ক্রাসসাস্ না পারল ভুলতে না ক্ষমা করতে। তবু ক্রুশের ছায়ায় দাঁড়িয়ে অফিসারটিকে এ কাহিনী বলতে পারল না। এ বলবার মতো কথা নয়। তাই সে বলল ঃ

"কী যে বলতে চেয়েছিলাম তা মনেই করতে পারছি না। থাকগে, তেমন কিছু নয়।"

ক্রাসসাস ক্লান্ত। ঠিক করল ভিলায়ই ফিরে যাবে এবং খানিকটা ঘুমিয়ে নেবে।

৩

মোদ্দা কথা হল, এই সমস্ত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বশেষ গ্লেডিয়েটরটিকে ক্রুশে ঝোলানো ন্যায়ানুগ হল কি না, তাই নিয়ে ক্রাসসাসের বিশেষ মাথা ব্যথা নেই। ওর ন্যায় অন্যায় বোধ ভোঁতা হয়ে গেছে, প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিও মিইয়ে গেছে। মরণ-মারণের মধ্যেও আর কোন নূতনত্ব নেই। রোম গণতন্ত্রের একটু ভালো পরিবারের ছেলেদের মতোই ওরও মন-প্রাণ ভরে থাকত প্রাচীনকালের বীরত্বের নানা কাহিনী উপাখ্যান শুনে শুনে। মনে-প্রাণে এই বিশ্বাসই পাকা হয়ে গিয়েছিল যে রোমের মানুষ গুণে কর্মে সর্বশ্রেষ্ঠ ; রোমরাষ্ট্র এবং তার বিধি-বিধান জনগণের সেবায় নিয়োজিত, এবং রোমের আইন কানুনও সম্পূর্ণ ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আজও মনে করতে পারে না, কবে কখন ওর এই বিশ্বাস ভেঙ্গে গেছে—কিন্তু সবখানি নয়। কোন এক জায়গায় যেন সামান্য একটু মোহ লেগে আছে এখনও। একদিন ছিল যখন ও বেশ স্পষ্ট করে ন্যায়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারত। কিন্তু আজ আর পারে না। এই তো দশ বছর আগে, বিরোধী পক্ষের নেতাদের হাতে বাবা আর ভাইকে নির্মম ভাবে খুন হতে দেখল। কিন্তু কই কোন ন্যায়ের বিধান তো ওর প্রতিকার করেনি। সুতরাং কোনটা ন্যায় আর কোনটা ন্যায় নয় তা ওর গুলিয়ে গেল এবং এই বিভ্রান্তি বেড়েই চলল, কমল আর না। শেষ পর্যন্ত একটা ব্যাখ্যা ও খাড়া করতে পেরেছিল, যে, ন্যায় অন্যায়ের গোড়ার কথাই হ'ল ক্ষমতা আর ঐশ্বর্য্য। সব দিক দিয়ে দেখা গেল—যে ন্যায়ের অর্থই হল ঐশ্বর্য আর ক্ষমতাকে জীইয়ে রাখা। নীতির গুরুত্ব ক্রমশঃ কমে এল। সুতরাং সর্বশেষ গ্লেডিয়েটরকে ক্রুশবিদ্ধ হতে দেখে ন্যায়ের বিধান পালন করা হল বলে বুক ওর সাত হাত ফুলে ওঠেনি। আসলে কিছুই মনে হয়নি ওর। কোন বিকারই হয়নি ওর মধ্যে।

কিন্তু, গ্লেডিয়েটরের মনে তো ন্যায় ও অন্যায়ের বহু প্রশ্ন রয়েছে; মর্মন্তুদ যন্ত্রণা, আঘাত আর অবসাদে ওর চেতনা বিলুপ্ত। সেই বিলুপ্ত চেতনার সঙ্গে ওর ওই প্রশ্নগুলি মিশে গেছে, জড়িয়ে গেছে স্মৃতির অসংখ্য তন্তুর সাথে। এই তন্তুর জাল থেকে হয়তো তারগুলোকে ছাড়িয়ে আলাদা করা যেত, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করে দেওয়া, ছোরার আঘাতের মতো তীব্র তীক্ষ্ণ বেদনার তরঙ্গগুলির মধ্য থেকেও ওগুলো আলাদা করা যেত। ক্রাস্‌সাস যে-ঘটনার কথা উল্লেখ করল, অতি স্পষ্ট ভাবে খুঁটিনাটি সব নিয়ে তা ওর মনের কোন খানটায় বেঁচে ছিল।

প্রশ্নটা ছিল, গ্লেডিয়েটর এবং ক্রাসসাসের নিজের ওপর ন্যায় বিচার হয়েছে কি হয়নি। ক্রীতদাসরা কি করেছে না করেছে সে সম্বন্ধে পরবর্তী কালে যখন ইতিহাস লেখা হল তা লিখল তারাই যারা হয় ওদের তীব্র ঘৃণা করত, নয় যারা ওদের সম্বন্ধে বলতে গেলে কিছুই জানত না। ইতিহাসের পাতায় লেখা হল, গ্লেডিয়েটরদের দিয়ে যে লড়াই-এর খেলা করানো হত তার পাল্টা হিসাবে রোমান বন্দীদের নিজেদের মধ্যে লড়িয়ে মরার এক বীভৎস হত্যালীলার অনুষ্ঠান করা হয়। আবহমান কালের মালিক-সুলভ মনোভাব অনুসারে ধরে নেওয়া হল— নিপীড়িতের হাতে ক্ষমতা এলে সেই ক্ষমতার ব্যবহার তারা তাদের নিপীড়কদের মতো করেই করবে।

একথাও ছিল ক্রুশে ঝুলন্ত মানুষটার স্মৃতির খাতায় লেখা। গ্লেডিয়েটররা কোন দিন হত্যালীলায় মাতেনি।

তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধের হিম কঠিন আবেগে জ্বলে উঠে একবার মাত্র দু'জন অভিজাত রোমানকে লক্ষ্য করে বলেছিল স্পার্টাকাস:

'আমরা যা করছি, আপনাদেরও তা করতে হবে। সুতরাং জামা-কাপড় সব খুলে ফেলে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে ছোরা হাতে নিয়ে চলে যান ওই বালির ওপর। এবারে বুঝবেন রোমের গৌরব বাড়ানোর জন্য আর রোমানদের স্ফূর্তির জন্য আমাদের কী-ভাবে মরতে হয়েছে।'

ইহুদীটি ঐ সময় ওখানেই বসে নীরবে শুনছিল সব। রোমান দুজনকে যখন নিয়ে যাওয়া হল, স্পার্টাকাস ওর দিকে ফিরল। তখনও কিছু বলেনি ইহুদী। দুজনের মধ্যে একটা নিবিড় বন্ধন, গভীর আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। কাপুয়া থেকে গ্লেডিয়েটরদের যে ক্ষুদ্র দলটা পালিয়েছিল—বহু বছরে, বহু যুদ্ধের পর সেই দলটা ক্ষয়ে এল। মৃত্যুর হাত যেন বিশেষ ভাবে ওদের বহুজনকে ছিনিয়ে নিল। সামান্য কয়েকজন যারা বেঁচে ছিল, তারাই বিপুল দাসবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করল। ঐ ভাবে তারা আবার যেন এক সূত্রে বাঁধা হয়ে গেল। স্পার্টাকাস ইহুদীর দিকে তাকিয়ে দাবীর সুরে জিজ্ঞাসা করল:

"আমি ঠিক করলাম না ভুল করলাম?"

"ওদের পক্ষে যা ঠিক, আমাদের পক্ষে তা ঠিক নয়।"

"ওরা তাহলে লড়ুক।"

"তুমি যদি চাও, তবে তাই হোক। ওরা লড়ুক ও লড়ে মরুক। কিন্তু এর আঘাত আমাদেরই ওপর পড়বে বেশী। পোকার মতো আমাদের ভিতরটা কুরে কুরে খাবে। আমরা দুজনেই গ্লেডিয়েটর, তুমি বলেছিলে গ্লেডিয়েটরদের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের স্মৃতির তুমি পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলবে। সেতো বেশী দিনের কথা নয়।"

"যা বলেছি তা করব বৈকি। কিন্তু এ দুজনকে লড়তে হবে..."

অতএব এই ছবিটাও ছিল—ছোট এতটুকু একটা টুকরো স্মৃতি ওই ক্রুশবিদ্ধ মানুষটার মনে ছিল। ক্রাসসাস্ ওর চোখের দিকে চেয়ে রইল—ওকে ক্রুশবিদ্ধ হতে দেখল। একটা প্রকাণ্ড বৃত্ত যেন সমাপ্ত হল। ক্রাস্সাস বাড়ি ফিরল ও ঘুমোবে। সারা রাত জেগে কেটেছে। বড় ক্লান্ত ও। গ্লেডিয়েটরের অচেতন দেহ হাড়ে বেঁধানো গজাল থেকে ঝুলতে থাকল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে গ্লেডিয়েটরের চৈতন্য ফিরে এল। যাতনা যেন একটা রাজপথ। চেতনার আনাগোনা সেই যাতনার পথ বেয়ে। ওর সবগুলি ইন্দ্রিয় আর অনুভূতিকে ঢাকে-ছাওয়া চামড়ার মতো কে যেন বাজাচ্ছে।

এ বাদ্য অসহনীয়। ওর চেতনা ফিরল তীব্র যাতনার অনুভূতি হয়ে। ওর যন্ত্রণার জগতে ও আর কিছুই জানে না; ওই যন্ত্রণাই ওর জগৎ। ছয় হাজার সঙ্গীর মধ্যে একমাত্র ওই অবশিষ্ট। তাদের কষ্টও তো এমনিই ছিল। কিন্তু ওর নিজের যাতনা এত সাংঘাতিক তীব্র যে কাউকে এর শরিক করা যায় না; ভেঙ্গে ভাগ ভাগও করা যায় না। ও চোখ খোলে। কিন্তু ওর সমস্ত যাতনা যেন একটা লাল পর্দার মতো হয়ে দুনিয়া থেকে ওকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ও যেন একটা অস্পষ্ট শূক, একটা গুটিপোকা, একটা শূক। ওর যাতনা, যন্ত্রণার তন্তু দিয়ে ওর চার দিকে গুটি বোনা হচ্ছে।

হঠাৎ ওর সংজ্ঞা ফিরে আসে—আসে সবটা একবার নয়, তরঙ্গে তরঙ্গে। যে যানটি ওর সব চেয়ে ভালো করে পরিচিত—সে হল রথ। ও যেন চেতনার জগতে ফিরে আসছে একটা রথে চড়ে, যেটা প্রতি মুহূর্তে লাফিয়ে উঠছে, এদিক ওদিক বিশ্রীভাবে টলছে। ও যেন কোন পাহাড়ী অঞ্চলের ছোট একটি ছেলে। কখনও কখনও ওই অঞ্চল দিয়ে রথে চড়ে যায়। বড় বড় লোকেরা, দূর দূরান্তরের লর্ডেরা

যারা সুসভ্য, সুমার্জিত, পরিচ্ছন্ন। "আমায় একটু রথে চড়ান, ও কত্তাগো", বলে চীৎকার করতে করতে ও যেন ওদের রথের পেছনে ছুটেছে—সেই প্রস্তর-সংকুল পাহাড়ী পথ দিয়ে। রথের আরোহীরা কেউ ওর ভাষা বোঝে না—কিন্তু কেউ কখনও সখনও ওকে আর বন্ধুদের বসতে দেয় পেছনের পা-দানিতে। কি উদার এই বড় লোকেরা। মাঝে মাঝে কেউ ওদের মিষ্টিও দেয় খেতে। ওই রোদে-পোড়া, কালো-চুলো বাচ্চাগুলো কি ভাবে পা-দানিতে সেঁটে বসে থাকে দেখে হাসি পায় রথের বড়লোকদের। মাঝে মাঝে হঠাৎ ঘোড়াগুলোকে চাবুক মারে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে ঘোড়াগুলো। আচমকা বেদম লাফিয়ে ওঠে রথ, ছিট্‌কে পড়ে বাচ্চাগুলো। পশ্চিম-দুনিয়া থেকে আসা এই বড়লোকগুলির মতিগতি বোঝা ভার। ভালো খারাপ দুই-ই আছে। কিন্তু রথ থেকে ছিটকে পড়লে ব্যথা লাগেই।

পরক্ষণেই ওর খেয়াল হয়—ও তো গ্যালিলীর পাহাড়ী অঞ্চলের ছোট ছেলেটি নয়। ও একটা মানুষ—ক্রুশে ঝুলছে। এই অনুভূতি হয় এলোপাতাড়ি ভাবে, কখনও দেহের এখানে কখনও ওখানে। কারণ ওর সবখানি একসঙ্গে ওর বশে থাকছে না। কখনও যন্ত্রণা হয় বাহুতে; ঐখানকার স্নায়ুগুলিকে মনে হয় পুড়ে সাদা হয়ে-যাওয়া লোহার মতো তপ্ত। হাতের তেলো থেকে গরম রক্ত বেয়ে বেয়ে এসে পড়ছে দোমড়ানো-মোচড়ানো পিণ্ডিকৃত কাঁধ দুটোর ওপর। কখনও কষ্টটা যেন ওর পেটে। অসহ্য যন্ত্রণায় পাকস্থলী আর অন্ত্রগুলি মুচড়িয়ে মুচড়িয়ে গাঁট বেঁধে খিঁচ ধরে আছে। প্রচণ্ড টানে যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে।

ওকে দেখতে আসা ওই প্রকাণ্ড জনতা যেন এক প্রবহমান ঊর্মিমালা—স্বপ্নে, সত্যে মিলিয়ে। ও স্বাভাবিক ভাবে দেখতে পাচ্ছে না। দৃষ্টি লক্ষ্যে স্থির হতে পারছে না। অবতল কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখা মূর্তির মতো একবার একসঙ্গে হচ্ছে, আবার ছড়িয়ে যাচ্ছে।

জনতা লক্ষ্য করে গ্লেডিয়েটরের চেতনা ফিরে আসছে। তারা আরো আগ্রহ-ভরে ওকে দেখতে লাগল। এ সাধারণ একটা অপরাধীকে ক্রুশে ঝোলাবার ব্যাপার হলে কোন বিশেষত্ব থাকত না। কারণ রোমে ক্রুশের শাস্তি একটা মামুলি ব্যাপার। চার-পুরুষ আগে কার্থেজ জয় করে সেখানকার যা-কিছু ভালো সব লুটে-পুটে আনা হয়। তার মধ্যে ছিল, চাষ-আবাদের পদ্ধতি আর ক্রুশে ঝুলিয়ে শাস্তি দেওয়ার প্রথা। ক্রুশে ঝুলন্ত মানুষের দৃশ্য বড়ই আকর্ষণ করেছিল রোমকে। এই প্রথার জন্মস্থান যে কার্থেজ, মানুষ তা ভুলেই গেছে। সভ্যতার এমন একটা বিশ্বজনীন প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ক্রুশের প্রথাটা যে রোমের রাস্তা যতদূর গেছে ততদূর গেছে এই ক্রুশ, আবাদের এই কার্থেজীয় পদ্ধতি, গ্লেডিয়েটরদের লড়াই, পদানত মানুষের জীবনের প্রতি অসীম তাচ্ছিল্য, আর মানুষের রক্ত আর স্বেদ নিংড়ে সোনা বের করার প্রচণ্ড মত্ততা।

কিন্তু কালের গতিতে—উত্তমও তার উত্তমত্ব হারায়। উত্তম সুরা অতিরিক্ত পানে

বিষাদ লাগে। একটি মানুষের উন্মাদনা বহুর উন্মাদনার মধ্যে হারিয়ে যায়। এমনি একটা সাধারণ ক্রুশে চড়ানোর অনুষ্ঠান দেখতে এত লোক হামেশা হয় না।

কিন্তু এ যে বীরের মৃত্যু! এক মহান গ্লেডিয়েটর, স্পার্টাকাসের সহকারী, সর্বকালের গ্লেডিয়েটর; মুনেরা-পর্বোত্তীর্ণ, মহাশক্তিমান গ্লেডিয়েটর। কি বিচিত্র, বিপরীতমুখী ভূমিকা গ্লেডিয়েটরের। একদিকে সে মৃত্যুদণ্ড-পাওয়া এক ক্রীতদাস, লড়াই করার একটা পুতুল মাত্র, ঘৃণ্যাতি-ঘৃণ্য, আর একদিকে সে রক্তপ্লাবী রণ-ক্ষেত্রের মৃত্যুত্তীর্ণ বীর।

সেই গ্লেডিয়েটর কেমন করে মরে তাই দেখতে এসেছে এরা, দেখবে যে-রহস্যের অংশীদার সর্বকালের সব মানুষ, সেই রহস্যকে কি করে স্বাগত জানায় এ-মানুষ, এবং হাতের তেলোয় যখন গজাল ঠোকা হয়—দেখবে তার সেই সময়কার আচরণ। বিচিত্র এই মানুষটা, যে স্তব্ধতায় সমাহিত। জনতা দেখতে এসেছে—এই স্তব্ধতা ভাঙে কি না। গজাল ঠোকার সময় যখন স্তব্ধতা ভাঙল না, ওরা প্রতীক্ষায় রইল আবার চোখ খুলে সে যখন এই পৃথিবীর দিকে তাকাবে তখনও তার মৌন-ভঙ্গ হয় কিনা।

তার মৌন ভঙ্গ হয়েছিল। যখন শেষবারের মতো সেই জনতাকে সে দেখল, যখন দৃশ্যমান জগতের ছায়াছবিগুলি চিরদিনের মতো মিলিয়ে গেল তখন মৌন ভাঙল—পরম যন্ত্রণা, যাতনা ও বেদনার এক মর্মভেদী আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার অন্তস্তল হতে।

কিন্তু সেই আর্তনাদের মধ্যে কি বলেছিল সে—তার এক বর্ণও বুঝল না কেউ। সেই মর্মভেদী শাব্দিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে কি বলেছিল সে তাই নিয়ে চলল জল্পনা আর কল্পনা। আবার সে কথা বলবে কিনা, তাই নিয়ে চলল বাজি-ধরা। কোন কথা সে বলেছিল কিনা, না শুধু চীৎকার করেছিল অথবা কথা হয়তো বলেছিল, বলেছিল কোন বিদেশী ভাষায়—এই সব নিয়ে জনতার মধ্যে ক্রুদ্ধ বচসা। অতএব বাজির কড়ি কেউ দিল, আবার কেউ দিল না। অনেকে বলে সে দেবতাদের ডেকেছিল, কেউ বলে সে মায়ের জন্য কেঁদেছিল।

না, এসব একেবারেই নয়। সে চীৎকার করে বলেছিল: "স্পার্টাকাস! স্পার্টাকাস! কেন আমরা হেরে গেলাম—কেন?"

স্পার্টাকাসের উদ্দেশ্য ইতিহাসের ধুলোয় ধুলো হয়ে গেছে। তারপর যে ছয় হাজার মানুষকে বন্দী করা হয়েছিল, যদি কোনও অলৌকিক উপায়ে তাদের মন আর

মস্তিষ্কগুলো একেবারে খুলে সেগুলোর মানচিত্র তৈরী করা যেত যাতে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া থেকে পেছনের দিকে চলে চলে যে-সব জটিল জাল ও তন্তুগুলো ওদের তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে এই ক্রুশকাঠে ; যদি দু'হাজার মানুষের জীবনের আলাদা আলাদা মানচিত্র তৈরী করা সম্ভব হ'ত তাহলে হয়তো দেখা যেত যে অনেকেরই অতীত জীবন প্রায় এক রকম। সেই রকমই জীবন-শেষের যন্ত্রণাও প্রায় একই রকম। বিশেষ তারতম্য নেই। সে-যন্ত্রণা সকলের সাধারণ যন্ত্রণা এবং এক সঙ্গে মেশানো। যদি দেবতা বা ভগবান থাকতেন, আর এই মানুষগুলির চোখের জল যদি বৃষ্টি হত তবে তা অঝোরে ঝরত দিনের পর দিন। কিন্তু তা তো হল না, ওদের সকলের যাতনা রোদে পুড়ে খাক্ হয়ে গেল, পাখিরা ছিঁড়ে খেল ওদের খুন-ঝরা মাংস—তারপর ওরা মরে গেল।

ও-ই শুধু ছিল বাকী। ও যেন আর সকলের যোগফল। ওর সমস্ত চিত্ত জুড়ে একটা মানুষের সারা জীবনের অঙ্ক লেখা। কিন্তু অত তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে মানুষ চিন্তা করতে পারে না, আর স্মৃতি সব তো দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা। যে-স্মৃতিগুলি যে-ভাবে ওর মনের পটে ভেসে উঠছে, তা যথাযথ ভাবে এঁকে রাখা সম্ভব নয়, কারণ তা হবে শুধু বেদনার প্রতিচ্ছবি। এ ছাড়া তো তার কোন অর্থ পাওয়া যাবে না। কিন্তু সেগুলো বেছে-বুছে একটা কাহিনী তৈরী করা চলে। এবং একটু এদিক-ওদিক করে সাজিয়ে একটা নক্সা তৈরী করা যায়। অন্যদের জীবনের নক্সার সঙ্গে এ নক্সার বিশেষ তারতম্য হবে না।

জীবনের চারটি পর্ব আছে। প্রথম পর্বটি হচ্ছে অজ্ঞানতার পর্ব। দ্বিতীয়টি হল জানার পর্ব। এই জানার পর্বটা ঘৃণায় ভরে গেল ওর। আর ও হয়ে গেল একটা ঘৃণার জীব—শুধু ঘৃণা, কেবল ঘৃণা। তৃতীয়টি আশার পর্ব। ঘৃণা চলে গেল। ওর ভাই-বেরাদারদের জন্য এক বিপুল ভালোবাসা আর সহমর্মিতার চেতনায় ও উদ্বুদ্ধ হল। চতুর্থ পর্বটি হতাশার।

সেই না-জানার পর্বে ও ছিল ছোট—ওর দুনিয়া ছিল সুখের আর চারদিক ছড়ানো সূর্যের সর্বময় বিভায় বিভাময়। ক্রুশে ঝুলন্ত অবস্থায়, যাতনায় উৎপীড়িত, খিন্ন, ওর মন একটু শীতলতা খোঁজে ; ওই যাতনা থেকে পালিয়ে যাবার পথ খোঁজে ; শৈশবের স্মৃতির মধ্যেই পায় ও ওর আকাংক্ষিত শীতল আশ্রয়। সেই শ্যাম-শৈল-শ্রেণী ছিল স্নিগ্ধ সুন্দর ; পাহাড়ী ঝরনাগুলো উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে নেচে নেচে চলত আলোর ফুলঝুরি ছড়িয়ে। কৃষ্ণ ছাগের দল চরে বেড়াত পাহাড়ের গা বেয়ে, পাহাড়গুলো ধাপ কাটা-কাটা, ভালোবাসা-ভরা হাতের সেবায় লালিত ; ধাপ-গুলো ভরা থাকত মুক্তোর দানার মতো যবের শিষে। আর চুনি-পান্নার মতো আঙুরে। ও খেলা করত পাহাড়ের গায়ে ছুটোছুটি করে, ছোট ছোট ঝরনাগুলো হেঁটে হেঁটে এপার-ওপার করত, গ্যালিলির সেই সুন্দর বিশাল হ্রদের বুকে সাঁতার খেলত। বনের প্রাণীর মতো ও ছুটে বেড়াত, তেমনি স্বাধীন, তেমনি

উদ্দাম আর স্বাস্থ্যে-ভরা—সাথী ছিল ভাই-বোনেরা,—তাদের সাথে ও ছিল মুক্ত-ছন্দ, নির্ভয় ও সুখী।

সেই পর্বেই ও জেনেছে ভগবানকে। ভগবানের এক নির্দিষ্ট পাকা ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল ওর শৈশবের কল্পনায়। পাহাড়ীর ঘরে ওর জন্ম। পাহাড়ীরা তাদের ভগবানকে জানত মানুষের অনধিগম্য এক পর্বতশিখরে অধিষ্ঠিত বলে। অর্থাৎ তিনি বাস করতেন সব চেয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় যেখানে কোন মানুষ কখনও যায়নি। সেখানে তিনি বিরাজ করতেন একাকী—একমাত্র ভগবান। চির-প্রবৃদ্ধ তিনি—তাঁর বার্ধক্য কখনও বাড়ে না—অতি দীর্ঘ এক বুক দাড়ি। হঠাৎ-হঠাৎ যেমন শুভ্র-মেঘের তরঙ্গে আকাশ ঢেকে যায় তেমনি তরঙ্গায়িত তাঁর শ্বেত-পরিচ্ছদ। ভগবান ন্যায়-নিষ্ঠ, কখনও কখনও সদয়ও হন; কিন্তু সর্বদাই তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ। ছোট্ট ছেলেটা ওই ভগবানকেই জানত। দিবারাত্র কখনও ওই ভগবানের দৃষ্টির আওতা থেকে ওর মুক্তি ছিল না। ওর মনের প্রতিটি ভাবনার টুকরো অবধি ওই ভগবান জানতেন।

ধর্ম-ভীরু—অত্যন্ত ধর্ম-ভীরু এক মানব-গোষ্ঠীতে ওর জন্ম। ওদের আলখাল্লা ভেতরে বাইরে যেমন সুতো দিয়ে বোনা, ওদের সত্তার সঙ্গে ভগবানও তেমনি ভেতরে বাইরে একেবারে যেন বোনা ছিল। গরু-ছাগল চরাতে যাবার সময় ওরা লম্বা ডোরা-কাটা আলখাল্লা পরে। আলখাল্লার ঝালরের প্রতিটি সুতোর স্তবক যেন—ওদের ভগবান-ভীতির এক-একটি বিষয়ের প্রতীক। প্রভাতে সন্ধ্যায় ওরা ভগবানের উপাসনা করত; খাবার আগে তাঁর নাম করত; এক গ্লাস সুরা পান করার সময় ওরা ভগবানকে ধন্যবাদ দিত; দুর্দিন এলেও ওরা ভগবানের স্তুতি করেছে—যাতে ভগবান মনে না করেন যে ওদের দুর্ভাগ্যে ওরা রুষ্ট, অর্থাৎ ওরা উদ্ধত হয়েছে। সুতরাং একদার সেই শিশু, একদার সেই বালক—যে আজ পরিণত মানুষ, এবং ক্রুশে ঝুলছে, এখনও যে সে ভগবত-সত্তায় উপলব্ধ তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। ভগবানকে ভয় করত সে-দিনের শিশু। সুতরাং সেই শিশুর ভগবান ছিলেন ভয়ের ভগবান। কিন্তু ওর পরিবেশের পরিপ্লাবিত সূর্যালোক আর পাহাড় আর পাহাড়ী ঝরনাগুলির স্নিগ্ধ পরিবেশে সে ভয়ের স্থান ছিল নগণ্য। ছেলেটা ছুটত, হাসত, গাইত, গরু-ভেড়া চরাত—আর বড় ছেলেদের ক্ষুরধার চাবো নিয়ে ছোঁড়া-ছুঁড়ি খেলা দেখত। চাবো হল একরকম গ্যালিলির ছোরা—ছেলেরা ওই ছোরা পাশে ঝুলিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াত। ও কাঠ দিয়ে ঐরকম একটা ছোরা বানিয়ে নিয়েছিল এবং বন্ধুদের সঙ্গে ওটা দিয়ে মিছিমিছি ছোরা খেলত।

ও ভালো খেললে বড় ছেলেরা চটে যেত; বলত:

"হবে না, ব্যাটা থ্রেশীয়ান বাঁদর কোথাকার, ক্ষুদে শয়তান একটা।"

যত কিছু খারাপ সব ওই থ্রেশীয়ান—আর লড়াই-এর যা কিছু তাও ওই থ্রেশীয়ান। বহুদিন আগের কথা—কোথাকার কোন বিদেশের ভাড়াটে সৈন্যের

একটা দল এসে ওদের দেশ চড়াও করে। অনেক অনেক দিন ধরে লড়াই হল, তারপর ওদের মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হল। ঐ সৈন্যগুলোকেই বলা হত থ্রেশীয়ান। কিন্তু ছেলেটা তাদের দেখেনি।

কিন্তু ও অপেক্ষা করে ছিল কবে ও বড় হবে এবং ঐ রকম ছোরা পাশে ঝুলিয়ে বেড়াবে। তখন ওদের দেখিয়ে দেবে থ্রেশীয়ানের মত ভয়ংকর ও হতে পেরেছে কি না। কিন্তু তেমন ভয়ংকর ও হতে পারেনি। ও ছিল অতি শান্ত ছোট্ট একটা ছেলে……ভারী সুখী ছেলে……।

এ ছিল ওর জানার পর্ব।

ওর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ জানার পর্বে ও আর শিশু রইল না। সব-ছাপানো সেই সূর্যের আলো কোথায় মিলিয়ে গিয়ে এল হিমেল হাওয়া। কালে আত্মরক্ষা ও আড়ালের জন্য ও গায়ে জড়িয়ে নিল ঘৃণার অঙ্গচ্ছদ। সে-পর্বের ছবি রক্ত-লাল বেদনার তীব্র অগ্নিশিখা হয়ে যেন ঝলকে ঝলকে ওর অন্তস্তল ভেদ করে বেরিয়ে আসছে। সেদিনকার স্মৃতিগুলি উদ্দাম, উচ্ছৃখল, ভয়ানক আর জট-পাকানো। বাচ্চাদের এলোমেলো হেঁয়ালি-খেলার মতো স্মৃতিগুলোও এলো-মেলো। ওকে দাঁড়িয়ে দেখছে এই যে তরঙ্গায়িত জনতা, তার মধ্যে, এদের মুখে, এদের কোলাহলের মধ্যে ও প্রত্যক্ষ করছে সেই পর্বটাকে। ওর যাতনার বিরতি নেই ; ও বারে বারে স্মৃতির পথ বেয়ে ফিরে যায় ওর জীবনের সেই দ্বিতীয় পর্বে—যেটা ওর জানার যুগ।

এই পর্যায়ে বহু কিছু ও জানতে পারল—এবং এই জানার আঘাতে ভেঙ্গে গেল ওর শৈশব। ও জানল ওর বাবাকে—যার মুখ ছিল বাদামী রংয়ের, শ্রমে দৃঢ়ীভূত যার দেহ, যিনি উদয়াস্ত মেহনত করেন, এবং করেও কিছুতেই সঙ্কুলান হয় না। দুঃখের সঙ্গেও পরিচয় হল। মা মারা গেলেন। সবাই কাঁদল মায়ের জন্য। ও জানল খাজনা কাকে বলে—যেহেতু শত পরিশ্রম করেও ওই খাজনার জন্যই বাবা কখনও ওদের পেট ভরে খেতে দিতে পারতেন না—যদিও জমি ছিল মোটামুটি উর্বর। এবং ধনী ও দরিদ্রের মাঝখানে যে বিশাল সমুদ্র রয়েছে—তাও জানল ও।

শব্দ সব আগের মতোই আছে। শুধু তফাৎ হল এই যে আগে সব শুনত না-বুঝে, এখন শুনে বোঝে। এখন বড়রা কথা বলার সময় ওকে দূরে দাঁড়িয়ে শুনতে দেয়, আগের মতো 'যাও, বাইরে গিয়ে খেলোগে' বলে তাড়িয়ে দেয় না।

ছোরাও ওকে হাতে তুলে দেওয়া হল—কিন্তু ছোরা পেয়েও আনন্দ পেল না। একদিন ও বাবার সঙ্গে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে চলে গেল পাকা পাঁচ মাইল—সেই যেখানে একজন কামার থাকত। সেখানে তিন-তিনটি ঘণ্টা বসে থেকে ওই কামারকে দিয়ে, ওর বাবা একটা লোহার ছোরা বানিয়ে নিল ওর জন্য। সর্বক্ষণ বাবা আর কামার দুজনে নিজেদের দুঃখের কাহিনী বলাবলি করল। কত কথা--দেশে কি দুর্দিন এল—চারদিক থেকে গরীবগুলোকে শুষে খেয়ে শেষ করছে। দুজনে পাল্লা দিয়ে নিজের

নিজের দুর্দশার কাহিনীতে রঙ চড়াতে থাকে।

"এই যে বাপু, তোমার ছোরাটা নাও। দাম কিন্তু চার দিনারাই। এর এক সিকি তো নেবে মন্দিরের পেয়াদা। আর এক সিকি যাবে খাজনা দিতে। বাকী রইল দুই দিনারাই। আর একটা ছুরি বানাতে হলে তার লোহার দামই যাবে দুই দিনারাই। তাহলে আমার মেহনতের দামটা কি হল? ছোরার বাঁটের জন্য যে শিং লাগবে, তার পয়সাই বা কোথায়? তারপর বৌ বাচ্চা-কাচ্চার পেটেই বা কি দি, আর আমার পেটেই বা কি দি! আর যদি পাঁচ দিনারাই দাম চড়াই, সব জিনিসের দাম চড়ে যাবে সেই হারে। তখন অন্য জায়গায় সস্তায় পেলে আমার কাছে ছোরা কিনতে আসবেই বা কেন লোকে? ভগবান তোমাদের ওপর বেশী সদয়। জমি থেকেই খাবারটা পাও। পেটে দুটো পড়ে সব সময়ই।"

ছেলের বাবা কিন্তু বলে অন্য কথা :

"তোমাদের হাতে তো অন্ততঃ দুটো পয়সা আসে কখনও সখনও। কিন্তু আমার হালটা শোন। আমার ক্ষেতে যব হয়। তা তুলি, মাড়াই-ঝাড়াই করে ঝুরিতে ঝুরিতে ভরি। মুক্তোর দানার মতো ঝলমল করতে থাকে যবগুলো। ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে আমাদের ক্ষেতে অমন চমৎকার যব হয়, অমন সুন্দর পুষ্টিকর যব। ভাঁড়ারে ঝুড়ি-ভরা অমন মুক্তো-হেন যব যদি থাকে তবে আর ভাবনা কিসের? কিন্তু হলে হবে কি? আসবেন মন্দিরের পেয়াদা, সিকি ভাগ দাও তার হাতে তুলে মন্দিরের চাঁদা বাবদ। তারপর আছে খাজনা—সে বাবদ আর এক সিকি দাও পেয়াদাকে। কত তার হাতে পায়েধরি—কাকুতি-মিনতি করি—ভোর শীত ওই ছাগল-ভেড়াগুলোকে খাওয়াই কি! বলে কি শুনবে? বলে কি, ওগুলো তোমরাই খেয়ে নাও। আচ্ছা বলতো অমন সাংঘাতিক কাজ করা যায়? তারপর ক'দিন পরে ভাঁড়ে তো মা-ভবানী। বাচ্চাগুলো ক্ষিদের জ্বালায় কাঁদতে থাকে—তখন ধনুক-টনুক বের করি—ছিলে পরাই, ভাবি, খরগোশ দু-চারটে শিকার করে আনি বা পাহাড়ের ধারে হরিণ-টরিনও ক'টা আছে। কিন্তু সে মাংস তো অপবিত্র। শোধন না করে, দেবতাকে নিবেদন না-করা মাংস ইহুদীদের খাওয়া মানা। গত শীতে আমাদের রাব্বিকে জেরুযালেম-এ পাঠানো হল আমাদের আরজি নিয়ে। আমাদের রাব্বি মশাই খুব ভালো। আমাদের পেটের ক্ষিদে ওরও ক্ষিদে কিনা। কিন্তু পাঁচ পাঁচটা দিন মন্দিরের আঙিনায় পড়ে রইলেন উনি—পাঁচটা দিন পরে ওঁদের দয়া হল, দেখা করলেন আর তখন রাব্বি মারফত পাঠানো আমাদের আরজি শুনলেন—কিন্তু কোনমতে হেলা-ফেলা করে। পাঁচদিন পেটে কিছু পড়েনি রাব্বি মশায়ের। তাই কি আর এক টুকরো রুটি ওকে দিলে? বরঞ্চ উল্টে বললে, 'গ্যালিলির এই ঘ্যানঘ্যানানির শেষ হবে কবে? তোমাদের চাষাগুলো হদ্দ কুঁড়ে। তারা শুধু রোদে গা এলিয়ে খায়া খেতে চায়। আরো খাটতে

বলোগে, যাও। আরো বেশী করে যব বুনুক।' এই হল তাদের নির্দেশ। কিন্তু বেশী করে যে যব বুনবো—জমি পাচ্ছি কোথায়? আর ধরোগে পাওয়াই গেল জমি, কষে যবের চাষও করলাম—কিন্তু হবেটা কি? শোনো তা হলে।"

কামার বলে, "ও তো জানি। নতুন করে শুনবটা আর কি। সেই তো গিয়ে একই—বেশী পাও, আর কম পাও। কিন্তু শেষ কালে ওই একই—ভাঁড়ে মা ভবানী। ওই তো হচ্ছে, দাদা, হামেশা। গরীবরা আরো গরীব হচ্ছে, আর বড়লোকদের আরো ভুঁড়ি ফুলছে।"

ছেলেটা ছোরা আনতে গিয়ে এই সব শুনল। কিন্তু বাড়িতে সব ঠিক তেমনি আছে। সন্ধ্যে বেলায় পড়শীরা এসে জোটে ওদের সেই ছোট্ট বাড়িখানিতে—বাড়ি বলতে একখানা মাত্র ছোট কুঠরি, যেখানে সবাই ওরা ঠেসাঠেসি করে কোনমতে মাথা গুঁজে থাকে। আলাপ সেই একই—সেই চিরদুঃখের কাহিনী যার শেষ নেই—কি ভাবে ওরা শোষিত হচ্ছে দিনের পর দিন—এ ভাবে বাঁচা যায় কি করে—এর শেষই বা কবে হবে—পাথর নিংড়ে কি রক্ত বের হয়…ইত্যাদি… ইত্যাদি…

ক্রুশ-বিদ্ধ মানুষটা এই সব ভাবে আর ভাবে—ওর যন্ত্রণার সঙ্গে জড়িয়ে যায় এই সব স্মৃতির টুকরোগুলি—ছোরার মতো যা ফুঁড়ে বসে আছে ওর মর্মে—কিন্তু এই যন্ত্রণা যা ঢেউ এর মতো বাড়ে আর কমে—অসহনীয় হয় আবার একটু সহনীয় হয় ক্ষণিকের জন্ত—এর মধ্যেও ও বাঁচতে চায়। ও তো মরেই গেছে—ক্রুশে যখন চড়ানো হয়েছে তখন তো ও মরাই—তবু ও বাঁচতে চায়। কি অদ্ভুত এক মহাশক্তি এই জীবন, কি তার উন্মাদনা। শুধু একটুখানি টিকে থাকার জন্য—স্রেফ টিকে থাকা—তার জন্ত মানুষ কীই না করে!

কিন্তু ও জানে না কেন এমন হয়। ওর এই নির্যাতনের মধ্যে ও ঈশ্বরকে ডাকেনি, কারণ ওখানে কোন উত্তর, কোন ব্যাখ্যা নেই। একেশ্বর বা বহু—কোন তত্ত্বে আর ওর আস্থা নেই। ওর জীবনের দ্বিতীয় পর্বে ভগবানের সঙ্গে ওর সম্পর্ক বদলে গিয়েছিল। ভগবান যে শুধু ধনীর প্রার্থনায় সাড়া দেন। ভগবানকে ডাকেনি ও সেই জন্ত। বড় লোকেরা ক্রুশে ঝোলে না। সারা জীবন ধরেই ও যেন ক্রুশে ঝুলে আছে হাতে শজাল-বেঁধা হয়ে। কোন্ অনাদি অনন্ত কাল থেকে অমনি আছে। ও? না অন্ত কেউ? ওর বাবা কি? কে জানে! ওর মন এখন ঠিক মতো কাজ করছে না। ওর মস্তিষ্কের অত সুন্দর, অত নিখুঁত আর অতি সুশৃংখল আবেগগুলি সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ওর কখনও মনে পড়ে—বাবাকে ক্রুশে কি ভাবে ঝোলানো হয়েছিল—ও বাবার সঙ্গে নিজকে গুলিয়ে ফেলে। ও ওর দুর্বল আর পর্যুদস্ত মনটাকে হাতড়ে বেড়ায়, মনে করতে চায়—কি করে, কেন বাবাকে ক্রুশে ঝোলানো হয়েছিল। ওর মনে পড়ে যায়। সেই যে খাজনা আদায় করতে পেয়াদারা এসেছিল এবং তাড়া খেয়ে খালি হাতে তাদের

ফিরে যেতে হল। ওর মনে পড়ে যায় মন্দিরের পুরুতরাও এসেছিলেন। তাঁরাও ফিরে যান খালি হাতে।

তারপর কিছু দিন চলল জয়ের উল্লাস। কিছুদিন মানে অতি সামান্য কটা দিন মাত্র। মহাবীর জুডাস্ ম্যাকাবীর কথা এখনও ওর স্মৃতিতে জ্বল্ জ্বল্ করছে। মন্দিরের পুরুতরা যখন ওদের বিরুদ্ধে প্রথম সৈন্যদল লেলিয়ে দেয়—সমস্ত কৃষকরা ধনুক, ছোরা হাতে বেরিয়ে পড়ে। সেই সৈন্যদল ছারখার হয়ে যায়। ও-ও ছিল সেই লড়াইয়ে। ও তখন মাত্র চৌদ্দ বছরের একটা বাচ্চা ছেলে। তবুও ও বাবার পাশে দাঁড়িয়ে ছোরা নিয়ে লড়েছিল। এবং জয় কাকে বলে তারও একটু স্বাদ পেয়েছিল।

কিন্তু সেই জয়ের আনন্দ ছিল অতি ক্ষণিক। কারণ ভাড়াটে সৈন্যদের বিপুল বাহিনী ছুটে এল গ্যালিলির বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে। মন্দিরে অতল স্বর্ণ ভাণ্ডার—যত সৈন্য লাগে তার মাশুল যোগাবে সেই স্বর্ণ ভাণ্ডার। এবারে বেরিয়ে এল ছোরা হাতে কৃষকের দল। কিন্তু নিরাবরণ দেহে কতক্ষণ লড়বে ওরা সেই বিপুল বর্ম-অস্ত্র-সজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে! কাজেই ওরা শেষ হয়ে তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেল। দু' হাজার কৃষক বন্দী হল। ওই দু হাজার থেকে ন'শ কে বাছা হল ক্রুশে ঝোলানোর জন্য। এই হচ্ছে অতি সুসভ্য পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি। পাহাড়ের ধারে ধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ক্রুশগুলি—পুঁতির মালার মতো। মন্দিরের পুরোহিতরা দেখতে এলেন—সাথে এলেন তাঁদের রোমান উপদেষ্টারা। সেই ছোট্ট ছেলে ডেভিড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল—ওর বাবার হাতে গজাল ঠোকা হ'ল, সেই গজালে বাবা ঝুলতে থাকলেন—পরে পাখিরা ওর দেহের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

আর এখন ও নিজেই ঝুলছে ক্রুশে। যেমন শুরু তেমন সারা। কত যে ক্লান্ত ও! কি অসহ্য যাতনা। কি অপরিসীম দুঃখ! ও ঝুলে আছে ক্রুশ-এ। সময় চলেছে--মানুষের চিরকালের জানা সময়ের সঙ্গে এ সময়ের কোন যোগ নেই, কারণ ক্রুশে লট্‌কানো মানুষ আর মানুষ নয়। ও নিজকে কেবলি শুধিয়ে চলেছে—শূন্য থেকে যে-জীবনের উদ্ভব আর শূন্যে শেষ, তার কি দাম? অবিশ্বাস্য রকম শক্ত মুঠোয় ও জীবনকে ধরে রেখেছিল, যা শক্তি দিয়েছে, পুষ্টি দিয়েছে। সেই মুষ্টি শিথিল হয়ে আসছে। ও এখন মরতে চায়। এই প্রথম ওর মৃত্যুর-কামনা।

(কি বলেছিল স্পার্টাকাস ওকে? 'গ্লেডিয়েটর, জীবনকে ভালোবেসো—তারি মধ্যে সব প্রশ্নের উত্তর পাবে।' কিন্তু স্পার্টাকাস তো মরে গেছে; একদিন সে বেঁচে ছিল।)

বড় ক্লান্ত ও। ব্যথা আর ক্লান্তি যেন পাল্লা দিয়ে চলছে। দীর্ণ, জীর্ণ স্মৃতিগুলো যেন শুধু ক্লান্তিরই স্মৃতি। কৃষক বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর ওকে এবং আরো সাতাশ' ছেলেকে কাঁধে কাঁধে একসঙ্গে শেকল বেঁধে উত্তর দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

কত দিন ধরে সে চলা। প্রান্তর-মরু-পাহাড় ভেঙে কত দিন···কত দিন—ধীরে ধীরে গ্যালিলির শ্যাম-স্নিগ্ধ পর্বতমালার স্মৃতি—স্বপ্নের মতো হয়ে এল—স্বর্গের স্বপ্ন! মালিক বদল হল, কিন্তু চাবুক রইল তেমনি। তারপর এমন এক দেশে এল—পাহাড়-ঘেরা দেশ—উঁচু উঁচু সব পাহাড়, গ্যালিলির সব পাহাড়ের চাইতে উঁচু—শীত-গ্রীষ্ম সব সময় চূড়াগুলি থাকে বরফে ঢাকা।

সেখানে ওকে লাগানো হল মাটির গর্ভ থেকে তামা তোলার কাজে। ছ বছর কাটল সেই তামার খনিতে। ওর সঙ্গে ছিল ওর দু'ভাই—তারা মরে গেল, ও বেঁচে রইল। ওর ছিল ইস্পাতের দেহ, চাবুকের দড়ির মতো শক্ত। অন্যেরা কাহিল হল, তাদের দাঁত পড়ে গেল, কেউ কেউ বিছানা নিল, আর বমি করতে করতে মরে গেল। কিন্তু ও বেঁচে রইল। ছ'টি বছর গেল তামার খনিতে।

শেষে একদিন পালাল ও। ক্রীতদাসের পাটা গলায় নিয়েই ও পালাল এক দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে। সেখানকার সহজ সরল অধিবাসীরা ওর গলার পাটা খুলে দিল—আশ্রয় দিল। সারা শীত রইল ওখানে। বড় গরীব এই পাহাড়ীরা কিন্তু হৃদয় ওদের বড় দরদী। শিকার করে বা ফাঁদ পেতে জন্তু-জানোয়ার ধরে ওদের দিন চলত। কোন কিছু জন্মাত না ওখানে। ও ওদের ভাষা শিখল। তারা ওকে ছাড়তে চাইল না—তাদের একটি মেয়েকে বিয়ে করে ও ওখানেই সংসার পাতে, এই ছিল তাদের ইচ্ছা। কিন্তু ওর মন কাঁদে গ্যালিলির জন্য। বসন্ত এলে ও বেরিয়ে পড়ল। দক্ষিণে যাবে। পথে একদল পারস্যদেশীয় বণিকদলের হাতে পড়ে। তারা ওকে পশ্চিমগামী এক দাস-ব্যবসায়ী দলের কাছে বেচে দেয়। এরা ওকে টাইরে শহরের নিলাম বাজারে নিলামে চড়ায়। ওখান থেকে অতি কাছে ওর স্বদেশ--প্রায় চোখে দেখা যায় টাইরে থেকে। ওর বুক ভেঙে গেল--কত তিক্ত অশ্রু ঝরল—এত কাছে ওর ঘর—ওর স্বজন পরিবার—যারা ওকে ভালোবেসে বুকে টেনে নেবে—কিন্তু তবু কত দূর—মুক্ত, স্বাধীন জীবন থেকে—কত দূরে ও। নিলামে ওকে কিনল এক ফিনিশীয় বণিক। তার একখানা জাহাজ ইতালির বন্দরে বন্দরে বাণিজ্য করে বেড়ায়। সেই জাহাজের খোলে ওকে একটা দাঁড়ের সঙ্গে বেঁধে বসিয়ে দেয়। খোলের স্যাঁৎস্যাঁতে অন্ধকারে, ভ্যাপসা দুর্গন্ধ ময়লার মধ্যে বসে বসে একটি বছর ও দাঁড় টানল।

জাহাজখানা একদল গ্রীক জলদস্যুর খপ্পরে গিয়ে পড়ল। তারা ওকে টেনে হিঁচড়ে ওপরে নিয়ে এল। আলোয় এসে ওর চোখ বিশ্রী ভাবে প্যাঁচার মতো মিট মিট করতে লাগল। ভীম-দর্শন গ্রীক নাবিকরা ওকে নানাভাবে পরীক্ষা করল, বহু জেরা করল। ফিনিশীয় বণিক ও মাঝিমাল্লাদের ওরা ঝটপট খতম করে খুড়ের আঁটির মতো ছুঁড়ে ফেলে দিল জলে। ওকে আর অন্য ক্রীতদাসদের ওরা এক এক করে জিজ্ঞাসাবাদ করল, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রচলিত আরামিক ভাষায়:

"তোরা কি শুধু দাঁড় বাইতে পারিস—না যুদ্ধও করতে পারিস?" জাহাজের

অন্ধকার খোলের মধ্যকার সেই বেঞ্চিটা আর সেখানকার পচা দুর্গন্ধ জলকে ও ভয় করে সাক্ষাৎ যমের মতো। তাই উত্তরে বলল:

"আজ্ঞে, আমি যুদ্ধও করতে পারি। আমাকে সুযোগ দিয়ে দেখুন।" ওর মনের অবস্থা এরকম তখন যে, জাহাজের খোলের সেই নরকে পিঠ ভেঙে বসে দাঁড় টানার চাইতে ও বরং একটা গোটা বাহিনীর সঙ্গে একা লড়াই করবে। ওরা ওকে দিল সে সুযোগ। পাটাতনের ওপরে থাকতে দিল, শেখাল অনেক কিছু—কিন্তু বিনা প্রহারে, বিনা গালিগালাজে নয়। ওকে শেখাল নানা রকম সামুদ্রিক কলা-কৌশল, শেখাল পাল তোলা, দড়াদড়ি টানা। ত্রিশ ফুট লম্বা হাল ধরে জাহাজ সামলানো, ছেঁড়া কাছি জোড়া লাগানো, রাত্তির বেলা তারার দিকে নজর রাখা, ইত্যাদি। একটা মোটা রোমান কর্মচারীর সঙ্গে লড়াই হয় ওর--সেই ওর প্রথম লড়াই। এমন ক্ষিপ্রতা আর লম্বা ছোরার ব্যবহারে এমন হাত দেখিয়েছিল ও যে ওই দুর্ধর্ষ বে-পরোয়া দলের মধ্যে ওর স্থান নিরঙ্কুশ হয়ে গেল। কিন্তু মনে সুখ নেই। এই মানুষগুলোকে ও ঘৃণা ছাড়া আর কিছু করতে পারল না। এরা জানে শুধু খুন-খারাপি, নৃশংসতা আর মরণ-মারণ। যে সরল সহজ মানুষগুলোর মধ্যে ওর শৈশব, বাল্য কেটেছে, তাদের সঙ্গে এদের রাতদিনের তফাৎ। এরা দেবতা ঈশ্বর মানে না। এমনকি সমুদ্রের দেবতা পসিডনকেও মানে না। ওর ভগবৎ-বিশ্বাস যদিও এখন নড়ে গেছে, কিন্তু জীবনের বেশীর ভাগটাই ওর কেটেছে ভগবানে বিশ্বাসী মানুষের সাহচর্যে। ওই দস্যুরা তীরে ঝাঁপিয়ে পড়ে শুধু মারতে, জ্বালাতে আর মেয়েমানুষের সর্বনাশ করতে।

এই সময়ে ও নিজের চারদিকে এক প্রাচীর তুলে দিল। সেই চার দেয়ালের ঘেরা খাঁচার মধ্যে ও থাকে একা। ওর মুখ থেকে মুছে গেল সমস্ত তারুণ্যের কোমলতা—যে-মুখে ছিল একজোড়া শ্যামস্নিগ্ধ চোখ, আর বাজপাখির মতো একটি নাক। আঠারো বছরের কম বয়স ওর এখন। কিন্তু চেহারা হল বয়স-হীন। ওর এক মাথা কালো চুলের রাশির মধ্যে দেখা গেল পাকা চুল। ও নিজের মনে থাকে। সপ্তাহান্তে হয়ত একটা কথাও বলে না। ওরাও ওকে ঘাটায় না। সে কতবড় ওস্তাদ তা ওরা জানে, তাই ওকে সমীহ করে।

ও স্বপ্নে ভেসে চলে—সে স্বপ্ন ওর সুরা—ওর জীবনী-শক্তি। ও স্বপ্ন দেখে—একদিন আসবে--সে-দিনের দেরি নেই বেশী—এদের জাহাজ চলবে প্যালেস্টাইনের কূল ঘেষে। ও লুকিয়ে একধার দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারপর সাঁতার কেটে পার হবে দরিয়া। সেখান থেকে হেঁটে যাবে (গ্যালিলির) পাহাড়ে—ওর স্বপ্নের গ্যালিলি, ওর ভালোবাসার গ্যালিলি। কিন্তু তিনটি বছর কেটে গেল—সে-দিন আর এল না। প্রথমে দস্যুরা হানা দিল আফ্রিকার কূলে। তারপর সমুদ্রের ওধারে ইতালির উপকূল ধরে চলল। স্পেনের কূলে হানা দিয়ে লড়াই করল, বহু রোমান ভিলা পুড়িয়ে দিল। ধন-রত্ন, নারী—যা পেল লুটে নিয়ে গেল।

আবার সমুদ্রের ওপারে গিয়ে 'হারকিউলিসের স্তম্ভের' কাছে এক প্রাচীর-ঘেরা অরাজক শহরে শীতটা কাটাল। তারপর আবার বেরিয়ে পড়ল। জিব্রলটার প্রণালীর মধ্য দিয়ে এল ব্রিটেনে। সেখানে জাহাজ ভিড়িয়ে মেরামত আর সাফ-সাফাইয়ের কাজ সারল। এর পর গেল আয়র্ল্যাণ্ড-এ। সেখানে কিছু কাপড়ের টুকরো আর সস্তার কাঁচ-বসানো অলংকারের বিনিময়ে ওখানকার আদিবাসীদের সোনার গয়নার কেনা-বেচা হল। সেখান থেকে গল্-এ এবং গোটা ফরাসী উপকূল চক্কর দিয়ে আবার ফিরে এল আফ্রিকায়। এমনি করে তিন বছর গেল। ওর স্বদেশের ধার কাছ দিয়েও গেল না জাহাজ। কিন্তু তবু ওর স্বপ্ন আর আশা ওর বুকে বাসা বেঁধে রইল। আরো কঠিন হয়ে গেল ও; মানুষের পক্ষে অনুচিত-ভাবে কঠিন।

কিন্তু এই সময়ের মধ্যে শিখল ও অনেক। শিখল, যেমন করে মানব দেহে রক্ত প্রবাহিত হয় তেমনি করেই সমুদ্রের পথ বেয়ে চলে জীবনের প্রবাহ। ও শিখল পৃথিবী বিপুল, অনন্ত। এই পৃথিবীর সর্বত্র আছে ওরই স্বজন-গোষ্ঠীর মতো দরিদ্র মানুষের দল—যারা মাটি আঁচড়ে খিমচে নিজেদের ও সন্তানদের ক্ষুধার দানা কুড়ায়। কিন্তু তার বেশীর ভাগ যায় রাজা, সর্দার বা জলদস্যুদের পেটে। রাজা, সর্দার আর জলদস্যুরা হল সবার ওপর দিয়ে। এরই নাম রোম।

অবশেষে ওরা এক রোমান যুদ্ধ-জাহাজের কবলে পড়ে। সব মরল। ও আর চৌদ্দ জন নাবিক—যারা মরেনি—তারা বন্দী হয়ে প্রেরিত হল ফাঁসির জন্য ওস্তিয়ায়। এমনি করে ওর ক্ষুদ্র জীবন-পাত্রের বালুকণাগুলি ঝরে ঝরে প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল। অবশেষে এল লেনতুলাস বাতিয়াতাসের দালাল—ওকে কিনে নিল তার কাপুয়ার ইস্কুলের জন্য,…।

এই হল গ্লেডিয়েটর-এর জীবন পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়—অর্থাৎ তার জানার এবং ঘৃণা করার অধ্যায়। সেই অধ্যায়ের শেষ হল কাপুয়ায়। সেখানে প্রত্যক্ষ করল সভ্যতার, অতি পালিশ-করা সভ্যতার চরম রূপ—অলস সৌখীন রোমান-দের স্ফূর্তির জন্য আর নোংরা মোটা শয়তান লানিস্তার সিন্দুক ভরাবার জন্য পরস্পর খুনোখুনি করতে শেখান। ও গ্লেডিয়েটর হল। ওর চুল কদম-ছাঁট করে কেটে দেওয়া হল; তারপর ও গেল ছোরা হাতে এরিনায়; এবং হত্যা করল—যাদের ও ঘৃণা করে তাদের নয়—যারা ওরই মতো গোলাম, যাদের ভাগ্যের ঘরে ঢেরা।

এখানেই ওর অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হল ঘৃণা। ও হল ঘৃণার একটা আধার—যে-আধার দিনে দিনে ভরে উঠল। ও একলা থাকে ওর কুঠরির কুৎসিত শূন্যতা আর নৈরাশ্যের মধ্যে। ও নিজের মধ্যে ডুবে যায়। ভগবানে বিশ্বাস হারিয়েছে—বাপ-ঠাকুরদার ভগবানের কথা মনে হলে ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় ওর মন বিষিয়ে ওঠে। একবার ও নিজেকে বলেছিল—এরিনায় গিয়ে ওই

শয়তান পাহাড়ী বুড়োটার সঙ্গে যদি লড়তে পারতাম, তবে শোধটা তুলতাম। মানুষকে হেনো দেব তেনো দেব করে লম্বা চওড়া কথা বলে, বুড়ো একটা কথাও রাখলে না। আর তার জন্য বেচারা মানুষগুলোর কত চোখের জল ঝরল— বুঝিয়ে দিতাম বুড়োকে। আসুক না বুড়ো তার যত বজ্র-বিদ্যুত আছে সব নিয়ে। আমি চাই শুধু হাতে একখানি ছোরা। অবশ্য আমারও কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। ঠিক আছে। বুড়োকে তো দেখিয়ে দেব রাগ কা'কে বলে।

একবার ও একটা স্বপ্ন দেখেছিল। ও যেন ভগবানের সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একটুও ভয় করছিল না। বরঞ্চ উল্টে বুড়োকে বলেছিল— কি করতে চাও বুড়ো আমার? বিশ বছরের জীবন আমার, এরই মধ্যে সংসার আমার যা করেছে তার বেশী আর কি করবে? আমি আমার বাবাকে ক্রুশে ঝুলতে দেখেছি; ছুঁচোর মতো খনির মাটি আঁচড়ে খুঁড়েছি, ছটি বছর সেই খনিতে খেটেছি; জাহাজের খোলের নরকে বসে এক বছর দাঁড় টেনেছি—সেই নোংরা পচা জলে ইঁদুর ছুটোছুটি করত পায়ের ওপর দিয়ে। আর তিনটে বছর গেছে চোরের জীবন। চোরটা দিনের পর দিন শুধু আপন ঘরখানার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থেকেছে। এখন আমি ভাড়াটে খুনী। মানুষ খুন করার জন্য ভাড়া খাটি। জাহান্নামে যাও তুমি, কি করবে আমার কর।

জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে এই হল ওর পরিণতি। ওখানেই—সেই কাপুয়ার ইস্কুলে দেখল এক থ্রেশীয়কে—গোলাম, কিন্তু বিচিত্র মানুষ। শান্ত স্নিগ্ধ গলার স্বর, নাকটা ভাঙ্গা, কালো গভীর একজোড়া চোখ। এমনি করেই ওর পরিচয় স্পার্টাকাসের সাথে।

এই সময়ের বহুদিন পরের ঘটনা। একজন রোমান ক্রীতদাসকে ক্রুশে লটকানো হল। চব্বিশ ঘন্টা ক্রুশে ঝুলবার পর সম্রাটের মার্জনা এল। কি করে যেন বেঁচে গিয়েছিল লোকটা। ক্রুশ-বিদ্ধ অবস্থায় ওর কেমন লেগেছিল, তার একটা বিবরণ সে লিখেছিল। সেই বিবরণের সব চেয়ে আশ্চর্য হল, ঝুলন্ত অবস্থায় তার সময়ের অনুভূতি সম্বন্ধে সে যে অভিমত প্রকাশ করেছে তা। সে লিখেছে—"ক্রুশ-বিদ্ধ অবস্থায় মাত্র দুটি জিনিস থাকে। একটি হল যন্ত্রণা, আর একটা সময়ের অসীমতা। আমি শুনেছি, আমি মাত্র চব্বিশ ঘন্টা ঝুলে ছিলাম। কিন্তু আমার মনে হল আমি পৃথিবীরও জন্মের আগে থেকে ঝুলছি। সময় বলে

কিছু যদি না থাকে, তবে প্রতিটি মুহূর্তই অনাদি অনন্ত। প্রতিটি মুহূর্তই চিরকাল।"

সেই বিচিত্র যন্ত্রণা-বিধৃত চিরন্তনতার মধ্যে গ্লেডিয়েটরের মনটা টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সুসংবদ্ধ বিচার-বুদ্ধির ক্রিয়া থেমে যায়। স্মৃতিগুলি পর্যবসিত হয় ভ্রান্তিতে। এতদিনকার জীবনের অনেকখানি ও ফিরে পায়। ফিরে যায় তখনকার জীবনযাত্রায়। সেই প্রথম দিনের মতো করেই ও স্পার্টাকাসের সঙ্গে কথা বলে। সব ভাসিয়ে নিয়ে-যাওয়া কালের স্রোতে ওর মতো একটা নাম-গোত্রহীন ক্রীতদাসের জীবন—একটা অর্থহীন ধ্বংস-স্তূপ মাত্র। সেই ধ্বংস-স্তূপ থেকে ও একান্ত করে যে বস্তু উদ্ধার করতে চেয়েছিল, তা নিয়ে নাড়াচাড়া করে, খেলা করে।

ও তাকায় স্পার্টাকাসের দিকে। স্পার্টাকাসও ওর দিকে চেয়ে থাকে। স্পার্টাকাসকে ওর বেড়ালের মতো লাগে। আরো বেশী অমন লাগে ওর সবুজ চোখ দুটোর জন্য। সবাই জানে বেড়াল কি ভাবে চলে—সর্বদা একটা টান টান উচ্চকিত ভাব থাকে। এই গ্লেডিয়েটরটিরও চলার ধরন ঐ রকম। ওকে দেখলে মনে হয়, ওপরের দিকে ছুঁড়ে ফেললে ও ঠিক বিড়ালের মতো দুপায়ে নীচে এসে পড়বে। ও কদাচিৎ কারো দিকে সোজাসুজি তাকায়। চোখের কোণ দিয়ে তাকায়। ঐ ভাবেই ও দিনের পর দিন স্পার্টাকাসকে লক্ষ্য করে দেখে। ও কিছুতেই বুঝতে বা বোঝাতে পারে না, স্পার্টাকাসের কোন্ গুণ অমন করে দিনের পর দিন ওর মন টানে। এর মধ্যে বিশেষ কোন রহস্য নেই। ও নিজে সর্বক্ষণ একটা টানের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু স্পার্টাকাস একেবারে ঢিলে ঢালা। ও নিজে কারো সঙ্গে কথা বলে না। কিন্তু স্পার্টাকাস সবার সঙ্গে কথা বলে। সবাই ওর কাছে আসে—তাদের সমস্যা, সুবিধা-অসুবিধা সব ওর কাছে নিয়ে আসে। স্পার্টাকাস গ্লেডিয়েটরদের এই স্কুলটার মধ্যে কি যেন মন্ত্র ছড়াচ্ছে। স্কুলটাকে ও শেষ করে ছাড়বে।

সবাই স্পার্টাকাসের কাছে আসে। আসে না শুধু ওই ইহুদিটি। অবাক হয় স্পার্টাকাস। তারপর একদিন ড্রিলের মধ্যকালীন বিরতির সময় স্পার্টাকাস নিজেই এসে ইহুদির সঙ্গে আলাপ করে :

"তুমি কি গ্রীক ভাষায় কথা বল, বন্ধু?" ও জিজ্ঞাসা করে। সবুজ চোখ দুটি দিয়ে একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ যেন স্পার্টাকাস বুঝতে পারে মানুষটার বয়স নেহাৎ কম। একেবারে কচি ছোকরা। কিন্তু ও যেন একটা মুখোশের আড়ালে আছে। স্পার্টাকাস মুখোশটাকেই দেখছে—মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছে না।

ইহুদি যেন নিজের মনেই বলে, "গ্রীক ভাষায় কথা বলি কিনা? বোধ হয় সব ভাষায়ই কথা বলতে পারি—হিব্রু, আরমাইক, গ্রীক, ল্যাটিন—পৃথিবীর নানা জায়গার নানা ভাষা। কিন্তু যে কোন ভাষায় হোক, কথা বলব কেন? কেন?"

খুব কোমল ভাবে স্পার্টাকাস আবার বলে :

"তেমন কিছু তো নয়, এই ধর তুমি দু-একটা কথা বললে, আমি দু একটা বললাম, এই-ই। আমরা তো একা নই, একটা মানুষ নই, আমরা একটা গোষ্ঠী। একলা হলেই মুস্কিল। একলা হয়ে যাওয়া একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। আমরা যা—তাই, তার জন্য লজ্জা পাবার কি আছে? আমরা কি সাংঘাতিক কোন অপরাধ করে এখানে এসেছি? কিছুই করিনি আমরা। অনেক বেশী খারাপ আর ভয়ানক কাজ করেছে তারা যারা আমাদের এখানে এনে হাতে ছোরা গুঁজে দিয়ে খুন করতে বলেছে—কেন? না, রোমানদের স্ফূর্তির রসদ জোগাবার জন্য। তার জন্য আমরা লজ্জা পাব কেন? আমরা কেন পরস্পরকে ঘৃণা করব? আমাদের প্রত্যেকের দেহে কিছু শক্তি আছে, বুকে একটুখানি আশা আছে, একটু ভালোবাসা আছে। এগুলো বীজের মতো সব মানুষের মধ্যেই থাকে। কিন্তু এগুলো যদি কেউ শুধু নিজের জন্য রেখে দেয় তবে তা শুকিয়ে যাবে দুদিনেই, তারপর মরে যাবে। তা হলে তো মানুষটা একেবারে দেউলে হয়ে গেল। জীবনটা বেঁচে থাকারই যোগ্য রইল না। এ-মানুষ নিতান্ত হতভাগা। ভগবান তাকে রক্ষা করুন। কিন্তু তোমার শক্তি, আশা, ভালোবাসা সবার মধ্যে বিলিয়ে দাও—দেখবে নিজের ভাণ্ডার ভরাই আছে—ও থাকবে। যত দেবে তোমার ভাণ্ডার ফুরোবে না কোনও দিন। তবে তো জীবন বাঁচবার মতো হবে। গ্লেডিয়েটর, বিশ্বাস কর, পৃথিবীর সেরা জিনিস হল জীবন। আমাদের বুঝতে হবে তা। আমরা ক্রীতদাস। নিজের বলতে কিছুই নেই আমাদের—আছে ওই একটি ধন—জীবন। অতএব এমন জিনিসের দাম আমাদের কাছে অনেক। রোমানদের এত জিনিস আছে তাই জীবনের বিশেষ দাম নেই তাদের কাছে। তাই জীবন নিয়ে ওরা খেলা করে। কিন্তু জীবন আমাদের কাছে হেলার বস্তু নয়। জীবনকে আমরা গ্রহণ করি তার পুরো গুরুত্ব দিয়ে। তাই কখনও আমরা নিজেদের একলা হয়ে যেতে দেব না। তুমি বড় একা, ভাই। একটু কথা বল আমর সঙ্গে।"

[তবু ইহুদি নীরব। তার মুখে চোখে কোন পরিবর্তন নেই। সে শুধু শোনে, নীরবে, উদগ্র আগ্রহে শোনে—তারপর পেছন ফিরে অন্য দিকে চলে যায়। কয়েক পা গিয়ে ফিরে আসে। মাথাটা অর্ধেক ঘুরিয়ে আড়চোখে স্পার্টাকাসের দিকে চায়। স্পার্টাকাস লক্ষ্য করে—কি যেন দেখা যায় মানুষটার চোখে—যা একটু আগেও দেখা যায়নি। বুঝি ছোট্ট একটুখানি আলোর ঝলকি, কি একটা আকৃতি, একটু আশার ঝলক……? বোধ হয়।]

এবার গ্লেডিয়েটরের জীবনের চার পর্বের তৃতীয় পর্যায় শুরু। এই পর্যায়কে বলা যায় আশার, কেননা এই সময়েই ওর মন থেকে ঘৃণা একেবারে চলে গেল। এল ওরই মতো মানুষগুলির জন্য ভালোবাসা আর একাত্মতা। এ আকস্মিক ঘটনা

নয়, তাড়াতাড়িও হয়নি। একটু একটু করে ও মানুষকে বিশ্বাস করতে শেখে এবং তার মাধ্যমেই শেখে জীবনকে ভালোবাসতে। জীবনের প্রতি এই বিপুল প্রেম প্রথম হতেই ওকে একেবারে অধিকার করে রেখেছে। স্পার্টাকাস যেন যক্ষ—জীবনকে আগলাচ্ছে। জীবন ওর শুধু উপভোগের বস্তু নয়, শুধু সমাদরের নয়। জীবন ওকে সম্পূর্ণ আবিষ্ট করেছে। জীবন নিয়ে ওর কোন প্রশ্ন নেই, কোন সমালোচনা নেই। মনে হয় জীবনের শক্তিগুলির সাথে স্পার্টাকাসের কোন গোপন চুক্তি ছিল।

স্প্যার্টাকাসকে লক্ষ্য করতে করতে ইহুদি ডেভিড তাকে অনুসরণ করতে আরম্ভ করল—ঘটা-পটা করে নয়, লোক দেখিয়ে নয়, অতি সংগোপনে। সুযোগ পেলেই অন্যের অলক্ষ্যে স্পার্টাকাসের কাছাকাছি স্থান করে নেয়। ওর শ্রবণ-শক্তি শৃগালের মতো তীক্ষ্ণ। স্পার্টাকাসের কথা শোনে, মনের গভীরে তা পুষে রাখে, মনে মনে বারে বারে আবৃত্তি করে, কথাগুলির তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করে। ওর ভেতরে কি যেন ঘটতে থাকে—ও বদলে যাচ্ছে, বিকশিত হচ্ছে। ওখানকার প্রতিটি গ্লেডিয়েটরের মধ্যে ঠিক ঐ ভাবে কি যেন ঘটতে থাকে—একটু যেন পরিবর্তন…একটু যেন বড় হওয়া…কিন্তু ডেভিডের ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা। যে-মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে ওর জন্ম ভগবান তাদের সবখানি। ডেভিড যখন সেই ভগবানকে খুইয়ে বসল ওর জীবনে দেখা দিল এক শূন্য গহ্বর। সেই গহ্বরকে ও এখন মানুষ দিয়ে ভরাচ্ছে, মানুষকে ভালোবাসতে শিখছে; মানুষের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে শিখছে। এমনি করে আগে তো ভাবেনি কখনও। কিন্তু ভাবুক না ভাবুক ওর জীবনে তাই ঘটে গেল। অল্প বিস্তর অন্যদের মধ্যেও।

[এ বুঝবার সাধ্য বাতিয়াতাস বা রোমের সেনেটরদের নেই। তাদের কাছে এ বিদ্রোহ আকস্মিক ও অপরিকল্পিত। এর জন্য কোন পূর্ব-প্রস্তুতি ছিল না, কোন পূর্ব-ভূমিকাও ছিল না। সরকারী বিবরণী এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই তৈরী। আর কিই বা করতে পারত তারা এ ছাড়া।]

কিন্তু ছিল পূর্ব-ভূমিকা। অতি সূক্ষ্ম, অতি বিচিত্র তা এবং ক্রম-বিকশিত। প্রথম যে-দিন স্পার্টাকাসের মুখে ওডিসির আবৃত্তি শুনল—ডেভিড কোন দিন ভুলবে না সেই মুহূর্তটিকে। নির্ভীক এক মহাবীর—যে সয়েছে বহু, কিন্তু হার মানেনি কোন দিন—তারই কাহিনী কাব্যে। অপূর্ব মোহনীয় সঙ্গীত। অনেক-গুলি শ্লোক ও ভালো করে বুঝতে পেরেছিল।

ও জেনেছে সেই পরম বেদনাকে—প্রাণ-প্রিয় স্বদেশের মাটি হতে উচ্ছিন্ন হয়ে বহু দূরে বন্দী হয়ে থাকার যে বুক-ভাঙ্গা বেদনা, তা জেনেছে। ও জেনেছে খামখেয়ালী ভাগ্যের ছলা-কলার খেলা। গ্যালিলির একটি মেয়েকে ও ভালো-বেসেছিল। মেয়েটির ঠোঁট ছিল পপি-ফুলের মতো লাল; তার গাল ছিল মোরগ-শিশুর কচি পালকের মতো নরম। সে মেয়েকে চিরদিনের মতো হারাতে

হল। তার ব্যথা ওকে কত বিক্ষত করে দিয়েছে। কিন্তু এ…একি সঙ্গীত! আশ্চর্য! এক গোলামের ছেলে গোলাম, জীবনে একদিনের জন্যও যে স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি তার কণ্ঠস্থ ওই বীর-গাথার অসংখ্য শ্লোক! আর তার কণ্ঠে এমন আবৃত্তি! স্পার্টাকাসের মতো এমন মানুষ কি কোন দিন ছিল! এত শান্ত, এত ধৈর্যশীল, এমন অক্রোধন!

স্পার্টাকাস আর ওডিসিউস…সুধী, সুধীর, প্রাজ্ঞ ওডিসিউস—ওর অন্তরের মধ্যে এক হয়ে গেল দুজনে। এবং চিরকাল এক হয়েই রইল। ডেভিড বাইরে যাই হোক, অন্তরে বালক। স্পার্টাকাসের মধ্যে সে তার বীরকে খুঁজে পেল, তার জীবনের ধারার নিশানা পেল। প্রথমে মনের এই নূতন ভাবনাকে ও বিশ্বাস করতে পারেনি। প্রায়ই নিজেকে বোঝাত—কাউকে বিশ্বাস করো না। তাহলে নিরাশ হতে হবে না। সুতরাং ও অপেক্ষা করল। স্পার্টাকাসকে লক্ষ্য করতে লাগল। তাকে ছোট করে দেখতে প্রয়াস পেল। কিন্তু ক্রমশঃ ওর উপলব্ধি হতে লাগল স্পার্টাকাস ছোট নয়। সে যা তার চাইতে ছোট সে কোন দিন হবে না। স্পার্টাকাসের চাইতে স্পার্টাকাস ছোট নয়। ছোট হবে না। আরো বৃহত্তর উপলব্ধি হল এই সঙ্গে কোন মানুষই তার নিজের চাইতে হীন নয়। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই যে ঐশ্বর্য আছে এই বৃহৎ সত্যের পূর্ণ উপলব্ধি না হলেও, তার আভাস পেল।

সুতরাং রোমের দুই সুগন্ধি-মাখা, সমকামী বিলাসী ছোকরার খাম-খেয়াল মেটাবার জন্য আমরণ ছোরা খেলার আয়োজন যখন হল, ও-ও নির্বাচিত মল্লদের সামিল হল এবং এক অননুভূত-পূর্ব সংগ্রাম ও ক্লিন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বে ও বিপর্যস্ত হয়ে গেল। সংগ্রামে জয়ী হল ও এবং এতদিন আত্মরক্ষার জন্য যে আবরণে নিজকে ঢেকে রেখেছিল তা বাস্তবিকপক্ষে এবারেই ভাঙ্গল। ক্রুশবিদ্ধ মানুষটি চলে গেল সেই মুহূর্তটিতে—সেই সংগ্রাম-জয় ও খোলস-ভাঙ্গার মুহূর্তটিতে। চার বৎসর আগে সেই মুহূর্তটিতে ও যে কথা নিজের মনে মনে বলেছিল তারই বেদনা আজ যন্ত্রণার সঙ্গে সংগ্রামরত এই মানুষটির শুকনো ঠোঁটের ফাঁকে আর্তি হয়ে বেরিয়ে এল। ও সেদিন বলেছিল :

"আমি সব চেয়ে দুর্ভাগা। যে আমার প্রিয়তম, তাকেই হত্যা করার জন্য আমায় বেছে নেওয়া হয়েছে। দেবতা ভগবান যিনিই হোন, মানুষকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া তাদের আর কাজ নেই। এর বেশী কি আর আশা করা যায় ওদের কাছে! কিন্তু তাদের খেয়াল আমি মেটাব না। তাদের খুশির জন্য খুন আমি করব না। দেবতাগুলো ওই সুগন্ধি-মাখা রোমান ছোকরাগুলোর মতোই, যারা উদগ্রীব হয়ে এরিনায় বসে থাকে কখন আমাদের নাড়ি-ভুঁড়িগুলি পেট ফেঁসে বেরিয়ে বালিতে ছড়িয়ে পড়বে। ঐ শূয়রগুলোকে খুশি আমি করব না। জুড়ির লড়াই এ যাত্রায় আর দেখতে হবে না। অপদার্থ, নচ্ছার মানুষগুলো—অন্ত

ফূর্তিতে মন ওঠে না। ওরা দেখবে আমিই শেষ হয়ে গেছি। কিন্তু তাতে কি ওরা খুশি হবে। একটা মানুষ মরলে আর মজাটা কোথায়। ও তো যখন তখনই দেখা যায়। কিন্তু মোদ্দা কথা স্পার্টাকাসের সাথে আমি লড়ব না। তার আগে আমার নিজের ভাইকে বরং মারতে পারি। কিন্তু স্পার্টাকাসকে কদাপি নয়।

কিন্তু তারপর? প্রথমে আমার জীবনটা ছিল স্রেফ পাগলামি। তারপর এখানকার জীবন। সে তো ডবল পাগলামি। স্পার্টাকাস কি দিয়েছে আমায়? প্রশ্নটা আমি নিজকেই শুধাব। জবাব আমাকেই দিতে হবে—কারণ সে আমাকে এক মহান বস্তু দিয়েছে—এক গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। সে আমাকে জানিয়েছে জীবনের রহস্য। জীবনই জীবনের রহস্য। সবাই একটা বেছে নেয়—কেউ জীবন, কেউ মরণ। স্পার্টাকাস নিয়েছিল জীবনের পথ। সে অমনি অমনি মরবে না। প্রত্যাঘাত না করে চুপচাপ সে কাউকে মারতে দেবে না ওকে। আমি তাহলে তাই করব। লড়ব স্পার্ট'াকাসের সঙ্গে। জীবনই দুজনের একজনকে বেছে নেবে। কি কঠিন। কি কঠিন এমনি পণ করা। এমন অভিশপ্ত আর কে আছে? কিন্তু তাই হবে—অন্য পথ নেই।

সে-দিনের ভাবনাগুলি, সেই সিদ্ধান্ত আবার বাস্তব হয়ে উঠল ওর মনে। ভুলে গেল যে ও ক্রুশে ঝুলছে, ও মৃত্যু-পথ-যাত্রী, ভুলে গেল যে ভাগ্য ওর ওপর সদয় হয়েছিল, স্পার্ট'াকাসের সঙ্গে লড়তে ওকে হয়নি। ওর যাতনা-বিধ্বস্ত মন অতীতকে আহরণ করে তারই মধ্যে বেঁচে ওঠে···আবার সেই খাবার-ঘরে গ্লেডিয়েটররা তাদের মাস্টারদের মেরে ফেলল···আবার ওরা ছোরা নিয়ে আর খালি হাতে সৈন্যদের সঙ্গে লড়ল···মার্চ করে চলল গাঁয়ের মধ্য দিয়ে। প্রতিটি আবাদ থেকে গোলামেরা দলে দলে এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিল···আবার রাত্তির বেলা নগর-কোহর্টদের ওপর ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল—তাদের সব কোতল করল, তচ্‌নচ্‌ করে দিল···তাদের হাতিয়ারগুলো সব নিয়ে নিল···সেই দিন···সেই কাল···ও সে-দিনের সেই মানুষ—সেই জীবনের মানুষ···। কিন্তু যুক্তি-শ্লথ ঘটনার পারম্পর্য নেই···ও শুধু একটা জ্বলন্ত অগ্নি-গোলকের মতো প্রচণ্ড বেগে কালের স্তর পেরিয়ে চলেছে পেছন দিকে···।

স্পার্ট'াকাস। স্পার্ট'াকাস!—ও বলে। ওদের দ্বিতীয় মহাসংগ্রাম শুরু। গোলামেরা একটা রীতিমত সংঘবদ্ধ বাহিনী। দস্তুরমতো একটা সেনাবাহিনীই মনে হচ্ছে ওদের—দশ হাজার রোমানের বর্ম-অস্ত্রে ওরা সজ্জিত। একশ' ও পাঁচশ' জন করে ওরা দল-বন্দী ও সংগঠিত। ওদের রাত্রির শিবির রোমান-পদ্ধতিতে সংস্থাপিত—কাঠের প্রাকার আর পরিখায় ঘেরা একটা দুর্গ। রোমান বর্শা ছোড়ার কায়দা ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অভ্যাস করে। ওদের কৃতকার্যের খ্যাতি ও তার ভয়াবহতা সারা পৃথিবী জানে। ক্রীতদাসদের প্রতি কুটিরে, প্রতি ব্যারাকে চুপি চুপি আলোচনা চলে কে একজন স্পার্ট'াকাস সম্বন্ধে—সে

সারা পৃথিবীতে আগুন জ্বালিয়েছে। জ্বালিয়েছে স্পার্টাকাসই—জ্বালিয়েছে আগুন—বিরাট বাহিনী তার। শীঘ্রই সে হানা দেবে রোমের ওপর এবং তার ক্রোধে ধ্বসে পড়বে রোমের প্রাচীর। যেখানেই সে যায়—ক্রীতদাসদের মুক্ত করে—লুণ্ঠিত সব কিছু জমা হয় সর্বসাধারণের কোষাগারে, যেমন ছিল সেই আগে যখন ব্যক্তিগত কোন সম্পত্তি ছিল না—সব ছিল গোষ্ঠীর মালিকানায়। ওর সৈন্যদের আছে শুধু হাতের হাতিয়ার, অঙ্গের পোশাক আর পায়ের জুতো। এই হচ্ছে স্পার্টাকাস।

ও আবার উচ্চারণ করে, "স্পার্টাকাস।"

একটু একটু করে ইহুদী ডেভিডের মুখে কথা ফোটে। ধীরে ধীরে থেমে থেমে কথা বলে, কিন্তু বলে। ও দাস নেতার সঙ্গে কথা বলে। বলে :

"আমি ভালো লড়তে পারি, তাই না?"

"শুধু ভালো? খুব ভালো। সব চেয়ে ভালো যোদ্ধা তুমি। চমৎকার লড়।"

"তুমি ঠিক জানো ত যে আমি ভীতু নই।"

"আজ? বহুদিন আগে থেকেই তো জানি," স্পার্টাকাস বলে, "গ্লেডিয়েটর ভীরু হয় না।"

"লড়াইতে আমি কখনো পিছু হটিনি।"

"না, কোন দিন না।"

"মাথা থেকে কাণটা যখন উড়ে গেল, যন্ত্রণায় চীৎকার করিনি একটুও, শুধু দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছি।"

"কষ্ট হলে মানুষ কাঁদে, তাতে লজ্জা নেই," স্পার্টাকাস বলে, "অতি শক্ত মানুষকেও অতি দুঃখে কাঁদতে দেখেছি। এতে লজ্জার কি আছে?"

"কিন্তু তুমি আমি কাঁদি না। একদিন তোমার মতো হব আমি, স্পার্টাকাস।"

"আমার চেয়ে অনেক বেশী ভালো হবে। তুমি আমার চাইতে ভালো লড়াই কর।"

"তোমার আধখানাও হতে পারব না। তবে যুদ্ধ আমি বোধ হয় ভালোই করি। আমি খুব চট্‌পটে—ঠিক বেড়ালের মত। কোন আঘাত এলে বেড়াল দেখতে পায়, ওরা যেন চামড়া ফুঁড়ে দেখে। আমারও ঠিক অমনি মনে হয়—কোন আঘাত আসতেই আমি ঠিক দেখতে পাই। তাই একটা কথা তোমায় বলতে চাই। তুমি আমায় তোমার পাশে রেখো। সব যুদ্ধের সময় আমি পাশে থাকতে চাই তোমার। কোন বিপদ তোমার কাছে ঘেঁষতে দেব না। তোমাকে হারালে যে আমাদের সব হারাবে। আমরা আমাদের স্বার্থে লড়ছি না, আমরা লড়ছি দুনিয়ার জন্য। এই জন্য তোমার কাছে আমার মিনতি। সব লড়াইয়ের সময় আমার পাশে থেকো তুমি।"

"আমার পাশে দাঁড়ানোর চাইতে আরো কত জরুরী কাজ বাকী আছে।

সৈন্য-বাহিনী পরিচালনার যোগ্য মানুষ চাই আমার।"

"কিন্তু তোমাকে যে চাইই সবার। সেই জন্যই তো তোমার পাশে থাকতে চাই। খুব বেশী চাইছি কি?"

"খুব সামান্যই চাইছ, ডেভিড, কিন্তু তাও তো সে আমারি জন্য, নিজের জন্য তো নয়।"

"তাহলে বলো, তুমিও তাই চাও।"

মাথা নাড়ে স্পার্টাকাস।

"আমি তোমার পাহারা দেব, স্পার্টাকাস, রাতদিন পাহারা দেব। কোন বিপদ তোমার কাছে আসতে পারবে না।"

এই ভাবে ডেভিড দাস-নেতার ডান হাত হল। নিজের এই অল্প দিনের জীবনে ও শুধু দেখেছে রক্তপাত, অমানুষিক পরিশ্রম আর হানাহানি। আর এখন সামনে রয়েছে এক ভাস্বর সোনালি দিগ্‌বাল। এই বিদ্রোহের ফল কি হবে তা ক্রমশঃ ওর মনে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। সারা দুনিয়ার অধিকাংশই ক্রীতদাস, যারা অচিরে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাশক্তিতে পরিণত হবে। তখন বিভিন্ন জাতি, শহর-নগর সব লুপ্ত হবে। সে হবে স্বর্ণযুগ। সমস্ত জাতির পুরা-কথায়, গল্প-কাহিনীতে আছে—কোন এক সময়ে ছিল স্বর্ণযুগ। সেই যুগে মানুষের মনে পাপ ছিল না, দ্বেষ-হিংসা ছিল না। সবাই এক সঙ্গে মিলে মিশে থাকত শান্তিতে, প্রীতিতে। স্পার্টাকাস আর তার বাহিনী যখন বিশ্ব জয় করবে, তখন আবার ফিরে আসবে সে যুগ। সে যুগকে স্বাগত করবে সর্ব মানুষ তুরী ভেরী মন্দিরা বাজিয়ে, কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সমবেত কণ্ঠে গান গেয়ে, স্তুতি করে। ওর যাতনা-দগ্ধ মন যেন শুনতে পাচ্ছে সেই মিলিত কণ্ঠের আগমনী গান। ও শুনতে পাচ্ছে বিশ্বমানবতার সম্মিলিত কণ্ঠের উত্তালিত ধ্বনি, যা পাহাড়ে পর্বতে প্রতিধ্বনিত হয়ে বিশ্বভুবন কাঁপিয়ে ফিরে ফিরে আসছে·········

শুধু ও আর ভেরিনিয়া—ও যখন ভেরিনিয়ার দিকে তাকায় মাটির পৃথিবী মিলিয়ে যায়, থাকে শুধু এই নারী, যে স্পার্টাকাসের সহধর্মিণী। ডেভিডের কাছে এই নারী বিশ্বভুবনের মধ্যে রূপে অনুপমা, বাঞ্ছিততমা। এই নারীর প্রতি ওর প্রেম, ওর জঠরস্থ কৃমি-কীটের মতো অন্তঃক্ষয়ী। কতবার ও নিজকে তিরস্কার করেছে।

ওরে ঘৃণ্য নীচ! স্পার্টাকাসের পত্নীর প্রতি প্রেম! তোর যা কিছু সব ওই স্পার্টাকাসের দেওয়া। তার ঋণ কি করে শোধ করবি? তারই পত্নীকে ভালো-বেসে? এই তোর প্রতিদান! তুই পাপী, মহাপাপী। নাই বা যদি মুখে বলিস, নাই বা যদি প্রকাশ করিস্, তবু সে পাপ, ভয়ানক পাপ! আর তাছাড়া এযে নিরর্থক। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ, একখানা আরশি ধর তুলে মুখের সামনে—চেয়ে দেখ। ওরকম একখানা মুখ আছে কোথাও আর! অমন উগ্র

অমন বক্ত ঠিক বাজপাখীর মতো; তার ওপরে একটা কাণ নেই, কাটা দাগ, ঘায়ের দাগে ছাওয়া সর্ব-শরীর।

ভেরিনিয়া ওকে বলে: "কি অদ্ভুত ছেলে তুমি, ডেভিড। কোত্থেকে এসেছ? তোমাদের সবাই কি তোমার মতো? এই তো অতটুকু ছেলে। কখনো হাসোনা। মুচ্‌কি হাসিটুকুও নেই মুখে। এ কি রকম রে বাবা।"

"আমাকে অতটুকু ছেলে, অতটুকু ছেলে বলবে না ভেরিনিয়া। কতবার তো দেখিয়ে দিয়েছি অতটুকু ছেলে আমি নেই—তার চেয়ে অনেক বেশী।"

"ওমা, তাই বুঝি। আমাকে বোকা বানিও না, বাপু। তুমি এখনও খোকা আছ। তোমার যা চাই, তা হচ্ছে একটি সখী। সন্ধ্যাটি হবে, সময়টা তখন ভারী চমৎকার, সখীর কোমরে হাতটি জড়িয়ে বেশ বেরিয়ে বেড়াবে দু'জনে। একটা আধটা চুমু খাবে, হাসবে-চলবে। কেন, মেয়ের আকাল পড়েছে নাকি?"

"আমার ঢের কাজ—ও সব করার সময় নেই।"

"কি বললে, ডেভিড? ভালোবাসার সময় নেই! অদ্ভুত কথা বলেছ তুমি।"

একটু রূঢ় কণ্ঠে বলে ডেভিড, "কেউ যদি কাজে মন না দেয় আমাদের কি দশা হবে তাহলে? সৈন্য চালানো কি ছেলে-খেলা ভেবেছ তুমি? প্রতিদিন হাজার হাজার লোকের রসদ জোগানো, তাদের শেখানো। দুনিয়ার সব চেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ কাজ রয়েছে মাথার ওপরে, আর তুমি বলছ আমি বসে মেয়েদের দিকে চোখ মটকাবো?"

"না, চোখ মটকাতে বলিনি, ভালোবাসতে বলেছি," ভেরিনিয়া বলে।

"আমার তারও সময় নেই।"

"সময় নেই! আমি তো ভাবতেই পারছিনা যদি স্পার্টাকাস কোনদিন এসে বলে আমার জন্য ওর এতটুকু সময় নেই, তবে কি রকম লাগবে আমার? আমার তাহ'লে মরে যেতে ইচ্ছে করবে। মানুষ হওয়ার চাইতে বড় আর কিছু নেই—সহজ সাধারণ মানুষ। আমি জানি তোমরা সবাই স্পার্টাকাসকে অনেক বড় একটা কিছু ভাবো। কিন্তু সে তা নয়। তা যদি হত, তবে তাকে দিয়ে কিচ্ছু হত না। স্পার্টাকাসের মধ্যে কোন গোপন রহস্য-টহস্য নেই, খুব ভালো করে জানি আমি। কোন মেয়ে যখন কোন পুরুষকে ভালোবাসে, সে তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে।"

অনেক সাহস করে ও বলে, "তুমি ওকে নিশ্চয়ই ভালোবাসো, তাই না?

"কি বলছ তুমি। আমি ওকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাসি। ও যদি চায়, ওর জন্য মরতেও পারি আমি।"

"আমিও পারি।"

"সে আলাদা রকম। তুমি যখন ওর দিকে তাকিয়ে থাক, আমি চেয়ে চেয়ে দেখি তোমাকে। একেবারে অন্যরকম—একেবারে। আমি ওকে ভালোবাসি

মানুষ বলে, সাধারণ একজন মানুষ। ওর মধ্যে কোন প্যাঁচ্ নেই। নেহাৎ সরল ভালো মানুষ। আমাকে কখন জোরে একটি কথা বলেনি, হাত তোলেনি। বহু লোক আছে যারা নিজের দুঃখেই মরে। স্পার্টাকাসের নিজের জন্য কোন দুঃখ নেই, কোন আহা, উহুও নেই। অন্যের জন্য ওর বুকটা দরদে ভরা। কি করে জিজ্ঞাসা করতে পারলে, আমি ওকে ভালোবাসি কি না? এখানে সবাই জানে, আমি ওকে কতখানি ভালোবাসি।"

অসহ্য যন্ত্রণা! তারি মধ্যে এই সর্বশেষ গ্লেডিয়েটরটির স্মৃতি কখনো কখনো অতি-জাগ্রত, অতি স্পষ্ট হয়। এবং খুঁটিনাটি সব যেমন ঘটেছিল ঠিক তেমনি ভাবেই মনে করতে পারে। আবার অন্য সময় সব উলট পালট, এলোমেলো এবং সাংঘাতিক। যুদ্ধের স্মৃতিগুলো যেন ভয়াবহ দুঃসহ—অসংখ্য উন্মত্ত, উচ্ছৃংখল অসংযত মানুষের বন্য চীৎকার, রক্ত, আর্তনাদ। বিদ্রোহের প্রথম দুই বৎসর কোন এক সময় ওদের মনে হয়েছে সমগ্র রোমান দুনিয়ার অসংখ্য ক্রীতদাস সবাই ওদের বিদ্রোহের ডাকে সাড়া দেবে না এবং ওদের দলে যোগ দেবে না বা পারবে না। ততদিনে বিদ্রোহীরাও যতদূর পারে শক্তি সঞ্চয় করেছে। কিন্তু রোমের শক্তির বুঝি শেষ নেই। তখনকার স্মৃতিগুলির মধ্যে সেই যুদ্ধটার কথা মনে পড়ে। ও তাতে লড়েছে। কি ভয়ানক যুদ্ধ! কতখানি জায়গা জুড়ে আর কত সৈন্য যে লাগিয়েছিল তার আর সীমা-পরিসীমা নেই। কত বড় যুদ্ধ। স্পার্টাকাস আর তার সহ-কর্মীদের একটা গোটা দিন আর গোটা রাতই লেগে গেল যুদ্ধের গতি কোন্ দিকে যাবে, তার একটা আঁচ করতে। এই সব ছবি যে মুহূর্তে ওই ঝুলন্ত মানুষটার মনের পটে ভেসে উঠেছে, ওর দেহটা মোচড় খেয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে; শুকনো ঠোঁট দুটো সাদা ফেনায় ভরে উঠেছে, সব অঙ্গে খিঁচুনি হয়েছে, আর প্রচণ্ড ভাবে কেঁপে উঠেছে। সবার নজরে পড়েছে এসব। তারা ওর মুখ আর গলা দিয়ে বেরনো গোঙানিও শুনেছে। অনেকে বলাবলি করেছে—আর বেশীক্ষণ নেই, বোধ হয় হয়ে এল।

বিদ্রোহীরা একটা পাহাড়ের মাথায় সৈন্য-সমাবেশ করেছে। দুই দিকে বহুদূর পর্যন্ত তরঙ্গায়িত পর্বত-শ্রেণী চলে গেছে। তারই ওপরে প্রায় আধ-মাইল জুড়ে ওদের সশস্ত্র পদাতিক বাহিনীর সমাবেশ করা হয়েছে। ভারী সুন্দর একটা ছোট মতো উপত্যকা—তার মাঝখান দিয়ে ছোট একটি অগভীর নদী বয়ে চলেছে, কখনও সামনে কখনও পেছনে এঁকে বেঁকে। উপত্যকার নীচের দিকে নদীর ধারে ধারে সবুজ ঘাস। সেই ঘাসের বুকে চরছে দুধল গাই—দুধের ভারে স্তন তাদের যেন ফেটে পড়ছে। উপত্যকার অন্য দিকে এক উচ্চভূমির ওপর হয়েছে রোমান সৈন্য-সমাবেশ। নিজের সৈন্য-সংস্থানের ঠিক কেন্দ্র-স্থলে স্পার্টাকাস তার পরিচালন মঞ্চ স্থাপন করেছে একটি ঝোলানো পাটাতনের ওপর—একটি শ্বেত মণ্ডপ, যেখান থেকে চতুর্দিক দেখা যায়। যুদ্ধ পরিচালনের জন্য প্রয়োজনীয়

কাজগুলো চলছে অধিনায়কের মণ্ডপে। একজন সেক্রেটারী কাগজ এবং লিখবার সব সরঞ্জাম নিয়ে বসে আছে। পঞ্চাশ জন সংবাদ-বাহক প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে—দরকার হলেই বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রের যে-কোন অংশে তারা সংবাদ নিয়ে ছুটবে। একটা পতাকা-দণ্ড পোঁতা হয়েছে। সংকেত-নির্দেশক কয়েকটা উজ্জ্বল রং-এর পতাকা নিয়ে তারা সেই দণ্ডের কাছে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিরাট তাঁবুর মাঝখানে লম্বা একটা টেবিল, সেখানে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রের মানচিত্র তৈরি হচ্ছে।

এই হল ক্রীতদাসদের নিজস্ব পদ্ধতি। এই পদ্ধতি তারা প্রস্তুত করেছে—গত দুই বছরের প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যেই। এমনি করেই তারা তাদের যুদ্ধকৌশল উদ্ভাবন করেছে। টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে মানচিত্র দেখছে সেনানায়কেরা। তারা বিপক্ষ সৈন্যের সংখ্যা এবং শক্তি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করছে। সেনানায়কেরা সংখ্যায় আট জন। টেবিলের এক মাথায় দাঁড়িয়ে আছে স্পার্টাকাস—পাশেই ডেভিড। নূতন লোকের প্রথম দৃষ্টিতে স্পার্টাকাসের বয়স মনে হবে বছর চল্লিশ। ওর কালো চুলের মাঝে মাঝে সাদার ছিটে লেগেছে। আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে, ক্রমাগত অনিদ্রায় চোখের চারধারে কালো বৃত্ত!

কেউ ওর দিকে নজর দিলেই বলবে ও যেন সময়ের তাড়া খেয়ে ছুটছে। সময় যেন ওর কাঁধে চেপে বসে ওকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে···। এ দেখা হল গভীর পর্যবেক্ষণ করে দেখা। কারণ এমনি মানুষ তো হামেশা মেলেনা। কদাচিৎ কখনও বহু বহু বৎসর, বহু শতাব্দীর পর এক এক জন বিশ্বনায়কের আবির্ভাব হয়, যে ডাক পাঠায় বিশ্বমানবকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী যায়, পৃথিবী ঘুরে চলে, এসব বিশ্বনায়কদের মানুষ ভোলে না। এই তো সে-দিনের কথা, এই মানুষটা ছিল নগণ্য গোলাম। আর এখন? এমন কে আছে মানুষ যে স্পার্টাকাসকে চেনেনা! কিন্তু এক মুহূর্ত সময় নেই তার যে একটু দাঁড়িয়ে ভাবে কি ঘটল ওর ভেতরে। আর এ দু'বছরে কেমন করে কোথা দিয়ে কি হল ওর অন্তর্জগতে, যার জন্য সে-দিনের সেই মানুষ আজকের এ মানুষ হল—এ ভেবে দেখার সময় তো আরও ছিল না ওর। আজ ও প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈনিকের অধিনায়ক। সে সৈন্য-বাহিনী কোন কোন বিষয়ে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বোত্তম বাহিনী।

সহজ সাদা পালিশ-হীন কথায় এই বিশাল সেনাবাহিনী লড়ছে মুক্তির জন্য। এরা মুক্তি-যোদ্ধা। যুগে যুগে ইতিহাসে এমনি অসংখ্য সেনাবাহিনীর কাহিনী আছে। এরাও লড়েছে। কিন্তু লড়েছে হয় কোন জাতির বিরুদ্ধে, নগরের বিরুদ্ধে নয়, পরধন বা দেশ লুণ্ঠনের জন্য, ক্ষমতা প্রসার বা কোন রাজ্য অথবা দেশ অধিকারের জন্য। কিন্তু এই সৈন্যরা লড়ছে মানুষের মর্যাদার জন্য মুক্তির জন্য। এরা কোন দেশ বা নগরকে, আমার দেশ বা নগর বলে না, যেহেতু সব দেশে, সব নগরে নানা দেশের, নানা জাতির, নানা গোষ্ঠীর মানুষ বাস করে। এই বাহিনীর প্রত্যেকটি সৈনিক এক ঐতিহ্যের শরিক—সে ঐতিহ্য দাসত্বের; একই ঘৃণার

শরিক—সে ঘৃণা যারা ওদের দাস বানিয়ে রেখেছে, তাদের প্রতি। এরা জয়লাভে বদ্ধপরিকর। কারণ পেছনে ফিরে যাবার কোন সেতু নেই; কোন দেশে এতটুকু আশ্রয়ের বা বিশ্রামের ঠাঁই মিলবে না। এটা ইতিহাসের গতি-পরিবর্তনের ক্ষণ, শুধু আরম্ভ, একটু নাড়া দেওয়া, ভাষাহীন-কানাকানি, একটা সংকেত; প্রলয়ংকর বজ্র ও চোখ-ধাঁধান বিদ্যুতের অগ্রদূত এই আলোর ঝলক। মুক্তিযুদ্ধের সৈনিকদের এক আকস্মিক উপলব্ধি হয়েছে যে—যে-বিজয়লাভে এরা কৃত-সংকল্প, সে জয়ের দ্বারা পৃথিবীকে বদলাতেই হবে, আর তা যদি না পারা যায় তবে বিজয় নৈব নৈব চ।

মানচিত্রটার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে হয়তো স্পার্টাকাসের মনে প্রশ্ন জাগছে কি করে এই সৈন্যদল গঠিত হল। সামান্য কয়েকজন মাত্র গ্লেডিয়েটর লানিস্তার ইস্কুল ভেঙে পথে বেরিয়েছিল। যেন কার হাতের ছুঁড়ে দেওয়া বর্শা ছুটে চলল বিশাল জীবন-মহাসাগরে গতির বেগ জাগিয়ে; যে-বেগ দাস-জগতের যুগ-যুগান্তরের অশান্তি আর স্থানুত্বের মধ্যে ঘটাল বিস্ফোরণ। ওর মনে পড়ে কত অসংখ্য সংগ্রাম গেছে এই চিরদাস মানুষগুলোকে সৈনিক তৈরি করতে, একসঙ্গে ভাবতে, একসঙ্গে কাজ করা শেখাতে। তারপর চেষ্টা করে যে গতি জেগেছিল তা থামল কেন?

কিন্তু এত ভাবনার সময় নেই। সামনে সংগ্রাম। বুক দুরু দুরু করছে স্পার্টাকাসের—যুদ্ধে যাবার আগে তাই হয়। যুদ্ধে নামবার পর এ ভয় অনেকটাই চলে যাবে, কিন্তু এখন ওর ভয় করছে—টেবিলের চারদিকে দাঁড়ানো সঙ্গীদের দিকে তাকায় ও। ওদের মুখে এমন প্রশান্তি এল কোত্থেকে? ওদের কি ওর মতো ভয় করছে না? ও ক্রিক্সাসের দিকে তাকায়, তাকায় লাল মাথা গলের দিকে—ওর লাল মুখের মধ্যে গর্তে বসা চোখ দুটো শান্ত, ওর লাল গোঁফজোড়া বাঁকা হয়ে থুথ্‌নির নীচে পর্যন্ত ঝুলছে। ওই তো গান্নিকাস—ওর বন্ধু, ওর ভাই, জাতভাই, ওর দাসত্বের ভাই। ওই তো কাস্‌টাস্‌, ফ্রেক্সাস, আর কৃষ্ণকায়, বৃষ-স্কন্ধ আফ্রিকান নর্দো, ছোটখাট তীক্ষ্ণধী মিশরী আর ইহুদী ডেভিড—কই কারো মুখে তো লেশমাত্র চিহ্ন নেই ভয়ের। তবে কেন ভয় করছে?

এবার ও তীক্ষ্ণ-স্বরে সবাইকে বলে:

"বন্ধুগণ। আমরা কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপত্যকার ওধারের সৈন্যদের সম্বন্ধে শুধু জল্পনাই করব?"

গান্নিকাস বলে, "বিরাট বড় ওদের বাহিনী। এত বড় বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করিনি আগে, চোখেও দেখিনি। তুমি গুণে শেষ করতে পারবে না কত সৈন্য। কিন্তু আমি বলছি, দশটা লিজিয়নের পতাকা আমরা চিনতে পেরেছি। গল থেকে সপ্তম অষ্টম বাহিনীকে এনেছে ওরা। আফ্রিকা থেকে তিন ও স্পেন থেকে দুটো বাহিনী এনেছে। আমার জন্মে এত বড় বাহিনী কখনও দেখিনি। উপত্যকার

ওধারে হাজার সত্তর সৈন্য আছে মনে হচ্ছে।"

দ্বিধা-ভয় কারো মধ্যে থাকলে, তা ক্রিক্সাস-এর চোখেই আগে পড়ে। তার হাতে যদি থাকত তা হলে কবেই বিশ্বজয় হয়ে যেত। একটাই মাত্র ধ্বনি ক্রিকসাসের—চলো রোম। ইঁদুর মেরে আর তাদের বাসা পুড়িয়ে কি হবে? এখন সে বলল, "তোমার কথা শুনে শুনে আমি হয়রান; যুদ্ধে বিরোধী পক্ষ সব চেয়ে বড়, আর যুদ্ধের সময়টা সব চেয়ে খারাপ তো হবেই। আমি বলছি তোমাকে—ওদের সৈন্যবল যতই হোক, তার জন্য এক কানাকড়িও আসে যায় না। যদি আমি ঠিক করি ওদের আক্রমণ করব তাহ'লে করবই—এবং এক্ষুণি, এই মুহূর্তেই করব। এক ঘণ্টা বা একদিন বা এক সপ্তাহ পরে-টরে নয়।"

কিন্তু গান্নিকাস চায় একটু অপেক্ষা ক'রে দেখাই যাক না। বিপক্ষ সৈন্য তো ভাগ হয়ে যেতে পারে। আগেও তো হয়েছে এরকম। আবার যে হবে না তাই-বা কে বলতে পারে!

স্পার্টাকাস বলে: "না ভাগটাগ হবে না, আমি বলছি হবে না। কেন, তারা তা করতে যাবে কেন? তারা আমাদের সবাইকে এখানে পেয়ে যাচ্ছে। ওরা জানে যে আমরা সবাই এখানে। সুতরাং তারা থোরাই তা করবে।"

মিশরী মোজার বলে: "আমি এই বারে ক্রিকসাসের সাথে একমত। যদিও সাধারণতঃ এরকমটা বড় একটা হয় না, তবে এবারে ক্রিকসাস ঠিক কথাই বলেছে। উপত্যকার বিপরীত দিকের সেনাবল কিন্তু সাংঘাতিক। আজ হোক, কাল হোক, ওদের সঙ্গে লড়তেই যখন হবে, তখন যত শিগগির হয় ততই ভালো। নইলে অবস্থা খারাপ হবে। কারণ ওরা খাবে, আর এর পরে আমরা খাব না, রসদ থাকবে না। আমরা যদি ঘাঁটি ছেড়ে চলে যাই, তবে ওদেরই পোয়া-বারো। ঐ তো ওরা চায়।"

স্পার্টাকাস জিজ্ঞাসা করে, "ওদের সৈন্য কত হবে? আন্দাজ?"

"সে অনেক। হাজার সত্তর হবে।"

স্পার্টাকাস গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ে, "ওরে বাবা, এতো সাংঘাতিক অবস্থা। সে যাই হোক, বোধ হয় ঠিকই বলেছ, লড়তে হবে এখান থেকেই।" কথায় যেন একটা হালকা সুর দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বুকের মধ্যে ওর গুরুভার।

ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে শত্রুকে আক্রমণ করাই স্থির হ'ল। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হল তার আগেই। বাহিনী-অধিনায়করা নিজ নিজ বাহিনীতে তখনও পৌঁছাননি। হঠাৎ এল আক্রমণ—এপক্ষের সৈন্য-সমাবেশের কেন্দ্রস্থলকে লক্ষ্য করে। কোন জটিল যুদ্ধকৌশল নয়, কোন নতুন কায়দা-কানুন নয়, শুধু বর্শা-ফলকের আকারে একটা প্রচণ্ড সম্মুখ অভিযান। ঠিক যেন একটা বর্শা প্রবল বেগে নিক্ষিপ্ত হল পরিচালন-মঞ্চ লক্ষ্য করে। এবং তারই পেছনে উত্তাল তরঙ্গের মতো ছুটে এল সমগ্র রোমান বাহিনীর একত্রিত চাপ। কেন্দ্র থেকে আত্মরক্ষার একটা

সুসংবদ্ধ প্রতিরোধ এক ঘন্টাও চালাতে পারল না, যেহেতু আক্রমণের পুরো ভার অতর্কিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে এক দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা। কেন্দ্রীয় মণ্ডপ ধ্বংস হয়ে গেল। সমুদ্রের দুর্বার স্রোতে কুটোর মতো ভেসে গেল সব। তারপর স্পার্টাকাসকে ঘিরে উঠল এক উন্মাদ ঝড়ের তাণ্ডব।

এই হল যুদ্ধ। এবার ডেভিড সত্যিকারের লড়াই-এ এল। এর পর চলল চারদিকে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ। স্পার্টাকাস আর এক বিশাল বাহিনীর অধিনায়ক নয়, সে বাহিনী ছত্রখান্ হয়ে গেছে। ও এখন তলোয়ার আর বর্গাকার ঢাল হাতে এক সাধারণ মানুষ। কিন্তু লড়ছে দানবের মতো। ইহুদীও প্রচণ্ড ভাবে লড়ছে। এরা দুই জনে মিলে যেন এক পর্বতের প্রতিরোধ। ওদের ঘিরে উন্মোথিত হচ্ছে প্রচণ্ড সংগ্রামের তাণ্ডব। কখনও ওরা দুজন পাশাপাশি, কখনও একা—শুধু জান বাঁচাবার লড়াই। পর মুহূর্তেই ছুটে আসে একশ জন। ডেভিড স্পার্টাকাসের দিকে তাকায়—রক্ত আর স্বেদে আপ্লুত স্পার্টাকাস। তবু হাসছে মানুষটা।

"ডেভিড, এ কি রকম যুদ্ধ? এমন করে এ যুদ্ধে আমরা কি বাঁচব? আবার সূর্য ওঠা দেখব? কে জানে!"

ডেভিড ভাবে, ওর তো ভালোই লাগছে। কি অদ্ভুত মানুষ! ও যেন পাগল হয়ে গেছে। মানুষটা যেন রসিয়ে রসিয়ে যুদ্ধের স্বাদ নিচ্ছে। ও মাতাল হয়ে গেছে। ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ওর গাওয়া-গানের সেই বীরের মতো লড়ছে।

ডেভিড জানেনা, ও নিজেও ঠিক অমনি প্রচণ্ড ভাবেই লড়ছে। ওর জান থাকতে একটি বর্শাকেও স্পার্টাকাসের দেহ স্পর্শ করতে দেবে না। ও একটি বেড়াল, শ্রান্তিহীন বেড়াল। তলোয়ারটা সেই বনবেড়ালের নখ। এক নিমেষের জন্য ও স্পার্টাকাসের কাছছাড়া হয় না। যেভাবে ও চেষ্টা করে নিজকে সব সময় স্পার্টাকাসের পাশে পাশে রাখছে, দেখে মনে হবে ওরা অঙ্গে অঙ্গে যুক্ত। যুদ্ধের দিকে ডেভিডের নজর নেই। যুদ্ধ ও দেখছেই না। ওর লক্ষ্য স্পার্টাকাস আর নিজের সম্মুখের দিকে। ওই যথেষ্ট ডেভিডের। স্পার্টাকাসকে রক্ষা করা ওর কাজ। রোমানরা স্পার্টাকাসের অবস্থান জানে। তাই রোমান সৈন্যরা দল-নায়কদের তাড়া খেয়ে, এতদিনকার শেখা কায়দা-কানুন, যুদ্ধ-কৌশল ভুলে এলোপাতাড়ি হাতিয়ার চালিয়ে কোন মতে পথ করে ছুটছে স্পার্টাকাস যেখানে আছে সেই দিকে। দানবটাকে ঘেরাও করে, টেনে-হিঁচড়ে বের করে এনে মুণ্ডটা ধড় থেকে নামিয়ে দিয়ে একেবারে নিকেশ করে দেবে। অতি কাছে এসে পড়েছে ওরা। ওদের মুখের জঘন্য নোংরা ভাষার গালাগালি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানিকে ছাপিয়ে উঠছে তা।

এ পক্ষের সৈন্যরাও জানে স্পার্টাকাস কোথায় আছে। তারাও ছোটে

সেই দিকে। তাদের কণ্ঠে স্পার্টাকাসের নামের ধ্বনি ওঠে আকাশ-বাতাস ভরে; বিশাল এক পতাকার মতো সেই আরাব যুদ্ধক্ষেত্রের আকাশে আন্দোলিত হ'তে থাকে, তরঙ্গায়িত হয়ে ছড়িয়ে যায় দূর দূরান্তরে স্পার্টাকাস। স্পার্টাকাস! এই ধ্বনি। পাঁচ মাইল দূরের প্রাচীর বেষ্টিত নগরীতেও গিয়ে পৌঁছায় যুদ্ধের কোলাহল।

সে কোলাহল ডেভিডের কাণে পৌঁছায়, মর্মে নয়। ওর সামনের প্রতিটি মুহূর্ত ছাড়া আর কোন দিকে লক্ষ্য নেই ওর। ওর শক্তি যত কমে, তৃষ্ণায় ওষ্ঠ যত বেশী শুকায় ও ততই প্রাণপণে লড়ে। ও জানে না যে যুদ্ধ দুই মাইল ছড়িয়ে গেছে। ক্রিকসাস যে-দুটো রোমান বাহিনীকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে তাদের অবশিষ্ট যা আছে এখনও তাদের পেছনে ধাওয়া করছে। সে শুধু জানে নিজের হাতকে, সেই হাতে ধরা তলোয়ার আর পাশের স্পার্টাকাসকে। ওর খেয়াল নেই লড়তে লড়তে কখন কোথা দিয়ে ওরা উপত্যকার নীচে নেমে গেছে। খেয়াল হল যখন গোড়ালি-ডোবানো ঘাসের মধ্যে নরম মাটিতে পা পড়ল। লড়তে লড়তে নদীর জলে নেমে যায়। ছোট্ট নদীটির রক্ত-রাঙ্গা জলে ওদের হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়। সূর্য ডোবে। আকাশের লাল, ঘৃণা-জর্জর হাজার হাজার সংগ্রামরত মানুষকে বেদনাময় অভিবাদন জানায়। অন্ধকার নামে। যুদ্ধের গতি শ্লথ হয়, কিন্তু থামে না। চাঁদের উদাস আলোয় ওরা জলে নামে, মাথা ডুবিয়ে জল খায়—সেই রক্ত-রাঙ্গা জল। খেতেই থাকে—শেষ যেন আর হয় না—অফুরন্ত পিপাসা—প্রায় ওষ্ঠাগত……।

ভোর হয়, রোমের আক্রমণের তীব্রতা বাড়ে। কিন্তু এই গোলামদের মতো কে কবে এমন করে যুদ্ধ করেছে? যতই মারো কোথা থেকে চীৎকার করতে করতে গোলামদের দল শূন্য স্থান পূর্ণ করে। অমন লড়াই মানুষ করতে পারে না—ওরা হিংস্র জানোয়ারের মতো লড়ে—তলোয়ার ওদের পেটে বসিয়ে দাও এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে—মাটিতে গড়িয়ে পড়বে, কিন্তু পা কামড়ে ধরবে এমন শক্ত করে যে মাথা ধড় থেকে আলাদা না করে পা ছাড়ানো অসম্ভব। জখমী সৈন্যরা হামা দিয়ে দিয়েও লড়ে, যতক্ষণ না প্রাণ বেরোয়। সাধারণ সৈন্যরা অন্ধকারে লড়াই থামায়, কিন্তু ওরা বেড়ালের মতো অন্ধকারেও লড়ে চলে। আরাম-বিরাম নেই ওদের।

দেখে রোমানরা ভয় পায়। বহুদিন আগে ওদের মনের মধ্যে যে ভয়ের বীজ রোপণ করা ছিল সেই পুরানো বীজই অংকুরিত হয়েছে। ভয় ক্রীতদাসদের। ক্রীতদাসদের সঙ্গেই চলাফেরা কাজকর্ম সব কিন্তু তাদের ওপর বিশ্বাস নেই। তারা তো ভিতরে বাইরে সর্বত্র। সামনে মুখে তাদের হাসি কিন্তু অন্তরে ঘৃণা। এই ঘৃণাই তাদের শক্তি যোগায়। তারা প্রতীক্ষা করে। কেবল প্রতীক্ষা। দিনের পর দিন প্রতীক্ষা। তাদের ধৈর্য অসীম, স্মৃতি-শক্তিও অসীম। রোমানরা যখন

থেকে একথা বুঝতে শুরু করে, ভয়ের বীজ তখন থেকেই তাদের মনে উপ্ত।

ওরা ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত—ঢাল বইবার, তলোয়ার উঠাবার শক্তিটুকুও নেই। কিন্তু ক্লান্ত নয় ক্রীতদাসের দল। রোমান সৈন্যরা বিচারবুদ্ধি হারায়। এখান থেকে দশ জন পালায়—ওখান থেকে একশ জন, তারপর হাজার···দশ হাজার ···তারপর সমস্ত সৈন্যবাহিনীতে আতঙ্ক ছড়ায়—অস্ত্রশস্ত্র ফেলে তারা যে যেদিকে পারে ছোটে। অফিসাররা বাধা দিতে এলে তাদের হত্যা করে ভয়ে চীৎকার করতে করতে পালায়। দাসেরা ধাওয়া করে পুরনো ঋণ শোধ দেয়—পিঠে জখম নিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অসংখ্য মৃতদেহে মাইলের পর মাইল জুড়ে যেন কার্পেট বিছানো হয়ে যায়।

ক্রিকসাস এবং অন্তেরা স্পার্টাকাসকে খুঁজে বের করে—ছড়ানো মৃতদেহ-গুলির মধ্যে ভূমি শয্যায় শুয়ে সে নিদ্রামগ্ন। ইহুদীটি পাশে দাঁড়িয়ে তলোয়ার হাতে প্রহরারত। সে বলে: ঘুমোক ঘুমোক—ঘুমোতে দাও। আজ আমাদের মহাজয়। ঘুমোক ও।

কিন্তু এই মহাজয় দশ হাজার দাসের প্রাণের বিনিময়ে। রোমান সৈন্য আরো আসবে—আরো অনেক বড় বাহিনী।

সবাই বুঝল গ্লেডিয়েটর শেষ হয়ে এল। আগ্রহ উবে গেল সবার। ঘন্টা নয়েক পরে বিকেল নাগাদ ওখানে রইল শুধু জনকয়—যাদের উৎসাহের শেষ নেই। আর রইল কয়েকজন দীন ভিখারী এবং সারা গায়ে ঘা-ওয়ালা নিষ্কর্মা ভেরেণ্ডা ভাজা মানুষ। কাপুয়া শহরে সান্ধ্য আমোদ-প্রমোদের চালাও ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু তাদের ঠাঁই সে-সব জায়গায় হয় না। ঐ সময়ে কাপুয়ায় ঘোড়-দৌড়ের প্রচলন ছিল না। কিন্তু দুটো-একটা ভালো ভালো এরিনা ছিল—তাতে কিছু না কিছু খেলা হত। কারণ দর্শনীয় স্থান হিসাবে ভ্রমণকারীদের কাছে কাপুয়া অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সেজন্য অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী নাগরিকরা বছরে অন্ততঃ তিনশ' দিন গ্লেডিয়েটরদের খেলার ব্যবস্থা করতেন এবং এ ওদের গর্বের বিষয় ছিল। অতি চমৎকার থিয়েটরও ছিল কাপুয়ায়, আর ছিল বেশ কিছু বড় বড় গণিকালয় এবং ওদের কাজ-কর্ম এখানে যতটা বেআব্রু রোমের অন্যান্য জায়গায় তত ছিল না। গণিকা ছিল সর্বদেশের, সর্বজাতির। শহরের খ্যাতি যাতে বাড়ে তার জন্য এদের বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হত। সুন্দর সুন্দর দোকানও ছিল বহু—সুগন্ধি দ্রব্যের

আলাদা বাজার ছিল, স্নানাগার ছিল। উপসাগরের কূলে নানা রকম জল-কেলির ব্যবস্থা ইত্যাদি ছিল।

সুতরাং মৃত্যুপথযাত্রী ক্রুশবিদ্ধ একটা গ্লেডিয়েটরের জন্য যে মানুষের তেমন আকর্ষণ থাকবে না তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ও মুনেরা-বিজয়ী না হলে লোকে দ্বিতীয় বার ওর দিকে চোখ তুলে তাকাতো না। মুনেরা-বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও তেমন আগ্রহ কারো ছিল না। "কাপুয়াবাসী সমগ্র নাগরিকের প্রতি" যে পত্র লিখেছিলেন ক্ষুদ্র ইহুদী সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় 'তিন' জন ধনী ইহুদী বণিক তাতে ডেভিড সম্পর্কে সর্বপ্রকার দায়িত্ব অস্বীকার করা হয়েছে এবং তার সম্বন্ধে ওরা কিছুই জানে না বলেই বলা হয়েছে। ঐ চিঠিতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা ছিল যে তাদের দেশে সমস্ত রকম বিদ্রোহ সমূলে নির্মূল করা হয়েছে এবং সুন্নৎ থেকে ইহুদিত্ব প্রমাণিত হয় না। কারণ মিশরী, ফিনিশীয় এবং পারসিকদের মধ্যে এ জিনিসটা প্রচলিত ছিল। এবং যে প্রবল শক্তি পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে শান্তি, সমৃদ্ধি ও উদার শৃঙ্খলা প্রবর্তন করেছে তার বিরুদ্ধাচরণ করা ইহুদীদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এইভাবে সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে নিঃসঙ্গ অমর্যাদার মধ্যে গ্লেডিয়েটর ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। সৈন্যদের বা দর্শকদের কারো জন্য স্ফূর্তির রসদ ও জোগাতে পারছে না। কিন্তু একজন সেই ক্রুশে ঝোলান মানুষটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে রইল উবু হয়ে, হাত জোড় করে। সে এক হতভাগিনী বৃদ্ধা। সৈন্যদের একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত ধরে গিয়েছিল—তারা বৃদ্ধাকে বিরক্ত করতে আরম্ভ করল।

একজন বলল: "ওগো সুন্দরী, ওটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কিসের স্বপ্ন দেখছ?"

আর একজন, "ওটাকে নামিয়ে এনে দেব নাকি। অমন একটা ডবকা খুবসুরৎ ছোঁড়াকে নিয়ে তো দিব্যি শুতে, সে তো খুব বেশী দিনের কথা নয়!"

"সে তো বহুদিন আগে", বৃদ্ধা যেন আপন মনেই বলে?

"তা ও ছোঁড়া ষাঁড়-জোয়ান। খাসা ফলরে বুড়ি। ওর সঙ্গে জোড়টা তোর যা হবে না! একেবারে মদ্দা ঘোড়া আর ধুড়ীর জোর।"

"কি সব যা তা বলছো গো তোমরা সব," বৃদ্ধা বলে, "কি রকম মানুষ তোমরা! আমি একটা বুড়ো মানুষ, আমার সঙ্গে অমন করে কথা ব'লে!"

"ওরে আমার বাপরে! দেবি, ক্ষমা করুন!" ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গী করে এক এক করে সবাই বলে ও-কথা। সামান্য যে ক'জন দর্শক তখনও ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল তারা মজা দেখার জন্য বুড়ির চারদিকে ভিড় করে এল।

"মুখে আগুন তোদের", বুড়ি বলে, 'ওরে আমি না হয় নোংরা ময়লা। কিন্তু তোরা আস্তাকুড়ের পচা ময়লা। আমার ময়লা ধুলে সাফ হবে। তোদের ময়লা শত ধুলেও সাফ হবে না।"

ওদিকের এই ধাক্কাটা ওদের ভালো লাগল না। ভাবছিল খেলটা এক-তরফাই হবে। হঠাৎ রক্ষীদের কর্তব্য জ্ঞানটা চাগিয়ে উঠল। মুখ শক্ত হয়ে গেল। একজন বলল :

"যেতে দাও, যেতে দাও। তবে বুড়ি, জবানটা একটু সামলে।"

"যা খুশি আমরা বলব।"

"একটু নেয়ে টেয়ে এসোগে যাও। চেহারাখানা সাফ-সুফ করে এসো, বসে তো আছ একেবারে সিং-দরজার পাশখানিতে। চোখে লাগছে।"

"চোখে লাগছে!" দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বৃদ্ধা বলে, "আমি দেখতে বিতিকিচ্ছি? আর তোরা রোমানরা? ওরে আমার সাফ রে! দুনিয়ায় কি আর তোদের মতো সাফ আছে? চান তো কচ্ছিস রোজ, তোদের ভেরেণ্ডা-ভাজারাও রোজ চান করে, তোরা সবাই তো ভেরেণ্ডা ভাজিস। ভোর না হতেই ছুটিস জুয়ার আড্ডায়, আর বিকেলে এরিনায়। কি আমার পরিষ্কার রে সব!"

"চোপরাও বুড়ি, মুখ সামলে।"

"না চুপ করব না। আমার চান টান হবে না। আমি তো বাঁদী! বাঁদীরা কি রোজ চান করতে পায়। আমি বুড়ি, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। কি করবি রে আমার তোরা? কচু করবি! শুধু একটুখানি রোদে বসে আছি—কারো পাকা ধানে মই দিই নি। এটুকুও তোদের সইছে না। দু'বেলা মালিকের বাড়ি যাই। দু'হাত ভরে রুটি দেয়, চমৎকার রুটি, রোমের রুটি।—গোলামদের বোনা, তোলা, ঝাড়াই বাছাই করা গম, গোলামদের পেষা সেই যবের আটা, আর গোলামদের করা সেই আটার রুটি। রাস্তা দিয়ে হাঁটি, চারদিকে চাই—সব গোলামদের তৈরী জিনিস। কি ভয় দেখাচ্ছিস আমায়? তোদের মুখে থুথু দিই!"

ওদিকে এই চলছে। এদিকে ক্রাসসাস ফিরে এসেছে এপ্পিয়ান গেটে। ঘুম তেমন হয়নি—রাতের ঘুম দিনে ঘুমতে গেলে যা হয়। কেউ যদি ওকে জিজ্ঞেস করে আবার ও ফিরে এল কেন—হয়তো ও শুধু কাঁধ ঝাঁকাত। কিন্তু জবাবটা ও জানে। ক্রাসসাসের জীবনের এক মহা পর্বের পরিসমাপ্তি হচ্ছে শেষ ওই গোলামটার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। এর পর ক্রাসসাসকে মানুষ মনে রাখবে শুধু একজন বিশিষ্ট ধনী হিসেবেই নয়, দাস-বিদ্রোহ দমনকারী মহানায়ক হিসেবেও।

বলতে সোজা কিন্তু কাজে বড় কঠিন ছিল। যতদিন বেঁচে থাকবে ক্রাসসাস দাস-বিদ্রোহের স্মৃতি ওকে আঁকড়ে জড়িয়ে থাকবে, এই স্মৃতির সঙ্গেই ওর সহবাস, নিদ্রা-জাগরণ, আহার-বিহার। না মরা পর্যন্ত ক্রাসসাস স্পার্টাকাসকে জীবন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না।

ক্রাসসাস এবং স্পার্টাকাসের সংগ্রাম শেষ হবে যেদিন ক্রাসসাস মরবে—তার আগে নয়। তাই শত্রুর শেষ হতে আর কত বাকী তা দেখতেই আবার

তার পেটে ফিরে আসা।

এ-বেলা ছিল অন্য আর একজন ক্যাপটেইন। এও চেনে মহা-সেনাপতিকে। কাপুয়ার সবাই চেনে। এবং সেনাপতিকে আপ্যায়ন করতে গিয়ে একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলে ক্যাপটেইন। গ্লোডিয়েটরটাকে মরতে দেখতে এত কম লোক এসেছে বলে ক্ষমাও চেয়ে ফেলল সে।

"বড় শিগ্গির মরে যাচ্ছে ব্যাটা", বলে সে, "দেখে তো মনে হচ্ছিল যা গাঁটা-গোট্টা জোয়ান, ধীরে ধীরে একটু করে মরবে বেশ দিন তিনেক ধরে। কিন্তু যা দেখছি বোধ হয় রাত পোয়াবার আগেই টেঁশে যাবে।"

"কি করে বুঝলেন?"

"এর আর বোঝাবুঝির কি আছে? বহু ক্রুশে-লটকানো দেখেছি। সবাই এক ভাবেই মরে। গজালটা যদি প্রধান রক্ত-বহা নাড়ি ফুটো করে, তবে বড় বেশী রক্ত পড়ে, তাইতেই মরে যায়। কিন্তু এ লোকটার তো তেমন রক্ত পড়ছে না। মনে হচ্ছে ও আর বাঁচতে চায় না। বাঁচার ইচ্ছে চলে গেলে মরণটা তাড়-তাড়িই আসে। এ-রকম যে হয় তা বোধ হয় আপনি ভাবতেই পারবেন না।"

"আমি আর কিছুতেই অবাক হই না।"

"তা কেন হবেন! আপনি তো দেখেছেন।..."

যখন এসব কথা হচ্ছে, সৈন্যরা বৃদ্ধাকে ধরেছে। বৃদ্ধার ওদের হাত ছাড়াবার জন্য ঝটাপটির শব্দ আর একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার শুনে ক্রাসসাস এবং ক্যাপটেইন উৎকর্ণ হলেন।

সেনাপতি দ্রুতপায়ে সেখানে এক নজরে ব্যাপারটা দেখে নিয়ে সৈন্যদের কড়া ধমক দিয়ে বললেন:

"কি সব বীর পুরুষ। ছেড়ে দাও বুড়িকে।"

ক্রাসসাসের গলার কর্তৃত্বব্যঞ্জক স্বর তারা অগ্রাহ্য করতে পারল না। বৃদ্ধাকে ছেড়ে দিল। ওদের মধ্যে একজন সেনাপতিকে চিনতে পেরে কানে কানে অন্য-দেরও জানিয়ে দিল। ক্যাপটেন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপার কি? সময় কাটাবার এ ছাড়া আর ভালো কি কিছু ছিল না?

"ভারী বেয়াড়াপনা করছিল বুড়ি আর যা তা বলে গাল দিচ্ছিল।"

পাশে দাঁড়িয়েছিল একটা লোক, সে হো হো করে হেসে উঠল।

ক্যাপটেন নিষ্কর্মার দলকে তাড়া দিয়ে ধমকে উঠল:

"সব ভাগো এখান থেকে। ভাগো।"

ওরা কয়েক পা পিছিয়ে যায় মাত্র, চলে যায় না। একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। বুড়ি তীক্ষ্ণ ধূর্ত দৃষ্টিতে ক্রাসসাসের দিকে তাকায়—ওর চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়।

"দেখছি খোদ মহামহিম সেনাপতি মশায়ই আমার রক্ষাকর্তা।"

"তুই কে রে ডাইনী বুড়ি ?" ক্রাসসাস জ্বলে উঠে বলে।

"হে মহামহিম, আমি আপনার কাছে কি হাঁটু গেড়ে বসব, না, আপনার মুখে থুথু দেব ?"

"দেখুন দেখুন, আমি বলিনি ?" সৈনিকটি চীৎকার করে ওঠে।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, তা কি চাও গো তুমি, বলতো।" জিজ্ঞাসা করে ক্রাসসাস।

"শুধু একটু একলা থাকতে চাই। একটা ভালো লোক চলে যাচ্ছে তাই দেখতে এসেছিলাম। একেবারে একলাটি থাকবে মরণ-কালে, একটাও কেউ পাশে থাকবে না, একেবারে একলাটি যাবে! তাই বসে আছি, ওকে দেখছি···ও মরছে। কি আর ওকে দেব! আমার ভালবাসাটুকই সম্বল, তাই ওকে নিবেদন করছি আর বলছি তোমার মৃত্যু নেই, কোন দিন মরবে না। স্পার্টাকাসও মরেনি। স্পার্টাকাস অমর।"

"কি বলছ তুমি, বুড়ি।"

"মারকাস, লাইসিনিয়াস ক্রাসসাস, বুঝতে পারছেন না কি বলছি? আমি স্পার্টাকাসের কথা বলছি। আপনি এখানে কেন এসেছেন তা আমি জানি। আর কেউ জানে না। জানেন শুধু আপনি নিজে, আর জানি আমি। তাই না ?"

ক্যাপটেন সৈন্যদের হুকুম দেয় ঐ নোংরা শয়তান বুড়িটাকে হিঁচড়ে নিয়ে ওখান থেকে দূর করে দিতে। কিন্তু ক্রাস্‌সাস এক ধমকে ওদের থামিয়ে দেয় :

"থামো, কেন বিরক্ত করছ ওকে? বারণ করিনি? আমাকে আর বীরপনা দেখাতে হবে না। যথেষ্ট হয়েছে। অতই যদি বীরপুরুষ তোমরা সব, তবে তো তোমাদের উপযুক্ত স্থান হচ্ছে আমাদের লড়াইয়ের বাহিনীতে, এই রকম মিহি সুন্দর একটা গ্রীষ্মাবাসে নয়। নিজের হেপাজতী আমি নিজে করতে পারি, একটা বুড়ির হাত থেকে আত্মরক্ষার ক্ষমতা আমার আছে।"

"ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে," বৃদ্ধা একটু হেসে বলে।

"কিসের ভয় বলতো!"

"আমাদের। ওই ভয়ে তো আপনাদের সকলের প্রাণই দুরু দুরু। সেই জন্যই তো এসেছেন নিজের চোখে দেখে নিশ্চিন্ত হতে যে যেটা বাকী ছিল সেটাও মরে আপদ চুকিয়েছে। ভগবান! কটা গোলামে কি করেছে আপনাদের, এখনও আপনাদের ভয় গেল না! ও লোকটা মরলেও যাবে না। কোনদিন কি যাবে, মার্কাস লাইসিনিয়াস ক্রাসসাস ?"

"তুমি কে বলতো ?"

"কে? একটা বাঁদী," উত্তর দেয় বৃদ্ধা, এবার ওর অন্য ভাব। সরল ছেলেমানুষী ভীমরতি ধরা বৃদ্ধের মতো। বলে,

"আমরা তো জাত ভাই, তাই এলাম, ওকে একটু সান্ত্বনা দিতে, দু'দণ্ড বসে

কাঁদতে। অন্যেরা আসতে ভয় পায়। স্পার্টাকাস আমাদের বলেছিল ; তোমরা ওঠ, শেকল ভেঙে মুক্ত হও। কিন্তু আমরা সব ভয় পেয়ে গেলাম। এত আমাদের শক্তি, তাও ভয় পেলাম, ভয়ে কুঁই কুঁই করতে করতে লেজ গুটিয়ে পালালাম।

এবার বৃদ্ধার পিচুটি-পড়া চোখ দুটি হতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বইতে লাগল। কেমন যেন আকুতির স্বরে বলে :

"আমায় নিয়ে কি করবেন, বলুন তো।"

"কিছু না। তুমি বসো, মা, বসে কাঁদতে যদি চাও, প্রাণ ভরে কাঁদো।" বলে ওর দিকে একটা মুদ্রা ছুঁড়ে দিয়ে চিন্তিত ভাবে চলে যায় ক্রাসসাস। ক্রুশটার কাছে যায়, মুমূর্ষু গ্লেডিয়েটরের দিকে চেয়ে থাকে, ওর মনের মধ্যে বৃদ্ধার কথাগুলি ওতপ্রোত হতে থাকে।

চারিটি কাল গ্লেডিয়েটরের জীবনে। প্রথমটি শৈশবের সেই সুখের, আনন্দের না-জানার কাল। তারপর যৌবন—জানার কাল, দুঃখের কাল, ঘৃণার কাল। যতদিন সে স্পার্টাকাসের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে—সেটা ছিল আশার কাল। আর নিরাশার কাল—যেদিন থেকে জানল যে ওদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। সেই নৈরাশ্যের কালও শেষ হয়ে এল……ওর মরণ তো দ্বারে এসে পৌঁছে গেল …।

সংগ্রাম ছিল ওর জীবন—ওর উপজীব্য। এখন আর সংগ্রাম নেই। ওর জীবনে ছিল ক্রোধ আর প্রতিরোধের প্রলয়ংকর আগুন ; মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে একটা যুক্তির ভিত্তির জন্য উদাত্ত দাবী। কেউ কেউ সব কিছু মেনে নিতে বাধ্য হয়, কেউ কেউ আবার তা পারে না। স্পার্টাকাসের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে তো কিছুই মেনে নিতে পারেনি ও। তারপর সে জানল, জীবন মহামূল্য—শুধু জানল না, অন্তরে গ্রহণ করল। স্পার্টাকাসের জীবন মহামূল্য, মহান। ওর নিজের সঙ্গী সাথী যারা ছিল, সবাই মহৎ—তবু, তবু কেন—আজ ক্রুশ-বিলম্বিত হয়েও মনে এলোমেলো চিন্তার মধ্যেও প্রশ্ন জাগছে কেন ওরা ব্যর্থ হল। কিন্তু কোন উত্তর নেই এ প্রশ্নের।

খবর এল ক্রিক্সাস শেষ। ও তখন স্পার্টাকাসের কাছে। এই মৃত্যুই ছিল ক্রিক্সাসের বেঁচে থাকার যুক্তি। একটা স্বপ্নকে সে আঁকড়ে ধরে ছিল—অসম্ভবের স্বপ্ন। তাও ভেঙ্গে গুড়িয়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল কবে তা জানত স্পার্টাকাস। রোমকে ধ্বংস করার স্বপ্ন দেখেছিল ক্রিক্সাস—এই লক্ষ্যেরই অভিমুখী ছিল ওর সমস্ত কর্ম-প্রয়াস এবং শক্তি। কিন্তু একটা সময় এসেছিল যখন স্পার্টাকাস বুঝেছিল ওরা কোনদিন রোমকে ধ্বংস করতে পারবে না। রোমই ওদের ধ্বংস করবে। আরম্ভ এই এবং সমাপ্তি—ক্রিক্সাসের অধিনায়কত্বে বিশ হাজার সৈনিক অভিযাত্রায় বেরুল কিন্তু ক্রিক্সাসও নেই, সে-বাহিনীও নেই। ক্রিক্সাস মরে গেছে, মরে গেছে ওই বিশ হাজার মানুষ। সেই বিরাট লাল-মাথা উদ্দাম গলের মানুষটি আর হাসবে না, চীৎকার করবে না···মরে গেছে সে।

এই সংবাদ যখন এল ডেভিড তখন স্প্যার্টাকাসের কাছেই ছিল। অবশিষ্ট একমাত্র জীবিত মানুষটি খবরটা নিয়ে এসেছিল। ভগ্নদূত সে, ভগ্নদূতদের সর্ব-সত্তায় জড়িয়ে থাকে মরণ। স্প্যার্টাকাস সব শুনল। তারপর ডেভিডের দিকে ফিরে বলল,

"শুনেছ, ডেভিড্!"

"শুনেছি।"

"ক্রিক্সাস নেই। ওর সৈন্যরা কেউ নেই। সব মরে গেছে—শুনেছ?"

"শুনেছি।"

"এত মৃত্যু পৃথিবীতে? এত?"

"পৃথিবী তো মৃত্যুতেই ভরা। তোমায় যতদিন জানিনি ততদিন আমার দুনিয়ায় শুধু মরণই ছিল।"

এখন মরণ ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু রইল না। শুধু মরণ আর মরণ, স্প্যার্টাকাস বলে। ও বদলে গেছে—কেমন উদাস হয়ে গেল। সেই স্প্যার্টাকাস আর হবে না। জীবনের সঙ্গে ওর সেই অমূল্য সম্পর্ক আর থাকবে না, যা এই সে-দিনও ছিল, বিয়ার সোনার খনিতে ছিল, ছিল এরিনায়—যেখানে নগ্ন দেহে ছোরা হাতে দাঁড়াতে হত। সেই জীবনের ওপর আজ জয়ী হয়েছে মরণ। ভাবলেশ-হীন মুখ, শূন্য দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে থাকে। তারপর সেই শূন্যতার অশ্রুর বাঁধ ভাঙ্গে, আঝোরে ঝরে ওর কটা রং-এর গাল বেয়ে। কি কঠিন, কি কঠিন ডেভিডের পক্ষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই কান্না দেখা। ইহুদির মন বলে, "বলব স্প্যার্টাকাসের কথা!

ওই মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পাবে না তুমি। দেখবে শুধু ভাঙ্গা-চ্যাপ্টা নাক, চওড়া মুখ, কটা রং আর গর্তে-বসা চোখ। এ দেখে চিনবে কি করে লোকটা কে? এতো একটা নূতন মানুষ। সবাই বলে ও নাকি সে-কালের মহা-বীরদের মতো। কিন্তু তাদের সঙ্গে ওর সাদৃশ্যটা কোথায়? তারা কি ওর মতো গোলামের ছেলে, গোলামের নাতি, চৌদ্দ-পুরুষের গোলাম? এল

কোথেকে মানুষটা ? ওর মনে বিষ নেই—বিষ ছাড়া ও বাঁচল কি করে ? একটা মানুষকে চেনা যায় তার বুকের জ্বালা আর মনের বিষ থেকে ! কিন্তু স্পার্টাকাস মহান। কোন দিন কোন অন্যায় করেনি—একেবারে আলাদা একটা মানুষ—আমাদের সবার থেকে আলাদা। আমরা সব ওর মতো হতে শুরু করেছি। কিন্তু এখনও কেউ তা হতে পারিনি। ও অনেক দূর এগিয়ে গেছে আর এখন কিনা ও কাঁদছে।

ডেভিড শুধায়, "কাঁদছ কেন ?'

"তুমি কাঁদ না ?" স্পার্টাকাস শুধায়।

কেঁদেছিলাম। বাবাকে যখন ক্রুশে গজাল ঠুকে ঝোলয় তখন কেঁদেছিলাম। তারপর আর কাঁদিনি।

"তুমি তো তোমার বাবার জন্য কাঁদোনি !" স্পার্টাকাস বলে, আমিও "ক্রিক্সাস-এর জন্য কাঁদছি না। আমি আমাদের জন্যই কাঁদছি। কেন আমরা ব্যর্থ হলাম, আমাদের ভুলটা কোথায় ? প্রথমে আমার কোন সংশয় ছিল না। সারা জীবন ধরে প্রতীক্ষায় ছিলাম কবে আমরা ক্রীতদাসরা জেগে উঠব, বাহুতে শক্তি আর হাতে হাতিয়ার পাব। তখন তো আমার মনে কোন দ্বিধা সংশয় ছিল না। ভাবলাম চাবুকের যুগ শেষ হয়েছে—পৃথিবী জুড়ে ঘণ্টা বাজছে। তবে আমাদের পতন হল কেন ? কেন ? ক্রিক্সাস তুমি মরলে কেন ? সাথী আমার কেন মরলে তুমি ? কেন তবে তুমি অমন জেদী, অমন প্রচণ্ড, উদ্দাম ছিলে ? মরে গেছ তুমি—তোমার অনুগামী ওই সুন্দর জীবনগুলিও নিঃশেষ হয়ে গেছে।"

ইহুদি বলেছিল "যে মরে সে চলে যায় আর কেঁদো না।"

কিন্তু স্পার্টাকাস মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ল। তালগোল পাকানো একটা স্তূপের মতো হয়ে মাটিতে মুখটা ঘষতে থাকল। তারপর বলল, "ভেরিনিয়াকে ডেকে দাও, ওকে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে। ওকে বল আমার ভয় করছে, বল আমার সর্বাঙ্গ জুড়ে মরণের কালো ছায়া পড়েছে।"

মৃত্যুর আগে একটি মুহূর্তের জন্য গ্লেডিয়েটরের চেতনায় সব কিছু অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠল। ও চোখ খুলল—দৃষ্টি পরিষ্কার—দ্রষ্টব্য স্পষ্ট। কোন বেদনা যন্ত্রণার অনুভূতি নেই। আশপাশের সব কিছু অতি স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে। ওই তো এপ্পিয়ান সরণী—রোমের মহা-সরণী, রোমের প্রাণ-কেন্দ্র রক্তবহা

ধমণী—চলে গেছে উত্তর দিকে দূর দূরান্ত-বিসারী শহরপ্রান্তের বড় বড় অঞ্চল-গুলির দিকে। ওই তো এপ্পিয়ান গেট ওদিকে। এইতো দাঁড়িয়ে আছে ডজন খানেক নগর সৈনিক—দাঁড়িয়ে থেকে থেকে মহা বিরক্ত ওরা। ওই তো গেটের ক্যাপটেন একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করছে। কতগুলি নিষ্কর্মা মানুষ ওই যে গোমরা মুখে রাস্তার ধারে বসে আছে। সন্ধ্যা আসন্ন, সরণীতে চলাচল বিরল হয়ে এসেছে। অধিকাংশ নাগরিকই এখন স্নানাগারে। চোখ তোলে গ্লেডিয়েটর-পথের প্রান্তে ওই দূরে যেন দেখা যায় উপসাগরের একটা ঝিলিক—পৃথিবীতে অমন সুন্দর উপসাগর আর নেই। সমুদ্র থেকে বয়ে আসা স্নিগ্ধ শীতল বায়ুর স্পর্শ লাগে ওর চোখে মুখে—দয়িতার কোমল স্পর্শের মতো।

রাস্তার দুই ধারে সবুজ গুল্মের সারি। ওদিকে ঘন সবুজ সাইপ্রাস গাছ, এবং তার ওপারে উত্তর দিকে তরঙ্গায়িত পর্বত-শ্রেণী; যে সব পাহাড়গুলিতে পলাতক ক্রীতদাসেরা লুকিয়ে থাকে—সেই জন-মানবশূন্য পাহাড়গুলির মেরুদণ্ডটি ওই দেখা যায়; দিন শেষের আকাশ চেয়ে চেয়ে দেখে ও—নীল, অপূর্ণ কামনার মতো বেদনা-সুন্দর। তারপর চোখ নেমে আসে ওর—ক্রুশের অল্প দূরে বসে কে ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে চোখের জল ফেলছে?

"আরে। ও যে আমার জন্য কাঁদছে।" মনে মনে বলে গ্লেডিয়েটর।

"কে তুমি বুড়ি মা! ওখানে বসে আমার জন্য কাঁদছ?"

ও জানে ও মরতে চলেছে। ওর ভাবনার জগত এখন অতি পরিষ্কার, স্পষ্ট। কৃতজ্ঞতায় ওর বুক ভরে ওঠে যে একটু পরেই ও ফুরিয়ে যাবে—ওর স্মৃতি-চারণ শেষ হবে, শেষ হবে ওর যন্ত্রণা আর যাতনা; থাকবে শুধু ঘুম—চিরনিদ্রা,-অমোঘ অবশ্যম্ভাবী—ধ্রুব—প্রতিটি জীব যার প্রতীক্ষা করে। মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করার, মৃত্যুকে প্রতিরোধ করার বিন্দু মাত্র ইচ্ছা নেই ওর। ও বোঝে চোখ দুটো বন্ধ করলেই ওর প্রাণটুকু বেরিয়ে যাবে অতি অবলীলায়, চোখের একটি পলক ফেলতে না ফেলতে।

ও ক্রাস্সাসকে দেখতে পেল। চিনতে পারল। দুজনের চোখে চোখে মিলে গেল। রোমান সেনাপতি মূর্তির মতো স্থির আর ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে। তার আপাদমস্তক টোগায় ঢাকা। তার সুগঠিত সুদর্শন রোদে-পোড়া মাথাটা যেন রোমের শক্তি, পরাক্রম আর গৌরবের প্রতীক।

"আমায় দেখতে এসেছ—ক্রাসসাস!" গ্লেডিয়েটর ভাবে, "শেষ গোলামটা ক্রুশে বিঁধে মরছে তাই দেখতে এসেছ, কেমন? হাঁ, একটা গোলাম মরছে। মরবার আগে শেষ দেখছে সে পৃথিবীর সব চেয়ে ধনী মানুষটিকে।"

আর কবে সে ক্রাসসাসকে দেখেছে মনে করতে চেষ্টা করে। ওর স্পার্টাকাসকে মনে পড়ে। ওর মনে আছে কি রকম লোক ছিল স্পার্টাকাস। ওরা জেনেছিল সব শেষ হয়ে গেছে—সব—এইটাই শেষ যুদ্ধ। স্পার্টাকাস ভেরিনিয়ার কাছে

বিদায় নিল—সঙ্গে থাকার জন্য ভেরিনিয়ার আকুল মিনতি অঝোরে কান্না সত্ত্বেও বিদায় নিল স্পার্টাকাস, এবং জোর করে তাকে ফিরে পাঠিয়ে দিল। ভেরিনিয়া আসন্নপ্রসবা। স্পার্টাকাস ভেবেছিল ওরা কোন ঠাসা হয়ে পড়বার আগেই ওর সন্তানটির জন্ম হবে, ও দেখে যেতে পারবে সন্তানের মুখ। কিন্তু তা হল না। সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হল না। স্পার্টাকাস তখন ডেভিডকে বলেছিল :

"আমার চিরবন্ধু চিরসাথী, সন্তানের মুখ দেখা আমার হলো না। এই একটাই আমার দুঃখ রয়ে গেল। আর কোন দুঃখ নেই আমার।"

ওরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। সাদা ঘোড়াটা নিয়ে আসা হল স্পার্টাকাসের কাছে। কি ঘোড়া ! ঘোড়ার মতো ঘোড়া। অতি চমৎকার পারস্য দেশীয় ঘোড়া—বরফের মতো সাদা, দৃপ্ত, গর্বিত। স্পার্টাকাসের যোগ্য ঘোড়া। সমস্ত চিন্তা উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলেছে স্পার্টাকাস। সুখে, তারুণ্যে, জীবন-বেগে, প্রাণ-শক্তিতে, আভ্যন্তরীণ বহ্নি তেজে ও ঝলমল করছে—এ ওর মুখোশ নয়। গত ছয় মাসে ওর সমস্ত চুল সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু সাদা চুল আজ চোখে পড়ে না। চোখে পড়ে শুধু ওর মুখের ব্যঞ্জনাময় তারুণ্য। অসুন্দর মুখখানা আজ সুন্দর হয়ে উঠেছে। সবার চোখে পড়ে ওর সৌন্দর্যের দীপ্তি। সবাই ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে—কারো মুখে কথা সরে না। তারপর এল সাদা ঘোড়াটা।

"প্রিয় বন্ধুরা, প্রিয় সাথীরা, এই ঘোড়াটার জন্য প্রথমেই তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি," স্পার্টাকাস বলে, "সর্বপ্রথমে তোমাদের আমার ধন্যবাদ, আমার সমস্ত মনপ্রাণের ধন্যবাদ।"

তারপর তলোয়ারটা খাপ থেকে খুলে নিয়ে অতি দ্রুত—কেউ কিছু বুঝতে পারার আগেই ঘোড়াটার বুকে আমূল বসিয়ে দিয়ে বাঁটটা ধরে রইল। ঘোড়াটা চীৎকার করতে করতে পিছু হটে গেল—তলোয়ারটা খুলে এল—আর অত বড় জানোয়ারটা হাঁটু ভেঙ্গে গড়িয়ে পড়ল মাটির ওপর এবং শেষ হয়ে গেল। রক্ত-ঝরা তলোয়ারটি হাতে নিয়ে ও এবার সকলে মুখোমুখি দাঁড়াল। বিস্ময়ে আতংকে হতবাক হয়ে ওরা ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু ওর কোন পরিবর্তন নেই।

"একটা ঘোড়া মরে গেল," ও বলে, "একটা ঘোড়া মরেছে বলে তোমরা কাঁদতে চাও ? আমরা মানুষের জন্য লড়ি, জন্তুজানোয়ারের জন্য নয়। রোমানরা ঘোড়া ভালবাসে। কিন্তু মানুষকে ওরা ঘৃণা করে, শুধুই ঘৃণা। এবার আমরা দেখব এই যুদ্ধক্ষেত্র পার হয় কারা—রোমানরা না আমরা। উপহারের জন্য তোমাদের আমি ধন্যবাদ দিয়েছি। বড় সুন্দর ছিল উপহারটি। তোমরা যে আমায় কত ভালোবাস ঐ উপহারটি তার প্রমাণ। কিন্তু ও প্রমাণের আমার কোন দরকার ছিল না। আমার বুকের মধ্যে কি আছে তা আমি জানি, তোমাদের জন্য আমার বুক-ভরা ভালোবাসা ! আমার সে-ভালোবাসা বোঝাবার

মতো ভাষা পৃথিবীর কোথাও নেই। আমাদের জীবন এক সূত্রে গাঁথা। আজ যদি হারিও—যা করেছি মানুষ চিরকাল তা মনে রাখবে। চার বছর—সুদীর্ঘ চারটি বছর আমরা রোমের সঙ্গে লড়েছি—কোন দিন পিছু হটিনি—কোনেদিন পালাইনি। আজও পালাব না। তোমরা কি চেয়েছিলে আমি ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করি? ঘোড়া রোমানদেরই থাক। আমি তোমাদের পাশে মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করব। আজকের যুদ্ধে যদি জিতি—ঘোড়া অনেক হবে—কিন্তু ঐ ঘোড়া আমরা রথে জুতব না, হালে জুতব। আর যদি হারি—তো চুকেই গেল, ঘোড়ার দরকার টরকার আর হবে না।"

তারপর একে একে সবাইকে ও আলিঙ্গন করল। পুরানো সঙ্গীদের মধ্যে যে-কয়জন অবশিষ্ট ছিল, তাদের আলিঙ্গন করে ওষ্ঠে চুম্বন করল। তারপর ডেভিডের কাছে এসে বলল।

"বন্ধু, মহান গ্লেডিয়েটর, আজ তুমি থাকবে আমার পাশে।"

"চিরদিন থাকব।"

ক্রুশে ঝুলতে ঝুলতে ক্রাসসাসের দিকে তাকিয়ে ডেভিড ভাবে।

"মানুষ কতটা করতে পারে?" ওর আজ কোন দুঃখ নেই।

স্পার্টাকাসের পাশে দাঁড়িয়ে ও লড়ছে। এই যে লোকটা ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এই জাঁদরেল সেনাপতি তার ঘোড়াটা ওদের ব্যূহ ভেদ করে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করছিল, ও স্পার্টাকাসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চীৎকার করেছিল—।

"এস ক্রাসসাস, আমাদের কাছে এসো একবার, কেমন অভ্যর্থনা করি তা একবার দেখে যাও।"

যুদ্ধ চলছিল, হঠাৎ একটা গুলতি-ছোঁড়া পাথর এসে ওকে ধরাশায়ী করে ফেলল। প্রাণপণে যুদ্ধ করছে ও। ভালোই হল, স্পার্টাকাসের মৃত্যু দেখতে হয়নি। ও সুখী, বড় সুখী যে লজ্জা ক্রুশের অপমান স্পার্টাকাসকে সইতে হয়নি। ওর আজ কোন অনুশোচনা, কোন উদ্বেগ নেই—এবং এই মুহূর্তে কোন ব্যথা স্পার্টাকাসের নেই। শেষ দিনের সেই তারুণ্যে-উজ্জ্বল আনন্দের অর্থ ও বুঝেছিল। পরাজয় হয়নি। ও স্পার্টাকাসের মতোই এখন, কারণ জীবনের গভীর রহস্যের সন্ধান স্পার্টাকাস পেয়েছিল, তার শরিক তো ও-ও। ক্রাস্সাসকে ও বলতে চায় একথা। ও মরীয়া হয়ে চেষ্টা করে কথা বলতে, ওর ঠোঁট দুটো একটু নড়ে ওঠে; ক্রাস্সাস কাছে সরে আসে। মরণাপন্ন মানুষটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; কিন্তু গ্লেডিয়েটরের মুখে কোন শব্দ নেই। তারপর ওর মাথাটা সামনের দিকে ঝুকে পড়ল। ওর শেষ শক্তিটুকু শেষ হয়ে গেল। গ্লেডিয়েটর মরে গেল।

দাঁড়িয়ে রইল ক্রাস্সাস। ধীরে ধীরে বৃদ্ধা ওর কাছে এল। বলল;

"মরে গেছে।"

"জানি।" ক্রাস্‌সাস জবাব দেয়।

তারপর ও ফিরে যায় গেটের দিকে এবং চলল কাপুয়ার রাস্তা বেয়ে।

১০

রাতে একাই খাওয়া সারল ক্রাস্‌সাস। কেউ দেখা করতে এলে বলে দেওয়া হল বাড়ি নেই। ক্রাস্‌সাসের এরকম গম্ভীর মেজাজ দেখে ভৃত্য পরিজনেরা সন্তর্পণে হাঁটাচলা করে। এ মেজাজ অবশ্য নূতন নয়, অহরহই ঘটছে। নৈশাহারের আগে এক বোতল মদ প্রায় শেষ করে ফেলেছে, সঙ্গে সঙ্গে আর এক বোতল। এবং খাবার পর নিয়ে বসল এক বোতল সারভিয়াস (Servious) সারভিয়াস হল খেজুর থেকে তৈরী একরকম কড়া মদ। এ মদ চোলাই হয় মিশরে। সেখান থেকে এখানে আমদানী করা হয়। অত্যন্ত মাতাল হয়ে উঠল ক্রাস্‌সাস। নেশা, নৈঃসঙ্গ, মেজাজ—এ নেশার জন্ম নৈরাশ্যে, আত্ম-ধিক্কারে। ক্রমে এমন মাতাল হল যে হাঁটা কঠিন হয়ে উঠল। টলতে টলতে কোন মতে শোবার ঘর পর্যন্ত এল—তারপর ভৃত্যরা ওকে শয্যায় নিয়ে শুইয়ে দিল।

যাই হোক, বেশ ভালো গভীর ঘুম হল। সকাল বেলা শরীরটা বেশ ঝরঝরে মনে হল। মাথা ধরা নেই, বাজে কোন দুঃস্বপ্ন দেখে থাকলেও এখন আর তা মনে নেই। দিনে ও দুবার স্নান করে—একবার ভোরে উঠেই, আর একবার সন্ধ্যার সময় খাবার আগে। বহু ধনী রোমানদের মত ক্রাস্‌সাস রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জনসাধারণের স্নানাগারে যায় মাঝে মাঝে। ক্রাস্‌সাস সপ্তাহে দুবার যায় ঐ রাজনৈতিক উদ্দেশেই—প্রয়োজনের তাগিদে নয়! এই কাপুয়া শহরেই ওর নিজের চমৎকার একটি স্নানাগার আছে যার জলধারাটি বর্গাকার এবং টালির তৈরী, এক এক দিকে বারো ফুট গভীরতা, মেজের নীচে অনেকখানি নেমে গেছে—গরম ও ঠাণ্ডাজলের ঢালাও ব্যবস্থা। যেখানেই থাকে ক্রাস্‌সাস ওর ভালো স্নানাগার চাই-ই। নিজে যখন বাড়ি তৈরী করায় জল-সরবরাহের জন্য রূপো বা পেতলের নল লাগায় যাতে মরচে না ধরে।

স্নানের পর নাপিত এসে দাড়ি কামিয়ে দেয়। এই সময়টা ওর ভারী ভালো লাগে—তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের মুখে নিজেকে সমর্পণ করা, গালের ওপর ক্ষুর বোলানোর সময় সেই শিশুর মতো ভালো লাগা—সেই ভয়ে বিশ্বাসে মেশামিশি, কামানোর পর গরম তোয়ালের স্পর্শ, ত্বকে প্রলেপ মালিশ করা, সর্বশেষ মাথা রগড়ানো। মাথায় চুল ওর গর্ব এবং বর্তমানে উঠে যাচ্ছে বলে মনে অস্বস্তি।

রূপালী জরির পাড় বসানো একটা গভীর নীল রং-এর টিউনিক পরে নিল, নরম সাদা হরিণীর চামড়ায় তৈরী আজানু উঁচু বুট পড়ল। এই বুট পরিষ্কার করা খুব কঠিন, এবং তিন-চার দিন ব্যবহারের পরই ধুলো-কাদা লেগে বিশ্রী হয়ে ওঠে। তাই নিজের বাড়িতেই জুতো তৈরী করার ব্যবস্থা ছিল। একজন ভ্রাম্যমাণ কারিগরের অধীনে চারজন গোলাম নিযুক্ত ছিল। এই বিপুল ব্যয় সার্থক হয়েছিল—কারণ ঘন নীল টিউনিক আর সাদা জুতোয় অপূর্ব দেখাত ওকে। বেশ গরম পড়েছে—টোগাটা তাই আর পরল না। তারপর রুটি আর ফল দিয়ে হালকা মতো প্রাতরাশ খেয়ে একটা ডুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওর অতিথিরা যেখানে আছে সেখানকার উদ্দেশে। হেলেনার সঙ্গে ও যে ব্যবহার করেছে তার জন্য ওর মনের মধ্যে লজ্জা ও অস্বস্তির কাঁটা ফুটে আছে। কাপুয়ায় অতিথিদের সংকার-ব্যবস্থা ওর—এই প্রতিজ্ঞাই করেছিল ক্রাসসাস।

এই বাড়িতে এর আগে দু একবার এসেছে ও। হেলেনার কাকার সঙ্গে সামান্য পরিচয়ও ছিল। তাই ক্রাসসাসকে দেখেই প্রধান দ্বারী সাদর অভ্যর্থনা করে ওকে তৎক্ষণাৎ ভেতরে নিয়ে গেল। পরিবারবর্গ ও অতিথিরা সব সেখানে সমবেত। তখনও প্রাতরাশ-পর্ব চলছে। ক্রাসসাসকে দেখে হেলেনার গাল দুটি লাল হয়ে উঠল এবং মুখের সযত্ন-লালিত তারুণ্য-স্নিগ্ধ প্রশান্তির ভার খানিকটা নষ্ট হয়ে গেল। কেইয়াস ক্রাসসাসকে দেখে সত্যি সত্যি খুশি হয়ে উঠল। সেনাপতির পদার্পণে কৃতার্থ হয়ে অতিথি-সেবায় তৎপর হয়ে উঠলেন গৃহকর্তা। শুধু ক্লডিয়া ওর দিকে চেয়ে রইল তীক্ষ্ণ, সংশয়ী দৃষ্টিতে। দৃষ্টিতে যেন বিদ্বেষের ঝিলিক দেখা যায়।

ক্রাসসাস বলে, "যদি আজকের জন্য কিছু ঠিক না করে থাকো, চলো একটা সুগন্ধির কারখানায় যাওয়া যাক। কাপুয়ায় এসে একটা সুগন্ধির কারখানা না দেখে চলে যাওয়া একটা কেলেঙ্কারী। কাপুয়ায় থাকার মধ্যে তো ওই দুটি জিনিসই আছে—এক গ্লেডিয়েটর আর ওই সুগন্ধি।"

"ভারী চমৎকার জোড় তো," ক্লডিয়া বলে।

"না না, ঠিক ফিক করা হয়নি কিছু," হেলেনা বলে।

"অর্থাৎ কিনা—ঠিকঠাক সব করাই আছে। কিন্তু চুলোয় যাক ঠিকঠাক। আমরা আপনার সঙ্গেই আসছি।"

কেইয়াস রেগে-মেগে কটমট করে বোনের দিকে চায়।

ক্রাসসাস ব্যাখ্যা করে বলেন, শুধু ওরাই নয়। বড়রাও যাবেন। কিন্তু যেতে চাইলেন না ওঁরা। ওসব ওঁদের দেখে পুরানো হয়ে গেছে। তা ছাড়া আতর সেন্টের সুঘ্রাণে ও'র মাথা ধরে, জানালেন গৃহকর্ত্রী।

একটু পরেই ওরা বেরিয়ে পড়ল। ডুলিগুলো চলল শহরের পুরানো অঞ্চলের

মধ্য দিয়ে। দুধারে এলোপাথাড়ি এপার্টমেণ্টগুলো উঠে গেছে—কাঠের খণ্ড দিয়ে বাচ্চারা যে খেলার বাড়ি তৈরী করে সে রকম। পূর্ত আইন-কানুনের অস্তিত্বের কোন হদিস মেলে না এ এলাকায়। কোথাও কোথাও ওপরের দিকে উঠে বাড়ি-গুলোর মাথায় মাথায় প্রায় ঠেকে গেছে। কাঠের বরগা দিয়ে সেগুলো ঠেকা দিয়ে রাখা হয়েছে। ভোর হয়েছে। আকাশ লাল, তবু এসব রাস্তায় সাঁঝের আঁধার। চারদিক অসম্ভব নোংরা। বাড়িগুলো থেকে নির্বিচারে ময়লা পড়ে। রাস্তায় জমে পাহাড় হয়, পচে দুর্গন্ধ বের হয়। তার সঙ্গে এসে মেশে আতর কারখানার মিষ্টি আর গা-গোলানো কড়া গন্ধ।

ক্রাসসাস বলে, "এসব কারখানা এ এলাকায় কেন? কত বড় উপকার হচ্ছে!"

শহরের অপেক্ষাকৃত ভদ্র অঞ্চলগুলোর মতো এ-দিকের রাস্তায় পরিপাটি করে কামানো, পরিপাটি সাজগোজ করা গৃহভৃত্যদের চলাচল তেমন দেখা যায় না, ডুলিও কমই চলে। নোংরা, উলঙ্গ-প্রায় শিশুর দল নর্দমার মধ্যে খেলা করে। দীন-বেশা রমণীরা খাবার কিনতে এসে দোকানীর সাথে দর কষাকষি করে; কোনখানে মায়ের দল রকে বসে শিশুদের বুকের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে বিচিত্র ভাষায় গাল-গল্প করে। চারদিকে চেঁচামেচি, গোলমাল। রান্নাঘরের খোলা জানালার পথে ভেসে-আসা নানা রকম খাবারের গন্ধ।

"কি বিচ্ছিরি জায়গা, ম্যাগো!" "হেলেনা বলে, "বিষ্ঠার গর্তে বুঝি আপনাদের আতর গজায়!"

"এক হিসেবে তাই বৈকি! বহু শহরের চাইতে এখানে অনেক অনেক ভালো সুগন্ধি তৈরী হয়। এই সব লোকজন দেখছ, এরা সব সিরিয়া, মিশর, গ্রীসের লোক আর ইহুদী। আমরা গোলাম দিয়ে কারখানা চালাতে চেয়েছিলাম। হল না। ব্যাটাদের জোর করে না হয় খাটালে। কিন্তু নিজেদের তৈরী জিনিসই ওরা নষ্ট করে। তা ঠেকাবে কি করে! নষ্ট হল তো ওদের বয়েই গেল। ওদের হাতে লাঙ্গল কোদাল কাস্তে হাতুড়ি কুড়ুল দিয়ে দেখ না একবার কি হয়। অবশ্য এগুলো ভাঙ্গা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু দাও দেখি মিহি সিল্ক, মিহি কাপড়, কারখানার অতি সূক্ষ্ম নিক্তি, কাচের বকযন্ত্র বা নির্দিষ্ট গতিতে মেশিন চালাতে বল—একেবারে সব ছয়লাপ ছত্রিশ খান করে দেবে ব্যাটারা সব। কারখানার কাজের হিস্যা দাও—একই কথা। ধরে চাবকাও—কি হবে? নষ্ট ওরা করবেই। আর আমাদের সর্বহারারা! তারা কাজ করবে কোন দুঃখে—দশজনের মধ্যে ন'জন সরকারী ডোল নিয়ে বাকী আর এক জনের চাইতে অনেক ভালোই থাকবে। মৌজ করে খাবে-দাবে, জুয়া খেলবে, এরিনায় যাবে, স্নানাগারে যাবে। দিব্যি থাকবে। বড়জোর ফৌজে ঢুকবে, সেখানে বেড়ালের ভাগ্যে শিঁকে ছেঁড়ে তো লুটের মাল। তা

আমরা আজকাল ফৌজে বেশীর ভাগ পাহাড়ী, জংলীদেরই নিচ্ছি। কারখানায় মজুরী যা পায় তাতে কারখানার কাজে ওরা আসে না।

ওদের সংঘগুলিকে ভেঙ্গে দিয়েছি; ভাঙ্গতেই হল, নয়তো কারখানা তুলে দিতে হয়। তাই ওই সিরিয়া, মিশর, গ্রীসের লোক আর ইহুদী মজুর ভাড়া করি। আর তারাও বেশী দিন কাজ করে না। নাগরিক হবার মাশুল দেবার মতো পয়সা হাতে হলেই হল। এখন এর পরিণাম কি আমি জানি না। তবে কলকারখানা বন্ধ হবে। হচ্ছেও, নূতন করে মোটেই খুলছে না।"

কারখানায় এসে পৌঁছে যায় ওরা। একটা নীচু কাঠের বাড়ি। আশপাশের টেনামেণ্টগুলোর মধ্যে ভারী বিশ্রী দেখায়। দীর্ঘে পাশে দেড়শ ফুট করে, কোন শ্রী-ছাঁদ নেই। একেবারে জীর্ণাবস্থা, দেয়ালের অনেক জায়গাই পচে গেছে। মাঝে মাঝে তক্তা নেই। চালের ওপর দিয়ে উঠে গেছে অসংখ্য চিমনীর জঙ্গল। একধারে একটা মাচাং মাল বোঝাই-এর জন্য। মাচাং-এর সঙ্গে লাগানো রয়েছে অনেকগুলি মালগাড়ি। ওগুলোর মধ্যে গাছের ছাল, ফলের ঝুরি, মাটির বাসন প্রভৃতি স্তূপ করা রয়েছে।

ক্রাসসাস লিটারগুলোকে কারখানার দরজায় নিয়ে যেতে হুকুম দিল। বিশাল কাঠের দরজাটা খুলে দেওয়া হল। সুগন্ধির কারখানার ভেতরটা কি রকম হয়, তার একটুখানি আঁচ পেল কেইয়াস, হেলেনা আর ক্লডিয়া। গোটা বাড়িটা একটা বিরাট চালা। কাঠের বরগায় ঠেকা দেওয়া ছাদ; আলো হাওয়া চলাচলের জন্য অনেক জায়গায় খড়খড়ি লাগানো। চালাটায় খোলা উনানে কড়া আঁচ আর তীব্র আলো। লম্বা টেবিল পাতা। তার ওপর শয়ে শয়ে চীনা মাটির মূষা। ভাটিগুলির সঙ্গে লাগানো অসংখ্য ঘনীকরণ নলের জাল বোনা—সব মিলিয়ে যেন অপার্থিব একটা স্বপ্নের জগৎ। এর মধ্য দিয়ে আসছে সুগন্ধি তেলের তীব্র এবং গা-গোলানো গন্ধ।

অতিথিদের মনে হল যেন কয়েক শ লোক কাজ করছে—কটা রং, মুখে দাড়ি, খালি গা, পরনে শুধু একটু নেংটি—এরা ভাটিগুলির ওপর নজর রাখছে, টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে গাছের ছাল, ফলের খোসা কুচো করছে, উনন খুঁচিয়ে দিচ্ছে। ছোট ছোট রূপোর নলের মধ্যে চামচ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে সুগন্ধি ভরে গরম মোম দিয়ে নলগুলোর মুখ বন্ধ করছে। আবার আর এক দল ফলের খোসা ছাড়াচ্ছে, সরু সরু সাদা পলতের মতো শূয়োরের চর্বি কুচোচ্ছে।

ম্যানেজার একজন রোমান। ক্রাসসাস নাম বলল শুধু আভালস। অন্য কোন মর্যাদা-পরিচায়ক পদবী নেই। সেনাপতি ও তাঁর অতিথিদের অভ্যর্থনা করলেন তিনি বিনয়ে নুয়ে পড়ে, লোলুপতা ও সতর্কতা মিশিয়ে। সেনাপতি কয়েকটি মুদ্রা তার হাতে গুঁজে দিতে এদের খুশি করার আগ্রহ তার বেড়ে গেল। সে এদের সব ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল। কর্মীরা কাজ করে চলেছে। ওদের

মুখগুলি কঠিন, চাপা ও বিরক্তি-কুঞ্চিত। ওরা আড়চোখে তাকিয়ে অতিথিদের দেখে, কিন্তু ওদের মুখে কোন ভাব-বিকার দেখা গেল না। কারখানার যাবতীয় দর্শনীয়ের মধ্যে কর্মীরাই নূতন ঠেকল—কেইয়াস, হেলেনা আর ক্লডিয়ার চোখে। কারণ এ ধরনের মানুষ ওরা এর আগে আর দেখেনি। এরা ক্রীতদাসও নয়, রোমানও নয়। এরাও ক্রমক্ষীয়মাণ সেই চাষী শ্রেণীরও নয় যারা ছিঁটে ফোঁটা জমি আঁকড়ে এখনও পড়ে আছে ইতালীর নানা জায়গায়। এরা একেবারে আলাদা ; এত আলাদা যে অস্বস্তি লাগে।

"এখানে পাতনের (distillation) কাজ হয়," ক্রাসসাস এদের বোঝায়। এর জন্য আমরা মিশরের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু মিশর পাতন-পদ্ধতিকে ব্যাপক উৎপাদনের কাজে প্রয়োগ করতে পারেনি। কোন কাজ সুসংবদ্ধ ও সংগঠিত করতে রোমই পারে।"

"কিন্তু কাজে কি কোন তফাৎ আছে?"

"নিশ্চয়ই আছে। আগে সুগন্ধির জন্য প্রকৃতির ওপরেই নির্ভর করতে হত—তাই বা কটা পাওয়া যেত—ধর এই কুন্দুরু, গন্ধরস, আর কর্পূর তো আছেই। এগুলো আঠা-জাতীয় পদার্থ, গাছের ছাল থেকে বেরোয়। আমি শুনেছি পূর্বাঞ্চলে এই সব গাছের চাষ হয়। গাছের ছালগুলোকে চিরে রেখে দেয়—তারপর ফসলের মতোই নিয়মিতভাবে এই আঠা সংগ্রহ করে। বেশীর ভাগই এগুলো ধূপের মতো করে জ্বালানো হত। তারপর মিশরে চোলাই যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়, যার ফলে নেশার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ব্রাণ্ডিও জোটে আবার সুগন্ধিও জোটে।

একটা টেবিলের কাছে ওদের নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে একজন কর্মী লেবুর খোসাকে কাগজের মতো পাতলা করে ফালি ফালি করছিল। একটা ফালিকে ক্রাসসাস আলোয় তুলে ধরল।

"ভালো করে একটু লক্ষ্য করলে তেলের কোষগুলি দেখতে পাবে। লেবুর খোসায় কি রকম খুসবুটা আছে জান তো। গোড়ার ব্যাপার হল এই। তবে শুধু লেবুর খোসা নয়, আরো বহু রকমারী ফলের খোসা আর গাছের ছাল লাগে নির্যাস তৈরী করতে। এবার এসো দেখি—"

ওদের একটা উনানের কাছে নিয়ে গেল সে। একটা বিরাট পাত্র ছাল, খোসা ইত্যাদি সেদ্ধ করার জন্য চড়ানো হল। তারপর একটা ধাতুর ঢাকনা দিয়ে সেঁটে বন্ধ করে দেওয়া হল পাত্রের মুখ। ঢাকনার মধ্য দিয়ে একটা তামার নল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে চলে গেছে একটা ফোয়ারার নীচে এবং গিয়ে যুক্ত হয়েছে আর একটা পাত্রের সঙ্গে।

"এই হল চোলাই যন্ত্র," ক্রাসসাস ব্যাখ্যা করে, "ছাল-বাকল-পাতা-ফলের খোসাটোসা সব সেদ্ধ করা হয়। সেদ্ধ হতে হতে তেলের কোষগুলি ফেটে যায়। তারপর এই তেলের কোষগুলি ভাপের আকারে ওপরে ওঠে। এবং সেই

ভাপকে জল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে ঘনীভূত করা হয়।"

এবার ওদের অন্য আর একটা উনানের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। ওখানে চোলাই যন্ত্রটাকে ভরা হচ্ছিল। "দেখছ, জল ওপরে উঠে আসছে। পাত্রটা যখন এভাবে ভরে যায়, তখন ওটা ঠাণ্ডা করা হয়। ঠাণ্ডা হলে তেলটা ওপরে ভেসে ওঠে। ওই হল নির্যাস। এই নির্যাস অতি সাবধানে তুলে ওই রুপোর নলে ভরে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সুগন্ধি জল পড়ে থাকে পাত্রে। প্রাতরাশের সময় এই সুগন্ধি জল পান করার ভারী রেওয়াজ এখন।"

"মানে এই জল আমরা খাই?" ক্লডিয়া চীৎকার করে ওঠে।

"তা, অল্প বিস্তর। এর সঙ্গে পরিস্রুত জল খানিকটা অবশ্য মেশানো হয়। সে যাই হোক, জলটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভারী ভালো। তা ছাড়া নানাভাবে মিশিয়ে টিশিয়ে এই জলের স্বাদ বাড়ানো হয়। তেলও ঠিক এটার সঙ্গে ওটা, ওটার সঙ্গে আরেকটা এইভাবে মেশামেশি করা হয় গন্ধের জন্য। প্রাথমিক অবস্থার জলটা স্নানের জন্য ব্যবহার করা হয়।"

ক্রাসসাস দেখতে পায় হেলেনা ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। বলে;

"ভাবছ আমি আজেবাজে কথা বলছি?"

"মোটেই না। আমি বরঞ্চ অবাক হচ্ছি, কত জানেন আপনি। আমার মনে আছে আগে যখন কারো কাছ থেকে শুনতাম—অমুক জিনিস এমন এমনভাবে তৈরী হয়—আমার মনে হত কেউ কিচ্ছু জানে না। স্রেফ ধাপ্পা দিচ্ছে।"

"আমার কাজই তো হল জানা," ক্রাসসাস বলে, "জানতো আমি খুব বড় লোক। নিজেকে বড়লোক বলতে অনেকে লজ্জা পায়। আমি ওসব লজ্জা-টজ্জার ধার ধারি না। আমি টাকা বাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি—অনেকে আমায় ছোট নজরে দেখে। আমার বয়েই গেল। আমার অন্যান্য সহকর্মীদের মতো আমি আবাদকেই বড়লোক হওয়ার উপায় বলে মনে করি না। আমাকে যুদ্ধ করার ভার দেওয়া হল বটে, কিন্তু কোন শহর টহর জিতে নেবার সুযোগ তাতে ছিল না। অথচ পম্পেইকে সে সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। আমাকে দেওয়া হল গোলামদের সঙ্গে লড়তে। তাতে কোন্ লাভের পথটা ছিল? তাই আমার নিজস্ব কিছু অন্ধি-সন্ধি আছে। এই কারখানাটি তার একটি। নির্যাস-ভরা এই রুপোর নলগুলির প্রত্যেকটির দাম এগুলোর ওজনের দশগুণ সোনা। একটা গোলাম তোমার অন্ন ধ্বংস করবে, তারপর শিঙে ফুঁকবে। কিন্তু এই কর্মীদের দেখছ—এরা আমার সোনা অথচ এদের খাওয়া পরার থাকার কোন দায় নেই আমার।

"তবু," কি যেন হিসাব করে কেইয়াস বলে, "এরাও তো স্পার্টাকাসের মতো করতে পারে—"

"শ্রমিক বিদ্রোহ?" ক্রাসসাস হেসে মাথা নাড়ে, "ওসব কদাপি হবে-টবে না।

এরা তো ক্রীতদাস নয়, এরা স্বাধীন। কাজ করা না করা এদের ইচ্ছা। তাহলে এরা বিদ্রোহ করতে যাবে কেন ?''

বিরাট চালাটার চারদিকে তাকিয়ে ক্রাসসাস বলে, ''গোলামদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ও উনুন বন্ধ করা হয়নি এক দিনের জন্যও। এদের সঙ্গে গোলামদের কোন সম্পর্কই নেই।''

তবু চলে আসার সময় কেইয়াসের মনটা অস্বস্তিতে ভরে রইল। অতি-ক্ষিপ্র, অতি-দক্ষ ওই অচেনা, নিস্তব্ধ, দাড়ি-ঢাকা মুখগুলি ওকে ভয় ধরিয়ে দিল। ভয় ও কি এক অজানা অশুভের ছায়া পড়ে ওর মন ভারাক্রান্ত হয়ে রইল। কিন্তু কেন, ও বুঝতে পারে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[গ্রেক্কাস ও সিসেরোর রোমে ফিরে যাওয়া—পথে তাদের আলাপ, স্পার্টাকাসের স্বপ্ন এবং গ্রেক্কাস কেমন করে সে কথা শুনল—সেই সব কাহিনী।]

কেইয়াস ক্রাস্সাস আর মেয়ে দুটি এপ্পিয়ান সরণী ধরে কাপুয়ার পথে চলল। এদের একটু আগে বেরুল গ্রেক্কাস আর সিসেরো রোমের দিকে। ভিলা সালারিয়া শহর থেকে মাত্র এক দিনের রাস্তা এবং হয়তো ভবিষ্যতে এটা শহরতলী বলেই গণ্য হবে। অতএব সিসেরো, গ্রেক্কাস একটু ধীরে আস্তেই চলল। ওদের লিটর পাশাপাশি। সিসেরোর মাতব্বরির চাল আছে, খানিকটা ফচকেমীর স্বভাব আছে, কিন্তু রোমে গ্রেক্কাসের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা মনে করে তাকে সমীহ করতে হয়। আসলে গ্রেক্কাসের রাজনৈতিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

মানুষের প্রীতিলাভ করা এবং তাদের শত্রুতা এড়িয়ে যাওয়াই যাদের জীবনের ব্রত, তাদের সামাজিক আদানপ্রদান আচরণের মধ্যে কতগুলি বিশিষ্ট ভঙ্গি ক্রমশঃ গড়ে ওঠে। তাই গ্রেক্কাসকে পছন্দ করে না। এমন লোকের দেখা সে আজও পায়নি। সিসেরো যে খুব একটা ভালো লাগার মতো মানুষ তা নয়। বহু চালাক তরুণদের মতোই স্বার্থসিদ্ধির পরিপন্থী হলে নীতিকে সে আঁকড়ে ধরে বসে থাকে না। গ্রেক্কাস ওর মতোই সুবিধাবাদী। কিন্তু সিসেরোর সঙ্গে ওর তফাৎ এই যে নীতিকে সে শ্রদ্ধা করে। নীতি কতটা অসুবিধা ঘটায়, এই যা—কিন্তু গ্রেক্কাস সেই অসুবিধাগুলিকে এড়িয়েই যায়। সিসেরো নিজেকে জড়বাদী বলে জাহির করতে ভালোবাসে! কিন্তু কোন মানুষের মধ্যেই সুন্দর ও সুরুচি কিছুমাত্র আছে বলে ও স্বীকার করে না। তাই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রেক্কাসের যতটা আছে সিসেরোর ততটা নেই। এবং নেই বলেই এই পেট-মোটা বুড়োটার ধূর্ততা দেখে ওর মনে মাঝে মাঝে ধাক্কা লাগে। আসল কথা গ্রেক্কাস আর দশ জনের চেয়ে বেশী অসৎ নয়। সে শুধু আত্মপ্রবঞ্চনার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কঠিন সংগ্রাম করেছে। কারণ, ও দেখেছে আত্মপ্রবঞ্চনা ওর উচ্চাশা পূরণের প্রতিপন্থী হয়েছে।

আবার সিসেরোকে যতটা ঘৃণা ও করতে পারত ততটা করেনি। বরঞ্চ সিসেরো ওর কাছে একটা বিস্ময়। পৃথিবী বদলাচ্ছে। ওর চোখের সামনেই তো কত পরিবর্তন হল। শুধু রোমে নয়, তামাম দুনিয়ায়। সিসেরো যেন সেই

পরিবর্তনের অগ্রদূত। এ-কালের চালাক আর হৃদয়হীন যুবকদের গোটা যুগটাই যেন সিসেরো। গ্রেকাসও হৃদয়হীন; তবে তার মধ্যে অপরের দুঃখ-বেদনার কিছুটা স্থান আছে, করুণাও আছে, যদিও কাজের ক্ষেত্রে ওর হৃদয়হীনতার মধ্যে এ-সবের অনুপ্রবেশ ঘটে না। কিন্তু আধুনিক তরুণ-সমাজের মধ্যে দয়া-মায়া-শোক-দুঃখের কোন বালাই নেই। ওরা যেন নিরেট নিশ্ছিদ্র বর্ম এঁটে বসে আছে। সিসেরোর ওপর এ-সমাজের ঈর্ষা আছে, কারণ সিসেরো অত্যন্ত শিক্ষিত, ওর পারিবারিক বৃত্তিটি জমকালো। তাদের আরো ঈর্ষা সব কিছুর মধ্যে ওর ওই বিশিষ্ট হিম-শীতল ভাবটার জন্য। ঈর্ষা করে গ্রেকাসও—সে শক্তির ক্ষেত্রে যেখানে ও নিজে থেকে যায় দুর্বল।

"ঘুমলেন নাকি?" আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে সিসেরো। ডুলির ঝাঁকানিতে ওর নিজেরই ঝিমোনি আসছিল।

"না, ভাবছিলাম।"

"কি ভাবছিলেন? ভারী ভারী রাজকার্যের বিষয়!" হাল্কা সুরে জিজ্ঞাসা করে সিসেরো। মনে মনে ও ঠিক জানে ডাকাত বুড়ো নিশ্চয়ই কোন নির্দোষ সেনেটর বেচারার সর্বনাশের ফন্দি আঁটছে।

"না না, তেমন কিছু নয়। এই একটা পুরানো গল্পের কথা ভাবছিলাম। অতি পুরানো—কি রকম বোকা-বোকা সে-কেলে গল্পগুলি যেমন হয় সব।"

"বলুন না শুনি।"

"আপনার বিরক্ত লাগবে।"

"বেড়াতে বেরুলে শুধু শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেও তো বিরক্ত লাগে।"

"ঠিক আছে, এটা কিন্তু নীতির গল্প। নীতির গল্প তো সব-চেয়ে বিরক্তিকর। এখন কি আর এ সব গল্পের স্থান আমাদের জীবনে আছে?"

"বাচ্চাদের জন্য ভালো বই কি! আমার একটা প্রিয় গল্প আছে। যাঁকে নিয়ে এ-গল্প তিনি হয়তো আপনার দূরসম্পর্কের কেউ হবেন। ইনি হচ্ছেন গ্রেকাই-এর মা।"

"না, আমার কেউ নন-টন।"

"আমার বয়স তখন ছয়। সাত বছরও তখন হয়নি, একটা প্রশ্ন তুলে বসলাম।"

"ঐটুকু বয়সেই একেবারে পাকা ঝুনো!" হেসে গ্রেকাস বলে:

"তা ছিলাম।"

"আপনার মধ্যে সব চেয়ে আমার কি ভালো লাগে, জানেন? আপনি পরিবার-রূপী মহীরুহটি রোপণ করেননি।"

"ও তো আমার গুণ নয়, ও হল টাকার হিসেব—কম খরচ।"

"গল্পটা?"

"গল্প শোনার বয়স আছে?"

"বলেই দেখুন," সিসেরো বলে, "আপনার গল্প শুনে নিরাশ তো কখনও হইনি।"

"বাজে, অর্থহীন গল্প হলেও হবেন না ?"

"গল্প অর্থহীন হয় না। অর্থ থাকেই, তবে তা বোঝার মতো মগজ থাকা চাই।"

"তা হলে বলি," গ্রেকাস হাসে, "গল্পটা একজন মায়ের সম্বন্ধে। একটি মাত্র ছেলে মায়ের—লম্বা, ছিমছাম গড়ন, সুন্দর চেহারা। বুকের সমস্ত ভালোবাসা মা ছেলেকে উজাড় করে দিলেন। এত ভালোবাসা বোধ হয় দুনিয়ার কোন মা তার সন্তানকে দেননি।"

"আমি আমার মায়ের কথা ভাবছি। আমি ছিলাম তাঁর সমস্ত অনাচারের অন্তরায়।"

"ধরে নিন—বহুদিন আগের কথা এ। তখন মানুষের সৎপ্রবৃত্তি কিছু ছিল হয়তো। মা তাঁর ছেলেকে ভালোবাসতেন। ছেলের মধ্যে সূর্য উঠল, অস্ত গেল। ছেলে প্রেমে পড়ল। পড়ল এমন এক মেয়ের সঙ্গে—সে যেমনি রূপসী, তেমনি তার শয়তানী চরিত্র। খুবই সুন্দরী সে। কিন্তু ছেলেটার দিকে ফিরেও তাকায় না। একটু মাথা হেলিয়ে খাতির দেখানো, মোলায়েম করে একটু চাওয়া—কিচ্ছু না।"

"এ-রকম মেয়ে-মানুষ দেখেছি বৈকি। সিসেরো বলে।"

"অতএব প্রেমিকার জন্য হেদিয়ে মরতে লাগল ছেলেটা। আর প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হলেই তাকে অসম্ভব অসম্ভব নানা রকম চওড়া প্রতিজ্ঞা শোনাতো—মস্ত বড় এক প্রাসাদ বানিয়ে দেব তোমায়, দুনিয়ার দৌলত এনে পায়ে ঢেলে দেব—হেনো করেঙ্গে তেনো করেঙ্গে। মেয়েটি কানেও তোলে না এ-সব কথা, জানে এ-সব ফাঁকা আওয়াজ। একদিন সে এসবের বদলে অতি সাধারণ একটা উপহার চাইল—অসাধ্য সাধন-টাধন সে চায় না।

"সাধারণ জিনিস ? সে আবার কি ?" জিজ্ঞাসা করে সিসেরো।

গ্রেকাস গল্প করতে ভালোবাসে। একটু ভেবে সে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, "নিজের মায়ের কলজে। আর তা সে এনেও দিল। একটা ছোরা নিয়ে সটান বসিয়ে দিল মায়ের বুকে। তারপর বুকটা চিরে কলজেটা বের করে নিল। পরক্ষণেই খেয়াল হল এ কি করে বসল সে। ভয়ে, উত্তেজনায় পাগলের মতো সে ছুটতে লাগল। বনের মধ্য দিয়ে যেখানে সেই শয়তানী থাকত সেই দিকে। ছুটতে ছুটতে পায়ের আঙ্গুলে কিসের শিকড় জড়িয়ে গিয়ে সে পড়ে গেল আর হাত থেকে কলজেটা কোথায় যেন ছিটকে চলে গেল। উঠে সে ছুটে গেল ওটা কুড়িয়ে আনতে, কারণ এ-বস্তুটির বিনিময়েই সে তার বাঞ্ছিতার প্রেম লাভ করবে। যেমনি নীচু হয়ে ও কলজেটা তুলতে গেছে, শুনতে পেল হৃৎপিণ্ডটা বলছে, "বেশী লাগেনি তো বাবা।"

গ্রেকাস ভুলিতে গা এলিয়ে দিল, দুই হাতের আঙ্গুলের ডগাগুলি মাথায়

ঠেকিয়ে সেদিক চেয়ে ভাবতে লাগল।

"অতএব?" জিজ্ঞাসা করে সিসেরো।

"বাস্! আমি তো বলেছি এটা স্রেফ একটা নীতির গল্প, মানে টানে বিশেষ নেই।"

"ক্ষমা! এটা তাহলে রোমান গল্প নয়। আমরা রোমানরা তো ক্ষমায় অত দরাজদিল নই। সে যাকগে, এ গ্রেকাই-এর মা নয়।"

"ক্ষমা কে বলল? ক্ষমা তো নয় স্নেহ।"

"ও ঃ"

"ভালোবাসায় আপনার বিশ্বাস নেই?"

"অর্থাৎ ভালোবাসা সব কিছুর ওপর? কদাচ নয়—আমাদের রোমানদের চরিত্রেই তা নেই।"

"হায় ভগবান! আপনি কি দুনিয়ার সব জিনিসই রোমান আর অরোমান এই ভাবে ভাগ করতে পারেন?"

"বেশীর ভাগই।" সিসেরো জবাব দেয়।

"আপনি সত্যি তাই বিশ্বাস করেন?"

"সত্যি কথা বলতে গেলে করি না।" সিসেরো হাসে।

লোকটা আচ্ছা বেরসিক তো, গ্রেকাস ভাবে, ও বোধ হয় ভাবল এই সময়ে হাসা উচিত তাই হাসল। তারপর বলে ঃ "ভাবছিলাম আপনাকে রাজনীতি ছেড়ে দিতে বলব।"

"আচ্ছা!"

"সে যাই হোক, আমার পরামর্শে অবশ্যি আপনার কিছু যাবে আসবে না।"

"তবুও! আমার দ্বারা রাজনীতি হবে না, নিশ্চয়ই তা ভাবছেন না।"

"না, আমি তা বলছি না। তবে রাজনীতি যে কি বস্তু তা কি কোন কালে ভেবেছেন?

"অনেক কিছু। তবে তেমন পরিচ্ছন্ন নয়। কোনটাই বা একেবারে ধোপদুরুস্ত। আমি তো সারা জীবন ধরে রাজনীতি করলাম," গ্রেকাস বলে। মনে মনে ভাবে "লোকটা আমায় পছন্দ করে না, আমি আঘাত দিই সেও ফিরিয়ে দেয়। কেউ একজন আমায় পছন্দ করে না একথা মেনে নেওয়া অতি কঠিন কেন?"

"আমি শুনেছি আপনার মস্ত একটা গুণ আছে," সিসেরো বলে, "আপনি ভীষণ নাম মনে রাখতে পারেন। সত্যি? আপনি লাখ লাখ লোকের নাম মনে রাখেন?"

"এ হচ্ছে রাজনীতির আর এক ধোঁকা। নাম কিছু মনে রাখতে পারি বৈ কি, তা বলে লাখো লোকের নয়।"

"আমি শুনেছি হানিবাল তাঁর বাহিনীর প্রত্যেকটি সৈন্যের নাম জানতেন।"

"তাই। স্পার্টাকাসেরও ঐরকম তীক্ষ্ণ স্মৃতি-শক্তি ছিল। কিন্তু কেউ আমাদের ওপর যদি বিজয়ী হয়, আমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ বলেই হয়েছে একথা মেনে নিতে পারি না। ইতিহাসের ছোট বড় মিথ্যেগুলোর ওপর আপনার এত টান কেন বলুন তো।"

"সবই মিথ্যা ?"

"তা, অধিকাংশই," গ্রেকাস মোটা গলায় বলে, "ইতিহাস তো লোভ আর শঠতারই ব্যাখ্যা। এবং সে ব্যাখ্যাও সত্য-নির্ভর নয়। সে জন্যই আপনাকে রাজনীতির কথা জিজ্ঞাসা করেছি। ভিলায় কে একজন বলছিল স্পার্টাকাসের সেনাবাহিনীতে কোন রাজনীতি ছিল না। কিন্তু তা হতেই পারে না।"

"আপনি তো রাজনীতি করেন," সিসেরো বলে, "আচ্ছা, রাজনীতিবিদ্ বলতে কি বোঝায়।''

"জুয়াচোর," সংক্ষেপ জবাব দেয় গ্রেকাস।"

"আপনি নিশ্চয়ই মুখে এক মনে আর এক নন।"

"আমার ওই একটি গুণই আছে। গুণই শুধু নয় ভারী দামী গুণ। রাজনীতিওয়ালাদের মধ্যে ঐ গুণটাকে লোকে সততা বলে ভুল করে, দেখুন, আমরা একটা গণতন্ত্রে বাস করি। তার মানে হচ্ছে মুষ্টিমেয় লোকের অনেক আছে, অসংখ্য লোকের কিছুই নেই। যাদের কিছুই নেই তারা রক্ষা করবে যাদের অনেক আছে তাদের। শুধু তাই নয়, যাদের আছে তারা তাদের সম্পত্তি রক্ষা করবে, অতএব যাদের কিছু নেই তারা আপনার, আমার, কেইয়াসের মতো লোকের সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রাণ দেবে। আমাদের মতো লোকদের অনেক বান্দা গোলাম আছে। এরা আমাদের পছন্দ করে না। বান্দারা মনিব-বাবুদের ভারী ভালোবাসে—এমন স্বপ্ন নিয়ে মশগুল নিশ্চয়ই নই আমরা। আমাদের জন্য মোটেই তাদের দরদে বুক ফাটে না। অতএব গোলামদের হাত থেকে তারা আমাদের রক্ষা করতে আসবে না। আমরা যাতে গোলাম-বান্দা রাখতে পারি সেজন্য গোলামহীন অসংখ্য লোকদের প্রাণ দিতে প্রস্তুত হতেই হবে। রোমে প্রায় আড়াই লক্ষ হাতিয়ার-বন্দ্ সৈন্য আছে। আমরা যাতে আরামে নিরাপদে থাকতে পারি, ব্যক্তিগত ধন-দৌলত সম্পত্তি বাড়াতে পারি সেজন্য ঐ সৈন্যদের প্রস্তুত থাকতেই হবে বিদেশে যেতে, মার্চ করতে করতে পা ক্ষইয়ে দিতে, নরকের নোংরা আর দুর্দশার মধ্যে পচতে আর রক্তের মধ্যে ডুবে থাকতে। হতেই হবে তাতে রাজী। এই সৈন্যরা যখন স্পার্টাকাসের সঙ্গে লড়াই করতে গেল কি উদ্ধার বা রক্ষা করতে গেল তারা ? গোলামদের কিছুই ছিল না। সৈন্যগুলোর তো আরো নয়, তবে গোলামদের সঙ্গে লড়ে হাজারে হাজারে জান দিল কেন ? কত চাষী সৈন্য দলে ছিল তারাও ওই লড়াইতে মরল। কারা এই চাষীরা ? এরা জমি থেকে উৎখাত হওয়ার দল। জমি

খুইয়ে সৈন্যদলে এরা আগেভাগে নাম লিখিয়েছে। গোলাম দিয়ে আবাদ করিয়ে এ বেচারাদের ভূমিহীন সর্বহারা করে ছেড়েছে। আর এরা মরছে আমাদের সেই সব আবাদ রক্ষা করার জন্য। এর জন্যই বলতে ইচ্ছা করে—চরম অন্যায় সব। ভেবে দেখুন, বন্ধু সিসেরো, আজ যদি ক্রীতদাসেরা জেতে, আমাদের বীর রোমান সৈন্যরা খোয়াবেটা কি? বাস্তবিক পক্ষে ওদের তো সৈন্য লাগবে! ঠিক মতো চাষ-আবাদ করার জন্য যথেষ্ট গোলাম তো নেই। তখন সবাই জমি পাবে। আমাদের বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক তো ওই স্বপ্নই দেখে—এক টুক্‌রো জমি, আর ছোট একখানা ঘর—আপন ঘর। তা সত্ত্বেও নিজের স্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরমার করে ওরা যুদ্ধে যায় আমার মতো একটা বুড়ো হাব্‌ড়া ধুমসো শূয়োরের ষোলো বেহারার গদি-মোড়া ডুলিটা যাতে কায়েম থাকে সেজন্য অস্বীকার করতে পারেন এসব কথা?"

"সাধারণ কোন লোক যদি এসব কথা ফোরমের সামনে চেঁচিয়ে বলে তবে তাকে আমরা ক্রুশে ঝোলাই।"

"সিসেরো, সিসেরো!" হাসতে থাকে গ্রেকাস, "ভয় দেখাচ্ছেন নাকি? ঝোলাবেন নাকি আমায় ক্রুশে? পারবেন? আমি যা মোটা, তেমনি ভারী। বুড়োও হয়েছি," হাসে গ্রেকাস। "আমি খাঁটি কথাই বলছি, কিন্তু তা শুনে অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? অন্যের কাছে মিথ্যে কথাই বলতে হয়। কিন্তু আমরাও কি আমাদের নিজেদের মিথ্যেগুলোকে বিশ্বাস করব! একি সত্যি দরকার?"

"যা বলেন। কিন্তু আসল প্রশ্নটাই তো বাদ দিলেন। মানুষ সব এক রকম, না প্রত্যেকে আলাদা। ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিলেন বটে কিন্তু তার মধ্যে ঐ ফাঁকটা রয়ে গেল। আপনি ধরে নিয়েছেন যে মটর-শুঁটির মধ্যে প্রত্যেকটি দানা যে রকম একেবারে একরকম, প্রতিটি মানুষও তাই। কিন্তু আমি তা মানি না। একদল মানুষ আছে যাঁরা জ্ঞানে গুণে শ্রেষ্ঠ। দেবতারা তাঁদের শ্রেষ্ঠ করেই সৃষ্টি করেছেন, না পরিবেশের প্রভাবে তারা শ্রেষ্ঠ হয়েছেন, সে তর্ক থাক। কিন্তু এই শ্রেণীর মানুষই শাসক হবার যোগ্য। যেহেতু তাঁদের সেই ক্ষমতা আছে, তাই তারা প্রভু। আর বাকীরা যেহেতু জন্তুজানোয়ারের মতো তাই তাদের আচারআচরণও সেই রকম। আপনি একটা মতবাদ খাড়া করেছেন যার ব্যাখ্যা করা কঠিন। আপনি সমাজের একটা ছবি তুলে ধরেছেন কিন্তু বাস্তবটা যদি আপনার ছবির মতোই অযৌক্তিক হত, তবে সমাজের কাঠামোটা একদিনেই ধ্বসে পড়ত। আপনার আবোল তাবোল হেঁয়ালিগুলো যে কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা তো আপনি বোঝাতেই পারছেন না।"

"কেন পারব না?" গ্রেকাস মাথা দুলিয়ে বলে, "আমিই তো খাড়া করে

রেখেছি।"

"আপনি? একা?"

"সিসেরো, আপনি কি আমাকে একটা গবেট ভাবেন? জীবনের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসেছি। অনেক বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে গেছি। আসনটা এখনও উঁচুই আছে। আপনি আমাকে তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাজনীতিবিদ বলতে কি বোঝায়। রাজনীতিবিদ্‌রা হচ্ছেন যেমন এই নড়বড়ে বাড়িটার সিমেণ্ট। অভিজাতরা এই সিমেন্টের পলেস্তারা নিজেরা লাগাতে পারে না। তার প্রথম কারণ আপনাদের মতই তাদের চিন্তা-ভাবনার ধারা, আর রোমান নাগরিকেরা শুনতে নারাজ যে তারা জন্তু-জানোয়ারের সামিল। একদিন একথা আপনাদের বুঝতে হবে। দ্বিতীয় কথা হল, নাগরিকদের সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এদের হাতে ছাড়া থাকলে বেবাক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ত। কাজেই তাদের আমার মতো লোকদের কাছে আসতে হয়। আমাদের ছাড়া ওদের গতি নেই। বোকাদের আমরা চালিয়ে নিই। জনগণকে বুঝাই, বড় লোকদের জন্য মরাই হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। আর বড় লোকদের বোঝাই অন্যগুলোকে জীইয়ে রাখার জন্য আঙ্গুল একটু আধটু ফাঁক করতে হবে। আমরা জাদুকর। আমরা ভেলকি খেলি—একেবারে মোক্ষম ভেলকি। জনগণকে বলি তোমরাই শক্তি, তোমাদের ভোটই রোমের শক্তি আর গৌরব। পৃথিবীতে একমাত্র তোমরাই স্বাধীন জাতি। তোমাদের এই স্বাধীনতার চেয়ে বড় আর কিছু নেই, তোমাদের সভ্যতার মতো এমন চমৎকার সভ্যতা কোথাও নেই। এই সভ্যতার ধারক এবং বাহক তোমরাই। এই সব কথা শুনে তারা আমাদের প্রার্থীকে ভোট দেয়। আমরা হারলে তারা কাঁদে। আমরা জিতলে তারা উল্লাসে আটখানা হয়। তারা যে গোলাম নয় এতেই তারা গর্বিত এবং নিজেদের বেশ বড় মনে করে। যত নীচেই তারা নেমে যাক না কেন, হয়তো তারা এঁদো পাঁকে মুখ গুঁজে থাকে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে এবং এরিনায় গিয়ে আম-জনতার জন্য নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসে, নিজের শিশু-সন্তানকে গলা টিপে মারে, সরকারী ডোলে পেট ভরায়, কোন কাজে আঙ্গুলটিও ছোঁয়ায় না—সে যাইহোক, গোলাম তো নয় তারা। তাহলেই হল। এরা নিজেরা আবর্জনা কিন্তু গোলাম দেখলেই তাদের অহমিকা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আর হামবড়াই চাগিয়ে ওঠে। তখন তাদের খেয়াল হয় যে তারা রোমের নাগরিক এবং দুনিয়ার ঈর্ষার পাত্র। এই হচ্ছে আমার কলা-কৌশল। রাজনীতিকে হেলা করবেন না, মশাই।"

২

এত সত্ত্বেও গ্রেক্কাসকে সিসেরোর তেমন ভালো লাগল না। ক্রমে ওরা প্রকাণ্ড

বড় প্রথম ক্রুশটার কাছে এসে পৌঁছাল। এটা রোমের প্রাচীর থেকে কয়েক মাইল দূরে। চালার নীচে বসে ঝিমোচ্ছিল সেই মোটা লোকটি। তার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সিসেরো বলল :

"চেহারায় আর ধরনধারণে তো মনে হচ্ছে লোকটা নিশ্চয় রাজনীতি করে।"

"দেখে তো তাই মনে হয়। আসলে ও লোকটা আমার একজন পুরনো বন্ধু।"

গ্রেকাস হাতের ইশারায় ডুলিওলোকে থামতে বলল এবং অতি কষ্টে-সৃষ্টে নিজের ডুলি থেকে বেরুল। সিসেরোও নামল—হাত-পা একটু টান করতে পেরে খুশিই হল। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে। উত্তর দিক থেকে বৃষ্টির কালো মেঘ ভেসে আসছিল। সিসেরো সেই দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়।

"তা, যদি যেতে চান," গ্রেকাস বলে। সিসেরোকে তোষামোদ করার বাসনা আর ওর ছিল না। ও প্রায় ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। ভিলা সালারিয়ার কটা দিন ওর মনকে খিঁচড়ে দিয়েছে। কেন? এরকম হল কেন? ও কি তাহলে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে? ও কি দুর্বল হয়ে পড়ছে?

"আমি অপেক্ষা করছি," বলে সিসেরো তার ডুলির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। গ্রেকাস সেই লোকটির কাছে চলেছে—সেই দিকে চেয়ে রইল ও। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে গ্রেকাস আর সেই লোকটি পরস্পর পরিচিত। বিচিত্র গণতন্ত্র রাজনীতিওয়ালাদের আর তাদের মহল্লার। এ-যেন একটা আলাদা জগৎ।

"আজ রাতে," সিসেরোর কানে আসে গ্রেকাসের কথা। চালার তলায় বসা লোকটি মাথা দোলায়।

"সেক্সটাস!" চীৎকার করে ওঠে গ্রেকাস। "আমার কথা আমি বলে দিয়েছি, সেক্সটাসের জন্য আমার এক কড়ারও মাথাব্যথা নেই। হয় যা বলেছি তা কর, নয়তো আমি যত দিন বেঁচে আছি—বা তুমি যতদিন বেঁচে আছ, তোমার মুখ-দর্শন করব না আর। বেঁচে তুমি বেশী দিন নেই। পচা মাংসের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বেশী দিন আর বাঁচতে হবে না।"

"আমি দুঃখিত, গ্রেকাস।"

"দুঃখিত-টুঃখিত ছেড়ে দাও। যা বলছি কর।"

গ্রেকাস লম্বা লম্বা পা ফেলে ফিরে এসে ডুলিতে গিয়ে বসল। সিসেরো কোন প্রশ্ন করল না। কিন্তু শহরের গেটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ও গ্রেকাসকে সেই গল্পটার কথা মনে করিয়ে দিল—সেই এক মা আর ছেলের গল্প—মা ছেলেকে অসাধারণ ভালোবাসতেন।

"গল্পটা খুব মজার। কিন্তু আপনি যেন তার খেইটি কোথায় হারিয়ে ফেলেছেন।"

"আমি? সিসেরো, আপনি কি কখনও প্রেমে পড়েছেন?"

"কাব্যের মতো করে নয়। কিন্তু ওই গল্পটা?"

"গল্প ? আমার তো মনেই নেই, গল্পটা কেন বলেছিলাম ? নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু স্রেফ ভুলে গেছি।"

শহরে পৌঁছে দুজন আলাদা হয়ে গেল। গ্রেক্কাস নিজের বাড়িতে গেল। সন্ধ্যা উৎরে গেছে। প্রদীপের আলোয় স্নান সারল। তারপর গৃহ-পালিকাকে ডেকে বলল যে একজন অতিথির আসবার কথা আছে, একটু অপেক্ষা করেই খাবে সে। গৃহপালিকা মাথা নেড়ে সে যে বুঝেছে তা জানায়। গ্রেক্কাস শোবার ঘরে গিয়ে, বিছানায় শুয়ে……শূন্য দৃষ্টিতে, ভারাক্রান্ত মনে অন্ধকারের দিকে চেয়ে ও শুয়ে থাকে। মৃত্যু যেন বারে বারে এসে ওকে ঠেলা দেয়। মৃত্যুর অন্ধকার সম্বন্ধে একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে—সেটি হচ্ছে : 'মৃত্যুকে পথ ছেড়ে দাও।' অবশ্যি পথ ছেড়ে দেবে যদি না শয্যায় দয়িতা পাশে থাকে। কিন্তু গ্রেক্কাস তো কখনও কোন প্রেমিকার সঙ্গে শয়ন করেনি। ও মেয়েমানুষ কিনেছে বাজার থেকে—হ্যাঁ কিনেছে বৈকি, বুড়ো গ্রেক্কাস কিনেছে। কবে কোন্ মেয়ে খুশি হয়ে আপনা থেকে ওর কাছে এসেছে ? কেনা মেয়েদের ওপর একটা স্বত্ববোধ একটা একাত্মতা বোধ ও জোর করেই মনে আনার চেষ্টা করত, কিন্তু কিছুতেই ওর মনে তা আসত না।

ওডিসিউসের সেই অংশের কথা মনে পড়ে গেল গ্রেক্কাসের যেখানে ওডিসিউস মিথ্যা-প্রেমিকদের হত্যা করে প্রতিশোধ নিচ্ছে। ছোটবেলায় ও কোন গ্রীক শিক্ষকের কাছে পড়ার সুযোগ পায়নি। পেলে হয়তো গ্রীক ক্লাসিকের প্রতিটি পৃষ্ঠা ও তাঁর কাছে বুঝে নিতে পারত। নিজের চেষ্টায় যারা লেখা পড়া শেখে তাদের মতোই এই সব বইগুলো ও নিজে নিজেই পড়েছে। ওডিসিউসের যে-সব বাঁদীরা তাদের প্রেমিকদের শয্যায় রাত কাটাত তাদের প্রতি তার উৎকট, হিংস্র, অমানুষিক ঘৃণা দেখে ও অবাক হয়ে যেত। ওর মনে পড়ে কি ভাবে ওডিসিউস বারোজন বাঁদীকে দিয়ে তাদেরই প্রেমিকদের মৃতদেহ ভোজনোৎসবের হল থেকে বইয়ে এনেছিল এবং তাদেরই দিয়ে ওই মৃত-ব্যক্তিদের রক্ত হল থেকে পরিষ্কার করিয়েছিল। তারপর সেই বাঁদীদের প্রাণদণ্ড দিয়ে নিজের ছেলেকে বলে সে কাজ হাসিল করতে। পুত্র পিতাকে ছাড়িয়ে যায়। এক অভিনব পন্থা বের হয় তার মাথা থেকে। একটা দড়িতে বারোটা ফাঁস দিয়ে হতভাগিনী বারোজনকে সার দিয়ে ঝোলায় টেলেমেকাস ছাল ছাড়ান মুরগীর বাচ্চার মতো করে।

এত ঘৃণা কেন ? অবাক হয়ে ভাবে গ্রেক্কাস। এই বন্য, হিংস্র, ভয়ানক ঘৃণা ! যদি না প্রতিটি বাঁদী ওডিসিউসের শয্যার অংশীদার হত ! প্রায়ই এ কথা মনে হয় ওর। ওডিসিউসের বাড়িতে পঞ্চাশটি ক্রীতদাসী ছিল এবং প্রত্যেকেই ইথাকার ওই নীতিপরায়ণ ভদ্রব্যক্তিটির রক্ষিতা ছিল এবং সু-ধীরা পেনিলোপী এরই জন্য প্রতীক্ষায় দিন গুণেছে।

গ্রেক্কাসও তাই করে। স্ত্রীজাতির সঙ্গে ওর সম্পর্কও ওডিসিউসের চেয়ে কোন অংশে ভালো নয়। অবশ্য অন্যের সঙ্গে রাত কাটানো কোন বাঁদীকে ও হত্যা করেনি—ওর সভ্য রুচিতে বেধেছে। ওর সুদীর্ঘ জীবনেও আজ অবধি মেয়ের জাতটা কি কেমন, তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ও গুমর করে সিসেরোকে বলেছে কোন কিছুর মূল সত্যকে স্বীকার করতে ও ভয় পায় না। কিন্তু ও যে পৃথিবীতে বাস করে সেই পৃথিবীর নারী জাতি সম্বন্ধে যে সত্য, তার মুখোমুখি দাঁড়াতে ও ভয় পায়। এবং এতদিন পরে, ওর জীবনের দীর্ঘ পথের শেষে এক নারীর দেখা মিলল—সে মানুষই—মনুষ্য জাতি থেকে যে অপকৃষ্ট নয়। হয়ত এ একটা অদৃষ্টের অতি চমৎকার বিদ্রূপ। কিন্তু মুশকিল হল, ওর খুঁজে বের করতে হবে সেই নারীকে।

একজন গোলাম এসে দরজায় টোকা দিল। ও সাড়া দিলে খবর দিল যাঁর আহারের নিমন্ত্রণ ছিল, সেই অতিথি এসেছেন।

"এক্ষুণি আসছি। ওঁকে আদরযত্ন করে বসাওগে ততক্ষণ। লোকটা দেখতে নোংরা, ছেঁড়া জামা-কাপড় পরা হবে, কিন্তু কেউ যদি ওকে অসম্মান করিস তো চাবকে শেষ করব। হাত-মুখ ধোবার জন্য গরম জল দিবি, আর একটা হালকা মতো টোপা দিবি। ওর নাম জেনে রাখ ফ্লেভিয়াস মার্কাস। ভদ্রভাবে ওর নাম নিয়েই ডাকবি।"

সম্ভবত হুকুম মতোই সব কাজ হয়েছিল। কারণ গ্রেক্কাস খাবার ঘরে এসে দেখতে পেলেন তাঁর অতিথি অর্থাৎ প্রথম ক্রুশের কাছে বসে থাকা সেই মোটা লোকটি দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিট্ফাট হয়ে আরামে সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছে। খালি একটু কামানো দরকার। গ্রেক্কাসকে দেখে বোধহয় সে খেয়াল হল। মুখে হাত বুলাতে বুলাতে বলল :

"এতই তো করলেন—একটু কামাবার ব্যবস্থাও যদি—"

"আচ্ছা আচ্ছা সে হবে খন। এখন চল খেয়ে নেওয়া যাক, দারুণ ক্ষিধে পেয়েছে হে। ভোরবেলা নাপিতের ব্যবস্থা করা যাবেখন। রাতটা একটু ঘুমিয়ে টুমিয়ে নিয়ে, ভোরবেলা উঠে স্নান করে তারপর কামানো, সে আরো ভালো হবে। সকাল বেলা একটা পরিষ্কার টিউনিক আর এক জোড়া ভালো জুতো দেব। আমাদের দুজনের মাপ প্রায় একই রকম, সুতরাং আমার জিনিস ঠিক মানিয়ে যাবে তোমার।"

এদের দুজন মাপে চেহারায় প্রায় একই রকম—সুতরাং দুইজনকে ভাই বলে সন্দেহ করা যায়।

"সেক্সটাসের দেওয়া এই চাকরিটি ছেড়ে দিতে হবে। অবশ্য যদি তার কাজ ছেড়ে আমার কাছে হাত পাতবার জন্য তার গালাগালির ভয় না কর।"

"আপনার আর কি, বলতে তো গায়ে লাগে না," ফ্লেভিয়াস আবদেরে

গলায় বলে। আপনার বরাত ভালো, গ্রেকাস, সব কিছুই বেশ সুবিধেমত হয়ে গেছে—ধন, আরাম, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি সব। আপনার জীবনটা যেন বাটিভরা ক্ষীর-সর-ননী। কিন্তু আমার বেলায় তো তা হয়নি, মশাই। জেনে রাখুন, একটা পচা গলা মুর্দার নীচে হা-পিত্যেশে তাকিয়ে থাকা আর বানিয়ে বানিয়ে সাতখানা মিথ্যে বলা যাতে দর্শকদের হাতের তেলো তেলতেলে হয়ে তা থেকে দু চার পয়সা গলিয়ে এসে আমার কাছে পড়ে। ভিখিরীপনা করা ভারী বিচ্ছিরি নোংরা জিনিস। সে যাই হোক, আমার অবস্থা যখন চরমে এসে পৌঁছায়, এই সেক্সটাসের দৌলতেই এটুকু জোটে। আবার যদি কখনও তার কাছে যেতে হয় সে নির্ঘাত বলবে, "আর আমার কাছে কেন হে বাপু। যাও তোমার মহানুভব রক্ষাকর্তা, পরম দোস্তটির কাছে। এই সে বলবে। তখন ? সে আপনাকে দারুণ ঘেন্না করে। আমায়ও ছাড়বে না তখন।"

"করুক, বয়েই গেল," গ্রেকাস বলে, "সেক্সটাস একটা ব্যাং, একটা আরসোলা, একটা ফচ্‌কে মহল্লা সরদার। তোমায় ঘেন্না করবে ? করুক। এখন যা বলছি কর, এই শহরেই একটা যাহোক কিছুতে লাগিয়ে দেওয়া যাবে তোমায়—একটা কেরানীগিরি, দালালিগিরি যাই হোক, যাতে দুটো পয়সা হাতে পাও, একটু ভদ্রলোকের মতো থাকতে পার। তাহলে সেক্সটাসের পা চাটতে হবে না আর গিয়ে।"

"এক সময় বহু বন্ধুবান্ধব ছিল—সে যখন আমি তাদের কাজে লাগাতাম এখন আমি নর্দমায় পড়ে মরলেও—"

"আমার কাজে তো লাগছ," গ্রেকাস বাধা দিয়ে বলে, "চল সেই হিসাবেই একটা রফা করা যাক। এখন খেয়ে নাওতো বাপু, ঘ্যান্‌ ঘ্যানানি ছেড়ে। হায় ভগবান্‌! সৌভাগ্য তোমার দুয়ারে হাজির। তুমিই 'এই যে কেমন আছেন," বলে তাকে হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করতে পারছ না। তোমার যে কিসের এত ভয় বুঝি না।"

খাদ্য পানীয় ফ্লেভিয়াসকে খানিকটা নরম করে আনল।

গ্রেকাসের রান্নাঘরে ছিল একটি মিশরী স্ত্রীলোক। তার হাতের এক বিশেষ ধরনের রান্না পাখীর মাংস ছিল অতি উপাদেয়। হাড়গোড় বের করে পাখীটার মধ্যে মিহি যবের আটা আর বাদামের পুর ভরে ধীরে ধীরে বেশ করে সেঁকে ওপরে ছিটিয়ে দিত ব্রাণ্ডি আর ডুমুরের সিরাপ। এই পদটি পরিবেশন করা হত ফোলো নামে একরকম সসেজের ছোট ছোট টুকরোর সঙ্গে। খাওয়া শুরু হল তরমুজ দিয়ে। তার পরে এল ওই পাখীর মাংস আর ফোলো। ফোলো তৈরী হত ভেড়ার বাচ্চার জিভ সেঁকে তার কিমা আর একরকম লেবুর খোসা দিয়ে। সারা শহরে এর ভারী নাম। যা তার, নাম তো হবেই। তারপর এল রসুন দিয়ে সুঘ্রাণ করা কুচোনো চিংড়ির ক্রীম সুপ। এরপরে খেজুর আর

আঙুরের পুডিং—সঙ্গে সেঁকা শূয়োরের মাংসের কাগজের মতো পাতলা পাত। তারপর ঝল্‌মলে সাদা মাছ—ওপরে তন্দুরী ছত্রাক ছিটোন। এ সবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছিল গরম গরম সাদা রুটি আর লাল মদ। ভোজন পর্বের উপসংহার হ'ল বাদাম বাটা আর তিলের পেস্ট্রি দিয়ে। খেয়ে দেয়ে চিৎ হয়ে এলিয়ে পড়ল ফ্লেভিয়াস। মুখে তৃপ্তির আমেজ আর হাসি। বিরাট ভুঁড়িটি ধরে লয়ে ওঠানামা করছে।

"গ্রেক্কাস, পাঁচ বছরের মধ্যেও এমন খাওয়া খাইনি। পৃথিবীর মধ্যে ভালো খাওয়াই হচ্ছে সর্ব-জ্বালা-হর মলম। আরে বাব্বা, কি খাওয়া! এমনি খাওয়া রোজ রাতে খান আপনি? নাঃ, গ্রেক্কাস, জব্বর লোক আপনি। আর আমি একটা বুড়ো পাঁঠা। যা আপনি পেয়েছেন, যোগ্য হাতেই এসেছে—আমার রাগ-হিংসে করার কোন হেতু নেই। এখন আপনি যা করতে বলেন সব শুনব। এখনও কিছু কিছু গুণ্ডা, খুনে, আড়কাঠি কিছু কিছু মেয়েমানুষ আছে হাতে। অবশ্যি জানি না এমন কি কাজ যা আপনি নিজে করতে পারেন না বা আরো ভালো করে করিয়ে নিতে পারেন না। সে যাই হোক, যা বলবেন করতে প্রস্তুত আমি।"

"বেশ, ব্রাণ্ডি খেতে খেতে আলোচনা করা যাবে," গ্রেক্কাস বলে। দুজনের জন্ম দু গ্লাস ব্রাণ্ডি ভরে নেয়। তারপর বলে ঃ

"বোধ হয়, কিছু গুণটুন আছে তোমার। অবশ্যি রোমের সবাইকে চেনে, মানুষের দেহ আত্মা দুঃখকষ্ট নিয়ে কাজকারবার করে, এমন লোক যে পেতাম না তা নয়। আমার কাছে যারা আসে যায় তাদের আমি এর সঙ্গে জড়াতে চাই না। আমি চাই কাজটা ভালো করে আর চুপচাপ হাসিল হয়।"

"আমি মুখ বন্ধ করে রাখতে জানি," ফ্লেভিয়াস বলে।

"তা, জানি। সেই জন্যই তোমায় ডেকেছি। একটি স্ত্রীলোকের সন্ধান করতে হবে। একটি ক্রীতদাসী। ওর খোঁজ করে যত দামই লাগুক কিনে আনতে হবে। কাজটা হাসিল করতে যা লাগে, পরোয়া করো না।"

"কি রকম মেয়েমানুষ বলুন তো? বাজারে তো কতই মেয়েমানুষ পাওয়া যায়। আর ওই দাস-যুদ্ধের পর বাঁদীতে বাজার ছেয়ে গেছে। তবে একটু আলাদা রকম হলে তার যে-কোন দর হতে পারে। আপনি যা চান—কালো বা সাদা, হলদে, বাদামী, কুমারী, বেশ্যা, বুড়ি, ডব্‌কা ছুঁড়ি, সুন্দর, কুচ্ছিত, কালো চুল, কটা-চুল, লাল-চুল, যা চান, বোধ হয় যোগাতে পারব।"

"না, কোন রকম-টকম নয়," গ্রেক্কাস ধীরে ধীরে বলে, "আমি বিশেষ এক জনকে চাই।"

"বাঁদী?"

"হ্যাঁ।"

"কে ?"

"ওর নাম ভেরিনিয়া, স্পার্টাকাসের স্ত্রী।"

"ও!" সন্ধানী দৃষ্টিতে ফ্লেভিয়াস গ্রেকাসের দিকে চেয়ে থাকে, তারপর এক ঢোক ব্রাণ্ডি খায়। আবার গ্রেকাসের দিকে তাকায়। জিজ্ঞাসা করে:

"মেয়েটি কোথায় ?"

"জানি না।"

"আপনি তো চেনেন তাকে ?"

"চিনিও বটে, আবার চিনিনাও বটে। কখনও চোখে দেখিনি।"

"আঃ,।"

"হতচ্ছাড়া বক্তাদের মতো আঃ আঃ বলা ছেড়ে দাও তো।"

"বুদ্ধিমানের মতো কিছু বলতে চেষ্টা করছি।"

"তুমি আমার দালাল, ভাঁড় নও," গ্রেকাস চটে গিয়ে বলে, "খুব ভালো করে জানো, তোমায় কি করতে বলেছি।"

"আমাকে একজন মেয়েমানুষকে খুঁজে বের করতে বলেছেন কিন্তু সে কোথায় আপনি জানেন না, তাকে চোখেও দেখেন নি। দেখতে কেমন বলতে পারেন ?"

"বেশ লম্বা, শক্ত গড়ন, কিন্তু দোহারা। উঁচু ভরা বুক। মেয়েটি জার্মান। এবং জার্মানদের মতোই খোড়ো রঙের চুল, নীল চোখ। কান দুটি ছোট, উঁচু কপাল, খাড়া নাক কিন্তু ছোট নয়, বসে-যাওয়া চোখ, ভরাট ঠোঁট—নিচের ঠোঁটটি একটু ভারী। অশুদ্ধ লাতিন বলে। লাতিন একদম জানে না বলে ভান করে—থ্রেশীয় ঢং-এ গ্রীক ভাষা বরঞ্চ ভালো বলে। মাস দুই আগে একটা বাচ্চা হয়েছে, হয়তো বেঁচে নেই বাচ্চাটা। বাচ্চাটা মরে গেলেও বুকে দুধ নিশ্চয়ই আছে। তাই না ?"

"নাও থাকতে পারে, বয়স কত আন্দাজ হবে ?"

"ঠিক জানি না: তেইশ থেকে সাতাশের মধ্যে কিছু একটা হবে—ঠিক বলতে পারছি না।"

"হয়তো বেঁচে নেই।"

"খুব সম্ভবতঃ। মরে গেলেও খোঁজ নিয়ে জানতে হবে। সে যে মরেছে সে প্রমাণ চাই। মরে গেছে বলে আমার মনে হয় না। আত্মহত্যা করবার মত মানুষ নয় সে। এবং ও রকম একটি মেয়েকে সহজে মারাও যায় না।"

"আত্ম-হত্যা যে করবে না আপনি কি করে জানলেন ?"

"আমি জানি, তবে বলে বোঝাতে পারব না, কিন্তু জানি।"

"স্পার্টাকাস হেরে যাবার পর বোধ হয় হাজার দশেক স্ত্রীলোক আর বাচ্চা-সহ পুরো শিবিরই দখল করা হয়েছিল না ?"

"বাইশ হাজার শিশু ও নারী ছিল। বারো হাজার তো লুটের মাল হিসেবে

সৈন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়। এ ধরনের কেলেঙ্কারী আমি কখনও শুনিনি আর। ক্রাসসাস এর পেছনে ছিল। সে নিজের ভাগের লুটের সম্পত্তি সরকারী কোষাগারে জমা দেয় ওই কুকীর্তি চাপা দেবার জন্য। অবিশ্যি তেমন বেশী কিছু না। কেন কে জানে, ওর ভাগে সামান্যই পড়েছিল। নিজে কোন বান্দা, বাঁদী নেয়নি—ভারী একটা মহত্ব দেখাল। বাজারের হাল তো সে জানত।"

"এই মেয়েদের মধ্যে কি ভেরিনিয়াও ছিল?"

"হতেও পারে, নাও হতে পারে। তাদের নায়কের স্ত্রী ছিল সে। নিশ্চয় তার নিরাপত্তার জন্য বিশেষ কিছু বন্দোবস্ত করেছিল তারা।"

"জানি না, তবে ওরা তো সব সমান, সব সমান—বলে খুব হাঁকডাক করত!"

গ্রেকাস তার নিজের গ্লাস শেষ করে, অন্য গ্লাসটার দিকে তার মোটা আঙুল দেখিয়ে বলল :

"এখন বল, রাজী না অরাজী। বক্‌বক্ করে তো আর মুস্কিল আসান হবে না। ফ্লেভিয়াস, সাংঘাতিক পরিশ্রম করতে হবে।"

"জানি। কতটা সময় দেবেন?"

"তিন সপ্তাহ।"

"বাস্—স্?" দুই হাত ছড়িয়ে ফ্লেভিয়াস বলে, ওটা কি সময় হল? হয়তো সে রোমে নাই। কাপুয়ায় লোক পাঠাতে হবে তাহলে। সেখানে না থাকলে সাইরাকিউস, সিসিলি হয়তো স্পেনে আফ্রিকায়ও। একটু বুঝে দেখুন। অবুঝ হবেন না।"

"যতটা পারি বুঝেই বলেছি। চুলোয় যাক্ সব। যাও সেকস্‌টাস্-এর কাছেই ভিক্ষে করোগে।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, গ্রেকাস, অত চটে যাচ্ছেন কেন? আচ্ছা, যদি কয়েকটা মেয়েকে কিনতে হয়—যা বর্ণনা দিলেন তার সঙ্গে কত মেয়ের তো মিল হতে পারে।"

"বহু মেয়েরই মিল হতে পারে। কিন্তু মিল হলেই তো আর যাকে তাকে দিয়ে আমার চলবে না, আমি ভেরিনিয়াকেই চাই।"

"যদি তাকে পাওয়াই যায়, কত পর্যন্ত দাম দিতে পারি?"

"যা চায় তাই দেব।"

"বেশ, আমি রাজী, গ্রেকাস। ব্রাণ্ডিটা বড় চমৎকার, আমাকে আর এক গ্লাস ঢেলে দিন, দয়া করে।" ব্রাণ্ডি ঢালা হলে ফ্লেভিয়াস কোচের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে একটু একটু করে ব্রাণ্ডি খেতে খেতে দেখতে লাগল সেই মানুষটিকে যার কাজে সে নিযুক্ত হ'ল। এক সময়ে বলল :

'আমার মগজ আছে কিছু কিছু, কি বলেন গ্রেকাস!"

"অালবৎ আছে।"

"কিন্তু তাও তো গরীবই রয়ে গেলাম, কিছুই হল না আমার দ্বারা। আচ্ছা গ্রেক্কাস, যাবার আগে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি? ইচ্ছে না হয় জবাব দেবেন না, কিন্তু রাগ-টাগ করবেন না যেন।"

"কর জিজ্ঞাসা।"

"এই স্ত্রীলোকটিকে চাইছেন কেন?"

"রাগ করছি না, কিন্তু অনেক রাত হ'ল; দুজনেরই শুতে যাওয়া উচিত। আগের মত বয়স তো আমাদের কম নেই।"

৩

সেকালে পৃথিবীটা এখানকার মতো এত বড়ও ছিল না, এত জটিলও ছিল না। তিন সপ্তাহ শেষ হবার আগেই ফ্লেভিয়াসের আবির্ভাব গ্রেক্কাসের বাড়িতে; সমাচার—তার কাজ সফল। লোকে বলে টাকার দু পিঠ বড় মোলায়েম এবং যে টাকা নিয়ে নাড়াচাড়ি করে, ও-বস্তুর ঘসটানিতে সে শুদ্ধ মোলায়েম পালিশ হয়ে যায়। ফ্লেভিয়াস আর সে ফ্লেভিয়াস নেই, একেবারে আলাদা মানুষ। ছিম্ ছাম্ বেশ-বাস, চিক্কণ ক্ষৌরী, একটা শক্ত কাজ বুকে করে হাসিল করতে পারায় আত্ম-বিশ্বাসে ডগমগ। দুজনে পানীয়ের গ্লাস নিয়ে বসল। ফ্লেভিয়াস ধীরে সুস্থে তার কাহিনী শোনাতে লাগল। গ্রেক্কাসের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে চায়, কিন্তু নিজেকে সংযত করে রাখে। ফ্লেভিয়াস বলে চলে:

"প্রথমে যা আরম্ভ করলাম তা ভারী গোলমেলে কাজ। যে সব অফিসার লুটের মালের ভাগ পেয়েছে তাদের খোঁজ করলাম। ভেরিনিয়া যদি সুন্দরী হয়, গড়ন-পেটন ভালো হয় তবে আমার হিসাবমত সে প্রথম দলের ভাগে পড়বে। কিন্তু ব্যাপারটা হল যে বাঁদীদের ঐ ভাবে ভাগবাটোয়ারা করে নেওয়াটাই বে-আইনী। অফিসার আছে পাঁচ ছয় শ। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই মুখ খুলতে অনিচ্ছুক, অতএব বুঝতেই পারছেন কি ঝামেলার কাজ। যাই হোক, আমাদের কপাল ভালো। মনে ছিল লোকেদের—স্পার্টাকাসের হারার খবর যখন পৌঁছুল, ভেরিনিয়া তখন আঁতুড়ে। কিছুতেই সে বাচ্চা ছাড়বে না। মনে আছে সকলের এ কথা। কেউ জানতো না ও স্পার্টাকাসের বউ, ওর নাম ভেরিনিয়া। যুদ্ধের ঠিক পরে পরেই ক্রাসসাস একদল অশ্বারোহী সৈন্য পাঠায়, গোলামদের যেখানে ঘাঁটি ছিল, সে শহরই বলুন, ছাউনী বলুন, বা গ্রামই বলুন সেখানে।

অশ্বারোহী সৈন্যের পেছনে যায় পদাতিক বাহিনী। সেখানে যে মেয়েছেলেরা আর বাচ্চারা ছিল—তাদের মধ্যে তেরো চৌদ্দ বছরের জন কয় ছেলেও ছিল—বাধা দিল বটে, কিন্তু লড়াই-টরাই তেমন আর হয়নি। হবে কোত্থেকে? ওরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। সবে তাদের কাছে খবর পৌঁছেছিল যে দাস-বাহিনী নির্মূল হয়ে গেছে। আপনি তো জানেন যুদ্ধের পর সেপাইদের কি হাল হয়। আর ঐ গোলামদের সাথে লড়াই করা আর কিছু বনভোজন করা নয়। ওরা—"

"সৈন্যদের মর্জি-মেজাজের কথা দশবার আউড়ে লাভ নেই—আসল ঘটনা বল," গ্রেকাস বলে।

"আমি পরিস্থিতিটা বোঝাতে চেয়েছিলাম। বলতে চাই যে বে-পরোয়া খুন-খারাবী হল—কেননা সৈন্যরা চটে-মটে ছিল। বেফায়দা বহু মানুষ মারল। ভেরিনিয়ার সবে বাচ্চা হয়েছে। জানেন তো বান্দার বাচ্চা তার ওজন সোনায় বিকোয় না। আমি আসলে হদিসটা পেলাম একজন সেপাইয়ের কাছে গল্প শুনে। এখন হয়েছে কি, একটা সেপাই বাচ্চাটার ঠাং ধরে তাকে আছাড় দিতে যাচ্ছে এমন সময় ক্রাস্‌সাস থামায় লোকটাকে। বাচ্চাটা বেঁচে গেল। আর সেপাইটাকে নিজের হাতে আধমরা করে ছাড়ল ক্রাসসাস। ক্রাসসাস যে অমন করে মারতে পারে সাতজন্মে কেউ ভাবতে পারে না। পারে? বলুন!"

"ক্রাস্‌সাসের সম্বন্ধে কে কি ভাবে না ভাবে তা নিয়ে আমার কি এল গেল? কি রকম হে তুমি—হাওয়া ভর্তি থলে? এখন বল, ভেরিনিয়াকে খুঁজে পেলে? আমি কি তাকে পাব? ওকে কিনতে পারলে কি না?"

"কিনতে পারিনি।"

"কেন?" হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ে লাফিয়ে উঠল গ্রেকাস; গর্জন করে উঠল। দেখে ভয় করতে লাগল। গ্রেকাসের এ পরিবর্তন অভাবনীয়। ফ্লেভিয়াসের দিকে এগিয়ে আসতেই ফ্লেভিয়াস ভয়ে কুঁকড়ে পিছু হটতে হটতে চেয়ারে বসে পড়ল। গ্রেকাস মুঠো করে ওর টিউনিকের গলা ধরে মোচড়াতে মোচড়াতে চীৎকার করতে লাগল:

"হোঁৎকা-অপদার্থ কোথাকার! বল, সে বেঁচে আছে না মরে গেছে। সব ভণ্ডুল করে দিলি তুই। যে-নর্দমার পাঁক তুই সেই নর্দমায়ই তোর আবার গতি করে তবে ছাড়ছি। পচে মর সেখানে।"

"সে মরেনি—।"

"এত হাওয়া তোর পেটে পোরা! কথায় বেরোয় না—না? বাতকর্ম হয়ে বেরোয়, কেমন? ওকে কেনা হয়নি কেন?" ফ্লেভিয়াসকে ছেড়ে দেয় গ্রেকাস, কিন্তু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে।

"শান্ত হয়ে বসুন তো," ফ্লেভিয়াস হঠাৎ গলা তুলেই বলে ওঠে, "আপনি আমাকে একটা কাজের ভার দিয়েছিলেন, আমি তা করেছি। গ্রেকাস, আমি

হয়তো আপনার মতো বড় লোক নই। হয়তো নর্দমায়ই আবার আমায় ফিরে যেতে হবে, কিন্তু তাই বলে ওভাবে আমার সঙ্গে কথা বলার আপনার অধিকার নেই। আমি আপনার কেনা গোলাম নই। আমার অবস্থা এমনিতে যথেষ্ট খারাপ। তা আরো খারাপ নাই বা করলেন।"

"আমি দুঃখিত।"

"তাকে কিনিনি, কারণ সে বিক্রীর জিনিস নয়। বাস্।"

"দাম ?"

"না, দামের প্রশ্নই নয়। সে এখন ক্রাস্‌সাসের। তার বাড়িতেই থাকে। তাকে বিক্রী করা হবে না। আপনি কি ভাবেন আমি চেষ্টা করিনি ? ক্রাস্‌সাস কাপুয়ায় ছিল। সে ওখানে থাকতে থাকতে আমি দালালদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। উঁহুঃ, সে গুড়ে বালি। ওরা মুখই খুলল না কেউ। অন্য দশটা কথা কইতে কইতে যেই ও কথায় এল—বাস্, দড়াম করে হুড়কো বন্ধ হয়ে গেল। ও রকম কোন মেয়েমানুষের কথাই জানে না তারা, কোন দরদামের কথা দূরে থাক্। কোন হিসাব কিতাবও করবে না তারা। আমি তাদের হাতে টাকা যাকে বলে ঢেলে দিলাম। কিন্তু লাভ হল না। নাপিত, বাবুর্চি, ঘরকন্না দেখা শোনা যে করে এদের যে লাগাতে পারতাম না ইচ্ছা করলে তা নয়। সব করতে তারা প্রস্তুত—এমন কি গত বছর যে সিরিয়ান সুন্দরীটিকে ক্রাস্‌সাস কিনেছিলেন তাকে নিয়ে দরাদরিও তারা বেশ আগ্রহ নিয়েই করল, মেয়েটিকে আমাদের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করতেও তারা ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু ভেরিনিয়া ? নৈব নৈব চ।"

"তাহ'লে কি করে জানলে সে-ই ভেরিনিয়া, আর ভেরিনিয়াই যে ওখানে আছে, তাই বা কি করে জানলে ?"

"খবরটা আমি টাকা খরচ করে যোগাড় করেছি যে-গোলামটি ক্রাস্‌সাসের জামাকাপড় দেখে শোনে, তার কাছ থেকে। ভাববেন না যে ক্রাস্‌সাস ছোট্ট একটি সুখী পরিবার নিয়ে দিব্যি আছে। ওর একটি ছেলে আছে, যে ঘেন্নায় ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে ; বৌ আলাদা থাকে—পারলে ওর গলা কাটে। বাড়িটা একটা কুচক্রের ঘাঁটি। অতি চমৎকার। তাই সংবাদটাই কিনতে পারলাম—কিন্তু ভেরিনিয়াকে কিনতে পারলাম না।"

"ক্রাস্‌সাস তাকে কেন বাড়িতে রাখছে তা বের করতে পেরেছিলে ?"

ফ্লেভিয়াস হাসে। বলে : "পেরেছি বৈকি ! ক্রাস্‌সাস ওকে ভালোবাসে।"

"কি ?"

"মহান ক্রাস্‌সাস, প্রেমের সন্ধান পেয়েছেন।"

তারপর গ্রেক্কাস ধীরে ধীরে, ভেবে-চিন্তে বিচার করে বলে, "জাহান্নামে যাও। শোন ফ্লেভিয়াস, যদি কোন দিন এসব কথা আলোচনা কর, এ সম্বন্ধে

একটি কথাও যদি এদিক ওদিক যায়, একটি কথাও যদি কোথাও কানাঘুষা করতে শুনতে পাই তবে, শুনে নাও, তোমায় ক্রুশে ঝুলতে হবে।

"ও আবার কি রকম কথা! আপনি ভগবান নন গ্রেক্কাস।"

"না, না, নই। ভগবান কেন, কোন দেবতার সঙ্গে আমার লতায় পাতায়ও কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের চাইতে ভাগ্যবান মূর্খের দল ও রকম দাবী করে বটে। কিন্তু আমার কোন সম্পর্ক নেই। তবে আমি ভগবানের কাছাকাছি। রোমের রাজনীতিক্ষেত্রে ভগবানের অত কাছাকাছি আমার মত আর কেউ কোন কালে যেতে পারেনি। এবং সেই জন্যই তোমাকে টিট করবার ও ক্রুশে ঝোলাবার ক্ষমতা আমার আছে।"

পরদিন বিকালবেলা গ্রেক্কাস চলল, সাধারণের স্নানাগারের দিকে। জরুরী রাজনৈতিক প্রয়োজন। এ ওর একটা পদ্ধতি বিশেষ। এবং এই পদ্ধতি সাধারণতঃ অপুরস্কৃত থাকে না। এই স্নানাগারগুলি ক্রমশই রাজনৈতিক ও সামাজিক কেন্দ্র হয়ে উঠছিল। স্নানাগারগুলিতেই সেনেটর ও ম্যাজিস্ট্রেটদের ভাঙ্গা-গড়া হত। এ-হাত ও-হাত হত কোটি কোটি টাকা। এই স্নানাগারগুলি ছিল স্টক এক্সচেঞ্জ ও রাজনৈতিক ক্লাব। কিছুদিন পরে পরেই স্নানাগারে দর্শন দেওয়া ছিল অবশ্য-কর্তব্য। তিনটে বড় বড় স্নানাগারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গ্রেক্কাস। এগুলি ছিল নানা সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত। এর মধ্যে একটার নাম ছিল ক্লোটাম। এটা অপেক্ষাকৃত নূতন। অন্য দুটো পুরনো হলেও এখনও যথেষ্ট জলুস আছে। এগুলোতে সব নাগরিকেরই নির্বিশেষ প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু প্রবেশ মূল্য এত কম ছিল যে দরিদ্রেরও তা সাধ্যায়ত্ত। কিন্তু এগুলোর একটা বিশেষ সামাজিক মান তৈরী হয়ে গিয়েছিল। সেই কারণে রাম-শ্যাম-যদুরা এখানে আসত না।

ভালো মৌসুমে সারা রোম বিকেলে বেরিয়ে পড়ত বাইরে। এমনকি ক্রমক্ষীয়মাণ শ্রমিক শ্রেণীও দুপুরের পরে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই কাজ-কর্ম চুকিয়ে ফেলত। অবসর যত বেশী হবে ততই কাজ না করার অভ্যাসটি, ডোল-নির্ভরতা সহজ হয়ে আসবে। বিকেলটা ছিল স্বাধীন মানুষের, খাটুনি ছিল ক্রীতদাসের। রোমান নাগরিকের ছিল আরামের বিলাস।

গ্রেক্কাসের খেলাধূলা তেমন পছন্দসই ছিল না। কদাচিৎ কখনও ঘোড়দৌড়ে যেত। ওর অন্যান্য সহকর্মীদের চেয়ে ও ছিল কতকটা আলাদা। দুটো উলঙ্গ মানুষ হানাহানি করে বীভৎস মাংসের তাল হয়ে পড়ে থাকবে আর রক্ত-গঙ্গা বইবে—এ নাটক ও দেখতে পারত না। একটা মানুষ মাছ-ধরা জালে আটকে পড়ে ছটফট করবে, মাছ-ধরা কোচের খোঁচায় চোখ উপড়ে আসবে, পেট ফুটো হয়ে যাবে—এ দৃশ্যও ও সহ্য করতে পারত না। কদাচিৎ কখনও বিকেলে ঘোড়দৌড় দেখতে যেত। কিন্তু রথের দৌড় দেখতে কখনও যেত না। রথের দৌড় ইদানীং রথের চালকদের মধ্যে একটা দৈহিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যতক্ষণ না কারো মাথা গুড়িয়ে যেত বা দেহটা পিষে যেত ততক্ষণ দর্শকদেরও তৃপ্তি হত না। এসব দেখতে গ্রেক্কাসের অত্যন্ত বিরক্তিবোধ হত। ওর হৃদয় যে অন্যের চাইতে কোমল ছিল তা নয়। তবে এসব জিনিস ওর কাছে অত্যন্ত মূঢ়তা বলে মনে হত। মূঢ়তাকে ও ঘৃণা করত। নাটক ও একেবারেই বুঝত না! তবে কোন নাটকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে ওকে নগরের একজন অধিনায়ক হিসাবে উপস্থিত থাকতে হত।

সব চাইতে বেশী আনন্দ ও পেত বিকেল বেলায় প্রিয় নগরী রোমের নোংরা আঁকা-বাঁকা অসংখ্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে স্নানাগারে যেতে। রোম ওর চির-প্রিয়। রোম ওর মা। ও বললে, ওর মা চরিত্র-হীনা, মাতৃগর্ভ থেকে ওকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে রাস্তার আবর্জনার স্তূপে। কিন্তু এ পর্যন্ত ওর এই মাকেই ও ভালোবেসে এসেছে। এই মাও ওকে তাঁর স্নেহ উজাড় করে দিয়েছে। কি করে বোঝাবে ও সিসেরোকে, কেন ওই পুরনো কাহিনীটাও তাকে শোনাতে বসল। সিসেরোকে আগে রোমকে ভালোবাসতে হবে। সেই ভালোবাসা দিয়েই ওকে জানতে হবে রোম কত কদর্য, কত ক্রূর!

গ্রেক্কাস ঐ কদর্যতা ও ক্রূরতাকে চেনে। একবার গ্রেক্কাস তার এক বুদ্ধি-জীবী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আমি থিয়েটারে কেন যাব? শহরের রাস্তা-গুলোয় যা রোজ দেখি সে সব কি তারা মঞ্চে অভিনয় করে দেখাতে পারে?"

সত্যি, দেখার মতোই বটে। আজ সেই দেখার কাজটি ওর কাছে যেন প্রায় উৎসবের মতো হয়ে উঠল। মনে মনে বলল, যেন নিজকেই প্রশ্ন করা: কতবার আমি একাজ করব? চিরকাল?

প্রথম ও গেল যে-বাজারে খালি দিনে কাজ হয়, সেই বাজারে। আর মাত্র ঘণ্টা খানেক কেনাবেচা হবে এখানে। তারপরই বন্ধ হয়ে যাবে। কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করতে করতে চলেছে স্ত্রীলোকের দল। তাদের ভিড় ঠেলে পথ চলা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু একটা বিরাট যুদ্ধজাহাজ হাল্কা বাতাসে যেমন ধীরে ধীরে পথ কেটে ভেসে চলে, তার সাদা টোগায় ঢাকা বিপুল দেহটি নিয়ে গ্রেক্কাসও ঠিক তেমনি করেই ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ কেটে কেটে ধীরে ধীরে

চলছিল। এখানেই রোমের আহার্য বস্তুর ভাণ্ডার। স্তূপের পর স্তূপ পনীর—গোল, বর্গাকার, কালো, লাল, সাদা। থরে থরে ঝোলানো রয়েছে কৈঁখান মাছ আর রাজ-হাঁস, কাটা শূয়র, গরুর পেছনের পা সমেত দুই পাশের অংশ। মেষ-শাবকের কচি মাংস আর কুচে মাছ; পিপে পিপে হেরিং মাছ নূন জারানো হচ্ছে, পিপে ভরা আচার রয়েছে কি তার কষাটে মিঠে গন্ধ। সাজানো আছে সেবাইন পাহাড় আর পিকেনাম থেকে আনা কলসী কলসী তেল, গল দেশীয় অতি উপাদেয় শূয়োরের মাংস, সর্বত্র ঝোলান রয়েছে ষাঁড়ের পাকস্থলী, বড় বড় কাঠের গামলা ভর্তি শূয়োরের ক্ষুদ্রান্ত্র, এমনি আরো কত কি।

তরকারীর দোকানগুলির সামনে একটু মন্থর গতিতে হাঁটতে লাগল। ওর মনে পড়ে একটা সময় ছিল যখন ওদের বাড়ি থেকে মাইল বিশেক পর্যন্ত অঞ্চল জুড়ে, প্রত্যেকটি চাষীর নিজের বাগান ছিল। বাজারে আসত রকম বেরকমের আশ্চর্য ভালো ভালো তরকারী যার স্বাদ পেত সারা রোম। কিন্তু এখন হয়েছে বড় বড় আবাদ, যাদের নজর শুধু অর্থকরী ফসল ফলানোতে, সে গমই হোক আর যবই হোক। তরকারীর দাম এত বেড়ে গিয়েছে যে একমাত্র শাসক-গোষ্ঠীর মানুষ ছাড়া তা আর সকলের নাগালের বাইরে। তবু দেখা যায় বাজারে স্তূপীকৃত মূলো আর সালগম। শাক, সীম, বাঁধাকপি, স্কোয়াস; তরমুজ য়্যাসপেরেগাস, ট্রাফ্ল বলে একরকম সামুদ্রিক সবজী আর হরেক রকমের ছত্রাক—কত রকমারী রং বেরংএর সবজী। ফলও তেমনি; টাল করা, আফ্রিকার লেবু, হলদে আর লাল রং-এর রসে ভরা ডালিম, আপেল, পিয়ার, ডুমুর, আরব দেশের খেজুর, আঙুর, মিশরী তরমুজ—আরো নানারকম ফল।

"দেখতে যে কি ভালো লাগে," নিজের মনে বলে ও। সহরের ইহুদী-পল্লীর ধার ঘেসে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে গ্রেকাস। রাজনীতিবিদ হিসাবে ওকে কখনও কখনও ইহুদীদের সঙ্গে কাজ কারবার করতে হয়। অদ্ভুত লোক এই ইহুদীরা। এতদিন যাবৎ রোমে আছে, কিন্তু এখনও এরা নিজের ভাষায় কথা বলে, নিজেদের দেব-দেবীকে পূজো করে, দাড়ি রাখে, ঋতু নির্বিশেষে নিজেদের পোশাক ওই ডোরা-কাটা লম্বা ক্লোক পরে। কোথাও দেখা যায় না, রেসে না, আদালতে না—অর্থাৎ কোথাও দেখা যায় না—এক নিজেদের এলাকাটুকু ছাড়া। এরা ভদ্র, অহঙ্কারী এবং এরা দূরে সরে থাকে। এদের দেখলেই গ্রেকাসের মনে হয়, কার্থেজ রোমের যত রক্ত ঝরিয়েছিল, কালে এরা তার চাইতেও বেশী ঝরাবে।"

চলতে চলতে ও এসে পৌঁছাল একটা বড় রাস্তায়। একটা নগর কোহর্ট কুচ-কাওয়াজ করে যাচ্ছিল তুরী-ভেরীর বাজনার তালে তালে। একটা দোকানের সামনে একেবারে ধার ঘেসে দাঁড়ায় গ্রেকাস। যথারীতি বালখিল্যের দল সৈন্যদের পেছন পেছন ছোটে। এধার ওধার তাকিয়ে দেখতে পেল অন্যদিনের মত আজও একজন সিরীয়, একজন আরবী ও একজন সেবাইন সৈন্যদের

ক্যাচ-কাওয়াজ দেখছে।

হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলে গ্রেক্কাস। আকাশ-চুম্বী টেনামেন্টগুলি শেষ হয়ে আসে। তারপর আলো, বাগান, মর্মর পাথরের গাড়ি-বারান্দা, ছায়া-শীতল তোরণ, প্রশস্ত তরু-বীথিকা। ফোরামে পাশার আড্ডা ইতিমধ্যেই জমে গেছে। এই এক ব্যাধি রোমের—এই জুয়া। তার মধ্যে সব চেয়ে মারাত্মক ব্যাধি হল পাশা। দলে দলে জুয়াড়িরা রোজ বিকেলে ফোরামে এসে জোটে—চলে পাশার দানের পর দান—পাশার সঙ্গে কত আকুতি-মিনতি, কত তোয়াজ-তোষামোদ! এদের ভাষাই আলাদা। এখানে আসে নিষ্কর্মার দল, আসে সৈন্যরা তাদের ডিউটির ফাঁকে; কিলবিল করে চৌদ্দ-পোনেরো বছরের মেয়েরা—এদের শহরের সর্বত্র দেখা যায়। অপরিসর নোংরা ফ্ল্যাটে এদের জন্ম, বৃদ্ধি, বাস। বাপ-মা যেমন করে তাদের জীবন কাটিয়েছে তেমনি করেই এদেরও জীবন কাটে সরকারী ডোলের ওপর নির্ভর করে; উপরি আয়ও আছে কিছু অল্প-বিস্তর গণিকা-বৃত্তি করে। গ্রেক্কাস শুনেছে—এই মেয়েদের অনেকেই এক গ্লাস মদ, বা ইতালির ক্ষুদ্রতম মুদ্রা কোয়াড্রেন দু চারটে হাতে পেলে যে কোন পুরুষের শয্যা-সঙ্গিনী হয়। একটা সময় ছিল যখন গ্রেক্কাস এবং আরো অনেকের চোখে এই ব্যাপারটা সাংঘাতিক এবং অত্যন্ত বীভৎস বলে মনে হত। কিন্তু ইদানীং কালে শুদ্ধ-পবিত্র-ভাবে বিবাহিত পুরুষদের পক্ষেও শয্যা-সুখ বাড়াবার জন্য ডজন খানেক বাঁদী রাখা লজ্জার বিষয় নয়। কাজেই মেয়েদের গণিকাবৃত্তি নিয়ে আর কারো মাথা-ব্যথা নেই।

গ্রেক্কাস ভাবে তিলে তিলে একটা পৃথিবী শেষ হয়ে যায়, কিন্তু কেউ এতে অবাক হয়ে তিলেক দাঁড়ায় না। কেনই বা দাঁড়াবে—ওই শেষ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া এত মন্থর এবং মানুষের জীবন বড় হ্রস্ব।

এখানে সেখানে একটু আধটু দাঁড়িয়ে পাশা খেলা দেখে। ছোট বেলায় ও নিজেও খেলত—বেশ মনে আছে ওর। তখন শুধু ডোল খেয়েই থাকা যেত না। কতগুলি নীতিগত প্রশ্ন ছিল ডোলের ব্যাপারে। যাদের একটুও আত্মমর্যাদা বোধ থাকত তারা উপোস করে থাকলেও হাত পেতে ডোল গ্রহণ করতে পারত না।

এইবার সে চলল স্নানাগারের দিকে। বেশ সতর্ক ভাবেই ও সব ব্যবস্থা করেছে। ক্রাসসাস আসতে পারে এখানে—সে সম্ভাবনা তিন ভাগ, না আসার এক ভাগ। যদি আসে এমনি সময়েই আসবে। ও সজ্জা-কক্ষে প্রবেশ করে দেখল ক্রাসসাস এসে গেছে। তার জামা-কাপড় ছাড়া হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড বড় আরশিটার সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে। নিজের দোহারা দীর্ঘ সুঠাম দেহটি দেখে সে যেন ক্ষণিকের জন্য মুগ্ধ হয়ে গেল। ক্রমেই কক্ষটি ভরে এল। নগরী-জীবনের এক বিচিত্র অংশের সমাবেশ এখানে—একটা রাজনৈতিক খিচুড়ীর ভাণ্ড।

অলস অভিজাত-সন্তান জন-কয় আছে বটে—কিন্তু যথেষ্ট রয়েছে রোমকে ভিতশুদ্ধ কাঁপিয়ে দেবার মতো রাজনৈতিক শক্তি—ব্যাংকার, প্রভাবশালী বণিক, মহল্লার পাণ্ডারা, দাস-ব্যবসায়ী, ভোটের দালাল, হাতুড়ে বৈদ্যের দল, গুণ্ডা-সর্দার, সেনেটরদের একটা গুরুত্বপূর্ণ সমিতি, দু'একজন লানিস্তা, তিনজন ভূতপূর্ব কনসাল, একজন ম্যাজিস্ট্রেট, দু একজন অভিনেতা, একজন কেউ-কেটা সামরিক ব্যক্তি। এদেরই সঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বেশ কিছু সাধারণ মানুষ—স্নানাগার-গুলির গণতন্ত্রের প্রমাণ হিসেবে। রোমের মহাগর্বের বস্তু গণতন্ত্র। পূর্বদেশীয় রাজ্যগুলির রাজা ও সামন্তরা ভাবতেই পারে না যে রোমের শাসকরা, যারা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের শাসকও, তারা কেমন করে নগরের নিতান্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে পারে, এবং এমন অবলীলায় রোমের রাস্তায় সাধারণ মানুষের মতো ঘুরে বেড়াতে পারে।

গ্রেক্কাস একটা বেঞ্চিতে বসল, একজন গোলাম তার জুতো খুলে দিতে লাগল। গ্রেক্কাসের লক্ষ্য আছে ক্রাসসাসের দিকে। অনেকে ওকে অভিনন্দন জানায়; ও প্রত্যুত্তরে মাথা নত করে বা একটু হাসে, কথাও দু একটা বলে কারো সঙ্গে; কেউ পরামর্শ চাইলে পরামর্শ দেয় অতি সংক্ষেপে, কিন্তু সুচিন্তিত মতামত দিতে হয় নানা রকম বিষয়ে। যেমন—স্পেনের গোলযোগ, আফ্রিকার পরিস্থিতি, মিশরের নিরপেক্ষ থাকার প্রয়োজনীয়তা—অর্থাৎ যা শহরের নিত্য-কার মাথা-ব্যথার ব্যাপার। ওদিকে প্যালেস্টাইনে ইহুদীরা অনবরত উত্তেজনা সৃষ্টি করে চলেছে সেই সমস্যা এবং এ নিয়ে কি করা উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়াও সমস্যা আছে নানা বাজারে গোলামদের দাম ক্রমশঃই পড়ে যাওয়ার ফলে অর্থনীতির গোটা কাঠামোটাই ভেঙ্গে পড়তে পারে বলে গোলাম-ব্যব-সায়ীরা আশংকা করছেন। এদের অভয়ও দেয় গ্রেক্কাস। গলদেশে সৈন্যদল রয়েছে—তারা বিদ্রোহের চক্রান্ত করছে বলে জোর জনরব। গ্রেক্কাস এই জনরবকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু সব কিছুর মধ্যে তার দৃষ্টি আছে ক্রাসসাসের দিকে। কোটিপতি ক্রাসসাস তাঁর মেদহীন দেহের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও সক্রিয়তা সর্বসমক্ষে তুলে ধরে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এবং ধীরে আস্তে গড়িমসি করে সময় কাটাচ্ছেন। এবার গ্রেক্কাসও পোশাক খুলে তৈরী হবে—অতএব সকলের তুলনামূলক দৃষ্টির সামনে গিয়ে দাঁড়াবার লোভটুকু সে সংবরণ করতে পারল না। গোলামেরা টোগাটা খুলে নিতেই তার পর্বত-প্রমাণ বপুখানা বেরিয়ে পড়ল। এবারে টিউনিক খুলে নেওয়া হল। অতি স্থূল, মেদ-মাংস-বহুল একটা নগ্ন দেহের দৃশ্য যত কুৎসিত লাগে, সাধারণ একটা নগ্ন দেহ ততটা নয়। এই প্রথম গ্রেক্কাস তার দেহের জন্য লজ্জিত হল।

দু'জন একসঙ্গেই স্নানাগারের বিভিন্ন কক্ষে গেল। ক্লাবঘরে মাদুর বেঞ্চি ইত্যাদি পাতা আছে। ইচ্ছা করলে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়া যায়। কিন্তু স্নানের

বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাঝে মাঝে পায়চারী করাই হল প্রথা। কক্ষটি প্রশস্ত, বেশ সুন্দর, মর্মর পাথরের মেজে, মোজাইক-এর ছবি ও মূর্তি দিয়ে সাজান। এখান থেকেই যাওয়া যায় ঠাণ্ডা জল, উষ্ণ জল, গরম জল, বাষ্প-স্নান প্রভৃতির কক্ষে। পর পর এগুলির প্রত্যেকটাতে হয়ে তারপর নানারকম ব্যায়াম এবং সংবাহনাগার। তারপর শীতল তোয়ালেতে দেহ জড়িয়ে ইচ্ছা করলে বাগানের ছায়া-ঢাকা পথে বেড়াও, স্নানাগার সংলগ্ন পুস্তকালয়ে গিয়ে পড়, বসবার ঘরে যাও, বা রৌদ্র-স্নানের ব্যবস্থা যেখানে আছে সেই কক্ষে যাও। এসব কার্যসূচী হল যারা স্নানাগারে গিয়ে যথেষ্ট সময় দিতে পারে তাদের জন্য। গ্রেক্কাস সাধারণতঃ ঠাণ্ডা জলে অবগাহনের পরে আধঘণ্টা মতো কাটায় বাষ্পস্নানের কক্ষে এবং তারপর খানিকটা সংবাহন।

কিন্তু এখন ক্রাসসাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। তাই সে কড়া কথা, কড়া মেজাজ ভুলে গেল। সে তার স্থূল নগ্ন দেহ নিয়ে সেনাপতির পাশাপাশি চলতে লাগল মুগ্ধ হবার মতো মার্জিত ব্যবহারে ও গদগদ হয়ে। এসবে গ্রেক্কাস সুপটু। লোকজনেরা ওদের দেখে অবাক হয়ে ভাবে, আবার কোন রাজনীতির জোট হচ্ছে! ক্রাস্সাস আর গ্রেক্কাসকে এত অন্তরঙ্গ তো দেখা যায় না। তারা বলাবলি করে, সেতু তৈরী হচ্ছে।

ক্রাস্সাস ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে। মনে মনে বলে, মতলব যাই থাকুক, বেরুবেই। একটু পরুষ ভাবেই বলে :

"মিশর এবং আরো ওসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হলেন কবে থেকে ?"

"একটু আগে যা বলছিলাম সে-কথা বলছেন ? ও তো সাধারণ আলাপ—স্রেফ শূন্য স্থান পূরণ। তা ছাড়া খ্যাতি, স্থিতির প্রশ্নও তো আছে।"

এ যেন এক নূতন গ্রেক্কাস।

"খ্যাতি ? সব-জান্তা হওয়ার খ্যাতি ?"

গ্রেক্কাস হাসে : "আপনি তো মিশরে গেছেন, তাই না ?"

"যাইনি এবং গেছি বলে ভাণ করি না।"

"হবে হয়তো। কিন্তু আমরা এই যে পরস্পরের প্রতি তর্জন গর্জন করি, মারমুখো হই—তা না করে কি আমরা বন্ধু হতে পারি না ? দুজনে দুজনকে বন্ধু ভাবে পেলে তো ভালোই হয়।"

"তা ঠিক। তবে আমার দিল অত দরাজ নয়। বন্ধুত্বেরও একটা দাম আছে।"

"তাই নাকি ?"

"আলবৎ! আমার মধ্যে এমন কি আছে, যার জন্য আমার বন্ধুত্ব আপনার কাছে এত মহামূল্য হয়ে উঠেছে ? টাকা ? তা টাকা তো আপনারও কম নেই।"

"টাকার পরোয়া আমি করি না।"

"আমি করি। বেশ নাই হল টাকা। তবে কি ?"

"আমি আপনার কাছ থেকে একজন বাঁদী কিনতে চাই," হঠাৎ চীৎকার করে বলে ওঠে গ্রেকাস। যাক, বলা হয়ে গেল।

"নিশ্চয়ই আমার রাধুনিকে চান। আপনার মাথায় চুল থাকলে ভাবতাম আমার নাপিতকে চান। তাহলে কি ডুলি বইবার বেহারা চাই? বোধহয় কোন মেয়ে মানুষ চান। কিন্তু আমি তো শুনেছি—আপনার বাড়িতে শুধু বাঁদীই আছে।"

"চুলোয় যাক্। খুব ভালো করেই জানেন আপনি, কাকে চাই আমি। আমি ভেরিনিয়াকে চাই।"

"কাকে?"

"নিজেদের মধ্যে এই লুকোচুরির খেলা নাই খেললাম।"

"খেলছেন তো আপনি। আপনার কাছে কারা এই সব খবর ফিরি করে?"

"আমি খবর রাখি।" হাঁটা থামিয়ে ক্রাস্‌সাসের মুখোমুখি দাঁড়ায় গ্রেকাস।

"দেখুন, এসব ধানাই-পানাই ছাড়ুন। দর কষাকষির দরকার নেই। আমি সোজা প্রস্তাব করছি। রোমে গোলাম-বাঁদীর যে-দাম, তার সবচেয়ে চড়া দাম আমি দেব—দশ লক্ষ সেস্‌টারসেস্—এবং স্বর্ণ মুদ্রায় দেব। ভেরিনিয়াকে যদি দেন তবে এক্ষুনি হাতে হাতে পুরো দাম চুকিয়ে দেব।"

ক্রাসসাস বুকের ওপর দুই বাহু জড়িয়ে আস্তে আস্তে বলে: "তা দামটা লোভনীয় বটে। বেশ পাকা টস্‌টসে ভরাট বুকের একটি রূপসী বাজারে হাজার সেস্‌টারসেস হলেই মেলে—আর আপনি দিচ্ছেন তার হাজার গুণ—আর তা কিনা একটা হাড্ডিসার জার্মান মেয়েমানুষের জন্য। টাকার মতো টাকা বটে! কিন্তু টাকাটা নিই কি করে! লোকে বলবে ক্রাস্‌সাস একটা ডাহা চোর।"

"দেখুন খেলা ছাড়ুন।"

"আপনার সঙ্গে আমি খেলা করছি! কি বলছেন, প্রিয় গ্রেকাস! খেলছেন তো আপনি আমার সঙ্গে, আপনার কেনার মতো কোন জিনিস আমার নেই।"

"আমি কোন হাল্কা প্রস্তাব করিনি আপনার কাছে।"

"আমিও আপনাকে হাল্কা ভাবে জবাব দিইনি।"

"যা বলেছি তার ডবল দাম দেব," গ্রেকাস গর্জন করে বলে, "বিশলাখ।"

"রাজনীতিতে অত টাকা হয় তাতো জানতাম না।"

"বিশ লাখ! বিশ লাখ! এখন আপনার যা মর্জি—নিন বা ছাড়ুন।"

"আপনি আমাকে উত্যক্ত করে তুলেছেন।" বলে ক্রাস্‌সাস চলে যায়।

৫

"ভেরিনিয়া, ভেরিনিয়া ওঠ, কাপড়-জামা ছেড়ে দাও। তোমাকে যে সাজিয়ে

দিতে হবে। মালিক এক্ষুনি বাড়ি আসবেন, তোমায় তাঁর সঙ্গে বসে খেতে হবে যে! আমাদের এত মুস্কিলে ফেল কেন বল দেখি।"

"মুস্কিলে ফেলতে তো আমি চাই না।"

"কিন্তু ফেলছ তো। তুমি তো দেখছ, ভেরিনিয়া, কি ফ্যাসাদে পড়ি আমরা। তুমি আমাদের বল যে তুমিও বাঁদী। চারটে বাঁদী তোমার সেবা করছে তা তুমি চাও না। আমাদের মতোই তুমি নাকি বাঁদী। আমাদের বলেছ তুমি বড় হতভাগিনী! তা বাঁদী হওয়ার জ্বালা তো তুমি জান। হয়তো, স্পার্টাকাস যখন পৃথিবী জয় করছিল, তখন তার সঙ্গে থেকে তুমি যে বাঁদী সে কথা ভুলেই গিয়েছিলে। তখন তুমি রানী ছিলে, তাই না ভেরিনিয়া? এই জন্যেই—"

"বলো না, বলো না, ও সব কথা আর বলো না। আমি কি তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে থেকেছি কখনও?"

"তুমি কেন আলাদা হয়ে থাকতে যাবে? মালিকই তোমাকে আমাদের থেকে আলাদা করে রেখেছেন। আমরা আর কি? মালিকের মেজাজ ভালো না থাকলে, তার মেজাজ শরীফ করবার জন্য আমাদের তার বিছানায় যেতে হয়। একজন, দু'জন, তিনজন—যত জন দরকার হয়। কিন্তু তোমায় মালিক ভালোবাসে, ভেরিনিয়া। এতেই তো আমাদের মুস্কিল। তুমি না সাজলে, তুমি বেত খাও না, আমরা খাই।"

"মারুন না আমাকে চাবুক।"

"মারুক তোমায় চাবুক, মারুক। আমরা দেখব।"

"বেশতো, তাই মারুক। এখন আমি ছেলেকে দুধ খাওয়াব। দুধ খাওয়ানো শেষ হোক তারপর সাজব। তোমরা যখন বলছ তখন সাজব আমি। তোমাদের কোন অসুবিধা করব না শুধু বাচ্চাটাকে একটু দুধ খাইয়ে নিতে দাও।"

"কতক্ষণ লাগবে?"

"বেশীক্ষণ ও খায় না। দেখ না এরই মধ্যে ওর টান কমে এসেছে। আর আধ ঘণ্টার মধেই আমি তৈরী হয়ে যাব। ততক্ষণে ও ঘুমিয়ে পড়বে। ঠিক কথা দিচ্ছি যা বলবে তাই করব, যা পরতে দেবে তাই পরব।"

সুতরাং খানিকক্ষণের মতো ওরা ওকে ছেড়ে দিল। এদের মধ্যে তিনজন ছিল স্পেন দেশীয়. একজন সেবাইন-এর। ওর মর্মান্তিক কষ্ট যে দেনার দায়ে ওর মা ওকে বেচে দিয়েছে। ভেরিনিয়া ওর দুঃখ বোঝে। আপন জনে বেচে দিলে তার মতো কষ্ট নেই। মন এতে বিষিয়ে যায়। সারা বাড়িটা ভরা হিংসা, দ্বেষ আর রাগে—রাগ নয় বুকের জ্বালা। সারা বাড়ির হাওয়া বিষিয়ে আছে।

শিশুকে স্তন দেয় ভেরিনিয়া আর আস্তে আস্তে ঘুম-পাড়ানী গান গায়।

খোকা ঘুমায় সোনা ঘুমায়,
বাপ গেছে তোর বনে।
বর্শা দিয়ে মারবে ভোঁদর,
আনবে হেথা টেনে।
আনবে ভোঁদর, আনবে ছাগল
মাঝরাত্তির হল।
নিশুতি রাত এল খোকন
কোমল যেন তুলো।
আসুক হিম, আসুক তুহিন।
ভয় কি সোনা তোর!
তুই যে আমার সোনা খোকন,
থাকবি বুকে মোর।

শিশুর দুধ খাওয়া থেমে গেছে। ভেরিনিয়া বুঝতে পারে স্তনের বোঁটায় শিশুর ওষ্ঠের চাপ শিথিল হয়ে এসেছে। প্রচণ্ড ক্ষুধায় ও যখন জোরে জোরে স্তনে টান দেয় ভেরিনিয়ার সর্ব দেহে একটা তীব্র স্রোত বয়ে যায়। তারপর একটু একটু করে শিশুর পেট ভরে আসে, ওর অনুভূতির তীব্রতাও কমে আসে। কি অপূর্ব বস্তু শিশুর এই মায়ের বুকের দুধ খাওয়া!

আর একটা স্তন শিশুর মুখে তুলে ধরে যদিই বা ওর ক্ষিদে এখনও থেকে থাকে। ওর গালে একটু একটু করে চাপ দেয় যাতে শিশু স্তনে টান দেয় আবার। না, শিশু পরিতৃপ্ত। ওর চোখ দুটি বন্ধ। পরিতৃপ্ত শিশুর বিপুল ঔদাসীন্য ওর মুখে। কিছুক্ষণ খালি বুকটায় চেপে ধরে শিশুকে আদর করে ভেরিনিয়া। তারপর ছোট্ট খাটটিতে ওকে শুইয়ে দিয়ে নিজের জামার বোতাম লাগিয়ে নেয়।

ঘুমন্ত শিশুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভেরিনিয়া ভাবে, কি অপূর্ব সুন্দর এই শিশু। গোল-গাল সুস্থ-সবল। ভারী সুন্দর। চুলগুলি কালো রেশমের মতো, চোখ দুটি গভীর নীল। চোখ পরে ওর বাবার চোখের মতোই কালো হয়ে যাবে। কিন্তু চুল কি রকম হবে বলা যায় না। আঁতুড়ের এই কালো রেশমী চুল পড়ে গেলে কে জানে হয়তো কালো কালো কোঁকড়া চুল হবে, নয়তো সোনালী আর সোজা।

কত তাড়াতাড়ি আর কত সহজে ঘুমিয়ে পড়ল বাচ্চাটা। তাতো হবেই, ওর দুনিয়ায় তো কোন গোলমাল নেই। ওর দুনিয়া তো প্রাণ-শক্তিতে ভরপুর। জীবনের সহজ স্বচ্ছন্দ নিয়মে সে দুনিয়া চলে। কোন বাধাবিঘ্ন নেই, কোন

জটিলতা নেই। অন্য সব কিছুর আয়ু ফুরয়—কিন্তু শিশুর দুনিয়া শাশ্বত।

এবারে সন্তান ছেড়ে ভেরিনিয়া যায় যেখানে পরিচারিকারা ওর জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। ভেরিনিয়া তার প্রভুর সঙ্গে আহার করবে—চার জন পরিচারিকা তাকে সাজাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। বাধ্য মেয়ের মতো ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ওর জামা-কাপড় খুলে সমস্ত দেহকে ওরা মার্জনা করে দিল। দেহখানা এখনও কত সুন্দর। পা দুখানি দীর্ঘ-সুঠাম। দুধে ভরা স্তনে উঁচু বুকখানায় সুন্দর দেহ সুন্দরতর, ওর গায়ে একখানা চাদর জড়িয়ে দেওয়া হল। ও কৌচে এলিয়ে শুয়ে রইল। প্রসাধিকা ওর মুখ আর বাহুর প্রসাধন আরম্ভ করে।

প্রথমে চকের গুঁড়োর একটা আস্তরণ বাহুতে আর কপালে লাগায়। সেই প্রলেপ গালে এসে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। তারপর গালে লাগানো হল হাল্কা-লাল রঞ্জনী। ওষ্ঠে গাঢ় লালচে বাদামী রং। এর পর ভ্রূগুলিকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য লাগানো হল ফুলিগো নামে এক রকম কালো প্রলেপ।

এই সব হয়ে গেলে ভেরিনিয়া উঠে বসল। এবার চুল বাঁধার পালা। ওর নরম নরম সোজা কালো চুলকে কুঞ্চিত করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেওয়া হল, এবং পমেড আর রিবনের সাহায্যে তা বিন্যস্ত করা হল।

এবার অলংকার। ভেরিনিয়া একেবারে নগ্ন নিরাবরণ দেহে নির্জীবের মতো দাঁড়িয়ে রইল, দেহে চাদরের আড়ালটুকুও নেই। প্রথমে সিঁথি. তারপর সোনার দুল, নীলকান্ত মণি-খচিত সোনার নেকলেস যার নাম 'মনিলে'। এরই সঙ্গে মানিয়ে মণিবন্ধে বালা আর পায়ে পাঁয়জোড়। দু'হাতের কড়ে আঙুলে হীরার আংটি। অতি সুন্দর করে মহামূল্য রত্নে অলংকারে সাজানো হল ভেরিনিয়াকে—বাঁদীর মতো করে নয়, রোমের ধনী-শ্রেষ্ঠ নাগরিকের দয়িতার মতো করে। যে সমস্ত পরিচারিকাকে ওকে সাজানোর ভার দেওয়া হয়েছিল তাদের মনে ওর জন্য কোন অনুকম্পা নেই; কি করে থাকবে! মণি-মাণিক্য দিয়ে একেবারে সম্রাজ্ঞীর মতো সেজেছে-যে মেয়েটা।

ওই সময়ে সিল্কই সব থেকে দামী বস্ত্র ছিল না। ছিল ভারতের তাঁতে বোনা এক অতি আশ্চর্য সুতী বস্ত্র ফড়িং-এর ডানার মতো সূক্ষ্ম, যার সঙ্গে সিল্কের তুলনা হয় না। একটা সুতী স্টোলা ওর মাথায় গলিয়ে পরিয়ে দিল। স্টোলা হচ্ছে অতি সহজ ছাঁটের ঢিলে ঢালা পা পর্যন্ত লম্বা এক রকম পরিচ্ছদ। জোনা নামে কোমর-বন্ধ দিয়ে কোমরে কুঁচি করে বাঁধা হয় স্টোলাটা। স্টোলার একমাত্র কারুকার্য হল নীচের মুড়িতে সোনার সুতোয় বেনীর বুনট-করা পাড় বসানো। এ ছাড়া আর কোন কারুকার্য ছিল না। তার প্রয়োজনও ছিল না। কারণ স্টোলাটি নীচ পর্যন্ত ঝুলে আছে অপূর্ব সুন্দর ছন্দায়িত রেখা রচনা করে। বড় কোমল সহজ রেখাগুলি। কিন্তু ভেরিনিয়া বুঝেছে ওর দেহের প্রতিটি রেখা দেখা যাচ্ছে। এতো নগ্নতাই—অত্যন্ত ভয়ানক, আর অপমান-

জনক এই নগ্নতা। ওর স্তন থেকে দুধ ঝরে ঝরে পোশাকের সামনের দিক ভিজে উঠে নষ্ট হয়ে গেল—তাতে ও খুশিই হল।

সব কিছুর ওপর দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হল ফিকে হলদে রং-এর প্রকাণ্ড একটা সিল্কের শাল। ভেরিনিয়া ক্লোকের মতো করে এটা দিয়ে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে সাজ-সজ্জা ঢেকে নিল। প্রতিবারই খাবার সময় ক্রাসসাস বলে :

"কেন অমন সুন্দর দেহটিকে ঢেকে রাখছ? শালটা ফেলে দাও। ওই শালের নীচে যে সাজ-সজ্জা অলংকার রয়েছে তার দাম দশ হাজার সেসটারসেস। আর কেউ না দেখুক—এটুকু দেখার আনন্দ থেকে আমি কেন বঞ্চিত হই।"

প্রতি রাতেই ক্রাসসাস এ কথা বলেছে। আজও আবার বলল। বাধ্য মেয়ের মতো আবার শালটা সরিয়ে দিল ভেরিনিয়া।

"আমাকে অবাক করে দিলে," ক্রাসসাস বলে, "সিজালফিন গলে এক সন্ধ্যে আমি কাটিয়েছি ওই দৈত্যের মতো লানিস্তা বাতিয়াতাসের সঙ্গে। সে তোমার যা বর্ণনা দিয়েছিল আমার কাছে তাতে তুমি একটা আস্ত বন-বেড়াল। অর্থাৎ একেবারে উদ্দাম জংলী একটা মেয়ের নিখুঁত বর্ণনা। কিন্তু কৈ আমি তো তার কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না। আমি তো দেখছি তুমি ভারী বাধ্য, অস্বাভাবিক রকমের বাধ্য। জেদ একেবারেই নেই।"

"আজ্ঞে।"

"আমি জানি না কিসে তোমার এত পরিবর্তন হল। বোধ হয় বলতে চাও না আমায়।"

"আমি জানি না। বলতে পারি না।"

"বোধ হয় জানো। আচ্ছা যেতে দাও ওসব কথা। আজ তোমাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। ঘষা-মাজা, চুল-বাঁধা, সাজানো সব চমৎকার হয়েছে। কিন্তু ভেরিনিয়া এ ভাবে কতদিন আর চলবে? আমি তো তোমার ওপর কোন জুলুম করিনি, তোমার কোন অসম্মান করিনি, তাই না? শোক তো আছেই। কিন্তু লবণের খনির সঙ্গে তুলনা কর একবার। তফাৎটা বোঝ। আমি তোমার বাচ্চাটাকে কেড়ে নিয়ে তিনশ' সেসটারসেসে বেচে দিতে পারতাম—যা বাজার দর: তারপর তোমাকে খনিতে চালান করে দিতে পারতাম। তাই কি চাইতে?"

"না।"

"কিন্তু এ ভাবে কথা বলতে আমার ভারী বিশ্রী লাগে।" ক্রাস্সাস বলে।

"যে আজ্ঞে। আপনার যেভাবে কথা বলতে ভালো লাগে সেই ভাবেই বলুন। আপনি আমার মালিক।"

"আমি তো তোমার মালিক হতে চাই না। বাস্তবিক পক্ষে তুমিই আমার মালিক। তুমি আমাকে সম্পূর্ণ অধিকার করেছ। পুরুষ যেমন করে নারীকে পেতে চায় আমি ঠিক তেমনি করেই তোমায় পেতে চাই।"

"আপনার বাঁদীদের মতো আমি তো আপনাকে কিছুতে বাধা দিতে পারি না।"

"ও কি রকম কথা ?"

"এমন কি সাংঘাতিক কথা বললাম ? রোমে কি কেউ এসব কথা বলে না ?"

"আমি তো আমার পাশবিক প্রবৃত্তি তোমার ওপরে চরিতার্থ করতে চাই না। তার জন্ম আমার বাঁদীরা আছে। আমি তো সে-ভাবে তোমাকে চাই না। অসংখ্য মেয়ের সঙ্গে আমি শুয়েছি—শুধু কি মেয়েমানুষ ? পুরুষের সঙ্গেও। আমি তোমার কাছে কিছু গোপন করতে চাই না। আমি যা ঠিক সে ভাবেই তুমি আমায় জানবে, আমি তো তাই চাই। কারণ তুমি যদি আমায় ভালোবাস আমি একেবারে অন্ত রকম হয়ে যাব। নূতন সুন্দর জীবন পেয়ে নূতন হয়ে যাব। তুমি কি জানো, লোকে বলে আমি নাকি পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে ধনী। তা নাও হতে পারে। কিন্তু তুমি আর আমি—আমরা বিশ্বজয় করতে পারি।"

"বিশ্বজয় করতে আমি চাই না," ভেরিনিয়া বলে। ওর গলার স্বরে কোন জোর নেই—একেবারে মৃত। ক্রাসসাসের সঙ্গে কথা বলার সময় এমনিই হয় ওর গলার স্বর।

"তোমার ভালোবাসা যে আমায় সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে, তা কি তুমি বিশ্বাস কর না ?"

"জানি না, আপনি বদলান না বদলান, তাতে আমার কি এসে যায় !"

"কিন্তু বাচ্চার বিষয় হলে ঠিকই এসে যেত। কেন একজন দুধ খাওয়াবার ধাত্রী রাখছ না ? ওই দেখ দুধ গড়াচ্ছে কি রকম।"

"আপনি সব সময় বাচ্চা নিয়ে ভয় দেখান কেন ? আপনি বাচ্চার এবং আমার দুজনেরই মালিক। আপনি কি ভেবেছেন আপনি বাচ্চাকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে আমার ভালোবাসা আদায় করবেন ?"

"আমি তোমার বাচ্চাকে মেরে ফেলব বলে তো ভয় দেখাইনি।"

"আপনি—"

"দুঃখিত, ভেরিনিয়া, যখনই কথা বলতে বসি—ঠিক এই খাতেই চলে আসে। ও যেতে দাও, খাও তো এখন। আমি যা পারছি করছি। তোমাকে এই তো যা খাওয়াচ্ছি, আবার বলে বসো না—তোমার এসে যায় না। এই টেবিলে রাখা খাবারের যা দাম তা দিয়ে একটা ভিলা কেনা যায়। একটু তো খাও—একটু তো মুখে তোল। আজ একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল, বলছি শোন। হয়তো ওটা তোমারও মজা লাগবে। একটু খাও লক্ষ্মী।"

"আমার যেটুকু দরকার তা তো আমি খাই," ভেরিনিয়া বলে।

একজন বান্দা এসে একটা রূপার প্লেটে করে একটা হাঁস রেখে গেল।

আর একজন মাংস কেটে দিল। ক্রাস্‌সাসের খাবার টেবিল গোল। গোল টেবিল হালের ফ্যাশন। টেবিলের চারদিকে প্রায় দু' তৃতীয়াংশ জুড়ে পরপর কৌচ সাজানো। কৌচের ওপরে সিল্কের কুশন। তার ওপরে পা গুটিয়ে বসে সবাই খায়।

"এই হাঁসটা দেখছ—এটা ধোঁয়ায় সেঁকা। ভেতরে ট্রাফ্‌ল *-এর পুর, আর ব্রাণ্ডিতে জারানো পীচ্‌ ফলের সঙ্গে রান্না করা।"

"খুবই ভালো হয়েছে খেতে," ভেরিনিয়া বলে।

"হাঁ, তোমাকে বলছিলাম না" আজ একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। সেই স্নান করতে যখন গেলাম, গ্রেক্কাসও এসেছে সেখানে। আমায় দারুণ ঘেন্না করে গ্রেক্কাস। এত ঘেন্না করে যে চাপতে পারে না, বেরিয়ে পড়ে হাবে ভাবে। কিন্তু আশ্চর্য, কই আমি তো ওকে ঘেন্না করি না। ও ভুলেই গেছি, তুমি ওকে চেন না। ও একজন সেনেটর, রোমের একজন রাজনীতিজ্ঞ, বিরাট ক্ষমতা—অর্থাৎ এককালে ছিল। কিন্তু আজ তার পরাক্রম টলমল। কিছু লোক আছে, জানতো যারা ছিল নর্দমায়, কিন্তু সেখান থেকে নিজেদের টেনে তুলে রাজনীতির চোরাগোপ্তা পথে আর ভোট কারচুপির ব্যবসা করে পয়সা করেছে—গ্রেক্কাস এই নূতন দলের একজন। শূয়োরের মতো হোঁৎকা মোটা—আত্ম-সম্মানও নেই, চেহারাও তেমনি। তাই হয় এদের। অনুভূতি বলতে কিছু নেই। অতএব যতক্ষণ না তার সিংহাসন জলে ভেসে না যায় সে সিংহাসনে বসে থাকবে। ওকে দেখেই বুঝেছিলাম আমার কাছে কিছু চাইবার মতলব আছে। ক্লাবঘরে তার ওই মোটা লাশখানা একেবারে উদম করে আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াল। তারপর শেষটায় বেরিয়ে পড়ল আসল কথা। তোমায় কিনতে চায়। দামও দিতে চাইল বেশ। আমি তো সটান না করে দিলাম। তখন ডবল হাঁকল। একেবারে নাছোড়বান্দা। অপমান করলাম। কিন্তু চামড়া মোটা—কিছুই ঢোকে না।"

"তা বেচলেন না কেন?" ভেরিনিয়া জিজ্ঞাসা করে।

"ও লোকটার কাছে? দেখনি তো ওকে? একটা মাংসের তাল হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। এতেও বোধ হয় তোমার এসে যায় না?"

"না, এসে যায় না।'

ক্রাসসাস খাবার প্লেট ঠেলে দিয়ে ভেরিনিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। এক চুমুকে মদের গ্লাসটা শেষ করে আর এক গ্লাস ঢালে। তারপর হঠাৎ বিষম রাগে গ্লাসটা ঘরের ওদিকে ছুঁড়ে ফেলে। অত্যন্ত কষ্টে নিজেকে সংযত করে কথা বলে:

* Truffle—মাটির নীচে জন্মায় একরকম ছত্রাক। খাদ্য সুস্বাদু করার মশলা-রূপে ব্যবহৃত হয়।

"তুমি আমায় এত ঘেন্না কর কেন ?"

"আপনাকে ভালোবাসতে বলছেন, ক্রাস্সাস ?"

"হ্যাঁ। কারণ স্পার্টাকাসের কাছ থেকে যা পেয়েছ, আমি তো তার চেয়ে বেশী দিয়েছি তোমায়।"

"না, তা দেননি।" ভেরিনিয়া বলে।

"কেন ? কেন নয় ? সে এমন কি ছিল ? সে কি দেবতা ছিল ?"

"না, সে দেবতা ছিল না," ভেরিনিয়া বলে, "অতি সাধারণ মানুষ ছিল। অতি সহজ সাধারণ মানুষ। সে ছিল একজন ক্রীতদাস। ক্রীতদাস মানে কি আপনি জানেন না ? ক্রীতদাস নিয়েই তো আপনার সারা জীবন কাটল।"

"আমি যদি তোমাকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে একজন চাষার হাতে দিয়ে দি— তার সঙ্গে থাকতে পারবে, তাকে ভালোবাসতে পারবে ?"

"স্পার্টাকাস ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসতে পারব না. আমি আর কোন পুরুষকে ভালোবাসিনি, বাসব না। তবে ক্ষেত-গোলাম কারো সঙ্গে থাকতে পারি। সে খানিকটা স্পার্টাকাসের কাছাকাছি হবে—যদিও স্পার্টাকাস ছিল খনির গোলাম, ক্ষেতের নয়। তাই ছিল স্পার্টাকাস। আপনি ভাবেন আমি খুব সাদাসিদে, আমি তাই, শুধু তাই নই, আমি বোকা। এক এক সময় আপনি কি বলেন বুঝতে পারি না। কিন্তু স্পার্টাকাস আমার চাইতেও সাদাসিদে সরল ছিল। আপনার তুলনায় সে ছিল শিশু। সে ছিল নির্মল, কোন পাপ ছিল না তার মধ্যে।

"নির্মল মানে ? কি বলতে চাইছ ?" নিজকে সংযত করে ক্রাস্সাস জিজ্ঞাসা করে। "এই ধরনের আজে বাজে কথা অনেক শুনলাম তোমার কাছ থেকে। স্পার্টাকাস ছিল সমাজ-বিরোধী, সমাজদ্রোহী। আগে ছিল পেশাদার কসাই। ক্রমে হল ডাকাত—একেবারে বে-পরোয়া খুনে। রোম যা কিছু সুন্দর সুকুমার সভ্য কিছু গড়েছে, সে ছিল সে সব কিছুর দুশমন। রোম দুনিয়ায় শান্তি এনেছে, সভ্যতা এনেছে। আর স্পার্টাকাস সব ধ্বংস করেছে। আগুন জ্বেলেছে। ধ্বংস করতেই জানতো সেই নোংরা শয়তান গোলামটা। কত ভিলা সে জ্বালিয়েছে, ভেঙ্গে-চুরে ছারখার করেছে তার লেখা-জোখা নেই। ধ্বংসই শুধু সে করে গেছে। কারণ গোলামগুলো সভ্যতা কাকে বলে তা জানতও না বুঝতও না। কি করেছে তারা ? এই চার বছর রোমের সঙ্গে যুদ্ধ তো করল, কিন্তু তাদের লাভটা কি হল ? ওদের বিদ্রোহের জন্য হাজার হাজার মানুষ মরল; পৃথিবীর মানুষ কত দুঃখকষ্ট ভোগ করল, কেন না ওই নচ্ছারটা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল। স্বাধীনতা কিসের। না সব কিছু ধ্বংস করবার স্বাধীনতা।"

ভেরিনিয়া নীরবে মাথা আর চোখ নীচু করে বসে আছে।

"জবাব দিচ্ছ না কেন ?"

"জানি না কি জবাব দেব," শান্তভাবে ভেরিনিয়া বলে, "আপনার প্রশ্নগুলোর অর্থও বুঝতে পারছি না।"

"তুমি আমাকে যে সব কথা বলেছ তা দুনিয়ার আর কেউ বললে আমি তা সহ্য করতাম না, উত্তর দেবে না কেন ? স্পার্টাকাস নিষ্পাপ কেন বললে, বল ? আমি কি কম নিষ্পাপ ?"

"আমি তো আপনাকে জানি না, ভেরিনিয়া বলে, আপনাকে আমি বুঝি না। রোমানদেরই আমি বুঝি না। আমি শুধু স্পার্টাকাসকেই জানতাম।"

"নিষ্পাপ সে কিসে হল ?"

"জানি না, আমি কি নিজেকে সে-কথা জিজ্ঞাসা করিনি ? কারণ ? হয়তো সে ক্রীতদাস বলে, হয়ত সে এত কষ্ট ভোগ করেছে বলে। একজন ক্রীতদাসের কি কষ্ট সইতে হয় আপনি কি করে জানবেন ? আপনি কখনও ক্রীতদাস ছিলেন না।"

"নিষ্পাপ, নিষ্পাপ—তুমি বলেছ নিষ্পাপ।"

"আমার কাছে তাই ছিল সে। মন্দ কাজ সে কখনও করতে পারে না।"

"তুমি কি ভাব বিদ্রোহ করা, আর অর্ধেক পৃথিবীতে আগুন জ্বালানো খুব ভালো কাজ ?"

"আগুন আমরা জ্বালাইনি। আমরা শুধু চেয়েছিলাম আমাদের স্বাধীনতা। চেয়েছিলাম শুধু শান্তিতে থাকতে। আপনার মতো করে কথা বলতে আমি পারি না, আমি তো লেখাপড়া শিখিনি। আপনার ভাবাও আমি ভালো করে বলতে পারি না। আপনি যখন আমার সঙ্গে কথা বলেন আমার সব গোলমাল হয়ে যায়। কিন্তু স্পার্টাকাসের বেলায় তো তা হত না। সে কি চাইত আমি ঠিক বুঝতে পারতাম। আমরা শুধু আমাদের মুক্তি চেয়েছিলাম।"

"কিন্তু তোমরা তো ক্রীতদাস ছিলে।"

"তা তো ছিলাম। কিন্তু কেউ কেনা-গোলাম হবে, কেউ স্বাধীন থাকবে এ ব্যবস্থা কেন ?"

ক্রাসসাস এবার একটু নরম হয়ে বলে: "তুমি তো এখন রোমে আছ। আমার নিজের ডুলিতে করে আমি তোমাকে সারা রোম ঘুরিয়েছি। রোমের ক্ষমতা কতখানি তা তুমি পরখ করেছ—অনন্ত অসীম ক্ষমতা রোমের। রোমের পথ সারা পৃথিবী-ব্যাপ্ত। রোমের সামরিক বাহিনী সভ্যতার সীমান্ত প্রহরা দিচ্ছে—অন্ধকারের শক্তিগুলোকে তারা রুখছে। লিগেটের (Legate) দণ্ড দেখলেই সব মানুষ ভয়ে কাঁপে, পৃথিবীতে যেখানে যত জল সেখানেই রোমের নৌবাহিনীর শাসন। তুমি দেখেছ গোলামের দল আমাদের কত বাহিনী নির্মূল করে দিয়েছে। কিন্তু এই শহরে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য ছিল না। রোমের মতো

এমন একটা প্রবল শক্তি—পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় শক্তির দ্বিতীয় নজীর নেই। এই মহাশক্তির সমকক্ষতা প্রাচীন কোন সাম্রাজ্য করতে পারেনি—তুমি কি সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবতে পার যে কটা গোলাম বিদ্রোহ করে সেই মহাশক্তির উচ্ছেদ করতে পারে? তুমি কি বুঝতে পারছ না, রোম অমর। আজ পর্যন্ত মানবজাতি যত রকম পথ-পদ্ধতি বের করেছে—তার মধ্যে শুধু রোম যে পথ দেখিয়েছে সে পথই শ্রেষ্ঠ, আমি চাই, তুমি এ-কথা বোঝ। স্পার্টাকাসের জন্য কেঁদো না। ইতিহাস তার বিচার করেছে। কিন্তু তোমার জীবন তো পড়ে রয়েছে।

"স্পার্টাকাসের জন্য কাঁদি না আমি। কেউ তার জন্যে কাঁদবে না। কেউ তাকে ভুলবেও না।"

"আঃ ভেরিনিয়া! ভেরিনিয়া! কি বোকা তুমি। স্পার্টাকাস এখন প্রেত, কাল তাও উবে যাবে। বছর দশেক পরে কেউ তাকে মনে রাখবে না। এই যুদ্ধের কথা কোন ইতিহাসে লেখা হয়েছে? স্পার্টাকাস কিছু গড়েনি, সে শুধু ভেঙ্গেছে। যারা গড়ে পৃথিবী শুধু তাদেরই মনে রাখে।"

"সে গড়েছিল বৈকি—গড়েছিল আশা।"

"ভেরিনিয়া বাচ্চা মেয়ের মতো বারে বারে এক কথাই বলছ। সে আশা গড়েছিল! আশা কিসের জন্য? সে-সব আশা আজ কোথায় গেছে? উড়ে গেছে, ভস্মের মতো, ধুলোর মতো সব উড়ে গেছে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না ভেরিনিয়া, দুর্বলের ওপর সবলের শাসনই চলে আসছে পৃথিবীতে এবং চলবে—এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ভেরিনিয়া, তোমায় আমি ভালোবাসি। তুমি ক্রীতদাসী বলে নয়। ক্রীতদাসী হওয়া সত্ত্বেও তোমায় আমি ভালোবাসি।"

"আজ্ঞে—"

"কিন্তু স্পার্টাকাস, নিষ্পাপ ছিল," তিক্ত স্বরে বলে ক্রাস্সাস।

"আজ্ঞে তাই ছিল সে।"

"বল, আমায় বল, কি করে সে নিষ্পাপ ছিল!"

"আমি বলতে পারব না, আপনি যা বোঝেন না, কেমন করে তা বলব আপনাকে?"

"আমি তাকে বুঝতে চাই। তার সঙ্গে আমি লড়তে চাই। সে বেঁচে থাকতে তার সঙ্গে আমি লড়েছি, সে মরে গেছে, এখনও লড়ব।"

ভেরিনিয়া মাথা নাড়ে। বলে, "আপনি এরকম করে আমার সঙ্গে লাগছেন কেন? বেচেই বা দিচ্ছেন না কেন! আমায় নিয়ে যা করতে চান তা কেন করছেন না? ছেড়েই বা দিচ্ছেন না কেন?"

"একটা অতি সাধারণ কথা বলতো আমায় ভেরিনিয়া, স্পার্টাকাস বলে সত্যি কি কেউ ছিল? তাহলে তার কথা কেউ আমায় বলতে পারে না কেন?"

"আমি তো আপনাকে বলেছি—" থেমে যায় ভেরিনিয়া।

এবারে একটু কোমল ভাবে বলে ক্রাসসাস :

"বল, বল, থেমো না, ভেরিনিয়া, বল, আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। আমার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পাও তা আমি চাই না।"

"আমি ভয় পাচ্ছি না। স্পার্টাকাসকে জানার পরে আমি কখনও ভয় পাইনি। কিন্তু তার সম্বন্ধে কথা বলা বড় কঠিন। আপনি তাকে খুনে বলেছেন, কসাই বলছেন—কিন্তু তার মতো অত মহৎ অত ভালো লোক আর জন্মায়নি।"

"বেশ তাই বল—কিসে সে এত মহৎ। বলতেই হবে এত মহৎ সে কিসে। এমন কি সে করেছে যাতে তাকে তুমি মহৎ ভাবছ, আমি বুঝতে চাই। বুঝলে, তার মতো তো হতেও পারি।"

খাবার না খেয়ে মদই খেয়ে চলে ক্রাসসাস। কিন্তু এখন ওর বিদ্রূপের ঝাঁঝ একটু শান্ত হয়ে আসে। বলে :

"হয়তো, আমিও হতে পারি তার মতো—স্পার্টাকাসের মতো।"

"আপনি আমাকে বলতে বলছেন, কিন্তু কি করে আমি বোঝাব! আপনাদের মধ্যে যেমন, ক্রীতদাসদের মধ্যে স্ত্রীলোক আর পুরুষের সম্পর্ক সে রকম নয়। তাদের মধ্যে পুরুষ আর মেয়ে সমান। আমরা একই কাজ করি, এক ভাবে চাবুক খাই, একই ভাবে মরি এবং একই ভাবে নাম-গোত্রহীন কবরে মাটির নীচে শুয়ে থাকি। প্রথমটায় আমরা বর্শা, তলোয়ার নিয়ে পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছি। স্পার্টাকাস আমার সাথী ছিল। আমরা দুজনে এক ছিলাম। এক সঙ্গে আমরা যুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ওর যদি কোনখানে আঘাত লাগত, আমি একটু শুধু ছুঁয়ে দিতাম—আমার ব্যথা লাগত। ওর ঘা তখন আমার হয়ে যেত। সব সময় আমরা সমান ছিলাম। যখন ওর সব চাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু ক্রিকসাস মারা গেল—আমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে ছোট বাচ্চার মতো কি কান্নাই কাঁদল সে। আমার প্রথম সন্তানটি ছ' মাসে মরা জন্মায়—তখন আমিও ঠিক অমনি করে কেঁদেছিলাম—সে তখন আমাকে ঠিক অমনি করে আগলে রাখে। যতদিন বেঁচে ছিল আমি ছাড়া ওর জীবনে অন্য স্ত্রীলোক ছিল না। আমার জীবনে অন্য পুরুষ নেই। প্রথমবার সে যখন আমায় জড়িয়ে ধরে আমার কি রকম ভয় করছিল। কিন্তু তারপর এক আশ্চর্য ভাব আমার মধ্যে এল—মনে হল আমি কোন দিন মরব না। আমার ভালোবাসা অমর। আর আমাকে কিছু আঘাত করতে পারবে না। আমি তারই মতো হয়ে গেলাম। এবং মনে হয়, সেও খানিকটা আমার মতো হয়ে গেল। প্রথমে আমার ভয় করত যে ও আমার দেহের কলংকের দাগগুলি দেখে ফেলবে। তারপর আমার এ বোধ হল যে কলংকের দাগ, এমনি চামড়ার মতো পবিত্র, সে আমাকে এত ভালোবাসত। কি বলব আপনাকে তার কথা! লোকে ওকে খুব বড় করে দেখাত। কিন্তু ও অসাধারণ কিছু ছিল না—নিতান্ত সাধারণ মানুষ ছিল—

একেবারে সাধারণ—শান্তশিষ্ট ভালো মানুষ। ওর বুকটা ছিল ভালোবাসায় ভরা। ওর সঙ্গী-সাথীদের ভালোবাসত। দেখা হলে ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরত, মুখে চুমু খেত। আপনাদের মধ্যে কই পুরুষদের তো ও রকম করে জড়িয়ে ধরতে আর চুমু খেতে দেখিনি। এখানে তো দেখি পুরুষেরা মেয়ে-মানুষকে নিয়ে যেমন শোয়, ঠিক তেমনি করে পুরুষদের নিয়ে শোয়। স্পার্টাকাস যখন আমাকে কিছু বলত, আমি ঠিক বুঝতাম। কিন্তু আপনার কথা আমি কিছু বুঝি না। রোমানরা যখন কিছু বলে তাও বুঝি না। ক্রীতদাসরা যখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি করত, স্পার্টাকাস তাদের ডাকত। তারা নিজের নিজের কথা বলত। স্পার্টাকাস ওদের বোঝাত। সবাই শুনত ওর কথা। খারাপ কাজ তারা অবশ্য করত। কিন্তু সবাই ভালো হতে চাইত। ওরা তো অমনি একলা শুধু নিজেরাই ছিল না। ওরা ছিল আর একটা কিছুর অংশ—প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অংশ ছিল। প্রথমে যুদ্ধে পাওয়া জিনিসপত্র থেকে চুরি করত। স্পার্টাকাস আমাকে বুঝিয়ে দিত কেন ওরা চুরি না করে থাকতে পারে না। ওরা যেখান থেকে এসেছে চুরিই দেখেছে শুধু। কিন্তু আমাদের যে সাধারণ ভাঁড়ার ছিল তাতে তালা-টালাও লাগান হত না, পাহারাও ছিল না। তারা যখন দেখল চুরি না করেই ওরা যা দরকার সব পেয়ে যাচ্ছে, আর চুরি করত না। কারণ চুরি করলে সেগুলো দিয়ে করবে কি, আর কাজে তো লাগবে না। অনাহার আর দারিদ্র্যের ভয় তো আর ছিল না। স্পার্টাকাস আমাকে শিখিয়েছিল—মানুষ ভয় পেয়ে খারাপ কাজ করে। ও আমাকে বুঝিয়ে দিত মানুষ খুব ভালো আর সুন্দর হতে পারে যদি সবাই মিলে মিশে থাকে আর যা আছে সবাই সমান ভাগ করে নেয়। আমি বুঝতাম, আমার জীবনও ঐ খাতেই বইতো। মানুষটাকে আমি আমার করে পেয়েছিলাম, সে চিরকাল ওই রকমই ছিল। সেই জন্যই তো সে সকলের নেতা হতে পেরেছিল, সবাই মানত ওর কথা। ওরা খুনেও ছিল না, কসাইও ছিল না। ওদের মতো ও রকম মানুষ দুনিয়ার লোক দেখেইনি কখনও। মানুষ যে কি হতে পারে তা ওরা দেখিয়ে গেছে। সেই জন্য আপনি আমায় আঘাত করতে পারবেন না। সেই জন্যই আমি আপনাকে কোন দিন ভালোবাসতে পারব না।"

"বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা," ক্রাসসাস বলে, "আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা। জাহান্নামে যা।"

গ্রেকাস আবার ডেকে পাঠায় ফ্লেভিয়াসকে। একই ভাগ্যের শরিক দুজনে।

এখন দুজনকে আরো সহোদর ভাইয়ের মতো দেখায়। দুজনেই মোটা থলথলে এবং বার্ধক্যের পথে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে দুজনে। পরস্পরকে ওরা জানে। গ্রেকাস ফ্লেভিয়াসের জীবনের বিড়ম্বনার ইতিহাস জানে। সার্থক মানুষদেরই মতো হতে সর্বদা চেষ্টা করেছে ফ্লেভিয়াস, কিন্তু পারেনি। তাদের প্রতিটি আচরণ, হাব-ভাব ও হুবহু অনুকরণ করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও একটা নকল চীজই হয়ে রইল। জোচ্চোরও হতে পারল না, হল মেকী, তার নকল। ফ্লেভিয়াস গ্রেকাসের দিকে তাকায়, দেখে সে গ্রেকাস নেই। সে গেছে, আর ফিরবে না। ওর সন্দেহ হয়, সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটে গেছে। কিন্তু ওর পক্ষে সন্দেহই যথেষ্ট। গ্রেকাস ছিল ওর আশ্রয়দাতা। কিন্তু সেই আশ্রয়দাতা আর ওকে আশ্রয় দিতে পারবে না। এই হল ভবিতব্য। বেশ তাই হোক।

ফ্লেভিয়াস জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কি চান? আবার যেন গালি-গালাজ শুরু করবেন না। ভেরিনিয়া, স্পার্টাকাসের স্ত্রী ভেরিনিয়া, তাকেই আপনার চাই, আমি খুব ভালো করে বুঝেছি। কিন্তু আমার কাছ থেকে কি চান?"

"তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?" গ্রেকাস জানতে চায়, "যাদের কাছ থেকে কখনও কোন উপকার পেয়েছি তাদের আমি ভুলি না। তা হলে বল তোমার ভয়টা কিসের?"

"ভয় আমার আপনাকে," ক্লিষ্ট স্বরে বলে ফ্লেভিয়াস, "আপনি আমায় কি যে করতে বলবেন তা বুঝতেই পারছি না, তাই দারুন ভয় করছে। আপনি ইচ্ছা করলে, নগর-বাহিনীকে ডাকতে পারেন। আপনার নিজেরও তো গুণ্ডা-টুণ্ডার দল আছে। আপনার এক্তিয়ারে বড় বড় মহল্লা সব রয়েছে—সে সব জায়গার প্রতিটি মানুষকে দিয়ে আপনি যা চান করিয়ে নিতে পারেন। তা কেন করাচ্ছেন না? আমার মতো একটা ক্ষয়ে-যাওয়া, ফুরিয়ে-যাওয়া বুড়োর কাছে আসছেন কেন? না, ফুরিয়ে-যাওয়া কথাটা ঠিক হল না, আমি ছিলাম কবে যে ফুরিয়ে গেলাম? ছিলাম তো পুকড়ির দালাল একটা। আপনি আপনার বন্ধুদের কাছে যাচ্ছেন না কেন?

"না, পারি না," গ্রেকাস বলে, অন্ততঃ এই ব্যাপারে নয়।"

"কেন?"

"তুমি জানো না, কেন? আমি যে সেই মেয়েটিকে চাই। আমি ভেরিনিয়াকে চাই। কিনতে চেষ্টা করেছিলাম। ক্রাসসাসকে দশ লাখ সেসটারসেস দিতে চাইলাম, তারপর ডবল হাঁকলাম। কিন্তু সে আমায় অপমান করে মুখের ওপর টিটকারী দিল।"

"বিশ লাখ। বিশ লাখ। না না, কি বলছেন।" ফ্লেভিয়াস টাকার অংকটা ভাবতে গিয়ে কেঁপে উঠল। পুরু ঠোঁট দুটোকে চাটতে লাগল, আর বারে

বারে হাত মুঠো করতে আর খুলতে লাগল।

বিশ লাখ। দুনিয়ার দৌলত যে! ছোট একটা ব্যাগে পোরা একটা গোটা দুনিয়ার দৌলত। আপনি এ সাথে সাথে নিয়ে ঘোরেন। তার মানে গোটা পৃথিবীটাই। আর তা কি না একটা মেয়ে মানুষের জন্য উজাড় করে দিচ্ছেন। ওঃ ভগবান! আচ্ছা, গ্রেকাস ওই মেয়েটাকে চাইছেন কেন? আপনার গোপন ব্যাপারে অনধিকার চর্চা করছি না, তবে আমায় দিয়ে আপনার কাজ তো করাচ্ছেন। যদি নাই বলেন, তবে উঠলাম। আমাকে জানতেই হবে, আপনি কেন তাকে চাইছেন।"

"ওকে আমি ভালোবাসি," গ্রেকাস-এর স্বর উদাস।

"কি?"

গ্রেকাস মাথা নাড়ে। ওর মান-সম্মান সব উবে গেছে। ও মাথা নাড়ে। চোখ লাল হয়ে ছলছল করতে থাকে।

"আমি কিছুই পারছি না। প্রেম? প্রেম বস্তুটা কি? আপনি তো বিয়ে টিয়ে করেননি। কোন মেয়ে মানুষ আপনার গায়ে আঙুলও ছোঁয়ায়নি। আর আপনি কিনা একটা বাঁদী ছুঁড়ির সঙ্গে এমনি প্রেমেই পড়লেন যে একেবারে বিশ বিশটা লাখ সেসটারসেস এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে রাজী! বুঝিনে বাবা!"

"নাই বুঝলে, দরকারই কি বোঝবার," ঝাঁঝের সঙ্গে বলে গ্রেকাস, "তুমি বুঝবে না। তাকিয়ে তো আছ আমার দিকে—আমি বুড়ো, হোঁৎকা মোটা। আর তোমার মনে তো হামেশাই সন্দেহ রয়ে গেছে যে আমি একটা মোরগের খাসী। যা ভাবার ভাবো। কোন মেয়েকেই কখনও মানুষ বলে গণ্য করিনি। মানুষ বলে গণ্য হবার মতো আমাদের আছেই বা কটা মেয়ে মানুষ। আমি ওদের ভয় করেছি, ঘৃণা করছি—আমরাই হয়তো ওদের ওরকম বানিয়েছি, কে জানে। এখন আমি এই নারীর কাছে নতজানু হয়ে মিনতি করে বলব, 'একবার চোখ তুলে তাকিয়ে দেখ আমায়, বল, তোমার কাছে আমার সামান্য একটু দাম আছে। আমি জানি না ক্রাসসাস ওর কতখানি। কিন্তু সে যে ক্রাসসাসের কতখানি—আমি বুঝি। কিন্তু ক্রাসসাসের কি দাম থাকতে পারে সে মেয়ের কাছে—সেই তো ওর স্বামীর হন্তা—স্পার্টাকাস নিঃশেষ তো ক্রাসসাসেরই হাতে। এমন লোককে ঘৃণা ছাড়া আর কি করতে পারে সে?"

"তা মেয়েরা সব পারে," ফ্লেভিয়াস মাথা নেড়ে বলে, "ক্রাসসাস হয়তো দাম চড়িয়েই যাবে, অবাক হবেন না।"

"ভুল বলছ, একেবারে ভুল, বোকা পাঁঠা কোথাকার। একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন, পেটমোটা গোমূর্খ!"

"ফির গালাগালি শুরু করবেন না।"

"তা হলে বোকার মতো কথাও বলো না। জেনে রাখো এই মেয়েকে আমার

চাই-ই। দাম তুমি জানো— ।"

"অর্থাৎ আপনি দেবেন— "

"হাঁ তাই।"

"এর ফলাফল কি তা জানেন?" সতর্ক ভাবে বলে ফ্লেভিয়াস, "আমার আর কি। কাজ হাসিল হলে আপনার কাছে টাকা পাব। তাই নিয়ে পাড়ি জমাব মিশরে। সেখানে আলেকজান্দ্রিয়ায় একটা ভিলা কিনব। আর কটা বাঁদী-বান্দা নিয়ে তোফা রাজার হালে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব। আপনি তো আর তা পারবেন না। আপনি হলেন একজন সেনেটার। রোমের সব চাইতে ক্ষমতাওয়ালা মস্ত বড় মানুষ। আপনি পালিয়ে যেতে পারবেন না, তবে ও-মেয়েকে নিয়ে আপনি কি করবেন?"

"সে দেখা যাবে পরে। ও নিয়ে এখন ভাবছি না।"

"ভাবছেন না? আপনি জানেন ক্রাসসাস কি করবে। ক্রাসসাস কখনও কারো কাছে হার মানেনি, তার কাছ থেকে কেউ কোন জিনিস কখনও আদায় করতে পারেনি। লড়তে পারবেন ক্রাসসাসের সঙ্গে? তার যা টাকার জোর আছে তার মোকাবিলা পারবেন করতে? সে শেষ করে দেবে আপনাকে, গ্রেকাস। প্রাণেও মারবে। আপনাকে সর্বস্বান্ত করে তারপর জানে মারবে।"

"তুমি কি ভাবছো, অতই ক্ষমতা ক্রাসসাসের— ?" গ্রেকাস আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে।

"সত্যি কথা শুনতে চান? বিশ লাখ অবশ্যি আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে তার ক্ষমতা আছে। সে পারে এবং করবেও।"

"দেখা যাক যা থাকে কপালে।"

"যা থাকে কপালে করে দেখতে গিয়ে তারপর? বিশ লাখ তো সোজা নয়। না হয় ওই টাকা দিয়েই তাকে বের করে এনে আপনার ঘরে তুলে দিলাম, তারপর? কি করে জানলেন যে সে আপনার মুখে থুথু দেবে না! আর দেবে নাই বা কেন! ক্রাসসাস না হয় স্পার্টাকাসকে খতমই করেছে, কিন্তু ও-কাজে তাকে লাগিয়েছিল কে? ফন্দি-ফিকির করে তাকে কে ওই পদে বসাল? কে তাকে সেপাই-সামন্ত দিল, অত বড় একটা পদ দিল?"

"আমিই দিয়েছি," স্বীকার করে গ্রেকাস।

"বিলকুল ঠিক। তাহলে কি আশা করেন?"

"তাকে পেতে পারি।"

"কি দেবেন তাকে? কি দিতে পারেন? সমস্ত ক্রীতদাসেরা একটাই জিনিস চায়। দিতে পারেন তা?"

"কি?"

"আপনি জানেন ভালো করেই। প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাবেন না।"

"তুমি বলছ—ওর মুক্তি?" শান্তভাবে গ্রেকাস বলে।

"হাঁ, মুক্তি। কিন্তু আপনার কাছ থেকে নয়। আপনাকে ছাড়া অর্থাৎ-রোমের বাইরে তার মুক্তি—ক্রাসসাসের নাগালের বাইরে।"

"বেশ তাই যদি হয়। মুক্তির প্রতিদানে একটি রাত কি সে আমায় দেবে?"

"একটা রাত—কেন?"

"প্রেম—না না প্রেম নয়। সন্মান—শ্রদ্ধা—সেবা। না না তাও নয়—কৃতজ্ঞতা। তাই—কৃতজ্ঞতাই। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য একটা রাত।"

"এটা বুদ্ধিমানের কথা হল না।"

"আরও নিবু'দ্ধিতার কাজ হল এখানে বসে তোমায় ও কথা উচ্চারণ করতে দেওয়া," গ্রেকাস বলে, "বোধ হয় আমি বোকাই, যাই হোক। ক্রাসসাসের সঙ্গে বোঝা-পড়া করা যাবে 'খন, সে আমার কাজ। কিন্তু তোমায় তাকে বিশ্বাস করাতে হবে যে আমি কথার খেলাপ করি না। কোন কালে করিনি। যা বলেছি, হামেশা তা রেখেছি। রোম জানে এ কথা। কিন্তু তুমি কি তাকে এ কথা পারবে বিশ্বাস করাতে?"

ফ্লেভিয়াস মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানায়।

"রোমের বাইরে তাকে নিয়ে যাবার জন্য ব্যবস্থা তোমারই করতে হবে। পারবে?"

আবার মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানায় ফ্লেভিয়াস।

"কোথায়?"

"অন্ততঃ সিজেলফিন গল-এ। সেখানে সে নিরাপদে থাকবে। বন্দরগুলো আর দক্ষিণের রাস্তাগুলোর ওপর নজর রাখা হবে। কাজেই উত্তরমুখো গেলে বিপদের ভয় থাকবে না। ও জার্মান, বোধ হয় ইচ্ছা করলে শেষ পর্যন্ত ও জার্মানীতেও পৌঁছে যেতে পারে।"

"ক্রাসসাসের বাড়ি থেকে ওকে বের করবে কি করে?"

"তাতে অসুবিধা হবে না। ক্রাসসাস সপ্তাহে তিনদিন গ্রামে যায়। বুদ্ধি করে পয়সাকড়ি খরচ করতে পারলে হয়ে যাবে।"

"তবে সে যদি যেতে চায় তবেই।"

"তা আমি বুঝেছি," মাথা নাড়ে ফ্লেভিয়াস।

"বোধ হয় বাচ্চাটাকেও সাথে আনতে চাইবে। তা আনুক। এখানে বাচ্চার জন্য সব ব্যবস্থা করে দেব আমি।"

"আচ্ছা।"

"তুমি বিশ লাখ অগ্রিম চাও, তাই না?"

"তা তো চাইই," একটু বিষণ্ণভাবে ফ্লেভিয়াস বলে।

"ঘরেই আছে, নিয়ে যাও। নগদই নিতে পার আর চাও তো

আলেকজান্দ্রিয়াতে আমার ব্যাংকের ওপর হুণ্ডিও নিতে পার।"

"নগদই নেব," ফ্লেভিয়াস বলে।

"তাই বোধ হয় ভালো। কিন্তু দেখো, বুজরুকী করো না। তবে যেখানে থাকো খুঁজে বের করবই।"

"রেখে দিন ওসব। আপনার মতো আমিও কথা রাখতে জানি।"

"বেশ, বহুত আচ্ছা।"

"কিন্তু আমার মগজে কিছুতেই ঢুকছে না, আপনি এসব কেন করতে যাচ্ছেন। যত ঠাকুর-দেবতা আছে সবার নামে হলপ করে বলছি, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। যদি ভেবে থাকেন ক্রাসসাস আপনাকে অমনি ছেড়ে দেবে, বলতে হবে আপনি চেনেননি তাকে।"

"খুব ভালো করেই ক্রাসস্নাসকে আমি চিনি।"

তা হলে ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন, গ্রেক্কাস। এসব কথা মনে না হলেই ভালো হত, কিন্তু আসছে, কি করব।"

ভেরিনিয়া স্বপ্ন দেখল—মহামান্য সেনেটের সামনে হাজির হয়েছে সে তদন্তের সওয়াল জবাবের জন্য। বিশাল বিশাল চেয়ারে সাদা টোগা পরে বসে আছেন দুনিয়ার যারা মালিক। প্রত্যেকের মুখ ক্রাসসাসের মতো—লম্বা গড়ন, সুছাঁদ, কঠিন। তাদের সবকিছু—বসবার ভঙ্গি, থুথনি, হাতের তেলোয় রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে থাকা মুখের ভীতিজনক কঠিন ভাব, তাদের বিশ্বাস-আশ্বাস সব কিছু যোগ করলে, যোগফল দাঁড়ায়—ক্ষমতা। ওরা শক্তি, ওরা প্রতাপ—পৃথিবীর কোন কিছু ওই শক্তির সামনে দাঁড়াতে পারে না। খিলান-করা বিশাল সেনেট কক্ষে বিশাল বিশাল শ্বেত মর্মরের আসনে আসীন সেনেটর-গণ—এদের দিকে তাকালেই ভয়ে বুক কাঁপে।

ভেরিনিয়া স্বপ্ন দেখল—স্পার্টাকাসের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য ও দাঁড়িয়ে আছে এদের সামনে। ওর পরনে সাধারণ একটা সুতীর পোশাক। ও বুঝতে পারছে স্তনের ধারায় ওর জামা ভিজে যাচ্ছে—ওর বুকটা তীব্র বেদনায় টন্ টন্ করে উঠছে। ওরা সওয়াল আরম্ভ করে।

"স্পার্টাকাস কে?"

ও উত্তর দিতে আরম্ভ করে। কথা শেষ হবার আগেই দ্বিতীয় প্রশ্ন আসে:

"সে রোমকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল কেন ?"

আবার উত্তর দিতে চেষ্টা করে—কিন্তু তৎক্ষণাৎ তৃতীয় প্রশ্ন :

"যারা ওর হাতে পড়েছে, তাদের সবাইকে হত্যা করেছে কেন ? সে কি জানত না রোমের আইনে খুন নিষিদ্ধ ?"

ভেরিনিয়া প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু দুটো শব্দ ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরুবার আগেই আর একটা প্রশ্ন :

"যা কিছু ভালো সব সে ঘৃণা করত, আর যত কিছু খারাপ সব ভালোবাসত—কেন ?"

আবার ও কথা বলার চেষ্টা করে। কিন্তু একজন সেনেটর দাঁড়িয়ে উঠে ওর বুকের দিকে নির্দেশ করে বলে :

"ও কি ?"

"দুধ।"

সব কটি মুখের ওপর প্রচণ্ড ক্রোধের কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। আরও ভয় পেয়ে গেল ভেরিনিয়া। তারপর ও বুঝতে পারল কেমন করে যেন ওর সব ভয় চলে গেল। স্বপ্নের মধ্যেই নিজকে বলল :

"স্পার্টাকাস আমার সাথে সাথে আছে, তাইতেই এটা হল।"

ও মাথাটা ঘোরাতেই দেখল সত্যি সত্যি স্পার্টাকাস পাশে দাঁড়িয়ে। লড়াইয়ের সময় যে পোশাক সে সাধারণতঃ পরত তাই আজ পরনে—সেই হাঁটু পর্যন্ত উঁচু বুট, নিতান্ত সাধারণ ছাই রং-এর একটা টিউনিক, কালো চুলের ওপর একটা ছোট ফেল্টের টুপি। সঙ্গে কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। এক লড়াইয়ের জন্য ছাড়া অন্য সময় অস্ত্র ও সঙ্গে রাখত না, গায়ে কোন রত্নালংকার নেই—আংটি, বালা কিছু নেই। মুখ পরিষ্কার কামানো, চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা।

দাঁড়াবার সেই সহজ ভঙ্গী, যা আত্ম-প্রত্যয়ে সংস্থিত। স্বপ্নেও মনে পড়ে ভেরিনিয়ার—সর্বদাই স্পার্টাকাস অমনি—ওটা ওর প্রকৃতিগত। ও যখন দশের মধ্যে থাকত—ওর ওই সহজ আর নিশ্চয়তার ভাব সকলের মধ্যেই সংক্রামিত হত। কিন্তু ভেরিনিয়ার মধ্যে প্রতিক্রিয়া হত একেবারে অন্য রকম। স্পার্টাকাসকে দেখলেই আনন্দে ও ভরে উঠত। ও যেন ভেঙ্গে খোলা একটি বলয়। স্পার্টাকাসের দর্শনে সেই বলয়ের মুখ জুড়ে বলয়টি গোটা এবং সম্পূর্ণ হয়ে যেত। একবার ভেরিনিয়া স্পার্টাকাসের প্যাভিলিয়নে গিয়েছিল। প্রায় জন পঞ্চাশেক লোক স্পার্টাকাসের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। অবশেষে স্পার্টাকাস এল। ভেরিনিয়া এক দিকে সরে দাঁড়িয়ে রইল—যারা এসেছে তাদের সঙ্গে কাজ সারা হোক। ভেরিনিয়া শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। স্পার্টাকাসকে যত দেখছিল ততই ওর আনন্দ হচ্ছিল। স্পার্টাকাসের প্রতিটি কথা, প্রতিটি নড়া-চড়া, সেই উপচীয়মান আনন্দেরই এক একটি প্রক্রিয়া। তারপর

এমন এক মুহূর্ত এল যখন সেই উপচিত আনন্দ আর ও ধরে রাখতে পারছিল না। ও প্যাভিলিয়নের বাইরে চলে গেল একটু একলা হবার জন্য।

আজও এই স্বপ্নের মধ্যেও তেমনি আনন্দ-ধারায় ওর অবগাহন হল।

স্পার্টাকাস ওকে জিজ্ঞাসা করে, "কি করছ লক্ষ্মী এখানে?"

"ওরা যে আমাকে কত কি জিজ্ঞাসা করছে।"

"কারা?"

"ঐ যে ওরা," সেনেটরদের দিকে দেখিয়ে বলে ভেরিনিয়া, "ওদের দেখে আমার ভয় করছে।" ওর নজরে পড়ল, সেনেটররা স্থির নিস্পন্দ, যেন জমে গেছে।

স্পার্টাকাস বলে, "কিন্তু ওরা যে আরও বেশী ভয় পেয়েছে।" ওই ওর কথা বলার ধরন—কিছু দেখলে অতি সহজ সরল ভাবে সোজাসুজি বলে দেবে। এবার ভেরিনিয়ার অবাক হওয়ার পালা—তাই তো ওর চোখে কেন পড়ল না! হ্যাঁ, ভয়ই তো পেয়েছে ওরা।

"চল ভেরিনিয়া, আমরা যাই," স্পার্টাকাস মৃদু হেসে বলে। তারপর দুজনে দুজনের কোমর জড়িয়ে ধরে বেরিয়ে যায় রোমের রাস্তায়। ওরা প্রেমিক-প্রেমিকার মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল রোমের রাস্তায় রাস্তায়। কেউ ওদের দিকে তাকায়ও না, বাধাও দেয় না।

ওর স্বপ্নের মধ্যেই স্পার্টাকাস বলে:

"যতবার তোমার কাছে আসি তেমনি আনন্দ হয় আমার। যতবার তোমায় কাছে পাই, তত তোমায় আরও বেশী করে পেতে চাই। ও কি ভীষণ যে তোমায় কাছে রাখতে ইচ্ছা করে।"

"যত বার চাও, তত বারই তো পেতে পার আমায়।"

"জানি জানি—কতবার! সে কি মনে রাখা সহজ? যা পাওয়া যায় তার অভাব বোধ হওয়া তো উচিত নয়—কিন্তু যতই তোমায় পাই আমার ততই আরো, আরো পেতে ইচ্ছা করে, আমার চাওয়ার তো শেষ হচ্ছে না। তুমিও কি আমায় অমনি করেই চাও?"

"ঠিক অমনি করে।"

"যখনই আমায় দেখ!"

"তাই।"

"আমারও ঠিক অমনিই মনে হয় যখনই তোমায় দেখি।"

ওরা আরও কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল। তারপর স্প্যার্টাকাস বলল:

"অন্য কোথাও চল। কোথাও গিয়ে চল একটু শুয়ে থাকি দুজনে।"

"আমি একটা জায়গা জানি," স্বপ্নেই বলে ভেরিনিয়া।

"কোথায়?"

"ক্রাসসাস বলে একটা লোকের বাড়িতে, আমি সেখানেই থাকি এখন।"

থেমে যায় স্পার্টাকাস। ওর হাত সরিয়ে নেয়। তারপর ভেরিনিয়াকে ঘুরিয়ে ওর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর ভেরিনিয়ার জামায় দুধের দাগের দিকে নজর পড়ে স্পার্টাকাসের। ক্রাসসাসের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে ও জিজ্ঞাসা করে:

"ও কি?"

"বাচ্চাকে দুধ খাওয়াই, সেই দুধের দাগ।"

"আমার তো কোন সন্তান নেই," স্পার্টাকাস বলে। কেমন ভয় করে ওর হঠাৎ। একটু একটু করে পিছু হটে ও ভেরিনিয়ার কাছ থেকে দূরে সরে—তারপর আর দেখা যায় না। স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। ভেরিনিয়ার ঘুমও ভেঙ্গে যায়। চারদিকে শুধু অন্ধকার।

পরদিন ক্রাসসাস তার গাঁয়ে গেল। সন্ধ্যা বেলায় ফ্লেভিয়াস ভেরিনিয়াকে গ্রেকাসের বাড়ি নিয়ে এল ওর কথা মতো। একাই বসে খাচ্ছিল গ্রেকাস। একজন পরিচারক এসে সংবাদ দিল—বাইরে দুজন অপেক্ষা করছে—একজন পুরুষ আর একজন মহিলা। মহিলাটির কোলে একটি বাচ্চা আছে।

"ঠিক আছে, আমি জানি," গ্রেকাস বলে, "বাচ্চার জন্য তো ব্যবস্থা করাই আছে, ওদের ভেতরে নিয়ে এস।"

তক্ষুনি আবার বলে, "না না থাক, আমি নিজেই ডেকে আনছি।" খাবার ঘর থেকে প্রায় দৌড়েই গ্রেকাস চলে গেল বাইরের দরজায়। নিজেই ওদের নিয়ে এল ভেতরে। পরম সম্মানিত অতিথির মতো করেই অভ্যর্থনা করে আগন্তুকদের অতি ভদ্রভাবে, পরম বিবেচনার সাথে।

স্ত্রীলোকটির গায়ে একটা লম্বা ক্লোক জড়ানো। আধা অন্ধকার প্রবেশপথে ওর মুখটা দেখা যায়নি। না যাক্—পরেই দেখবে। তাড়া নেই। গ্রেকাস সবাইকে ভেতরে নিয়ে এল। মহিলাটিকে বলল শিশুটিকে সে ইচ্ছা করলে তার হাতে দিতে পারে, নয়তো নিজেই শিশু-কক্ষে তাকে নিয়ে যেতে পারে। শিশুটি মায়ের কোলে আরামে ঘুমিয়ে ছিল। গ্রেকাসের ভয় হল যে সে হয়ত এমন কিছু বলে বা করে ফেলতে পারে যাতে মায়ের মনে তার সন্তান সম্পর্কে আশংকা হতে পারে।

"আমি ওর জন্য একটা রীতিমত শিশু-আগার তৈরী করিয়ে রেখেছি। ছোট্ট একটা খাট আছে—যা যা দরকার হতে পারে সব পাবে। বেশ আরামে থাকবে ওখানে—কোন ভয় নেই, ওখানে কিচ্ছু হবে না। ওর জন্য নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

"ওর বিশেষ কিছু দরকার হয় না," ভেরিনিয়া বলে। গ্রেকাস এই প্রথম ওর স্বর শুনল—স্বর কোমল, কিন্তু ঐশ্বর্যময়, গভীর, মধুর। ক্লোক-এর মাথার আবরণটি সরিয়ে দিল ভেরিনিয়া—মুখ দেখতে পেল গ্রেকাস। লম্বা সোনালী চুলের রাশ ঘাড়ের কাছে খোপা করে বাঁধা। কোন প্রসাধন না থাকায় মুখের প্রতিটি সমতল স্থান আর সমোন্নত রেখাগুলি আরও স্পষ্ট আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল।

গ্রেকাস যখন ভেরিনিয়ার দিকে তাকিয়েছিল, ফ্লেভিয়াস লক্ষ্য করছিল ওকে। ফ্লেভিয়াস এক পাশেই দাঁড়িয়েছিল গম্ভীর হয়ে, কৌতূহল নিয়ে। কিন্তু বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল ও। অত্যন্ত অস্বস্তি লাগছিল ওর। তাই সুযোগ পেতেই বলল :

"অন্য সব ব্যবস্থাও তো করতে হবে গ্রেকাস। আমি খুব ভোরে আসব, আশাকরি আপনি তৈরী থাকবেন।"

"থাকব," গ্রেকাস বলে।

ফ্লেভিয়াস চলে গেল। গ্রেকাস ভেরিনিয়াকে শিশুর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে নিয়ে এল। একজন পরিচারিকা বসে ছিল সেখানে। গ্রেকাস তাকে ইশারায় দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল ভেরিনিয়াকে।

"সারা রাত ও জেগে বসে থাকবে বাচ্চার পাশে, বাচ্চার ওপর সমস্তক্ষণ নজর রাখবে, একবারও নজর এদিক ওদিক করবে না। সুতরাং বাচ্চার জন্য কোন ভয় নেই তোমার, তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পার। ও যদি কেঁদে ওঠে, তোমাকে সেই মুহূর্তে ডেকে নিয়ে আসবে, তুমি কোন চিন্তা করো না।"

"বাচ্চা এখন ঘুমোবে," ভেরিনিয়া বলে, "আপনার অসীম অনুগ্রহ। বাচ্চা জাগবে না, ঘুমোবে।"

"বাচ্চা যদি কাঁদে সেজন্য কাণ পেতে থাকারও তোমার দরকার হবে না। কাঁদলে ও তো ডাকবেই। তোমার ক্ষিদে পায়নি? খাওয়া হয়েছে?"

"খাইনি, কিন্তু ক্ষিদেও পায়নি," শিশুকে বিছানায় শুইয়ে ভেরিনিয়া জবাব দিল, "আমার এত উত্তেজনা হচ্ছে যে ক্ষিদে বুঝতেই পারছি না। মনে হচ্ছে আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। ওই যে আরেকজন ভদ্রলোক, প্রথমে আমার ভয় করছিল ওঁকে, বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিন্তু এখন বিশ্বাস করতে পারছি। কিন্তু আপনি আমার জন্য এত করছেন কেন? আমার ভয় করছে, হয়তো বা স্বপ্নই দেখছি—যে কোন মুহূর্তে ঘুমটুকু ভেঙ্গে যাবে।"

"বেশ, তাহলে আমি খাই, তুমি কাছে বসো। হয়তো পরে একটু আধটু

খেতে ইচ্ছা করতে পারে।”

“বসব।”

দুজনে খাবার ঘরে ফিরে এল। গ্রেকাসের চেয়ারের সঙ্গে সমকোণে যে চেয়ারখানা ছিল তাইতেই বসল ভেরিনিয়া। গ্রেকাস হেলান দিতে পারছে না। ও কাঠ হয়ে পিঠ সোজা করে বসে আছে ভেরিনিয়ার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে। চোখ ফেরাতে পারছে না। ওর অবাক লাগছে। মনে কোন স্বস্তি নেই, ভয় আশংকা কিছু নেই, আছে শুধু অনাস্বাদিত-পূর্ব এক বিপুল সুখের অনুভূতি। একটা পরম পরিতৃপ্তি। জীবনে কোন দিন তো এমন পরিতৃপ্তির স্বাদ পায়নি ও। ওর মনে হল পৃথিবীতে সব কিছু একেবারে ঠিক আছে। বেদনাদায়ক অসঙ্গতিগুলো দূর হয়ে গেছে। এই শুভদা নগরীর উপান্তের আশ্চর্য সুন্দর পরিবেশে ওর নিজ গৃহে আছে ও, ওর সামনে বসে থাকা ওই নারীর প্রতি উন্মুখী গভীর ভালোবাসায় ওর হৃদয় কানায় কানায় ভরা। কোন্ জটিল উৎস আজ এমন করে ওর সারা জীবনের একমাত্র প্রেমকে উৎসাহিত করে দিল স্পার্টাকাসের পত্নীর প্রতি—সেই উৎস সন্ধানে ওর প্রবৃত্তি রইল না। ওর মনে হয় ও বুঝেছে, কিন্তু নিজের মধ্যে কারণটিকে খুঁজে দেখা বা হস্তক্ষেপ করার কোন ইচ্ছা রইল না ওর।

ও খাবার নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করে :

“ক্রাসসাসের ওখানে খাবার পর এখানকার খাওয়া তোমার নিতান্ত জোলো মনে হবে। আমি সাধারণতঃ ফল আর বেশী মশলা-টসলা ছাড়া মাছ মাংস খাই। কখনও সখনও এটা-সেটা একটু ভালো মন্দ হয়। আজ আছে পুর-ভরা চিংড়ি মাছ—ভারী ভালো খেতে। বেশ ভালো একরকম সাদা রং-এর মদও আছে, এটা আমি জল মিশিয়ে খাই—”

ভেরিনিয়া শুনছিল না। গ্রেকাস তার অস্বাভাবিক রকমের তীক্ষ্ণ অনুভূতি দিয়ে বুঝে নিল তা। বলল :

“আমরা রোমানরা যখন খাবার নিয়ে আলোচনা করি তুমি বুঝতে পারো না, তাই না?”

“না,” ও স্বীকার করে।

“আমি বুঝতে পারি, কেন। আমাদের জীবন যে কত ফাঁকা তা নিয়ে আমরা কখনও আলোচনা করি না। কারণ জীবনের ফাঁক ভরাবার জন্যই আমরা মহা ব্যস্ত। আমরা জীবনের ফাঁক ভরাবার চেষ্টা করি—খাওয়া-দাওয়া, মদ খাওয়া, হাসি, প্রেম-করা এই সব দিয়ে—বর্বররা যা করে। ওই নিয়ে আমরা মেতে থাকি, একেবারে ধর্ম-কর্মের মতো নিষ্ঠা দিয়ে নিয়ম করে সব করি। ক্ষিদে টিদের কথা বলি বটে, কিন্তু আমাদের ক্ষিদে পায় না। ক্ষিদে কেমন তা জানতেই পারি না, তেষ্টার কথা বলি, কিন্তু তেষ্টা আমাদের পায় না। ভালোবাসার

কথা বলি, কিন্তু ভালো তো আমরা বাসি না। নিত্যি নূতন পথ বের করি—কত যে, তার সীমা-সংখ্যা নেই। চরিত্রের মধ্যে আমাদের নানা রকম বিকৃতি আছে, এই সব দিয়ে আমরা ভালোবাসার বিকল্প খাড়া করে নিই। আমাদের সুখের স্থান নিয়েছে স্ফূর্তি। এক রকম স্ফূর্তি শেষ হয়, আর একস্ফূর্তি চাই—আরও উগ্র, আরও উত্তেজনা-পূর্ণ। এ শেষ হলে আরো, তারপর আরো, আরো…। আমরা আমাদের পশু বানিয়ে ফেলেছি। এমন পর্যায়ে চলে গেছি যে, আমরা কি করছি, সে বোধও আমাদের থাকে না। অনুভূতিই হারিয়ে ফেলি আমরা। আমি কি বলছি বুঝতে পারছ ?"

"কিছু কিছু পারছি," ভেরিনিয়া বলে।

"কিন্তু আমার তো তোমাকে বুঝতে হবে। আমাকে বুঝতে হবে। এসব স্বপ্ন বলে কেন তোমার ভয় হচ্ছে। ক্রাসসাসের কাছে তুমি অনেক কিছু পেয়েছ। বোধ হয় সত্যি যদি বিয়ে করতে চাইতে, সে তোমাকে বিয়েও হয়তো করে ফেলত। ক্রাসসাস একটা বিরাট লোক। রোমে নাম-করা যাঁরা আছেন, ক্রাসসাস তাঁদের একজন। ওর ক্ষমতা-প্রতিপত্তি যে কতটা, ধারণাও করতে পারবে না। মিশরের ফারাওদের কথা জানো ?"

"জানি।"

"তা হলে। সেই ফারাওদের চাইতেও ক্রাসসাসের ক্ষমতা বেশী। তুমি তো মিশরে সাম্রাজ্ঞীর চাইতেও বড় হতে পারতে। ভালো লাগত না তোমার ?"

"যে স্পার্টাকাসকে মেরেছে তার সাথে ?"

"কিন্তু বুঝতে চেষ্টা কর একটু। সে তো ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নয় স্পার্টাকাসকে মারার জন্য। স্পার্টাকাসকে সে দেখেওনি, তার প্রতি ওর কোন রাগ-বিদ্বেষও ছিল না। আমি তো সমান অপরাধী। স্পার্টাকাসকে হত্যা করেছে রোম। কিন্তু স্পার্টাকাস তো চলে গেছে। তুমি বেঁচে আছ। ক্রাসসাস তোমাকে অনেক দিতে পারত, তা তুমি চাও না ?"

"না আমি চাই না," ভেরিনিয়া জবাব দেয়।

"তবে কি চাও বলো তো লক্ষ্মীটি।"

"আমি মুক্তি চাই," ভেরিনিয়া বলে, "আমি রোম ছেড়ে চলে যেতে চাই—যত দিন বেঁচে থাকব রোমকে যাতে আর কখনও না দেখি। আমি চাই আমার ছেলে স্বাধীন ভাবে বড় হোক।"

"মুক্তি ? মুক্তির মধ্যে কি এমন আছে ?" গ্রেকাস সত্যি সত্যি অবাক হয়ে যায়। বলে, "মুক্তি কিসের জন্য ? না-খেয়ে মরার জন্য ? বেঘোরে প্রাণ দেবার জন্য ? চাল-চুলোহীন হয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মেহনত করবার জন্য, ওই চাষারা যেমন করে ?"

"অত আমি বলতে পারব না। ক্রাসসাসকে বলতে চেষ্টা করেছি—কিন্তু কি

যে বলব! তাকে বলতে পারিনি, আপনাকেও পারব না।"

"তুমি রোমকে ঘেন্না কর, আমি রোমকে ভালোবাসি। রোম আমার দেহের রক্ত, রোম আমার জীবন, আমার মাতা, আমার পিতা—সব। রোম গণিকা, তাও তাকে ছেড়ে যেতে হলে, সে আমার মৃত্যুর সামিল হবে। আমি এখন তা অনুভব করতে পারছি। তুমি এখানে বসে আছ—তাই আমি রোমময় হয়ে আছি। জানি না কেন রোমকে ঘৃণা কর। স্পার্টাকাসও কি ঘৃণা করত?"

"আপনি তো জানেন, সে যেমন রোমের বিরোধী ছিল, রোমও তার বিরোধী ছিল।"

"কিন্তু রোমকে যদি সে ধ্বংস করতে পারত, তবে রোম ছাড়া আর কি গড়ত সে?"

"সে এমন একটা পৃথিবী গড়তে চেয়েছিল—যেখানে কেউ মালিক, কেউ গোলাম থাকবে না। সবাই ভায়ের মতো মিলে মিশে শান্তিতে বাস করবে। স্পার্টাকাস বলত, রোমের যা ভালো আছে, সুন্দর আছে, তাই আমরা নেব। আমরা শহর গড়ব, তার প্রাচীর থাকবে না। সকলে মিলে মিশে ভায়ের মতো হয়ে শান্তিতে থাকবে। আর যুদ্ধ থাকবে না, মানুষের দুঃখকষ্ট কিছু আর থাকবে না।"

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল গ্রেকাস। ভেরিনিয়া নির্ভয়ে কৌতূহলের সঙ্গে ওকে লক্ষ্য করতে লাগল। গ্রেকাসের বাইরেটা স্থূল—বিরাট একটা মাংসের তাল, কিন্তু এ মানুষটিকে ওর মন বিশ্বাস করতে চাইছে। এত পুরুষকে ও এ-পর্যন্ত জেনেছে, এ মানুষ সবার চেয়ে আলাদা। ওর সত্তার মধ্যে একটা বিচিত্র সভ্যতা আছে যা বিপর্যস্ত। কি যেন আছে গ্রেকাসের মধ্যে যা স্পার্টাকাসকে মনে করিয়ে দেয়। কি যে, তা ভেরিনিয়া ঠিক করতে পারে না। দৈহিক কিছু নয়। আচরণেরও কিছু নয়। মিল আছে কতকটা চিন্তা করার ধরনে। আর কখনও সখনও—কদাচিৎ কখনও যেন স্পার্টাকাসের মতো করে কথা বলে।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল গ্রেকাস। তারপর আবার বলতে আরম্ভ করল। মাঝখানে যেন কোন বিরতি ছিল না, এমনিভাবে আগের কথার জের টেনে ভেরিনিয়া যা বলেছিল তার ওপর টিপ্পনী কেটে বলল:

"তাহলে স্পার্টাকাস এমন এক পৃথিবী গড়তে চেয়েছিল যেখানে চাবুকও থাকবে না, চাবুক খাবার মানুষও থাকবে না। প্রাসাদও থাকবে না, মাট-কোঠাও থাকবে না। কি জানি! তা ছেলের নাম কি রেখেছ, ভেরিনিয়া।"

"স্পার্টাকাস! অন্য কি আর নাম রাখতাম!"

"স্পার্টাকাস। ঠিকই হয়েছে। বড় হয়ে বেশ লম্বা-চওড়া জোয়ান হবে, মাথা সব সময় উঁচু করে চলবে। তখন তুমি ওকে ওর বাবার কথা বলবে?"

"বলব।"

"কি বলবে? কি করে বোঝাবে? ও যে-পৃথিবীতে বড় হবে, সেখানে তো স্পার্টাকাসের মতো মানুষ থাকবে না। তা হলে কি করে বোঝাবে ওর বাবা অমন নির্মল, শান্ত-ধীর মানুষ হতে পেরেছিল?"

"আপনি কি করে জানলেন স্পার্টাকাস শান্ত ছিল, নির্মল চরিত্রের ছিল?"

"জানা কি এতই কঠিন?" গ্রেকাস জিজ্ঞাসা করে।

"কারো কারো কাছে শক্ত বই কি! জানেন, ছেলেকে কি বলব আমি? বোধ হয় আপনি বুঝবেন। খুব সাধারণ একটা কথা বলব যে স্পার্টাকাসের চরিত্র নির্মল হয়েছিল কারণ যা কিছু মন্দ স্পার্টাকাস তার বিরোধী ছিল। সে কু-র বিরুদ্ধে লড়েছে। জীবনে কোন দিন কোন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেনি।"

"ঐ জন্যই স্পার্টাকাসের চরিত্র নিষ্কলুষ হতে পেরেছিল!"

"অতশত বুঝি না, তবে আমার মনে হয়, ওতে যে-কোণ মানুষ ভালো হবে।

"স্পার্টাকাস কি করে বুঝত কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায়?"

"সব মানুষের যাতে ভালো হয় তাই হল ন্যায়, আর যাতে তাদের ক্ষতি হয় তাই অন্যায়।"

"বুঝলাম, এই হল স্পার্টাকাসের স্বপ্ন এবং সাধনা। আমি বড় বুড়ো হয়ে গেছি। তাই স্বপ্ন দেখি না। নইলে বহু স্বপ্ন দেখতাম। একটাই জীবনের অধিকার পায় মানুষ। সেই একটিমাত্র জীবনকে নিয়ে কি যে করলাম। একটাই মাত্র জীবন—কিন্তু কতটুকু তার আয়ু—বড় ছোট মনে হয়—বড় অর্থহীন, বড় লক্ষ্যহীন। মনে হয় ছোট একটা মুহূর্ত মাত্র। মানুষ জন্মায়, মরে—কোন যুক্তি নেই এর পেছনে। এই আমি মানুষটা বসে আছি বেঢপ মোটা কদাকার এই মাংস পিণ্ডটা নিয়ে। আচ্ছা, স্পার্টাকাস কি দেখতে খুব সুন্দর ছিল?"

এ বাড়িতে আসার পর এই প্রথম হাসল ভেরিনিয়া। প্রথমে মৃদু হাসি, তারপর জোরে জোরে। অবশেষে সেই হাসি হয়ে গেল কান্না। দু চোখ ভরে জল এল, টেবিলে মাথা রেখে অঝোরে কাঁদতে লাগল ভেরিনিয়া।

"ভেরিনিয়া, ভেরিনিয়া। কি বললাম আমি?"

"কিছু না," রুমাল দিয়ে চোখ মুছে সোজা হয়ে বসল ভেরিনিয়া। "সে আপনাদের রোমানদের মতো ছিল না। আমাদের জাতের মানুষের মতোও ছিল না। সে ছিল থ্রেশিয়ান—চওড়া চেপ্টা মুখ। একবার একজন ঠিকাদার ওকে মেরে নাক ভেঙে দেয়। লোকে বলত ভাঙা নাকের জন্য ওকে ভেড়া ভেড়া লাগত। কিন্তু আমার কাছে সে ছিল—সে যা তাই। এই তো, আর কিছু না।"

আর কোন বাধা নেই দুজনের মধ্যে। গ্রেকাস হাত বাড়িয়ে ওর হাতখানা তুলে নিল নিজের হাতে। আজ অবধি কোন নারীকে ওর এত কাছের মানুষ বলে মনে হয়নি, এত বিশ্বাসও করেনি। বলতে লাগল:

"ভেরিনিয়া, ভেরিনিয়া, তুমি জানো আমি নিজকে কি বলেছিলাম। বলেছিলাম—আমি একটা রাত্তির চাই তোমার কাছ থেকে, একটু ভালোবাসা পাব বলে। তারপর নিজেই তা নাকচ করলাম। তারপর চাইলাম একটি রাত—সে শ্রদ্ধা আর সম্মানের রাত। তাও নাকচ করলাম। শেষটায় বললাম—রাতটি আমার হবে কৃতজ্ঞতার রাত। কিন্তু কৃতজ্ঞতার ওপরেও কিছু আছে, তাই না, ভেরিনিয়া।"

"তা আছে," অকপট হৃদয়ে বলে ভেরিনিয়া। গ্রেকাস বুঝে ভেরিনিয়ার মধ্যে কোন ছল-কপটতা নেই। মনে যা আছে তাই বলে—অন্যভাবে বলতে ও জানে না। হাতখানায় চুমু খায় গ্রেকাস। ভেরিনিয়া হাত টেনে নেয় না।

"এটুকুই চাই আমি," গ্রেকাস বলে, "রাতটুকুই মাত্র আমার—দিনের আলো ফোটা পর্যন্ত। ভেরিনিয়া রাতটুকু বসে থাকবে আমার কাছে, একটু কিছু মুখে দেবে। একটু পান করবে। আমার কত যে কথা বলবার আছে, কত যে শোনবার আছে। ভোর যতক্ষণ না হয়, বসো আমার কাছে। ভোর হলেই ঘোড়া নিয়ে আসবে ফ্লেভিয়াস। তুমি চলে যাবে। রোম ছেড়ে—চিরদিনের মতো। ঐটুকু করবে আমার জন্য, ভেরিনিয়া! বসবে!"

"বসব, আমার নিজের জন্যই বসব," ভেরিনিয়া বলে।

"তোমাকে ধন্যবাদ দেবার চেষ্টা করব না। কি করে তোমায় দেব ধন্যবাদ!"

"আমাকে ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই," ভেরিনিয়া বলে, "আপনি আমাকে যে সুখ আজ দিলেন, আবার যে এমনি সুখ কখনও পাব ভাবিনি। স্পার্টাকাস চলে যাবার পর ভাবতেই পারিনি যে আর কোনোদিন হাসব। ভেবেছিলাম জীবনটা মরুভূমি হয়ে গেল। যদিও স্পার্টাকাস বলত জীবন সব চেয়ে বড়—সব চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ওর কথার অর্থ তেমন করে তখন বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি। এখন আমি হাসতে চাই। কেন চাই বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমি হাসতে চাই।"

ফ্লেভিয়াস এল। ভোর তখনও হয়নি—ভোরের পূর্ব-পর্ব ধূসর, নিরালা নিঃসঙ্গ কাল—যখন জীবন প্রবাহে ভাঁটার টান এবং সমস্ত বস্তু-জগতের গতি নেমে আসে একেবারে নীচের অংশে—যেখান থেকে আবার যাত্রা-শুরুর পালা। কিছু না বলে ফ্লেভিয়াসকে পরিচারিকা নিয়ে এল গ্রেকাস আর ভেরিনিয়ার কাছে।

গ্রেকাস একটা চেয়ারে এলিয়ে আছে, ক্লান্ত মুখ পাণ্ডুর কিন্তু অসুখী নয়। ভেরিনিয়া একটা কৌচে বসে তার শিশুকে স্তন পান করাচ্ছে। তাকেও দেখে ক্লান্ত মনে হয়—কিন্তু বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল হৃষ্ট পুষ্ট গোলাপী রং-এর শিশুকে দুধ খাওয়ানোর তার সেই ছবি। ফ্লেভিয়াস এলে গ্রেকাস তাকে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারা করল। নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করতে লাগল ফ্লেভিয়াস। ভেরিনিয়ার অপরূপ সেই রূপ দেখে সেও মুগ্ধ। প্রদীপের আলোয় বসে শিশুকে স্তন্য-দানরতা সেই মূর্তি রোমের বহু বহু দূর অতীতে কোন স্মৃতির তল হতে যেন উঠে আসা।

দুধ খাওয়ানো হলে জামার বোতাম লাগিয়ে, ঘুমন্ত শিশুকে কম্বলে জড়িয়ে নিল ভেরিনিয়া। গ্রেকাস উঠে এসে ওর সামনে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ভেরিনিয়া।

"শেষ পর্যন্ত রথই ঠিক করলাম," ফ্লেভিয়াস জানায়, "সময়ের দিক থেকে এই ভালো হবে। কোথায় কখন পৌঁছাই না পৌঁছাই, কত মাইল পেছনে ফেলে আসতে পারলাম, সেটাই হবে বড় কথা। একটা রথে কম্বল বালিশ-টালিশ দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছি, কোনো কষ্ট হবে না বসতে। এখন আর দেরী নয়—এক্ষুণি বেরুন দরকার। খুব দেরী হয়ে গেছে। বড্ড দেরী।"

ওদের কানে যেন কিছুই পৌঁছায়নি। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজনে—স্পার্টাকাসের শ্রীমতী স্ত্রী এবং স্থূলকায় প্রৌঢ় রাজনীতিবিদ্। ভেরিনিয়া পরিচারিকার দিকে ফিরে বলল ঃ

"বাচ্চাকে ধরবে একটু ?"

পরিচারিকার কাছে শিশুটিকে দিয়ে গ্রেকাসের কাছে এগিয়ে এল ভেরিনিয়া। তার হাতটা নিয়ে আদর করতে লাগল। তারপর গ্রেকাসের মুখে হাত বোলাতে লাগল। গ্রেকাস নীচু হলে ওকে চুমু খেল ভেরিনিয়া। বলল ঃ

"দুটো কথা বলছি। আপনি বড় ভালো ব্যবহার করেছেন আমার সঙ্গে, বড় ভালো আপনি। আপনাকে ধন্যবাদ জানাই সেজন্য। আপনি যদি আমার সঙ্গে আসেন তবে আমি আপনার কাছে খুব ভালো হয়ে—যতটা ভালো হয়ে, থাকতে পারি।"

"ধন্যবাদ ভেরিনিয়া।"

"আপনি কি আসবেন আমার সঙ্গে, গ্রেকাস ?"

"ধন্যবাদ, লক্ষ্মী আমার, আশীর্বাদ করি। তোমায় আমি খুব ভালোবাসি, কিন্তু রোম ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে আমি কোন্ কাজে লাগব ? রোম আমার মা। মা আমার গণিকা। কিন্তু তোমাকে বলছি ওই মাই হচ্ছেন একমাত্র নারী যাকে আমি এ যাবত ভালোবেসেছি। আমি বেইমান নই। তা ছাড়া আমি বুড়ো আর এত মোটা যে আমায় বয়ে নিয়ে যাবার মতো একটা রথের জন্য

ফ্লেভিয়াসকে সারা শহর হন্যে হয়ে বেড়াতে হবে। এস মণি আমার।"

"বললাম না, বড় দেরী হয়ে গেল," ফ্লেভিয়াস অধীর হয়ে ওঠে, "অন্ততঃ পঞ্চাশ জন লোক তো এর মধ্যে ব্যাপারটা জেনে গেছে। ভাবছেন তারা মুখ বন্ধ করে থাকবে?"

"ভালো করে দেখে শুনে নিয়ে যেও, ফ্লেভিয়াস; এবারে তুমি বড়লোক হয়ে যাবে। আর কষ্ট ধান্দা করতে হবে না। এই শেষ উপকারটুকু আমার কর। ওকে আর বাচ্চাটাকে ভালো করে দেখাশোনা করো। আল্‌প্‌স-এর পাহাড়তলী পর্যন্ত টেনে উত্তর দিকে যাবে। বরাবর সাথে থাকবে তুমি। ঐ অঞ্চলে ছোট ছোট উপত্যকায় যে-সব কিসানরা থাকে, তারা বড় ভালো, সাদা-সিধে, পরিশ্রমী। এদের মধ্যে নিশ্চয় আশ্রয় পাবে ও। কিন্তু যতক্ষণ না পরিষ্কার আকাশের গায়ে আল্‌পসকে স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছ ততক্ষণ ওর সঙ্গে থাকবে কিন্তু। ফেলে যাবে না। এখন সময় পুরিয়ে নাও। ঘোড়া ছোটাও, কষে চাবুক লাগাও। দরকার হয় ঘোড়াগুলোকে মেরে ফেলে নূতন ঘোড়া কিনবে। কিন্তু খবরদার, কোথাও থামবে না। এ কাজটুকু তো করবে আমার জন্য, ফ্লেভিয়াস।"

"আজ পর্যন্ত কোন দিন আপনার কাছে কথার খেলাপ করেছি?"

"না, করনি। আচ্ছা এস তা হলে।"

দরজা পর্যন্ত ওদের সঙ্গে গেল গ্রেকাস। বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নেয় ভেরিনিয়া। ক্রমে আলো হতে থাকা প্রভাতী ধূসরতায় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখে গ্রেকাস। ওরা গাড়িতে চড়ে বসে। ঘোড়াগুলো চঞ্চল সচকিত-বাঁধানো রাস্তায় পা ঠুকছে আর মুখের লাগাম কামড়াচ্ছে।

"বিদায় ভোরিনিয়া," ডেকে বলে গ্রেকাস।

ভেরিনিয়া হাত নাড়ে। রথ ছোটে জনহীন পথে ঘোড়ার খুরের আর চাকার ঘর্ষণের প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে। আর সেই আওয়াজে আশেপাশের ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে দিয়ে......

গ্রেকাস তার অফিস ঘরে ফিরে গেল। প্রকাণ্ড চেয়ারটায় চোখ বন্ধ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। ঘুম এল না। মনের সেই পরিতৃপ্তি এখনও মিলিয়ে যায়নি। চোখ বন্ধ করে চিন্তার রাশ ছেড়ে দিল। বল্গা-হীন চিন্তাগুলো ঘুরে বেড়াতে লাগল এখানে সেখানে অন্যখানে বহু কিছুকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে—বাবা—তিনি ছিলেন এক গরীব চর্মকার। সে তো আজকের কথা নয়, বহু কালের কথা। কবে গত হয়েছে সে-কাল। সে-কালে রোমানরা পরিশ্রমের কদর জানত। খেটে খাওয়া ছিল তাদের গর্ব। তারপর ওর রাজনৈতিক জীবনের শিক্ষানবিশীর শুরু রাস্তায়। সেখানকার রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা-হাঙ্গামা-হানাহানি। তারপর অলিগলি দিয়ে ভোট কেনাবেচার শিক্ষা; প্রয়োজন-মাফিক জনতাকে ব্যবহার করা, এবং সিঁড়ি বেয়ে

ওপরে উঠে ক্ষমতায় আসা। সব মনে পড়ে। অর্থ, প্রতিপত্তি যত পেয়েছে, তত আরো চেয়েছে—তৃপ্তি আসেনি। তখন কিছু কিছু সৎ রোমানও ছিল যারা গণতন্ত্রের জন্য, মানুষের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করে গেছে। গোলাম খাটিয়ে বড় আবাদের পত্তন করে চাষীদের ওপর যে ঘোর অন্যায় ও অত্যাচার হয়েছে, ফোরামে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ তুলেছে; বজ্রকণ্ঠে শোষণকারীদের সাবধান করে দিয়েছে......গ্রেকাস এদের বুঝেছিল। বোঝবার শক্তি ছিল ওর চরিত্রের বিশেষ গুণ। তাদের উদ্দেশ্যের ন্যায্যতাকে স্বীকারও করেছিল। কিন্তু এও বুঝেছিল এ প্রয়াস ব্যর্থই হবে। ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটা পেছনে চলবে না। চলবে সামনেই। যারা সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী তাদের সঙ্গে ও হাত মিলিয়েছিল। যারা পুরানো দিনের স্বাধীনতার কথা বলত তাদের ও গুণ্ডা দিয়ে নিকাশ করিয়েছে। কত সৎ, ন্যায়-পরায়ণ, নীতিনিষ্ঠ লোককে ও হত্যা করিয়েছে।

এখন এ সব কথাই মনে পড়ে ওর—কিন্তু কোন অনুশোচনা বা দুঃখ নেই। ও শুধু বুঝতে চায়। ওর প্রথম জীবনে যারা শত্রু ছিল, তারা পুরাকালীন স্বাধীনতাকে ফিরিয়ে আনার জন্যই লড়ছিল। কিন্তু সেই স্বাধীনতা কি ছিল? এই মাত্র যে-মেয়ে ওর বাড়ি থেকে চলে গেল—স্বাধীনতা তার বুকে আগুনের মতো জ্বলছে। সে তার ছেলের নাম রেখেছে স্পার্টাকাস। সে আবার তার ছেলের নাম রাখবে স্পার্টাকাস। কে জানে গোলামরা কবে গোলাম হয়েই খুশি থাকবে। কোন উত্তর খুঁজে পায় না গ্রেকাস। নিজেও তার কোন সমাধান করতে পারে না। কিন্তু সে জন্য ওর কোন আপশোষ নেই। পরিপূর্ণ জীবন যাপন করেছে ও, তার জন্যও তার কোন দুঃখ নেই। ওর মনে ঐতিহাসিকচেতনা জাগল। ও যেন উপলব্ধি করতে পারল—এই অনন্ত কাল-প্রবাহেও তো শুধু একটা মুহূর্ত মাত্র—ও সান্ত্বনা পায়। ওর প্রিয় নগরী থাকবে, চিরকাল থাকবে। যদি কোনদিন স্পার্টাকাস আবার ফিরে আসে, রোমের প্রাচীর ভেঙে ফেলে দেয়, যাতে মানুষ ভয়হীন হয়ে বসবাস করতে পারে, তখন তারা বুঝবে গ্রেকাসের মতো মানুষ একদা ছিল যারা এই নগরীর অন্যায়-অবিচারকে স্বীকার করেও তাকে ভালো বেসেছে।

মনে ভেসে উঠল স্পার্টাকাসের স্বপ্নের কথা। সে স্বপ্ন কি বেঁচে থাকবে? কালের প্রবাহে সে কি টিকে থাকবে? একটা অদ্ভুত কথা বলল ভেরিনিয়া—অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষ নিঃস্বার্থ আর নির্মল চরিত্রের হয়। এরকম মানুষ তো ও কখনও দেখেনি। তা স্পার্টাকাসকে ও তো দেখেনি। তবু ভেরিনিয়াকে জেনেছে। স্পার্টাকাস চলে গেছে, ভেরিনিয়াও চলে গেছে। সব যেন স্বপ্ন এখন। ভেরিনিয়ার বিচিত্র উপলব্ধির শুধু একটি প্রান্তই ও স্পর্শ করতে পেরেছে।

ওর গৃহ-পরিচারিকা প্রবেশ করল। অদ্ভুতভাবে তার দিকে তাকায় গ্রেকাস। কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করে, "কি চাই, মেয়ে?"

"আপনার স্নানের জল তৈরি, মালিক।"

"কিন্তু আজতো স্নান করব না আমি।" অবাক হয় পরিচারিকা। তাকে অবাক হতে দেখে গ্রেকাসও অবাক হয়। তারপর বুঝিয়ে বলে :

"দেখ, আজ সব অন্য রকম হবে। ঐ টেবিলের ওপর দেখ কতগুলি থলে সাজানো আছে। প্রত্যেকটাতে একটা করে মুক্তিপত্র আর বিশ হাজার সেসটারসেস আছে। এগুলো সব তোমরা আমার এখানে যারা গোলাম হয়ে কাজ করছ তাদের জন্য। তুমি এগুলো সবাইকে একটা একটা করে দিয়ে দাও, আর সবাইকে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলো। এক্ষুণি যাও, যা বললাম কর।"

"কিছু যে বুঝতে পারছি না, মালিক।" পরিচারিকা বলে।

"বুঝতে পারছ না? কেন? যা বলেছি তার মধ্যে তো কোন ঘোর প্যাঁচ নেই। অত্যন্ত পরিষ্কার। তোমাদের চলে যেতে বলছি। তোমাদের মুক্তি দিলাম। তোমরা মুক্ত। টাকাকড়িও রইল কিছু। কখনও তোমরা হুকুম অমান্য করতে সাহস পেয়েছ?"

"আপনার রান্না কে করবে? দেখা শোনা কে করবে?"

"এসব আমায় জিজ্ঞাসা করো না, মেয়ে। যা বলছি কর।"

সময় আর কাটে না—বুঝি অনন্তকাল। দাসদাসীর দল চলে গেল। অদ্ভুত নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেল বাড়িটা। এ নিস্তব্ধতা নতুন। প্রভাতসূর্য উঠছে। রাস্তা শব্দে-কোলাহলে প্রাণকল্লোলে মুখর। কিন্তু গ্রেকাসের গৃহ নীরব নিস্তব্ধ।

ও অফিস ঘরে ফিরে এল। তারপর একটা বাক্সের কাছে এল। সেটা খুলে একটা তলোয়ার বের করল। তলোয়ারটা স্পেনদেশীয় সৈন্যরা সাধারণত যা ব্যবহার করে সেই রকমই; খর্বাকার, কিন্তু চমৎকার কারুকার্য করা, এর খাপটাও অপূর্ব কারুকার্য করা। বহু বহু বছর আগে এটা ও কোনও সরকারী অনুষ্ঠানে উপহার পেয়েছিল, কিন্তু উপলক্ষটা কি ছিল ও কিছুতেই মনে করতে পারছে না। অস্ত্র শস্ত্র সম্বন্ধে ওর এত বিতৃষ্ণা। বিচিত্র। আবার তেমন বিচিত্রও নয়, যদি আর এক দিক থেকে বিচার করা যায়। সব চেয়ে বড় অস্ত্র—যার ওপর ও বেশী নির্ভর করে এসেছে সে হলো ওর বুদ্ধি।

তলোয়ারটা খাপ থেকে খুলে নিয়ে তার ধার পরীক্ষা করল। বেশ ধার আছে। তারপর চেয়ারে ফিরে গিয়ে নিজের বিরাট জঠরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। আত্মহত্যা করার কথা মনে হতে ওর হাসি পেল। আত্মহত্যার কোন মর্যাদা নেই। অত্যন্ত হাস্যকর ব্যাপার আত্মহত্যা। ওর সন্দেহ হচ্ছে চির-প্রচলিত রোমান ধরণে তলোয়ারের বাঁটটা নিজের বুকে বসিয়ে দিতে পারবে কি না। কে জানে, হয়তো বা তলোয়ারটা চর্বি পর্যন্ত বসবার পরই ও ঘাবড়ে গিয়ে নিজের রক্তের মধ্যেই গড়াগড়ি খাবে আর সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করবে। কে বলতে পারে? সারা জীবনে কোন দিন একটা মুরগীর

ছাঁনাও মারেনি—আর আজ কি না ও মারতেই বসল। হত্যা শুরু করবার বয়সই বটে এটা।

ও বুঝতে পারে ব্যাপারটা শুধু স্নায়ুর নয়। মৃত্যুভয় কখনও কখনও ওর হয়েছে। ছোট বেলা থেকেই দেবতাদের সম্বন্ধে হাস্যকর নানা কাহিনী শুনে ও কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে। ওর স্বশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিশ্বাস ছিল দেবতা বলে কিছু নাই। মৃত্যুর পর জীবনেরও অস্তিত্ব নাই। বয়স হলে এই মতবাদ সে সহজেই গ্রহণ করেছিল। কি করবে সে সম্বন্ধে ও মন স্থির করে ফেলেছিল, কিন্তু ভয় হচ্ছে করতে গিয়ে যদি খেলো হয়ে পড়ে।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে হয়তো ওর তন্দ্রার মত এসেছিল একটু। বাইরের দরজায় প্রচণ্ড ধাকাধাক্কি শুনে ও জেগে উঠল। তন্দ্রা ঝেড়ে ফেলে কান পাতল।

"কি মেজাজ রে বাবা?" ও ভাবে, "কি সাংঘাতিক মেজাজ তোমার, ক্রাসসাস! রাগ তো হবেই—। এই বুড়ো হাবড়াটা তার আঙ্গুলে পেঁচিয়ে তোমার যুদ্ধের অতবড় ইনামটা বাগিয়ে নিল। কিন্তু তুমি তো তাকে ভালোবাসতে না ক্রাসসাস। তুমি স্পার্টাকাসকে ক্রুশে ঝোলাতে চেয়েছিলে। যখন তা পারলে না, চাইলে একে। তুমি চেয়েছিলে সে তোমায় ভালোবাসুক, তোমার পায়ের কাছে মাথা লুটিয়ে দিক। কিন্তু কি বোকা তুমি, ক্রাসসাস, মহা মূর্খ। ভুল ভুল ভুল করেছ, মূর্খ! তবু তোমার মতো লোকেরাই এ যুগের আসল মানুষ।

তলোয়ারটা খোঁজে। দেখতে পায় না। হাঁটু গেড়ে নীচু হয়ে দেখে ওটা চেয়ারের নীচে রয়েছে। এবার তলোয়ারটা হাতে নিয়ে নতজানু হয়ে বসে আমূল বুকে বসিয়ে দেয়। তীব্র যাতনায় ও আর্তনাদ করে ওঠে। কিন্তু তলোয়ারটা একেবারে ভেতরে গিয়ে বসে গেছে। ও মুখ থুবড়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল—সেই চাপে গোটা তলোয়ারটাই বুকে বসে গেল।

ক্রাসসাস দরজা ভেঙ্গে ভেতরে যখন এল গ্রেকাস ঐ ভাবেই পড়ে আছে। ক্রাসসাস সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে চিৎ করে দিল। দেখা গেল মুখটা একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি নিয়ে স্থির হয়ে আছে। সে ভঙ্গি হয় হাসির নয়, ক্রোধের।

ক্রাসসাস বাড়ী ফিরে আসে। রাগে, বিরক্তিতে ওর মন খিঁচড়ে আছে। মৃত গ্রেকাসের উপর আজ ওর প্রচণ্ড ঘৃণা—এত ঘৃণাও কাউকে কোনদিন করেনি। কিন্তু গ্রেকাস তো মরেই গেল। ক্রাসসাস আর কিছুই করতে পারবে না।

ক্রাসসাস বাড়ী পৌঁছে শুনল একজন অতিথি এসেছে। কেইয়াস। সে বসে আছে ওর প্রতীক্ষায়। এত শত ব্যাপার ইতিমধ্যে ঘটে গেছে, কেইয়াস তার কিছুই জানে না। ক্রাসসাসকে দেখেই ও জানাল, যে সবে কাপুয়া থেকে ফিরেছে এবং প্রথমেই প্রিয় ক্রাসসাসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ও

উঠে ক্রাসসাসের কাছে গিয়ে তার বুকে হাত বোলাতে লাগল। ক্রাসসাস ওকে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল।

তারপর ঝড়ের মতো ছুটে পাশের ঘরে গিয়ে একটা চাবুক নিয়ে ফিরে এল। কেইয়াস সবে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে চেষ্টা করছিল। ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল, চোখে ছিল বিস্ময়, আঘাতের বেদনা ও ক্রোধ। হঠাৎ পিঠে এসে পড়ল চাবুক। ক্রাসসাসের গর্জনের সাথে সাথে চলল এলোপাতাড়ি চাবুক। দাস-দাসীরা এসে কোন মতে ক্রাসসাসকে থামায়। আঘাতের ব্যথায় শিশুর মতো কাঁদতে কাঁদতে উঠে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল কেইয়াস।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[ভেরিনিয়া মুক্ত]

গ্রেক্কাসের সঙ্গে চুক্তি পালন করল ফ্লেভিয়াস। সঙ্গে আছে রক্ষাকবচ। স্বয়ং গ্রেক্কাসের স্বহস্তে স্বাক্ষরিত অনুমতিপত্র। রথ ছুটে চলেছে উত্তর দিকে। তারপর চলল পূবে। পথে কি হয়েছিল না হয়েছিল ভেরিনিয়ার কিছু মনে নেই। দিনের অধিকাংশ সময় বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে কাটাল। অতি চমৎকার রাস্তা এই কেসিয়া-সরণী। কোথাও এবড়ো খেবড়ো নেই, ওপরটা খুব শক্ত। রথখানা বেশ মোলায়েম ভাবেই চলেছে। প্রথম দিকটায় চালক অত্যন্ত নির্মমভাবে ঘোড়াগুলোকে ছোটাচ্ছিল। দুপুরের দিকে ঘোড়া বদল হলো। সম-লয়ের কদমে ঘোড়া ছুটতে লাগল প্রাণপণে। ক্রমে রাত হল। রোম থেকে একশ' মাইলেরও বেশী ওরা পেরিয়ে এসেছে। অন্ধকারের মধ্যেই আবার ঘোড়া বদল হল। রাতে চাঁদ উঠল। সারা রাত না থেমে ঘোড়া ছুটল সমান গতিতে—গতির বেগে সামনের সুদীর্ঘ পথটাকে যেন গ্রাস করতে করতে অনেকবার সামরিক টহলদারের সম্মুখীন হতে হল। কিন্তু সেনেটর গ্রেক্কাসের স্বাক্ষরিত সনদের বলে কোথাও কোন বাধা হয়নি। সে রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেরিনিয়া সেই চলমান রথে দাঁড়িয়ে রইল। শিশুটি ওর পায়ের কাছে কম্বলের গরমে এবং বালিশের আরামে পরম শান্তিতে ঘুমোল। তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিল ভেরিনিয়া--চাঁদের আলোয় অপসৃয়মাণ গ্রামের পর গ্রাম ও পুলের উপর দিয়ে যাবার সময় নীচেকার উদ্দাম জল-স্রোত। সারা পৃথিবী ঘুমিয়ে। শুধু ওরাই চলেছে আর চলেছে।

ভোর হতে তখনও কয়েক ঘণ্টা বাকি। চাঁদ ডুবে গেল। রাস্তা ছেড়ে একটা ছোট মাঠে গিয়ে নামল রথ। সেখানে ঘোড়ার সাজ খুলে সামনের পা-জোড়া করে বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হল। তারপর নিজেরা একটু করে রুটি চিবিয়ে আর কয়েক ঢোক মদ খেয়ে কম্বল পেতে শুয়ে পড়ল। একটু বিশ্রাম দরকার। ভেরিনিয়ার সহজে ঘুম এল না। কিন্তু ক্লান্ত কোচম্যানরা শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল। ফ্লেভিয়াসের ডাকে ভেরিনিয়া জেগে উঠল। ওর মনে হল সবে মাত্র ওর একটু চোখ লেগেছিল। ও শিশুকে দুধ খাওয়াতে লাগল। এদিকে কোচম্যানরা ঘোড়াগুলোকে সাজ পরাতে লাগল অত্যন্ত ধীরে

ধীরে এবং বিরক্তির সঙ্গে—কারণ ওদের বিশ্রাম হয়নি। ঠিকমতো বিশ্রাম না হলে সকলেরই মেজাজ বিগড়ায়।

রাস্তায় নেমে এবার চলল উত্তর দিকে। হাত-পা একটু টান করে নেবার এবং ঘোড়া বদলাবার জন্য একটা মাইল-স্টেশনে যখন এসে পৌছাল ওরা তখন সূর্য উঠছে। খানিকক্ষণ পরে ওখান থেকে আবার রওনা হতে হল। একটা প্রাচীর-ঘেরা পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে ওরা এগিয়ে চলল। সারা সকাল ঘোড়াগুলো কষে চাবুক খেল এবং ওদের বজ্র-কণ্ঠের গালাগালি শুনল। অন্তহীন রথের ঘর্ঘরের প্রতিক্রিয়া এতক্ষণে ভেরিনিয়ার মধ্যে দেখা গেল। ও কয়েকবার বমি করল। ওর ভয় হল যদি বুকের দুধ শুকিয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলা ফ্লেভিয়াস এক চাষীর কাছ থেকে কিছু তাজা দুধ আর ছাগলের দুধের পনীর নিয়ে এল। খাবার পেটে রইল না ভেরিনিয়ার। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় ওরা প্রায় সারা রাতই শুয়ে রইল।

পরের দিন ভোর হবার আগেই ওরা উঠে পড়ল এবং তক্ষুণি রওনা হল আবার। দুপুর নাগাদ ওরা একটা মোড়ে এসে উপস্থিত হলো, যেখানে আর একটা খুব বড় রাস্তা ইংরাজী T অক্ষরের মাথার মতো করে এই রাস্তাটিকে কেটে চলে গেছে। এবারে রাস্তা উত্তর পশ্চিমে। সারা দিন চলার পর, সূর্য প্রায় ডোবে ডোবে এমনি সময় আকাশের গায়ে দেখা গেল আল্‌প্‌স্‌ পর্বতের তুষার-মৌলি চূড়া। আকাশে চাঁদ ছিল। ঘোড়াকে আর তেমন করে ছোটাবার দরকার নেই। ঘোড়া বদলাবার জন্য শেষবারের মতো একবার থামল রাতে। ভোরের আগেই ওরা বড় রাস্তাটা ছেড়ে একটা সংকীর্ণ কাঁচা রাস্তা ধরল। এ রাস্তাটা পুব দিক দিয়ে এঁকে বেঁকে একটা উপত্যকার মধ্য দিয়ে গেছে। সূর্য উঠলে ভেরিনিয়া দূরে আবছা আবছা সমস্ত উপত্যকাটা দেখতে পেল। উপত্যকার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে একটা ছোট্ট নদী—তার দুই দিক দিয়ে চলে গেছে উঁচু পর্বতশ্রেণী। আলপ্‌স্‌ এবার আরো এগিয়ে এসেছে। একে রাস্তাটা কাঁচা, তার এখানে সেখানে খাদ। রথটা জোরে চলতে পারছিল না। এদিক ওদিক টাল খেতে খেতে কোন রকমে চলতে লাগল। ভেরিনিয়া বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে বালিশের স্তূপের ওপর বসে রইল। একটা কাঠের পুলের উপর দিয়ে ওরা নদী পার হল। এবারে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে পথ। ঘোড়াগুলো কোন মতে রথ টেনে নিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। পাহাড়ী রাস্তা ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে খেয়ে চলে গেছে। চলার দাগ ধরে ধরে ঘোড়াগুলো বহু পরিশ্রমে ওই ঘোরান রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল। গল-দেশীয় কিষাণরা মাঠে কাজ করতে করতে কাজ থামিয়ে দেখতে লাগল প্রকাণ্ড রথ দুটো আর তাগড়া জোয়ান চওড়া-ছাতিওয়ালা ঘোড়াগুলো। বালখিল্যের দল অবাক হয়ে বড় বড় চোখ করে সেই অসাধারণ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইল।

সন্ধ্যার দিকে কাঁচা রাস্তাও শেষ হয়ে এল। এবারে আর রাস্তা নেই, কাঁচা মাটির ওপর দিয়ে চলার চিহ্ন। তাই ধরে ধরে পাহাড়ের ওপরে পৌঁছান গেল। দূরে এক অতি সুন্দর প্রশস্ত উপত্যকা—তার দুদিকে ছড়ান ছোট একটা শহর, ঘেষা-ঘেষি কতগুলি বাড়ী—অন্য দিকে ইতস্ততঃ ছড়ান কিষাণ-দের কুটির, কতগুলি প্রশস্ত বনভূমি, ছোট ছোট কতগুলি পাহাড়ী ঝরনা। আরও দূরে আবছা ভাবে একটা প্রাচীর-বেষ্টিত বড় শহরের আভাসও দেখা যায়। শহরটা ওদের কাছ থেকে পশ্চিমে। ওরা উত্তর দিকে আল্‌প্‌স্‌-এর দিকে চলল। এখনও বহু দূরে আল্‌প্‌স্‌।

চড়াইএর মত উৎরাইও কঠিন। রাস্তাও ঘোরান প্যাঁচান, আঁকাবাঁকা। ঘোড়াগুলোকে পেছনে টেনে রাখতে হল। উপত্যকার নীচে যখন পৌঁছাল ওরা তখন রাত হয়ে গেছে। একটু বিশ্রামের জন্য থামল যাত্রীরা। চাঁদ ওঠার জন্যও অপেক্ষা করতে হবে। চাঁদের আলোয় খানিক দূর গিয়ে ওরা থামল। আবার চলার শুরু পরের দিন উষার আলো-অাঁধারিতে। সব রাস্তাই এখানে বড় খারাপ। চলতে চলতে অবশেষে এসে পৌঁছুল তরঙ্গায়িত পর্বত-শ্রেণীর উপকণ্ঠে—এখানেই আল্‌প্‌স্‌-এর শুরু।

তারপর এক প্রভাতে এল বিদায়ের পালা। একটা রাস্তার ধারে ভেরিনিয়াকে নামিয়ে দিয়ে এবার ফিরতে হবে ফ্লেভিয়াসকে। যত দূর দেখা যায় রাস্তার দুধারে শুধুই মাঠের পর মাঠ আর বনভূমির বিস্তার।

"এবার তা হলে চলি, ভেরিনিয়া" ফ্লেভিয়াস বলে, "গ্রেকাসের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তা আমি পালন করেছি। যা টাকা আমায় গ্রেকাস দিয়েছিল তা থেকে বেঁচেছে। মনে হয় আমাদের দুজনের কেউই রোমকে আর ফিরে দেখব না, কারণ এর পর সেখানে থাকা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। তুমি সুখী হও, তোমার মঙ্গল হোক, এই কামনা করি। তোমার ছেলের জন্যও ওই আশীর্বাদই রইল। মাইল খানেক আগে কৃষকদের একটা ছোট্ট গ্রাম আছে। তারা যদি তোমায় রথে আসতে না দেখে থাকে তবেই মঙ্গল। এই ব্যাগটা ধর, এর মধ্যে এক হাজার সেস্‌টারসেস আছে। এসব জায়গায় বছর খানেকের খাওয়া পরা, থাকা তোমার চলে যাবে। এদিকের কৃষকরা খুব সরল সাদা-সিধে মানুষ। যদি তুমি তোমার নিজের দেশে যেতে চাও এরাই তোমায় সাহায্য করবে। কিন্তু আমি বলছি সে চেষ্টা না করাই ভালো। কারণ তারা সব বন্য মানুষ, পাহাড়ে জঙ্গলে থাকে, নূতন অচেনা লোক পছন্দ করে না। তা ছাড়া তোমার নিজের আত্মীয়-স্বজনদের খুঁজে হয়তো পাবেই না কোনো দিন। জার্মান উপজাতিরা যাযাবর; এবছর যদি এখানে থাকল আগামী বছর যে কোথায় থাকবে কেউ বলতে পারে না। তাছাড়া আল্‌প্‌স্‌ বরাবর এই বনগুলি অত্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে আর অস্বাস্থ্যকর, বাচ্চার পক্ষে ভালো হবে না। আমি এই

কাছাকাছি কোথাও থাকব বলে ঠিক করেছি। অবশ্য এদিকে থাকতে আমার একটুও ভালো লাগবে না। কিন্তু তোমার তো ইচ্ছা যে আমি এ দিকেই থাকি, তাই না ?"

"আমার ইচ্ছা তাই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ফ্লেভিয়াস।"

রথ চলে গেল। ভেরিনিয়া সন্তান কোলে অপসৃয়মাণ রথগুলির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ধূলোর মেঘ সৃষ্টি করে রথগুলি ছুটে চলেছে, তারপর এক সময় একটা মাঠের আড়ালে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাস্তার পাশে বসে ভেরিনিয়া শিশুকে দুধ খাওয়াতে লাগল। দুধ খাওয়ান হলে রাস্তা ধরে চলল। গ্রীষ্মের সকাল—ভারী মনোরম স্নিগ্ধ। নির্মল নীল আকাশের প্রান্তে সূর্য উঠছে। পাখীরা গান গাইছে, ভ্রমরের দল ফুলে ফুলে উড়ে উড়ে মধু পান করছে। তাদের মিঠে গুঞ্জনে বাতাস মুখর।

ভেরিনিয়ার মনে সুখ—স্পার্টাকাসের সঙ্গে থেকে যে-সুখ পেয়েছে এ সে-সুখ নয়। স্পার্টাকাস ওকে দিয়ে গেছে জীবনবোধ আর বেঁচে থাকার অতুল বৈভবের সন্ধান। ও বেঁচে আছে—মুক্ত জীবনে বেঁচে আছে। ওর সন্তানও বেঁচে আছে—মুক্ত সেও। অতএব এক দিক দিয়ে ভেরিনিয়া তৃপ্তি ও-আশা নিয়ে, সম্ভাবনায় প্রতীক্ষায় ভাবী কালের দিকে তাকিয়ে রইল।

এর পর ভেরিনিয়ার জীবনের আর এক পর্ব। স্ত্রীলোকেরা একা থাকতে পারে না। যে গ্রামটিতে ও এল সেটা অতি সাদা-সিধে গল-দেশীয় কৃষকদের গ্রাম। সদ্য-বিপত্নীক এক কৃষকের সংসারে ও আশ্রয় পেল। সন্তান হবার সময় স্ত্রী মারা যায় কৃষকের। বোধহয় গ্রামবাসীরা জানতে পেরেছিল যে ও একজন পলাতক ক্রীতদাসী। কিন্তু তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। ওর বুক-ভরা দুধ। সেই দুধ খেয়ে গ্রামেরই একটি শিশু বেঁচে গেল। মেয়েটি ভালো, ওর শক্তি ও সারল্যের জন্য সবাই ওকে ভালোবাসল।

গৃহ-স্বামী অত্যন্ত সরল সাধারণ একজন চাষী। সে লেখাপড়া জানত না—সে শুধু শ্রমের পাঠ পড়েছিল। সে স্পার্টাকাস নয়, আবার স্পার্টাকাস থেকে বিশেষ আলাদা রকমও নয়। স্পার্টাকাসের মতই জীবন সম্বন্ধে তার পরম ধৈর্য। সহজে রাগ হয় না। ভেরিনিয়ার সন্তান ও নিজের সন্তানদের গভীর ভাবে ভালোবাসে সে।

ভেরিনিয়াকে সে রীতিমতো পূজা করে। কারণ বাইরে থেকে এসেছে ভেরিনিয়া—সাথে করে নিয়ে এসেছে প্রাণ-শক্তি। সময়ে ভেরিনিয়াও তাকে জানল, বুঝল এবং তার অনুভূতিতে সাড়াও দিল। ওখানকার ভাষাও সে সহজেই আয়ত্ত করে নিল। ভাষাটা লাতিন ভিত্তিক, শুধু কিছু কিছু গল শব্দ মেশান। ওদের আচার-ব্যবহার আর ভেরিনিয়ার নিজের দেশের আচার-ব্যবহারে বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না, কাজেই তাও শিখে নিল তাড়াতাড়ি। এরা জমি চষে ফসল তুলে ঘরে আনে। কিছুটা শস্য গ্রামের দেবতাকে নিবেদন করে। আর এক ভাগ দেয় কর আদায়কারী পেয়াদাকে। আর রোমকে। এই ভাবেই তারা জীবন কাটায়। তারপর মরে। এরা নাচে গায় হাসে কাঁদে বিবাহ করে—ঋতুর মতোই নিতান্ত সাধারণ বৃত্তে তাদের জীবন-পরিক্রমা।

সারা পৃথিবীতে বিপুল পরিবর্তন চলছে কিন্তু তার স্পন্দন এখানে জাগে অননুভূত মন্থর গতিতে। তাই কোথাও কোন হের-ফেরের চিহ্ন এখানে দেখা যায় না।

ভেরিনিয়া ফল-সম্ভাবনাময়ী। তাই যতদিন গর্ভ-ধারণ ক্ষমতা রইল, প্রতিবছর সে স্বামীকে একটি করে সন্তান উপহার দিল। এবং যথাক্রমে তার সাতটি সন্তান হল। ছোট স্পার্টাকাস এদের সঙ্গেই বড় হয়, বেশ বলিষ্ঠ, দীর্ঘ আর ঋজু দেহ হয়ে বাড়তে লাগল। ওর সাত বছর বয়স হলে ভেরিনিয়া ওকে পিতৃ-পরিচয় দিল এবং পিতার কর্ম-জীবনের কাহিনী শোনাল। ঐটুকু ছেলে সব বোঝে। দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় ভেরিনিয়া। স্পার্টাকাসের নাম এ-গাঁয়ে কেউ শোনেনি। আরো বড় বড় বিপর্যয়কারী ঘটনা দুনিয়াকে নাড়া দিয়েছে কিন্তু এ-গ্রামের পাশ কাটিয়ে গেছে। ভেরিনিয়ার সন্তানদের মধ্যে তিনটি মেয়ে, পাঁচটি ছেলে। এরা যখন বড় হল কতবার যে ভেরিনিয়া ফিরে ফিরে একই কাহিনী শোনাল তাদের। একজন সাধারণ মানুষ হয়ে কিভাবে স্পার্টাকাস অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলেছিল এবং কি ভাবে চারটি বছর অমন যে পরাক্রান্ত রোম সেও স্পার্টাকাসের নামে কেঁপেছে। ভেরিনিয়া ওদের শোনায় সোনার খনির সেই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে স্পার্টাকাসের অমানুষিক পরিশ্রম, রোমের এরিনাতে ছোরা হাতে নিয়ে তার লড়াই—সে কি রকম শান্ত ধীর, অথচ মমতা ভরা মানুষ ছিল। এসব কথা বলতে গিয়ে যাদের মধ্যে ভেরিনিয়া বর্তমানে আছে তাদের থেকে স্পার্টাকাসকে কোনও সময়ই আলাদা করে তোলে না। স্পার্টাকাসের সঙ্গী-সাথীদের কথা যখন বলত এ গাঁয়েরই কারো না কারো সাথে এক এক জনের তুলনা দিত। এবং এ সব শুনতে শুনতে ওর স্বামী অবাক হয়ে যেত—হিংসাও হত তার।

ভেরিনিয়ার জীবন খুব সহজ ছিল না এখানে। উদয়াস্ত সে খাটত ক্ষেতের কাজে—আগাছা বাছা, নিড়ানি দেওয়া, সুতো কাটা, তাঁত বোনা সব। ওর

সেই গৌর বর্ণ রোদে পুড়ে বাদামী হয়ে গেল, সেদিনের রূপ-শ্রী কোথায় উবে গেল। রূপ নিয়ে বিশেষ মাথা অবশ্য ও কোনা কালেই ঘামায়নি। পুরনো দিনের কথা ভাবতে গিয়ে কৃতজ্ঞতায় ওর বুক ভরে ওঠে। জীবনের কি অজস্র দান ও পেয়েছে। স্পার্টাকাসের জন্য শোক আর করে না। স্পার্টাকাসের সঙ্গের জীবন এখন স্বপ্ন।

ওর প্রথম সন্তানের বয়স যখন কুড়ি বছর—একদিন জ্বর হল ভেরিনিয়ার। তিন দিনের জ্বরে ও শেষ হয়ে গেল। মরবার সময় বিশেষ কষ্ট হয়নি। প্রাণটাও তাড়াতাড়িই বেরিয়ে গিয়েছিল। ওর স্বামী আর সন্তানেরা খানিকক্ষণ কাঁদাকাটির পর ওকে কাফনে ঢেকে সমাধিস্থ করল।

ভেরিনিয়ার মৃত্যুর পর কিছু পরিবর্তন এল এ গাঁয়ে। খাজনা বাড়ল এবং বাড়তেই থাকল। সেবার শুখা হল—সমস্ত গ্রীষ্মকাল বৃষ্টি হল না, ফসল শুকিয়ে গেল। তারপর এল রোমান সেনা বাহিনী। যারা কর দিতে পারলো না তাদের পরিবারকে পরিবার ঘর থেকে টেনে বের করে ছাগল-গরুর মত গলায় গলায় শেকল দিয়ে বেঁধে চালান করে দেওয়া হল রোমে—তাদের বিক্রী করে খাজনার কড়ি আদায় হবে।

কিন্তু ফসল যাদের নষ্ট হয়েছে সবাই নতমস্তকে এ ব্যবস্থা মেনে নেয়নি। স্পার্টাকাস ও তার ভাইবোনেরা এবং আরো অনেকে পালিয়ে গেল উত্তর দিকের জঙ্গলে। এই জঙ্গলগুলো বিস্তৃত হয়ে চলে গেছে আল্‌প্‌স পর্বতশ্রেণীর ভয়-সংকুল অরণ্য অঞ্চল পর্যন্ত। সেখানে এরা অত্যন্ত দুঃখ দুর্দশায় দিন কাটাতে লাগল। একর্ণ খেয়ে কখনও বাদাম কুড়িয়ে বা সামান্য যা শিকার মিলত তাই দিয়ে। কিন্তু যখন ওদেরই ছেড়ে-আসা জমিতে কার যেন একটা ভিলা গড়ে উঠল ওরা গা-ঢাকা দিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সেই ভিলা পুড়িয়ে দিল আর সেখানে যা কিছু ছিল সব লুটপাট করে নিয়ে এল।

অতএব সৈন্য এল বনে বনে অভিযান চালাতে। কিষাণেরা পাহাড়ীদের সঙ্গে হাত মেলাল। পলাতক ক্রীতদাসেরাও এসে যোগ দিল। বছরের পর বছর লড়াই চলল—জমি থেকে উৎখাত মানুষগুলির সাথে। এক এক সময় সৈন্যদের হাতে বিদ্রোহীদের শক্তি বিপর্যস্ত হয়ে যেত, কখনও বা বিদ্রোহীরা অত্যন্ত প্রবল হয়ে সমতল ভূমিতে নেমে আসত, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, লুটপাট করে সব তচ্‌নচ্‌ করে দিত।

এ ভাবেই স্পার্টাকাস-পুত্রের জীবন গেল, মৃত্যুও হল পিতার মত লড়াই করতে করতে। সে যে-সব কাহিনী তার সন্তান-সন্ততিদের বলেছিল—সে-গুলো তেমন স্পষ্ট নয়; তথ্যও তেমন ছিল না। তারপর এসব কাহিনীও পুরা কাহিনীতে পরিণত হল, এবং সেগুলো হয়ে রইল প্রতীক-মাত্র। কিন্তু পীড়ন-কারী আর পীড়িতের সংগ্রাম চলতেই থাকল—আগুন কখনও কখনও ধক্ ধক্

করে ঊর্ধ্ব-শিখা হয়ে জ্বলে উঠত, আবার কখনও বা ধিকি ধিকি জ্বলত। কিন্তু নেবেনি কোনদিন—স্পার্টাকাসের নামও মুছে যায়নি। জন্ম-সূত্রের প্রশ্ন আর রইল না—রইল লড়াইয়ের সূত্রের অর্থাৎ কে কতটা লড়াই করেছে তার পরিচয়।

একদিন রোমের পতন হবে—শুধু গোলামদের হাতে হয়—গোলাম, ভূমিদাস, কিষাণ, স্বাধীন বর্বর জাতি—যারাই বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দিয়েছিল—তাদের সম্মিলিত কব্জির জোরে।

যতদিন একদল মানুষের শ্রমের ফসল ভোগ করবে ততদিন স্পার্টাকাসের স্মৃতি বেঁচে থাকবে। মানুষ সেই নাম নিয়ে কানাকানি করবে—আবার কখনও বা আকাশ বাতাস তোল-পাড় করে অতি স্পষ্ট উদাত্ত স্বরে সেই নামের ধ্বনি তুলবে।

ন্যুয়র্ক শহর
জুন ১৯৫১